গল্পের ধারায়, সহজ
সাবলীল ও বাস্তবমুখী উপস্থাপনায়
উলূমুল
হাদীস
কী, কেন ও কীভাবে?
আবু রাফআন সিরাজ

গল্পের ধারায়, সহজ সাবলীল ও বাস্তবমুখী উপস্থাপনায়

উলূমুল হাদীস

কী, কেন ও কীভাবে?

আবু রাফআন সিরাজ

মুশরিফ, উলূমুল হাদীস বিভাগ
আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানীনগর, ঢাকা

লাজনাতুন নাশর ওয়াত তা'লীফ ওয়াত তারজামা

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

কিতাব লেখার যে সকল কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে গেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো সহজীকরণ। সহজীকরণের উদ্দেশ্যে কিতাব লেখার ধারা অনেক প্রাচীন। শুধু সহজীকরণের উদ্দেশ্যে যুগে যুগে লিখিত হয়েছে হাজারো কিতাব। উলূমুল হাদীস বিষয়ে লিখিত শত শত কিতাবের ভীড়ে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত কিতাবের সংখ্যাও কম নয়। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত কিতাবটিও উলূমুল হাদীসকে সহজভাবে উপস্থাপনের সামান্য একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

বইটিতে যদিও ঠিক গল্প নয় কিন্তু গল্পের আদল ও সংলাপের ধারা নির্বাচন করা হয়েছে এই সহজীকরণের উদ্দেশ্যেই। কারণ, এমন অনেক তাত্ত্বিক ও গুরুগম্ভীর বিষয় আছে, যা সংলাপ ও কথোপকথনের শৈলীতে বলা হলে সুস্পষ্ট, সুখপাঠ্য ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে তা বলা যেমন কষ্টকর হয়, তেমনি পাঠকের কাছেও কখনো কখনো বিরক্তিকর মনে হয়। এছাড়াও আরেকটি উদ্দেশ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তা হলো, এর মাধ্যমে উলূমুল হাদীসকে জীবন-ঘনিষ্ঠ করে উপস্থাপন করা এবং এটা প্রমাণ করা যে, উলূমুল হাদীস একটি ফিতরী ও স্বভাবজাত শাস্ত্র, যার ব্যাপারে প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে বাধ্য।

উলূমুল হাদীসকে এভাবে বুঝতে পারার উপকারিতা অনেক। এতে শাস্ত্রটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। আকর্ষণীয় এক রূপ নেয়। সাথে অনেক মাসআলার مناط ধরতে সহজ হয় এবং অনেক উসূল محرر ও منقح হয়ে সামনে আসে। গল্প ও সংলাপে অনেক তাত্ত্বিক বিষয়ও যে জীবন-ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তা তো সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমরা চেষ্টা করেছি উলূমুল হাদীসকে এই ধারায় উপস্থাপন করতে। কতটুকু সফল হতে পেরেছি তা পাঠকই বলবেন।

বইটিতে যে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো, উলূমুল হাদীসের পরিচয়, প্রকৃতি, পরিধি, আবশ্যকীয়তা ও অর্জনের পদ্ধতি ফুটিয়ে তোলা। এক কথায় 'উলূমুল হাদীস কী, কেন ও কীভাবে' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য। উলূমুল হাদীসের উসূল ও পরিভাষার বিস্তর বর্ণনা দেওয়া,

বিভিন্ন মতামতের দালিলিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা এই কিতাবের উদ্দেশ্য নয়। তবে উলূমুল হাদীসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পরিমার্জিত সারংশ বলার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, এই কিতাব যেমনিভাবে দাওরা পূর্ববর্তী তালিবে ইলমদের উলূমুল হাদীসের শাস্ত্রীয় মেহনতের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে, তেমনিভাবে সদ্য উলূমুল হাদীস বিভাগের তাখাসসুস ফারেগ ভাইদের জন্যও تذكرة তথা স্মরণিকা হিসেবে কাজ করবে।

ঘটনা সাজাতে রশীদ নামে একজন মেধাবী ও আগ্রহী তালিবে ইলমের শরহে বেকায়া থেকে দাওরা পর্যন্ত ইলমী জীবনকে সরলভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক চেষ্টা করেও পড়ালেখা সংক্রান্ত নিজের অসম্পূর্ণ কিছু অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত ভালো লাগা ও যাওকিয়্যাত বলা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। নিজে যা হতে চেয়েও হতে পারেনি সেই আদর্শ তালিবে ইলমের যে চিত্র মনে প্রোথিত হয়ে ছিল তাই যেন কলম ও কালির আচঁড়ে আঁকতে চেয়েছে। হয়ত কেউ আগ্রহী হবে। হয়ত কল্পনার রশীদের দেখা বাস্তবেই মিলবে।

রশীদের সাথে লেখকের অনেক দিক দিয়ে মিল ছিলো। অলসতা, অসাবধানতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ আর জীবনের কিছু তিক্ত বাস্তবতা না থাকলে হয়ত লেখক রশীদের গল্প না লিখে আজ নিজের আত্মজীবনীই লিখত। কিন্তু যা হওয়ার তাতো হয়েই গেছে। ما مضى فات। হায়, যদি অতীত জীবনটাকে মুছে নতুন করে লেখা যেত। ফেলে আসা জীবনটাকে ভেঙ্গে চুরে আবার নতুন করে গড়া যেত। কিন্তু তা কি আর সম্ভব? ধনুক থেকে যে তীর একবার ছুটে গেছে তাকে কি আর ফিরিয়ে আনা যায়?

জীবনের এই মূল্যবান সময়টা এখনো যাদের অতীত হয়নি, এখনো সম্ভাবনা যাদের হারিয়ে যায়নি সময়ের অতল গহ্বরে, তারা যদি অলসতা, অসাবধানতা, হীনমন্যতা ও প্রবৃত্তির গোলামী ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়, নতুন উদ্যম, কঠোর পরিশ্রম, উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন নিয়ে এগোতে থাকে আর সাথে থাকে একজন প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ও দরদী মুরুব্বীর স্নেহমাখা নিবিড় সান্নিধ্য, তাহলে আল্লাহর রহমত এসে হাত বাড়াবেই। বাস্তব জীবনে তখন শত শত নয়, হাজার হাজার রশীদের সাক্ষাৎও অসম্ভব হবে না। লেখক আল্লাহর করুণার দিকে তাকিয়ে এই স্বপ্ন দেখতে থাকবে। স্বপ্ন ভঙ্গের ঝড় ঝাপটায় দমে যাবে না।

কিতাব পাঠকারী সকল তালিবে ইলম ভাইয়ের কাছে আবেদন থাকবে, আপনার তা'লীমী মুরুব্বীর কোনো পরামর্শ যদি এই কিতাবের নির্দেশনার বিপরীত হয়

তাহলে আপনি আপনার মুরুব্বীর পরামর্শ ও নির্দেশনাকেই আঁকড়ে ধরুন। কারণ, আপনার তা'লীমী মুরুব্বীই আপনার ব্যাপারে ভালো জানেন, আপনার করণীয় বিষয়ে তিনিই যথার্থ বুঝবেন। তার দিকনির্দেশনাই আপনার জন্য সুফল বয়ে আনবে। তাছাড়া এ কিতাবের বড় একটি শিক্ষাও কিন্তু এই তা'লীমী মুরুব্বীর পরামর্শ মেনে চলা।

কিতাবটি লেখার পর হাদীস শাস্ত্রে আমার দু'একজন উস্তাদকে সংশোধন করতে দিয়েছি। তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া পারদর্শী অনুজ ও অগ্রজদের কাছেও পাঠিয়েছি। তাদের অনেকেই আংশিক পাঠ করেছেন। কেউ কেউ পরিপূর্ণ পাঠ করেছেন। তারা ভালো ভালো কিছু পরামর্শ দিয়েছেন যা পরবর্তী সংশোধনীতে খেয়াল রাখা হয়েছে। কিছু পরামর্শের বাস্তবায়ন ছিল সময়সাপেক্ষ। তাই সামনের কোনো সুযোগের জন্য রেখে দিয়েছি। বাংলা ভাষায় লেখালেখি ও পঠন-পাঠন করেন এমন কয়েক ভাইকেও দিয়েছি। তাদেরও কেউ কেউ পুরোটা পড়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগত সংশোধনী দিয়েছেন। এছাড়াও শরহে বেকায়া, জালালাইন, মিশকাত, দাওরার বেশ কিছু তালিবে ইলমকে দিয়েছিলাম পড়তে। যে সকল জায়গা তাদের বুঝতে কষ্ট হয়েছিল বা অন্যদের বুঝতে কষ্ট হবে বলে তাদের মনে হয়েছিল পরবর্তীতে সে জায়গাগুলোকে সহজ সাবলীলভাবে বলার চেষ্টা করেছি। এই কাজে পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে সর্বদা পাশে থেকেছে উলূমুল হাদীস বিভাগের তালিবে ইলম ভাইয়েরা। সকলের নাম নেওয়া সম্ভব নয়। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সকলকে প্রশান্তময় কর্মমুখর একটি জীবন দান করুন।

সর্বশেষ শুকরিয়া আদায় করছি লাজনাতুন নাশর ওয়াত তা'লীফ ওয়াত তারজামা এর সদস্যবৃন্দের ও মাকতাবাতুল আসলাফ এর সত্ত্বাধিকারীর। তারা অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে কিতাবটি ছাপিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবকে লেখক, পাঠক ও সকল তালিবে ইলমের জন্য উপকারী বানান। এর ভুল ও মন্দ দিক থেকে সবাইকে হেফাজত করেন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

সূচীপত্র

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যেভাবে শুরু...

রশীদের জ্বরটা আজকে নেমে গেছে। শরীরে দুর্বলতা থাকলেও মনটা বেশ হালকা লাগছে। গত সাত দিন বিছানায় পড়ে থাকতে থাকতে আর ভালো লাগছিল না। রশীদ বের হয়েছে বাড়ির পিছনের বাগানটায় একটু হাঁটাহাঁটি করতে। পড়ন্ত বিকেলের বিদায় ধ্বনি আর সন্ধ্যার আগমনের হাতছানিতে পরিবেশ বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। একটু পর পর দখিনা হাওয়া এসে পাতাগুলোকে আন্দোলিত করছে। পুরো শরীরে এক শীতল প্রলেপ দিয়ে সব বিরক্তি আর ক্লান্তি যেন মুছে নিয়ে যাচ্ছে। ডালের আড়ালে বসে নীড় ফেরা পাখির কিচিরমিচির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে অন্তরকে বেশ ফুরফুরে করে তুলছে।

অসুস্থতার দিনগুলোতে 'জীবন পথের পাথেয়' বইটি পড়া হয়েছে। এর আগেও অবশ্য একবার পড়া হয়েছিল। এবার পড়তে গিয়ে বেশ কিছু কথায় চোখ আটকে গেছে।

"এটা বড়দের বড় অভিজ্ঞতার কথা যে, শৈশবের স্বপ্ন কল্পনা ভবিষ্যতে বাস্তব হয়ে সামনে এসে যায়। শৈশবের কল্পনাকে আল্লাহ্ প্রায় বাস্তব করে দেন। সুতরাং এখন থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা বড় বড় স্বপ্ন দেখো এবং আল্লাহর কাছে বড় কিছু চাও।"

"প্রিয় বন্ধুগণ, আজ এখানে হৃদয়ের কাগজে ঈমানের কালি দিয়ে এই মহাপ্রতিজ্ঞা লিখে নাও, আমাকে উত্তম থেকে উত্তম হতে হবে এবং এ জন্য যত ত্যাগ ও কুরবানী প্রয়োজন তা করতে হবে। করতেই হবে। এটা তোমার কাছে আমার দাবি নয়। তোমার কাছে তোমারই আত্মার দাবি। বরং আমি তো বলতে চাই যে, এটা হলো তোমার কাছে তোমার স্রষ্টার দাবি। তুমি ভালো হও, দামি হও, স্মরণীয় হও, বরণীয় হও। তোমার স্রষ্টা এজন্যই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

"শোনো ভাই! মুসলিম সমাজের চিন্তা জগতে আজ এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই উম্মাহ এবং এই দ্বীনের মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে সেই যোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে যুব সমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক অনস্থা ও অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠেছে। সর্বোপরি দিনের ধারক বাহক আলেমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক হতাশা ও হীনমন্যতা শিকড় গড়ে বসেছে। এগুলো দূর করে যুগ ও সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য এবং দিন ও শরীয়তকে নয়া জমানার নয়া তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন অনেক বেশি প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন। অনেক বড় ইলমি জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জনের প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন আরো বেশি আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং আরো উর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নের।"

"যুগের স্বভাব ধর্ম এই যে যোগ্যতার দাবিতে স্বীকৃতি আদায় না করলে আগে বেড়ে সে কাউকে স্বীকার করে না। কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সময় এমনি বাস্তববাদী, এমনই শীতল ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এত সহজ নয় এবং শুধু ঐতিহ্যের দোহাই যথেষ্ট নয়। সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে এবং আত্মগর্বী সমাজের মন-মগজে যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও যোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে হবে, যে উচ্চতা ছড়িয়ে যাবে হিমালয়ের শৃঙ্গকে।"

"এ ধারণা অবশ্যই ভুল যে, সময় আগে থেকে জায়গা খালি রেখে কারো অপেক্ষা করবে। আর তিনি যথাসময়ে সে সংরক্ষিত আসনে বসে পড়বেন। না এমন কখনো হয়নি। কখনো হবেও না। লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময় বড় বাস্তববাদী, অনুভূতি প্রবণ। সময়ের নীতি হলো البقاء للأصلح -যোগ্যতরেরই টিকে থাকার অধিকার। অযোগ্যতার তো প্রশ্নই আসে না, সময় এত নির্মম যে, যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে যোগ্যতরের এবং উপযোগীর পরিবর্তে অধিকতর উপযোগীর পক্ষপাতী।"

"ইতিহাস ও জীবনচরিত হলো আমার গবেষণার বিষয়। আমি আমার সুদীর্ঘ অধ্যায়ন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বলছি, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কোনো গ্রন্থাগার মানুষ তৈরি করে না। বরং নিজের যোগ্যতা এবং চেষ্টা সাধনা ও

মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে মানুষ নিজেই গড়ে ওঠে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে।”

“উস্তাদের প্রতি তোমাদের অন্তরে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। প্রত্যেক উস্তাদের সঙ্গে আদবের আচরণ করতে হবে এবং বিশেষ কোনো উস্তাদকে জীবনের মুরুব্বী রূপে এবং আদর্শ ও নমুনারূপে গ্রহণ করতে হবে। তার প্রতিটি নড়াচাড়া উঠাবসা কথাবার্তা ও চিন্তাভাবনা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং নিজের জীবনে তার সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। যারা এটা করতে পেরেছে তাদেরই জীবন-ভেলা অকূল দরিয়া পার হয়ে তীরে এসে ভিড়েছে এবং তারা কামিয়াব হয়েছে। আর যারা নিজের মত চলেছে তারা মাঝ ধরিয়ায় ডুবেছে এবং অতলে তলিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, ইলমের ক্ষেত্রে তোমরা পারদর্শিতা অর্জন করো। জ্ঞান ও শাস্ত্রে পূর্ণতা লাভ কর। বিভিন্ন মাদ্রাসায় সবসময় আমি একটা কথা বলে থাকি যে, আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দুটি বিষয়কে কামিয়াবি ও সফলতার চাবিকাঠি রূপে সাব্যস্ত করেছি। তা হলো, ইখলাস ও ইখতিসাস। অর্থাৎ নিয়তের বিশুদ্ধতা ও বিষয়ের বিশেষজ্ঞতা। প্রথম কথা, আমি যা কিছু করব, যা কিছু পড়ব পড়াবো এবং শিখব শেখাবো তা শুধু আল্লাহর জন্য, আল্লাহকে খুশি করার জন্য। দ্বিতীয়ত, সব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করব। কিন্তু অন্তত কোনো একটি বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করব। ‘ইখলাস ও ইখতিসাস’ সেই ডানা যা দ্বারা আমাদের মাদারিসের তালিবানে ইলম ঊর্ধ্ব আকাশে উড্ডয়ন করতে পারে। আল্লাহর সঙ্গে মু‘আমালা হবে ইখলাসের এবং ইলমের সঙ্গে মু‘আমালা ইখতিসাসের। হাদীস বলো, ফিকাহ বলো, ছারফ ও নাহব বলো, আদব বলো, ভাষা ও সাহিত্য বলো- যে কোন শাস্ত্রের কথাই বলো তাতে তুমি বিশেষজ্ঞতা ও পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করো। তাহলে তুমি যেখানেই থাকো মানুষ তোমাকে খুঁজে খুঁজে বের করবে। তুমি যদি দুয়ার বন্ধ করে ঘরেও বসে থাকো মানুষ তোমাকে বাধ্য করবে দুয়ার খুলে বের হওয়ার জন্য। মানুষ হাতে ধরে পায়ে ধরে অনুরোধ করবে, আমার কাজ করে দিন, আপনার যা কিছু শর্ত ও চাহিদা আমি তা পূর্ণ করব। যোগ্যতার মাঝে স্বভাবগতভাবেই আল্লাহ আকর্ষণের ও বিকাশের গুণ রেখেছেন। তোমার মাঝে কোনো বিষয়ে যোগ্যতা থাকবে আর মানুষকে তা আকৃষ্ট করবে না তা হতে পারে না। তদ্রূপ তোমার মাঝে ইখলাস থাকবে আর আল্লাহ তোমার জিম্মাদারী গ্রহণ করবে না তা হতে পারে না।”

"কিতাব মুতালা ও গ্রন্থ অধ্যায়নের যে কথা আগে আমি বলেছি সে ক্ষেত্রে কিতাব ও গ্রন্থ নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন বিষয়ে আপনি অধ্যয়ন করবেন এবং ওই বিষয়ের কোন কোন কিতাব কোন পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করবেন তা খুব চিন্তাভাবনার সাথে নির্ধারণ করতে হবে। সেই সঙ্গে আহলে ইলমের মজলিস ও ছোহবত থেকে ফায়দা হাসিল করতে হবে।"

বইটি পড়ার পর থেকে এই বাক্যগুলো কানে লেগে আছে। হৃদয় গহীনে বারবার ঘুরে ফেরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সকল অবহেলা আর অলসতা ঝেড়ে নতুনভাবে নতুন উদ্যমে শুরু করার স্বপ্ন জাগছে।

জ্বরের কারণে সাত দিনের দরস ছুটে গেছে। আরো দুই দিন বিশ্রাম নিলে মোট নয় দিনের দরস ছুটে যাবে। এই পড়াগুলো বুঝে নিতে বেশ কষ্ট হবে। বিশেষ করে "মুখতাসারুল মাআনী" কিতাবটি। "শরহে বেকায়া-সানি" ও "নূরুল আনওয়ার" কিতাবদুটিও কম কঠিন না। দরসে উপস্থিত থেকে উস্তাদ থেকে পড়া বুঝে নেওয়া আর নিজে নিজে বা সাথীদের কাছ থেকে পড়া বুঝে নেওয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু কী করার। সে তো আর ইচ্ছা করে দরসে অনুপস্থিত থাকেনি। অসুস্থতা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলাই তাওফিক দিবেন এই কয়দিনের পড়া যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার।

'অনিচ্ছাকৃত বিপদ আপদে আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা ও নৈকট্য বাড়ে। কমে না। যার কোনো বিপদ আপদ নেই সে আমল করে যতটুকু অগ্রবর্তী হবে, বিপদ আপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করলে অতটুকু অবশ্যই অগ্রবর্তী হতে পারবে। বরকত তো আল্লাহর হাতে। বান্দা তো পিছিয়ে যায় মূলত তার ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ও উদাসিনতার কারণে।'

রশীদ নাযেম সাহেবেকে আসর-পরবর্তী মুযাকারার মজলিসে এই কথাটা একাধিকবার বলতে শুনেছে। আহা! আজ সাত দিন হয়ে গেল মুযাকারার মজলিসে সে বসতে পারছে না। সে যথাসম্ভব চেষ্টা করে এই মজলিসে উপস্থিত থাকতে। কত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন হুজুর! ইলমী, আমলী, আখলাকী, ফিকরী নানা বিষয়ের কত আলোচনা উঠে আসে। পনেরো বিশ মিনিট রশীদ হুজুরের মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি কথার শেষটুকু কুড়ে নিজের কোঁচড় ভরে নিতে চায়। যেন একটা অক্ষর, একটা বিন্দুও না ছুটে। এই মজলিসে তার অনেক উপকার হয়। অন্তরে নির্মলতা অনুভব হয়। নির্মল অন্তরের একজন মানুষ, বিশেষ করে একজন

তালিবে ইলমের অনেক প্রয়োজন। অন্তর যত নির্মল থাকে পড়ালেখায় ততই মন বসে। থাক, ফাওয়ান, সালমান আর নাকীব তো আছে। তারা তো নিয়মিত মজলিসে বসে। মাদরাসায় গিয়েই তাদের কাছ থেকে শুনে নিবে, এই ক'দিনে নাযেম সাহেব গুরুত্বপূর্ণ কী কী কথা বলেছেন।

নাযেম সাহেব রশীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করেন। রশীদ তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করে এবং চেষ্টা করে এই সুধারণা যেন সব সময় বহাল থাকে।

আরেকটা আফসোস মনের মধ্যে বারবার উঁকি দিচ্ছে। আজ পার্শবর্তী থানা চরভালুকায় একটি ওয়াজ মাহফিল হবে। সেখানে এশার পর বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আফফান সাহেব তাশরীফ আনবেন। রশীদ আফফান সাহেবের নাম অনেক শুনেছে। কখনো সরাসরি দেখেনি। আজই সুযোগ ছিল সরাসরি দেখার। সুযোগ হলে একটু মোসাফাহাও করে নেওয়া যেত। নাহ! মোসাফাহা করতে গেল মানুষের অনেক ভিড় হয়। তাতে নিজেরও কষ্ট হয়। পাশাপাশি যার সাথে মোসাফাহা করা হয় তিনিও বিরক্ত বোধ করেন। এভাবে মোসাফাহা করার কোনো মানে হয় না। বরকত তো অর্জন হবে তার কথা অনুযায়ী আমল করলে। কষ্ট দিয়ে মোসাফাহা করলে বরং বরকত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু মোসাফাহা তো পরের বিষয়, সে তো যেতেও পারবে না। শরীর যে বড় দুর্বল। যেতে হলে সিএনজিতে এক দেড় ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। এতে আবার জ্বর চলে আসতে পারে। থাক নাঈম, হুসাইন, মাহমুদ ওরা তো যাচ্ছে। আরো অনেকে যাবে। আগামীকাল তাদের কারো কাছ থেকে শুনে নিবে, আফফান সাহেবের বয়ানের মূল মূল কথাগুলো।

* * *

রশীদ একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে এসে বসল। কৃষ্ণচূড়া ফুল লাল গালিচার মতো বিছিয়ে আছে চারপাশে। বিন্দু বিন্দু শিশির জমে পাপড়িগুলো কেমন জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। সেই সাথে সকালের মিষ্টি রোদের কোমল ছোঁয়ায় সতেজ হয়ে উঠেছে দেহ-মন।

একটু পর পাশের বাড়ির মাহিন এসে পাশে বসল। রশীদ তার সাথে খুব একটা মেশে না। ও কিছুটা খুঁতখুঁতে স্বভাবের। বরং অনেকটা একগুঁয়ে। কোনো কথাই সহজে মানতে চায় না।

: বসে বসে কী করছ রশীদ?

: এই তো রোদ পোহাচ্ছিলাম।

: হ্যাঁ, অনেকে বলে সকালের রোদে নাকি ভিটামিন আছে। আমার এসব বিশ্বাস হয় না।

রশীদ কোনো জবাব দিলো না। উভয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। রশীদ কোনো কথা না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল,

: গতকাল মাহফিলে গিয়েছিলেন?

: কিসের মাহফিল?

: কেন আপনি জানেন না গতকাল রাতে চর ভালুকায় মাহফিল হয়েছে?!

: শুনেছি। কিন্তু শোনা কথায় বিশ্বাস কী!

: এত মানুষ বলছে। তারপরও বিশ্বাস হয় না?

: মানুষ তো মিথ্যাও বলতে পারে!

: একজন দুজন হলে কথা ছিল। শত শত মানুষ বলছে। তারপরও বলছেন, মিথ্যা বলতে পারে?

: বলতে পারে বইকি!

: সন্দেহের বাতিক আপনার মাথাটা নষ্ট করে দিয়েছে মাহিন ভাই। আপনার বিবেককে যদি একবার জিজ্ঞাসা করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন, এত মানুষ নিজ চোখে দেখে কোনো সংবাদ দিলে তা মিথ্যা হতে পারে না। আচ্ছা মাহিন ভাই! আমেরিকা নামে একটা দেশ আছে এটা আপনি জানেন?

: হ্যাঁ, জানি তো!

: কীভাবে জানলেন? আপনি তো স্বচক্ষে আমেরিকা দেখেননি? নিশ্চয় আমেরিকা স্বচক্ষে দেখেছে এমন ব্যক্তিদের সংবাদ দেওয়ার মাধ্যমেই জেনেছেন?

মাহিন ভাবনায় পড়ে গেল।

: মাহিন ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আশা করি কিছু মনে করবেন না।

: বলো।

: আপনি যাকে বাবা ডাকেন তিনিই যে আপনার প্রকৃত বাবা- এটা কীভাবে বুঝলেন? এমনও তো হতে পারে, তিনি আপনার বাবা নন!

মাহিন কিছুটা চটে গিয়ে বলল,

: কেন! বুঝ হওয়ার পর থেকেই তো শুনছি তিনি আমার বাবা।

: যাদের কাছে শুনেছেন তারা কি মিথ্যা বলতে পারে না?!

মাহিন হা করে তাকিয়ে রইল। রশীদ তাকে রেখেই মসজিদের দিকে হাঁটা দিলো। মসজিদের ঘাটলায় বসে সময় কাটাতে ভালই লাগে। পুকুরে মাছগুলো লাফালাফি করে। কিছু মাছ উঁকি মেরে পানির নিচে হারিয়ে যায়। হাঁসগুলো একটু পর পর মাথা ডুবিয়ে দেয়। মাথা উঠালে মুক্তার দানার মতো পানি শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। এ সকল দৃশ্যে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। অজানা কত কথা হৃদয়ে ঘুরপাক খেয়ে হারিয়ে যায়।

একটু পর ফাহিম এসে উপস্থিত হলো। রশীদের মন চাচ্ছিল আরো কিছু সময় একা থাকতে। ফাহিমকে তার তেমন একটা পছন্দ হয় না। কিছুটা বাচাল টাইপের। কথা বলা শুরু করলে আর থামতে চায় না। রশীদ চুপ করে থাকল। আগে বেড়ে কোনো কথা বলল না। ফাহিমই শুরু করল,

: আফফান সাহেব তো গতকাল জবরদস্ত বয়ান করেছেন। শুনলাম তুই যাসনি?

বয়ানের কথা শুনে রশীদ ফাহিমের দিকে ফিরে বসল।

: আমি তো অসুস্থ ছিলাম। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারিনি। তো কী কী বললেন আফফান সাহেব? কিছু বলেন, শুনি।

: অনেক আজীব আজীব ঘটনা বলেছে রে। সকলে হা হয়ে শুনেছে।

: যেমন!

: শাদ্দাদ নামে একটা লোক ছিল। অনেক অহংকারী। আল্লাহর সাথে টেক্কা দিয়ে নিজেই একটা বেহেস্ত তৈরি করার প্লান করল....

রশীদের মনে হলো, আরে! শাদ্দাদের বেহেস্ত বানানোর কাহিনীকে না নাযেম সাহেব ভিত্তিহীন বলেছেন! আফফান সাহেবের মতো বিজ্ঞ আলেম এমন বানোয়াট ঘটনা বলবেন?

: ফাহিম ভাই! আপনি কি নিজে শুনেছেন আফফান সাহেবকে এ ঘটনা বলতে?

: না, মানে..। আমি তো যাইনি। বজলুর কাছে শুনেছি, আফফান সাহেব নাকি এই ঘটনাটি বলেছে।

: ফাহিম ভাই!! আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আপনি আফফান সাহেব থেকে সরাসরি শুনলে আপনার কথা মেনে নিতাম। কিন্তু আপনি শুনেছেন বজলু ভাইয়ের কাছে। আর মানুষ পেলেন না! বজলু ভাইয়ের তো মিথ্যা বলার বড় অভ্যাস। তার কথায় কোনো বিশ্বাস আছে!

: রশীদ! তুই কিন্তু গীবত করলি।

: ফাহিম ভাই, এটাকে গীবত বলে না। এটা তার বাস্তব দোষ। শুধু দোষ চর্চার উদ্দেশ্যে তার এই দোষের কথা বলিনি। তার কথা কেন বিশ্বাস করলাম না সেই কারণ হিসেবে বলেছি। তাছাড়া আপনাকে এই দোষের কথা না বললে আপনি তার কথা বিশ্বাস করতেন। তখন, আফফান সাহেব যা বলেননি তাকেই তার কথা বলে মনে নিতেন।

রশীদ উঠে গেল। নাঈম হুসাইন আর মাহমুদের কাছে গেলেই বয়ানের যা বলেছেন তা সঠিকভাবে জানতে পারবে। প্রথমে নাঈমের বাড়ির দিকে রওনা দিলো। পথিমধ্যে দেখা হলো আবীরের সাথে।

: আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আবীর ভাই।

: ওয়ালাইকুমুস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ। এই তো ভালো আলহামদুল্লিাহ। রশীদ তুমি বাড়িতে আছ? তোমাকে তো গতকাল মাহফিলে দেখলাম না?

: ও... আপনি গিয়ে ছিলেন। আমি তো জ্বর নিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম। কাল অবশ্য সুস্থ ছিলাম। কিন্তু শরীর দুর্বল ছিল। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মাহফিলে যেতে পারিনি।

: আফফান সাহেব তো অনেক ফজিলতপূর্ণ আমলের কথা বলেছেন। অনেক দুর্লভ ঘটনা...

: আবীর ভাই আমার একটু কাজ ছিল। হাতে সময় খুব কম। সুযোগ হলে আপনার কাছে আসব। তখন সব শুনে নেব ইনশাআল্লাহ।

: ঠিক আছে। দোয়ায় স্মরণ রেখ।

: আমিও দোয়া চাই

রশীদ মনে মনে বলল, আবীর ভাই নেককার মানুষ। তিনি কখনও মিথ্যা বলবেন না। কিন্তু বেচারার মেধা অনেক দুর্বল। ক্লাস ফাইভে উঠতে লেগেছে দশ বছর। প্রত্যেক ক্লাশে সময় লেগেছে দু বছর। তা-ও কোনোরকমে পাশ। এরপর তো আর পড়ালেখাই করলেন না। তার পরিবারের লোকেরাও বেশ বিরক্ত। বাজারে পাঠায় আলু কেনার জন্য। নিয়ে আসেন পটল। বকাঝকা করলে মাথা চুলকিয়ে বলে, ভুলে গিয়েছিলাম। তিনি আফফান সাহেবের কথা ঠিকমত মনে রাখতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই সময় নষ্ট না করে নাঈমের কাছেই যাওয়া যাক।

* * *

নাইম বসে বসে একটা বই পড়ছিল। রশীদ ঘরে ঢোকার আগে গলায় সালাম দিলো।

: ওয়ালাইকুমুস সালাম। ঘরে আয়। একা একা ভালো লাগছিল না।

: কী খবর নাইম?

: আমার খবর তো ভালো। তোর শরীরটা এখন কেমন?

: আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আশা করছি আগামীকাল মাদরাসায় যেতে পারব। ইচ্ছে সত্ত্বেও গতকাল মাহফিলে যেতে পারিনি। তাই তোর কাছে এসেছি আফফান সাহেবের বয়ানের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শোনার জন্য।

এরমধ্যে কাকতলীয়ভাবে হুসাইন আর মাহমুদ এসে উপস্থিত।

: যাক ভালই হলো। তোরা দুজনও এসে গেলি। আফফান সাহেবের বয়ানের কথাগুলো এবার ভালোভাবেই জানা যাবে।

বয়ানের মুযাকারা শুরু হলো। নাইম একে একে বলতে লাগল আফফান সাহেব কী কী বলেছেন। কোনো কথা ছুটে গেলে হুসাইন আর মাহমুদ তা বলে দিচ্ছিল। আব্দুর রশীদও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। প্রসঙ্গক্রমে কিছু এদিক সেদিকের কথাও মাঝে মাঝে আসছিল। কিছু হাস্য-রসিকতাও হলো।

নাইম: ...তারপর তিনি একটি হাদীস বললেন। হাদীসটি হলো, নামায জান্নাতের চাবি।

হুসাইন: এই দাঁড়া। তিনি কি এই হাদীসটি সত্যিই বলেছেন?

মাহমুদ: তাই তো! আমার তো মনে পড়ছে না যে তিনি এই হাদীস বলেছেন!

নাইম: বলেছেন। আমি নিশ্চিত। তোরা হয়ত ঐ সময় আনমনা হয়ে ছিলি। এজন্য শুনতে পাসনি।

রশীদ: আচ্ছা, সামনে চল।

রশীদ মনে মনে বলল, নাইমের প্রতি আমার আস্থা আছে। সে খুব মনোযোগী ও মেধাবী। তাই খুবই সম্ভব, সে শুনেছে আর তারা দুজন বেখায়ালে শুনতে পায়নি, বা শুনলেও মনে রাখতে পারেনি।

নাইম: .... এরপর তিনি একটি হাদীস বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোকদের আরশের নিচে ছায়া দিবেন। তাদের মধ্যে একজন হলো, যার অন্তর মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে।

হুসাইন: তিনি কিন্তু মাদরাসার কথাও বলেছেন।

নাইম: নাহ!

হুসাইন: বলেছেন। তুই শুনিসনি।

উভয়ে মাহমুদের দিকে তাকালো।

: নাইমই ঠিক বলেছে। তিনি শুধু মসজিদের কথা বলেছে। মাদরাসার কথা বলেননি।

হুসাইন: বুঝতে পারছি। তোদের দুই জনের কেউই মনোযোগ দিয়ে শুনিসনি।

রশীদ: এই থাম। তোরা ঝগড়া করিস না। হয়ত বলেছেন বা বলেননি, কোনো একটা হবে। এখন সামনে চল নাইম।

রশীদ মনে মনে হিসাব করে নিল, হুসাইন ছেলে হিসেবে সত্যবাদী। মিথ্যা বলবে না। মেধাও ভালো। সাধারণত ভুলে যাওয়ার কথা না। কিন্তু এই দুইজনের মেধা তার মেধা থেকেও শক্তিশালী। তাছাড়া নাইম মাহমুদ তো সব কিছুতে মনোযোগী ও সচেতন। হুসাইন কিন্তু এ দিক থেকেও একুট পিছিয়ে। তাই হুসাইন এমন কথা শুনে ফেলবে যা নাইম ও মাহমুদ শুনবে না, বা সে এমন কথা মনে রাখবে যা নাইম ও মাহমুদ মনে রাখবে না, এমনটা সম্ভব মনে হয় না। তাই মন বলছে, হুসাইনেরই শুনতে কোথাও ভুল হয়েছে।

নাইম: ...তাদের মধ্যে আরেকজন হলো, যে ব্যক্তি দান করার সময় এত গোপনে

দান করে যে, ডান হাত জানতে পারে না বাম হাত কী দান করলো।

হুসাইন: একটু ভুল হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, বাম হাত জানতে পারে না ডান হাত কী দান করলো।

মাহমুদ: হ্যাঁ, এবার হুসাইন ঠিক বলেছে। তিনি ডান হাতে দানের কথা বলেছেন। আর বাম হাতের না জানার কথা বলেছেন।

নাইম: আমার তো মনে হয় তিনি বাম হাতে দানের কথা বলেছেন। আর ডান হাতের না জানার কথা বলেছেন। আচ্ছা যাহোক, অনেক সময় হয়ে গেছে। রশীদ আগামীকাল মাদরাসায় চলে যাবে। জিনিস পত্র গুছিয়ে নিতে হবে। তাছাড়াও অন্যান্য কাজ থাকতে পারে। তাকে সংক্ষেপে বাকি কথাগুলো শুনিয়ে দেই।

রশীদ মনে মনে বলল, এবার মনে হচ্ছে ভুলটা নাইম থেকেই হয়ে থাকবে। কারণ, যদিও সে অত্যন্ত সত্যবাদী ও মেধাবী, কিন্তু দুইজনের মেধা একত্রে অবশ্যই তার মেধা থেকে বেশি হবে। তাই তার একার বিপরীতে তাদের দুজনের বর্ণনাই অধিক ঠিক হবে।

নাইম বাকি কথা শেষ করল। হুসাইন বা মাহমুদ কেউই কোনো আপত্তি করল না। বরং মাঝে মাঝে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। রশীদও খুব মনেযোগ দিয়ে শুনল।

: জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। তোদের কারণে বয়ানের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো জেনে নিতে পারলাম। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফীক দিন।

তিনজন সমস্বরে আমীন বলে উঠল। রশীদ উঠে পড়ল। তারা তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো। সে ধীর পায়ে বাড়ির পথ ধরল।

উলূমুল হাদীসের পরিচয়

রশীদ মাদরাসায় এসেই খুব উদ্যমের সাথে পড়ালেখা শুরু করেছে। সময় একদমই নষ্ট করেনি। খুব মনোযোগ দিয়ে পেছনের পড়াগুলো বুঝে নিয়েছে। ফাওযান, সালমান আর নাকীব থেকে জেনে নিয়েছে উস্তাদগণ দরসে কী কী বলেছেন। মোহতামিম সাহেব, নায়েব সাহেব বা নাযেম সাহেব মাদরাসার নেযাম ও পড়ালেখা বিষয়ক কোনো ঘোষণা দিয়েছেন কি না, তা-ও শুনে নিতে ভুলেনি।

এক্ষেত্রে রশীদ এই তিনজনের উপরই বেশি নির্ভর করেছে। অন্য কাউকে তেমন জিজ্ঞাসা করেনি। কারণ বাকিদের মধ্যে কেউ আছে এমন, যার ব্যাপারে সে আস্থা রাখার মতো তেমন কিছুই জানে না। আর কেউ আছে যার ব্যাপারে তার জানা আছে যে, সে মিথ্যা বলে। অথবা এমন গর্হিত কাজকর্ম করে যা থেকে বোঝা যায়, তার জন্য বানিয়ে মিথ্যা বলা তেমন কোনো ব্যাপার না।

রশীদ ভেবে পায় না, একজন মাদরাসার তালিবে ইলম থেকে এমনটা কীভাবে হয়। আসলে শয়তানের ধোঁকা বড়ই কঠিন। শয়তান অন্যদের পিছনে যতটা না পড়ে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পড়ে একজন তালিবে ইলমের পেছনে। কারণ তালেবে ইলম যদি ভালো আলেম হয়ে যায় তাহলে শয়তানের আফসোসের সীমা থাকবে না। আলেমদের হাত ধরেই তো হাজারো দিকভ্রান্ত মানুষ সত্যের দিশা খুঁজে পায়। শয়তানের কুমন্ত্রনার জাল ছিঁড়ে সত্য ও আলোর পথে ফিরে আসে।

বাকি ছাত্রদের মধ্যে বড় একটা সংখ্যা এমন যাদের এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তারা তেমন একটা মনোযোগী না। উস্তাদের কথা মন দিয়ে শুনে না। কেউ কেউ তো মনোযোগ দিয়ে শুনে ঠিক। কিন্তু দুর্বল মেধার কারণে যথাযথ মনে রাখতে পারে না।

ফাওযান, সালমান ও নাকীব তাদের মাঝেও হুজুরদের বিভিন্ন কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুটা মতানৈক্য দেখা গেছে। রশীদ এই ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই করেছে

যেমনটা করেছিল আফফান সাহেবের বয়ান বর্ণনা করতে গিয়ে নাইম, হুসাইন ও মাহমুদের মতানৈক্যের সময়।

রশীদ প্রথম দিন নাযেম সাহেবের বাদ আসর মুযাকারার মজলিসে বসেনি। ইচ্ছে করেই বসেনি। কারণ রশীদ মজলিসের আগে নাযেম সাহেবের সাথে মোলাকাত করার সুযোগ পায়নি। কিছু দিন অনুপস্থিতির পর পূর্ব সাক্ষাৎ না করে হঠাৎ মজলিসে বসে যাওয়াটা কেমন অশোভন দেখায় যেন। এভাবে বসলে নিজের তো ইতস্তত লাগতই নাযেম সাহেবেরও যখন হঠাৎ তার উপর নজর পড়ত কিছুটা ইতস্তত লাগার সম্ভাবনা ছিল।

আজ সাক্ষাতের সুযোগ হলো। নাযেম সাহেব তার হাল পুরসী করে বললেন, আমি তোমার সুস্থতার জন্য দোয়া করেছি। এ কথা শুনে রশীদের মনটা ভরে গেল। অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। তার অনুপস্থিতিতেও হুজুর তার কথা মনে রেখেছেন। উস্তাদের মনে একটু জায়গা করে নিতে পারা একজন তালিবে ইলমের জন্য কতই না সৌভাগ্যের বিষয়।

কথা প্রসঙ্গে রশীদ আফফান সাহেবের বয়ানের কথাও বলল। নাযেম সাহেব আফফান সাহেবকে অনেক কদর করেন। তার কথা তালেবে ইলমদেরকে খুব বলেন। তাই বেশ আগ্রহ নিয়েই জানতে চাইলেন, আফফান সাহেব বয়ানে কী কী আলোচনা করেছেন। রশীদ তখন নাইম হুসাইন ও মাহমুদের কাছে যা শুনেছিল তা সংক্ষেপে গুছিয়ে উপস্থাপন করল। এরপর বলল, আমি মাহফিলে উপস্থিত ছিলাম না। নাযেম সাহেব বললেন, তাহলে কীভাবে নিশ্চিত হলে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন? তখন রশীদ কীভাবে নিশ্চিত হয়েছে তা বিস্তারিত জানালো।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাই পদ্ধতি

নাযেম সাহেব তার যাচাইয়ের পদ্ধতি শুনে অনেক আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, আফফান সাহেব বয়ানে এই কথাগুলো আদৌ বলেছেন কি না- তা তুমি যেভাবে যাচাই করেছ, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসীনে কেরামও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রা. ও সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো তাদের থেকে প্রমাণিত কি না, তা এভাবেই যাচাই করেছেন।

কথাটা শুনে রশীদ অবাক হলো এবং অনেক ভালো লাগল। সে মুহাদ্দিস উলামায়ে কেরামের মত যাচাই করতে পেরেছে। ভালো লাগারই তো কথা। নিজের একটা কাজ নিজের অজান্তেই অকল্পনীয়ভাবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের সাথে মিলে গেছে।

আমাদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা তো এই জন্যই যে, আমাদের কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা সবকিছু যেন সালাফে সলেহীনের ধ্যান-ধারণার মতো হয়ে যায়।

: আমার তো মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাইপদ্ধতি জানা নেই। এত কাকতলীয়ভাবে তাদের যাচাই পদ্ধতির সাথে আমার যাচাই পদ্ধতি কীভাবে মিলে গেল?

: হ্যাঁ, তোমার জানা নেই। কিন্তু তুমি অনুসরণ করেছ তোমার ফিতরত ও আকলে সালীম তথা সৃষ্টিগত যোগ্যতা, স্বভাবজাত রুচি ও সাধারণ বিবেকের। আর মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস প্রমাণিত না কি অপ্রমাণিত তা যাচাই করার ক্ষেত্রে এই ফিতরত ও আকলে সালীমেরই অনুসরণ করেছেন।

: হুজুর যদি বিষয়টা একটু খুলে বলতেন?

রশীদের খুবই কৌতূহল হলো।

হুজুর একটু মুচকি হেসে বললেন,

: শুনবে? আচ্ছা তবে শোনো। তোমার ঘটনার সার কথা হলো, তুমি অসুস্থতার কারণে আফফান সাহেবের বয়ানে উপস্থিত হতে পারোনি। পরে বয়ানের কথাগুলো জানতে চেয়েছো। কীভাবে জানবে? সোজা উত্তর, যারা সরাসরি আফফান সাহেবের বয়ান শুনেছে, তাদের থেকেই জানবে। তো এই যে তুমি আফফান সাহেবের বয়ানটা জানার জন্য তাদের খোঁজ করেছো যারা আফফান সাহেব থেকে সরাসরি বয়ানটা শুনেছে অর্থাৎ একটা সূত্র খোঁজ করেছ। ঠিক মুহাদ্দিসীনে কেরামও নবীজীর কথা ও কর্ম জানার জন্য সূত্র তালাশ করে। এই সূত্রকে পরিভাষায় তারা السند। বলে।

এরপর খেয়াল কর, আফফান সাহেবের বয়ানের কথা তোমাকে পাঁচজন জানিয়েছে। অর্থাৎ তোমার কাছে পাঁচটি সূত্র আছে।

এক. ফাহিম। সে তোমাকে আফফান সাহেবের বয়ানের কিছু কথা জানিয়েছে। কিন্তু সে নিজে উপস্থিত হয়ে বয়ান শুনেনি। তাই তুমি জানতে চেয়েছ, সে কার থেকে আফফান সাহেবের বয়ান শুনেছে। তখন ফাহিম বজলুর নাম বলে ছিল, যে সরাসরি আফফান সাহেবের বয়ান শুনেছে। এই যে ফাহিম সরাসরি না শোনার কারণে তুমি যাচাই করলে সে কার কাছ থেকে শুনেছে, তারপর সে বজলুর নাম বলল, যে সরাসরি আফফান সাহেব থেকে শুনেছে, এই অনুসন্ধানকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম اتصال السند বলে।

তারপর তুমি ফাহিমকে বিশ্বাস করলেও বজলুকে বিশ্বাস করোনি। কারণ সে মিথ্যা বলে। তুমি তো তার খবরই গ্রহণ করবে যে সদা সত্য বলে। বর্ণনাকারী সত্যবাদী হওয়াকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম عدالة الراوي বলে।

তোমার দ্বিতীয় সূত্র আবীর। সে নিজে সরাসরি আফফান সাহেবের বয়ান শুনেছে। তুমি এটাও জানো, সে কখনও মিথ্যা বলে না। তারপরও তার বর্ণনার উপর তোমার আস্থা হয়নি। কারণ, তার মেধার উপর তোমার আস্থা নেই। তুমি তার বর্ণনাই গ্রহণ করবে যে ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী, যাতে সে যা শুনেছে তা মনে রেখে তোমাকে জানাতে পারে। বর্ণনাকারীর ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ضبط الراوي বলে।

বাকি তিন, চার ও পাঁচ নাম্বার সূত্র হলো নাইম, হুসাইন ও মাহমুদ। তারা তিনজন সরাসরি আফফান সাহেব থেকে বয়ান শুনেছে। তিন জনই সত্যবাদী ও মেধাবী। তাদের মধ্যে নাইম আফফান সাহেব বয়ানে একটা কথা বলেছেন (নামায বেহেস্তের চাবি) বলে সংবাদ দিয়েছে যা বাকি দুইজন দেয়নি। এমনিভাবে হুসাইনও অন্য একটা সংবাদ দিয়েছে (যার অন্তর মাদরাসার সাথে ঝুলন্ত থাকবে তাকে আরশের নিচে ছায়া দিবে) যা বাকি দুইজন দেয়নি। নাইমের মেধা খুব ভালো, এজন্য তার একার সংবাদ তুমি গ্রহণ করেছ। কিন্তু হুসাইনের মেধা নাইম ও মাহমুদ থেকে কিছুটা কম, এজন্য তার একার সংবাদ তুমি গ্রহণ করোনি। এই যে একজনের স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল হওয়ায় তার একার সংবাদ গ্রহণ করলে না একে মুহাদ্দিসীনে কেরাম انتفاء الشذوذ বলেন।

আরেকটা ক্ষেত্রে নাইম বর্ণনা করেছে যে, আফফান সাহেব কথাটা এভাবে বলেছেন (ডান হাত জানতে পারে না বাম হাত কী দান করে)। ঐ কথাটার ব্যাপারেই বাকি দুইজন হুসাইন ও মাহমুদ বলেছে, আফফান সাহেব কথাটি অন্যভাবে বলেছেন (বাম হাত জানতে পারে না ডান হাত কী দান করে)। এখানে তুমি দুইজনের কথা মেনে নিয়েছ। আর নাইমের সংবাদটিকে ভুল হিসেবে ধরে নিয়েছ। এই যে মতভিন্নতার সময় একজনের কথাকে প্রধান্য দেওয়া আর অন্যেরটা গ্রহণ না করা একে মুহাদ্দিসীনে কেরাম انتفاء العلة বলেন।

এখান থেকে বুঝতে পারলাম, কারো ব্যাপারে যখন কোনো সংবাদ আসে, সে এই কথা বলেছে বা এই কাজ করেছে তখন সেই সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করতে হলে কয়েকটা বিষয় যাচাই করতে হয়:

১. সংবাদ দাতা নিজে ঐ ব্যক্তি থেকে সরাসরি কথাটি শুনেছে না কি তাদের মাঝে আরো কেউ আছে। কেউ থেকে থাকলে সে কে? এভাবে সংবাদ দাতাদের পরম্পরা সামনে আনা।

২. আমার থেকে নিয়ে ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত যে কয়জন সংবাদ দাতা আছে তারা সকলে সত্যবাদী কি না তা যাচাই করা।

৩. তারা সকলে মেধাবী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী কি না তা যাচাই করা।

৪. ৫. মেধাবীদেরও তো কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়। এখানে সংবাদ দিতে গিয়ে কোনো ভুল হলো কি না তা যাচাই করা।

সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে মেধাবীদের ভুলটা দুইভাবে ধরা পড়ে:

এক. সে একাকী এমন একটা সংবাদ দিলো যা তার মতো ব্যক্তির একা সংবাদ দেওয়ার কথা ছিল না। ঘটনাটি বাস্তবেই ঘটে থাকলে তার সংবাদ দাতা একাধিক থাকার কথা ছিল।

দুই. সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদ দাতাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দিলে যার মেধা শক্তি বেশি ভালো, বা যে পক্ষে সংবাদ দাতার সংখ্যা বেশি তাদেরটা ঠিক ধরে অপর পক্ষের সংবাদকে ভুল হিসেবে বিবেচনা করা।

তুমি যদিও মাহফিলে উপস্থিত ছিলে না। কিন্তু মাহফিল যে হয়েছে তাতে তোমার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এটা অনেক মানুষ স্বচক্ষে দেখে তোমাকে জানিয়েছে। এখানে সংবাদ দাতারা সত্যবাদী কি না, মেধা শক্তির অধিকারী কি না তা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করোনি। কারণ এত মানুষ একসাথে মিথ্যা বলবে এটাও সম্ভব না, ভুলে বলবে এটাও সম্ভব না। এমন খবরকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম متواتر বলেন।

নাযেম সাহেব রশীদের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন, সে কথাগুলো বুঝতে পেরেছে কি না। রশীদের চেহারা দেখে মনে হলো, কিছু বুঝেছে আর কিছু বুঝেনি। তাই নাযেম সাহেব বললেন, আচ্ছা তোমাকে আরেকটু সহজে বুঝানোর চেষ্টা করি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তেষট্টি বছরের জীবনে যত কথা বলেছেন, যত কিছু করেছেন। তার সাথে যা কিছু হয়েছে সেগুলোকে পরিভাষায়

হাদীস বলে। এগুলোর একটিও কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। সরাসরি নিজ কানে শুনিনি। সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি দেখেছেন ও শুনেছেন। তারপর তাবেয়ীদেরকে তার সংবাদ দিয়েছেন। তারা তাদের ছাত্রদের সেই সংবাদ দিয়েছেন। তারা সংবাদ দিয়েছেন তাদের ছাত্রদের। এভাবে হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ রহ., মুজাহিদ রহ., মুসা বিন উকবা রহ., আবু হানিফা রহ., ইবনে ইসহাক রহ., ইবনে জুরাইজ রহ., সুফিয়ান সাওরী রহ., মালেক রহ., মা'মার বিন রাশেদ রহ., আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ., ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ রহ., আব্দুর রাযযাক রহ., আহমদ বিন হাম্বল রহ., ইবনে আবী শাইবা, বুখারী, মুসলিম রহ. সহ হাদীসের অন্যান্য সংকলকগণের কাছে পর্যায়ক্রমে এসেছে। তারা সেই হাদীসগুলোকে তাদের পর্যন্ত পৌঁছার সূত্র অর্থাৎ সংবাদ দাতাদের নামসহ লিপিবদ্ধ করে কিতাব লিখে গিয়েছেন।

সংবাদ দাতাদেরকে পরিভাষায় রাবী আর তাদের পরম্পরাকে সনদ বা ইসনাদ বলে। সনদে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্যকে মতন বলে।

علم الرجال، علم آداب التحمل والأداء، علم العلل

তুমি যেমনিভাবে সংবাদ দাতাদের যাচাই করেছ, হাদীসের ইমামগণও ঠিক এভাবে রাবীদের যাচাই করেছেন। রাবী সত্যবাদী না কি মিথ্যাবাদী, ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী না কি তার মেধাশক্তি দুর্বল তা নির্ণয় করেছেন। সনদের কোন রাবী তার উপরেরজন থেকে শুনেছে আর কোন রাবী শোনেনি তা নির্ধারণ করেছেন। তাদের এই মেহনতের ফলে علم الرجال সামনে এসেছে। এই বিষয়ে রচিত হয়েছে শত শত কিতাব।

পূর্ববর্তী রাবী যথাযথভাবে তার পরবর্তী রাবীর কাছে রেওয়ায়াত করেছে কিনা, পরবর্তী রাবী তার পূর্ববর্তী রাবী থেকে রেওয়ায়াতটা যথাযথভাবে গ্রহণ করেছে কিনা, গ্রহণ করার পর থেকে নিয়ে তার পরবর্তী রাবীর কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যথাযথভাবে নিজের স্মৃতি বা লেখায় সংরক্ষণ করেছে কিনা- হাদীসের ইমামগণ এ বিষয়গুলোও যাচাই করেছেন। এ নিয়ে তারা একাধিক কিতাবও লিখেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টায় সামনে এসেছে علم آداب التحمل والأداء।

এমনকি শক্তিশালী মেধার অধিকারী হয়েও যাদের কিছু কিছু রেওয়ায়াতে ভুল হয়ে গেছে সেই ভুলগুলোও চিহ্নিত করেছেন। এই অংশে তাদের মেহনতের ফসল হলো علم العلل। এ বিষয়েও রচিত হয়েছে অনেক কিতাব।

এভাবেই তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবেই কোন কথাটি

বলেছেন, কোন কাজটি করেছেন তা চিহ্নিত করেছেন। যেটা তিনি বলেননি, তিনি করেননি, কিন্তু কোনো মিথ্যুক রাবী তার নামে চালিয়ে দিয়েছে বা কোনো সত্যবাদী কিন্তু দুর্বল মেধার রাবী তার দিকে ভুলবশত সম্বন্ধ করে ফেলেছে তা-ও আলাদা করে দিয়েছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে তারা রচনা করেছেন সিহাহের কিতাব, যেখানে শুধু তার থেকে প্রমাণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সংকলন করেছেন মাওযুআত ও মানাকিরের কিতাব, যেখানে তার থেকে অপ্রমাণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও লিখেছেন তাখরীজের কিতাব, যেখানে তার থেকে অনেক প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত হাদীসগুলো নির্ণয় করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী সালাফ থেকে অনেক কথা ও কর্ম বর্ণিত হয়েছে। তাদের থেকে বর্ণিত কথা ও কর্মকেও হাদীসের ইমামগণ এভাবেই যাচাই বাছাই করেছেন।

مرفوع، موقوف، مقطوع

পরিভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধকৃত কথা ও কর্মকে مرفوع বলে। আর সাহাবায়ে কেরামের দিকে সম্বন্ধকৃত কথা ও কর্মকে موقوف বলে। আর তাদের পরবর্তীদের থেকে বর্ণিত কথা ও কর্মকে مقطوع বলে।

এই যাচাই-বাছাইয়ের কাজগুলো করতে গিয়ে তারা কিছু যৌক্তিক ও স্বভাবজাত নিয়মনীতির অনুসরণ করেছেন। ঐ নীতিগুলোকে বলা হয় أصول الحديث। অর্থাৎ الأصول التي يميز بها الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عما لم يثبت।

উসূলুল হাদীস, মুস্তালাহুল হাদীস ও উলূমুল হাদীস

সহজতার জন্য দীর্ঘ কথাকে সংক্ষেপে বুঝাতে তারা কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। ঐ পরিভাষাগুলোকে বলা হয় مصطلح الحديث। অর্থাৎ الكلمات والتعابير التي اصطلحوا عليها لإفهام أمور وقضايا اختصارا। এই উসুল ও মুস্তালাহগুলো একত্রে লিপিবদ্ধ করেও তারা অনেক কিতাব লিখেছেন।

তুমি তো উলূমুল হাদীসের নাম অনেক শুনে থাক। কিন্তু জানো উলূমুল হাদীস কী?

: জ্বী না।

: হাদীসের কিতাব সমূহে বর্ণিত বিভিন্ন রেওয়ায়াতের ভাণ্ডার তথা مرويات

حديثية, ইলমুর রিজাল, ইলমু আদাবিত তাহাম্মুলি ওয়াল আদা, ইলমুল ইলাল, উসূলুল হাদীস ও মুস্তালাহুল হাদীস- তোমাকে এতক্ষণ যেগুলোর কথা বললাম এগুলোর সমষ্টিকেই উলূমুল হাদীস বলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন থেকে যা বর্ণিত তা প্রমাণিত কি না এই বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম যা যা করেছেন তার সমষ্টিকেই উলূমুল হাদীস বলে।

রশীদ অনেক দিন থেকেই উলূমুল হাদীস কথাটা শুনে আসছে। আজ অনেকটাই বুঝতে পারল উলূমুল হাদীস আসলে কী? তার মুখাবয়বে এই বুঝতে পারার আনন্দের ছটা ফুটে উঠল। নাযেম সাহেবেরও ভালো লাগল। ছেলেটা বেশ মেধাবী ও বুদ্ধিমান। মেহনত করলে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।

এরপর হুজুর বললেন, বোঝা গেল উলূমুল হাদীসের মূল মাকসাদ হলো, কোন কথা বা কাজটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত তা নির্ধারণ করা। তুমি যেমন কোন কথাটা আফফান সাহেব থেকে প্রমাণিত তা যাচাইয়ের জন্য পাঁচটি বিষয় খেয়াল রেখেছ হাদীসের ইমামগণও রেওয়ায়াত যাচাইয়ের জন্য পাঁচটি শর্ত দিয়েছেন। বলতে পারবে কী কী?

প্রমাণিত হাদীসের শর্তসমূহ ও তার বিভিন্ন নাম

রশীদ বলে উঠল: প্রথম, রাবীদের সত্যবাদী হওয়া। যাকে পরিভাষায় العدالة বলে। দ্বিতীয়, রাবীদের শক্তিশালী মেধার অধিকারি হওয়া। যাকে পরিভাষায় الضبط বলে। তৃতীয়, নিচের সংবাদ দাতা তার উপরের সংবাদ দাতা থেকে সরাসরি শোনা। যাকে পরিভাষায় اتصال السند বলে। চতুর্থ, কোনো সংবাদ দাতা বা রাবী একাকী এমন রেওয়ায়াত না করা যা একাধিক রাবীর রেওয়ায়াত করার কথা ছিল। পরিভাষায় একে انتفاء الشذوذ বলে। সর্বশেষ হলো, রাবীদের রেওয়ায়াতের মাঝে পরস্পরে ভিন্নতা দেখা দিলে ভুলটাকে নির্ধারণ করে তা প্রত্যাখ্যান করা, যাকে পরিভাষায় انتفاء العلة বলে।

নাযেম সাহেব অভিভূত হলেন। খুশি হয়ে বললেন, এইতো তুমি বুঝতে পেরেছ। মাশাআল্লাহ। এবার তোমাকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কিছু পরিভাষা শুনাই। কারণ পরিভাষা না জানলে তুমি তাদের ভাষা বুঝবে না। তাদের উলূম থেকে সঠিকভাবে

উপকৃত হতে পারবে না। অনেক জায়গায় ভুল বুঝেরও শিকার হতে পার।

কিছু রেওয়ায়াত এমন আছে যার রাবী অসংখ্য। তাই রাবীদের যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না। পরিভাষায় তাকে متواتر বলে। আর যে রেওয়ায়াতের রাবীর সংখ্যা কম হওয়ায় তার রাবীদের যাচাই করতে হয় সেই রেওয়ায়াতকে পরিভাষায় خبر الواحد বলে। কোনো খবরে ওয়াহিদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পাঁচ শর্ত পাওয়া গেলে তাকে প্রমাণিত ধরে নেওয়া হয়। পরিভাষায় এমন রেওয়ায়াতকে صحيح، حسن، قوي، ثابت، جيد ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। আর যেই রেওয়াতে উক্ত পাঁচ শর্তের কোনো একটা শর্ত অনুপস্থিত তাকে অপ্রমাণিত ধরে নেওয়া হয়। মুহাদ্দিসীনে কেরাম ছুটে যাওয়া শর্ত অনুযায়ী অপ্রমাণিত হাদীসের ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক নাম দিয়েছেন, যা পড়াশোনা করতে থাকলে সামনে জানতে পারবে।

রশীদ বলল, আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে।

: বল, কী প্রশ্ন।

: সেই কিতাবগুলোর নাম কী যেখানে হাদীস বর্ণিত হয়েছে? কোন রাবী সত্যবাদী ও মেধাবী, আর কোন রাবী মিথ্যাবাদী বা দুর্বল স্মৃতিশক্তি বিশিষ্ট তা কীভাবে জানব? কোন রাবী তার উপরের রাবী থেকে শুনেছে আর কোন রাবী তার উপরের রাবী থেকে শুনেনি তা জানার উপায় কী? মেধাবী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবীর ভুল কীভাবে চিহ্নিত করব?

: মাশাআল্লাহ, যথার্থ প্রশ্নই মনে এসেছে। কিন্তু এগুলোর জবাব আমি আজকে দিব না। অল্প সময়ে দেওয়া সম্ভবও নয়। সুযোগ করে সামনের দিনগুলোতে ধীরে ধীরে বলব। আরেকটা কথা, শুধু শুনলেই হবে না। অনেক পড়তেও হবে। আবার শুধু পড়লেও হবে না। অনেক ভাবতে হবে এবং যথাযথ বুঝতে হবে।

রশীদ সালাম দিয়ে উঠে গেল। উলূমুল হাদীস বিষয়টা তার জন্য একেবারে নতুন। আজকে যা শুনেছে তার সবই তার অজানা ছিল। সবকিছু পরিপূর্ণ না বুঝলেও উলূমুল হাদীসের মূল চিন্তাটা বুঝতে পেরেছে। অন্তরের ভিতরে উলূমুল হাদীস শেখার অদম্য আগ্রহ জেগে উঠেছে। আফফান সাহেব আদৌ বয়ানে এই এই কথা বলেছেন কি না তা যাচাইয়ের জন্য সে ঐ পন্থাই অবলম্বন করেছিল যা তার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে। আজ জানতে পরলো, মুহাদ্দিসীনে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন থেকে

বর্ণিত কথা ও কর্মগুলো তাদের থেকে প্রমাণিত কি না তা যাচাইয়ের জন্যও এই একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। বলতেই হয়, মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাইয়ের নীতি অনেক সুন্দর ও যৌক্তিক। নায়েম সাহেব ঠিকই বলেছেন, উলূমুল হাদীস বা মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাই নীতি হলো ফিতরী তথা স্বভাবজাত।

এত সুন্দর ও যৌক্তিক বিষয় রশীদ শিখবে না, তা হতেই পারে না। নায়েম সাহেব তো আছেন। তার পরামর্শেই রশীদ উলূমুল হাদীসের কিতাবাদি পড়া শুরু করবে। যা বুঝবে না তা হুজুর থেকে বুঝে নিবে। যা বুঝেছে তা ঠিক কি না তা যাচাই করে নিবে।

হাদীস বর্ণনায় সর্তকতা, কিছু অসাবধানতা
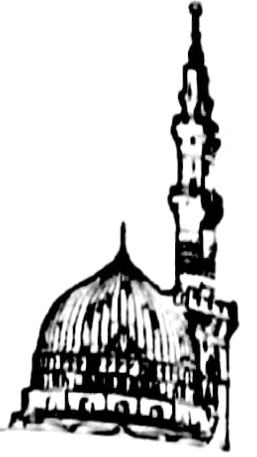
দুদিন ধরে কথাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। নায়েম সাহেবকে মনের ইচ্ছেটা জানাতে হবে। তিনি যেভাবে শুরু করতে বলবেন সেভাবেই মেহনত শুরু করে দিবে। সে উলূমুল হাদীস শিখবে এবং এক সময় কোন কথা ও কাজটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত আর কোনটা প্রমাণিত না, তা যাচাই করতে পারবে এটা কল্পনা করতে তার বুকটা ভরে যাচ্ছে। কত মহান একটি কাজ। দ্বীনের কত গুরুত্বপূর্ণ খেদমত। দ্বীন তো সেটাই যেটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত। সেটা কখনোই দ্বীন হতে পারে না, যা তাদের থেকে প্রমাণিত নয়। সে এই গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রটি শিখবে ভাবতেই আগ্রহে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আজ বাদ আসর মজলিসে রশীদ একেবারে সামনে বসল। মজলিস শেষে হুজুরকে মনের কথাটা খুলে বলবে। নায়েম সাহেব আজও অন্য দিনের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। রশীদ খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল আর নায়েম সাহেবের জন্য মনে মনে অন্তর থেকে দোয়া করতে লাগল। আল্লাহ তুমি হুজুরকে দীর্ঘজীবী কর। আমাদেরকে হুজুরের যথাযথ কদর করার তাওফীক দান কর।

মজিলস শেষে কয়েকজন বসল হুজুরের সাথে পরামর্শ করার জন্য। সকলেই এ বছর দাওরাতুল হাদীস পড়ছে। রশীদ যে বসে আছে তা হুজুর দেখলেন। কিন্তু রশীদের কথা না শুনে অন্যদের কথা শুনতে লাগলেন। রশীদ বুঝতে পারল, হুজুর চাচ্ছেন সবার সাথে কথা শেষ করে তারপর তার কথা শুনবেন। তাই সে চুপ করে হুজুর ও ছাত্রদের কথোপকথন শুনতে লাগল।

সনদবিহীন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়

একজন জিজ্ঞাসা করল, এক বক্তাকে বলতে শুনলাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الدنيا مزرعة الآخرة। দুনিয়া আখেরাতের শষ্যক্ষেত। হাদীসটি কি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত?

হুজুর বললেন, এই কথাটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ এর কোন সনদ পাওয়া যায় না।

: কথাটি তো অনেক সুন্দর ও বাস্তব! তারপরও...

: হ্যাঁ,কথাটি খুবই সুন্দর ও বাস্তব। কুরআন হাদীসে উক্ত বক্তব্যের সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এমনটা প্রমাণিত নয়। তাই এটিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করা যাবে না।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তার সবই সুন্দর ও বাস্তব। কিন্তু সকল সুন্দর ও বাস্তব কথাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি। তার দিকে সম্বন্ধ করে ঐ কথাই বলা যাবে যা তিনি বলেছেন বলে প্রমাণিত। কোনো কথা সুন্দর আর বাস্তব হয়ে গেলেই তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করা জায়েয হবে না। বরং কবীরা গুনাহ হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নামে যে ব্যক্তি কোনো মিথ্যা বানাবে সে যেন জাহান্নামে নিজের জায়গা করে নেয়।

আরেক তালেবে ইলম বলল, হুজুর বললেন, এই বক্তব্যের কোনো সনদ পাওয়া যায় না। এমনও তো হতে পারে হুজুর পাননি। কিন্তু অন্যরা পেয়েছে।

: দেখ, এই বক্তব্যের যে কোনো সনদ নেই, তা আমার আগেও একাধিক হাদীস বিশারদ বলেছেন। আমি মূলত তাদের কথার উপর ভিত্তি করেই বলেছি, এই বক্তব্যের কোনো সনদ নেই।

: কে কে এমনটা বলেছেন? নাম বললে আমরা সকলে উপকৃত হতাম।

: যেমন সাখাবী রহ. তার "আল-মাকাসিদুল হাসানা" কিতাবে, তাহির পাটনী রহ. তার "তাযকিরাতুল মাওযুআত" কিতাবে, মোল্লা আলী কারী রহ. "আল মাসনূ'" কিতাবে এবং আজলূনী রহ. তার "কাশফুল খফা" কিতাবে।

আরেক ছাত্র বলে উঠল, এমনও তো হতে পারে, উপরোক্ত ইমামগণ এই বক্তব্যের সনদ পাননি। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ পেয়েছেন।

হুজুর বললেন, কারা পেয়েছেন? বলতে পারবে না। আমারও জানা নেই।

: এমন হতে পারে না, কোনো ইমাম পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাদের ঐ বক্তব্য পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছি।

: হতে পারে। কিন্তু এটাও তো হতে পারে, কেউই পাননি। এজন্য পেয়েছেন এমনটা কেউ বলেছেন বলে আমরা জানিনা। দেখ, পাওয়া না পাওয়া উভয় সম্ভাবনাই আছে। তবে আমরা না পাওয়ার সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিব। কারণ, না পাওয়ার ব্যাপারে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য পেয়েছি। পক্ষান্তরে পাওয়ার ব্যাপারে কারো বক্তব্য পাইনি।

: উনাদের না পাওয়া কি বাস্তবে না থাকার দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে?

: হ্যাঁ, হাফেজে হাদীসদের না পাওয়াটাই বাস্তবে হাদীসটির অস্তিত্ব না থাকার দলিল হবে। তবে পরবর্তী কেউ যদি পেয়ে যায় তাহলে যিনি পেয়েছেন তার কথাই গ্রহণ করা হবে। আরেকটা কথা শুনে রাখো, শুধু সনদ পেলেই তো যথেষ্ট নয়। তার মধ্যে প্রমাণিত হওয়ার পাঁচ শর্তও বিদ্যমান থাকতে হবে। এই বক্তব্যটির সনদ যদি থেকেও থাকে, সেই সনদ পাঁচ শর্ত বিশিষ্ট কি না তা তো জানা নেই।

প্রমাণিত হওয়ার জন্য সনদ থাকার সাথে সাথে সনদটাতে প্রমাণিত হাদীসের পাঁচ শর্ত পেতে হবে

তাছাড়া এই বক্তব্যের কোনো সনদ পাওয়া যায় না এমন বক্তব্য আমরা যদি কোনো ইমাম থেকে না পেতাম, সাথে কোনো ইমাম প্রমাণিত বলেছেন এমনটাও না পেতাম তাহলেও আমাদের জন্য এই বক্তব্যকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করে বলা জায়েয হতো না। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করে তাই বলা যায়, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত বলে কোনো ইমাম বলেছেন অথবা এর কোনো সহীহ সনদ বিদ্যমান আছে। তোমরা শুনোনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع?

আরেকটা কথা শোনো। ইমামগণ কোনো একটা হাদীসকে প্রমাণিত বলেছেন এটা যেমনিভাবে তাদের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ঠিক তেমনিভাবে তাদের

কর্মপন্থা থেকেও বোঝা যায়। যেমন, কোনো হাদীস দিয়ে এমন কোনো ইমাম দলিল দিয়েছেন যার ব্যাপারে জানা আছে তিনি সহীহ হাদীস ছাড়া দলিল দেন না।

হুজুর ধারাবাহিকভাবে কথাগুলো বলে গেলেন। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল। সকলেই অবাক হলো, কত সুন্দর করে হুজুর বিষয়টি বুঝালেন। আরো বড় কথা হলো, এতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে হুজুর একটুও বিরক্ত হলেন না।

একটা ঠাণ্ডা নিরবতা বিরাজ করছে। হুজুর চোখ বুঝে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে, তিনি মনে মনে যিকির করছেন। রশীদ চাইছে, আর কেউ কথা না বলুক। অনেকক্ষণ কথা বলার কারণে হুজুর কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আবার মন বলছে, কেউ আরেকটা প্রশ্ন করুক। হুজুর থেকে আরো কিছু জানি।

এর মধ্যে আরেক তালিবে ইলম বলল,

: হুজুর! আমাদের বক্তারা এত জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত কেন করে?

হুজুর চোখ খুলে একটু হাসলেন,

বয়ানে যে ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হয়

: আরে ভাই! বক্তারা জাল ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত ছাড়াও আরো অনেক কাণ্ড করে।

: যেমন?

: কয়টা বলব!

: কিছু বলেন।

: তোমরা কি আজকেই সব শুনে ফেলতে চাচ্ছ? ইলমী কথা একটু একটু করে শুনলেই ভালো। কারণ কোনো নতুন কথা জানার পর আরেকটা কাজ বাকি থাকে। তা হলো বিষয়টা হজম হওয়া বা আত্মস্থ হওয়া। এর জন্য সময় লাগে। গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। নিবিড়ভাবে ভাবতে হয়। আচ্ছা, কিছু দিক বলা যাক।

১. আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা মনমতো করছে। বিশেষ করে যখন আয়াত ও হাদীসকে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মেলাতে যায়।

২. তাহকীক ছাড়াই মাসআলা বলে দিচ্ছে। এমন ফিকহী মাসআলা যা ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রযোজ্য তা সকলের সামনে বলে দিচ্ছে। যে মাসআলাগুলো অনেক শর্তসাপেক্ষে জায়েয বা নাজায়েয, সেই শর্তগুলো পুরোপুরি না

বলে আধাআধি বলছে। মিশকাত দাওরা হাদীসের ছাত্রদের সামনে যেভাবে ইখতেলাফী মাসআলা আলোচনা করা হয় সেভাবে সাধারণ জনগণের সামনে ইখতেলাফী মাসআলা আলোচনা করছে। অথচ এখতেলাফী মাসআলা আওয়ামদের সামনে বলা উচিত নয়। তাদের সামনে যে বক্তব্যের উপর ফতোয়া সেটাই বলা উচিত। অন্যথায় তারা যখন যেটা মনে চাইবে সেটা গ্রহণ করবে। এতে তারা নফসের অনুসরণের পথে হাঁটবে।

৩. প্রমাণিত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করার সময় নিজের কল্পনা থেকে নতুন অনেক কিছু যুক্ত করে দিচ্ছে। শুনে মনে হয়, ঘটনাটা যেন এ যুগের কোনো ঘটনা বা উপন্যাসের কোনো অংশ।

৪. কোনো আলেম থেকে প্রকাশ পাওয়া কোনো যাল্লাতের কথা উল্লেখ করছে। হয়ত নিন্দার জন্য বা সমর্থনের জন্য। জনসাধারণের সামনে এ আলোচনা উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। কেউ কেউ এতে ঐ যাল্লাতের অনুসরণ শুরু করে দিবে। আর কেউ কেউ ঐ আলেমের ব্যাপারেই মন্দ ধারণা লালন করতে থাকবে। হ্যাঁ, কারো কোনো যাল্লাতের অনুসরণ যদি অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন সতর্কের জন্য তা আলোচনা করা যেতে পারে।

৫. উপস্থাপনগত ভুল তো অনেক ধরনের। আহলে কুরআন মুনকিরে হাদীসকে রদ করতে গিয়ে এমন কথা বলছে, যা ফিকহে ইসলামীর অবমাননা হয়। ফলে তা আহলে হাদীস গায়রে মুকাল্লিদদের ফায়দা দিচ্ছে। আবার আহলে হাদীস গায়রে মুকাল্লিদদের রদ করতে গিয়ে এমন কথা বলছে, যা হাদীসে রাসূলের উপর থেকে আস্থা উঠিয়ে দেয়। ফলে তা আহলে কুরআন মুনকিরে হাদীসের পক্ষে চলে যাচ্ছে।

৬. একটু আধুনিক সাজতে গিয়ে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু তা হয় ভুল অর্থে বা ভুল উচ্চারণে। উদাহরণ দিতে গিয়ে ডাক্তারি বা বিজ্ঞান বিষয়ের এমন এমন কথা বলছে যা শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের জন্য হাসির খোরাক হয়।

৭. তারগীব ও তারহীব বর্ণনায় ভারসাম্য ঠিক রাখছে না। তারগীব ও ফাজায়েল এমনভাবে বলছে, যা শ্রোতাকে নির্ভয় চিন্তাহীন করে তুলছে। আবার তারহীব ও শাস্তির বিষয়গুলো এমনভাবে বলছে, যা অন্তর থেকে আশা ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে নিরাশ করে দিচ্ছে।

৮. কোনো আমলকে তাহকীক ছাড়াই শিরক, কুফর ও বিদআত বলে দেওয়া হচ্ছে।

৯. ঘৃণিত ও অশ্লীল বিষয়ের নিন্দা করতে গিয়ে এমন চটকদার বর্ণনা দিচ্ছে, তার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি করার পরিবর্তে আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

১০. বয়ানের নূর ও প্রভাবকে নষ্ট করে দিচ্ছে আত্মপ্রশংসা, অপ্রয়োজনীয় ও আদবহীন সমালোচনা করে।

সমস্যার তালিকা আরো অনেক বড়!

: এই সমস্যাগুলো থেকে বাঁচতে চাইলে কী করণীয়?

: এসব থেকে বাঁচতে কয়েকটা কাজ করতে হবে:

১. জনগণের আগ্রহের জোয়ারে না ভেসে তাদের প্রয়োজন সামনে রেখে কথা বলতে হবে।

২. গলদ কথা প্রচার প্রসার করার ভয়াবহতা নিজের দিলে বসাতে হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (سورة بني إسرائيل: ٣٦)

> *অর্থ: যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই (তাকে সত্য মনে করে) তার পিছনে পড়ো না। জেনে রেখো, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে।*

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة النحل: ٤٣)

> *অর্থ: যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও।*

এই দুই আয়াতের উপর আমল করতে হবে। বিশেষ করে لا نثبت إلا بعلم ونتحفظ في النفي 'যথাযথ না জেনে কোন কিছু সাব্যস্ত করব না। কোন বিষয়কে নাকচ করতেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করব'- এই মূলনীতির উপর আমল

করতে হবে।

৩. বয়ানের আগে বিষয়বস্তু ঠিক করে নিতে হবে। যা যা বলা হবে তা আগেই তাহকীক করে নিতে হবে। আলোচনায় অন্য কিছু চলে আসলেও নিজেকে তা বলা থেকে বিরত রাখতে হবে।

৪. বয়ানের ময়দানে নামার আগে এই কিতাবগুলো অবশ্যই পড়ে নিতে হবে

- كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي(٥٩٧)
- الباعث على الخلاص من حوادث القصاص للعراقي(٨٠٦)
- تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي(٩١١)

৫. আহলে ইলমের থেকে নিজ বয়ানের পর্যালোচনা গ্রহণ করবে। রেকর্ড থাকলে কোনো ভুল হয়েছে কি না তা জানার জন্য নিজেও মাঝে মাঝে শুনবে।

এরপর হুজুর বললেন, দেখ আমি বক্তাদের কিছু ভুলত্রুটি বললাম। এর মানে এই না যে, তোমরা সেগুলো বলে বেড়াবে। সাধারণ মানুষের সামনে এগুলো বললে বক্তাদের থেকে তাদের আস্থা উঠে যাবে। অথচ বক্তারা তো কত ভালো কথা বলে। নাস্তিকতা ও বস্তুবাদিতার এই যুগে মানুষের মনে ইমানের শিখাটা প্রজ্জ্বলিত রাখার ক্ষেত্রে বক্তাদের অবদান অনেক। তাছাড়া অনেক ভালো বক্তাও আছেন। যারা বিজ্ঞ আলেম এবং কথা বলার ক্ষেত্রেও সাবধানী।

এক তালিবে ইলম বলল, আজকে হুজুর যা বললেন তার খোলাসা হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কথা বা কাজ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সনদ লাগবে এবং সনদটা সহীহ হতে হবে।

: হ্যাঁ, এটাই আজকের খোলাসা কথা। কথাটা অন্তরে বসিয়ে নাও। অনেক কথা হয়ে গেছে। আর না। যা বলা হয়েছে এগুলো নিয়ে তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে। অনেক কথা আছে যা প্রথমে দিল কবুল করতে চায় না। কিন্তু তা নিয়ে ভাবতে থাকলে এক সময় তার যথার্থতা বুঝে আসে এবং দিল কবুল করে নেয়। আবার অনেক কথা আছে যা সহজেই দিল কবুল করে নেয়। কিন্তু চিন্তা ভাবনার পর তার সমস্যাগুলো ধরা পড়তে থাকে।

এরপর নাযেম সাহেব রশীদকে লক্ষ করে বললেন, তোমার কথা শুনতে পারলাম না। তুমি এশার নামাযের পর দেখা কর।

সবাই উঠে পড়ল। রশীদ ধীর পায়ে ওজুখানায় গিয়ে ওজু করল। মাগরিবের আযান হতে যদিও পনেরো মিনিট বাকি তারপরও রশীদ মসজিদে আগে আগে চলে গেল। আজকের আলোচনায় উলূমুল হাদীস শেখার আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। তাই এখন আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে, আল্লাহ যেন তাকে উলূমুল হাদীস শেখার তাওফীক দান করেন এবং এর মাধ্যমে ইখলাস ও ইতকানের সাথে দ্বীন ও উম্মাহর খেদমত করার অবারিত সুযোগ করে দেন।

রশীদ ভিখারীর মত দু হাত তুলে ধরল। মনের সকল দুয়ার উন্মোচন করে দিলো। বুকের বাধ ভেঙ্গে গেল। অঝোর ধারায় অশ্রুর ফোটা পড়তে লাগলো। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,

ইয়া আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দান করো। সমস্ত কল্যাণ আমার জন্য সহজ করে দাও। সমস্ত অকল্যাণ থেকে হেফাজত করো। অলসতা থেকে মুক্তি দাও। উদাসিনতা দূর করে দাও। ইলমের স্বাদ দান করো। ইলমের পথে আমাকে বিলীন করে দাও। সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করার তাওফীক দাও। বুঝ শক্তি বাড়িয়ে দাও। মুখস্থ শক্তি বাড়িয়ে দাও। শিদ্দাতে ইস্তিহযার দান করো।

হে আমার রব! গুনাহ থেকে হেফাজত করো। চোখেরে গুনাহ, যবানের গুনাহ, মনের গুনাহ, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ থেকে মুক্তি দাও। উন্নতি দান করো। অবনতি থেকে হেফাজত করো। আখলাক সুন্দর করে দাও। সকলের হক আদায় করার তাওফীক দান করো।

হে রহীম! হে দয়াময়! উলূমুল হাদীসের জন্য আমাকে কবুল করে নাও। এই শাস্ত্রের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছার তাওফীক দান করো। এর মাধ্যমে ইখলাসের সাথে ইতকানের সাথে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করো। এই শাস্ত্রের মহান ব্যক্তিদের সাথে আমাকে মিলিয়ে নাও। আমাকে তোমার প্রিয় করে নাও।

শেখার প্রথম ধাপ:

উলূমুল হাদীসের ধরন, রুচি, শাখা-প্রশাখা এবং কিতাব সম্পর্কে পরিচিতি লাভ
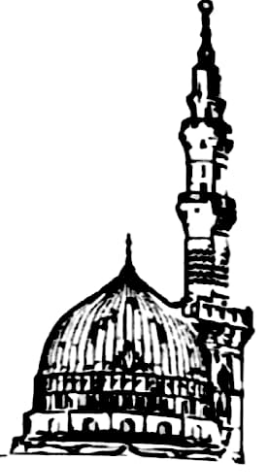
এশার নামাযের কিছুক্ষণ পর রশীদ নাযেম সাহেবের কামরার সামনে দাঁড়াল। ভয় লাগছে। এ সময় হুজুর কারো সাথে কথা বলেন না। সবাই জানে, হুজুর এ সময়টা কিতাব মুতালায় নিমগ্ন থাকেন। এখন আসাটা কি ঠিক হলো? রশীদ কখনো এমন সময় হুজুরের কাছে আসেনি। পরেই মনে হলো, ভয়ের কী ! হুজুর নিজেই তো আসতে বলেছেন এ সময়।

রশীদ সালাম দিলো। ভিতর থেকে কোনো জবাব আসল না। রশীদ নিয়ত করল তিনটা সালাম দিবে। জবাব না পেলে চলে যাবে। আবার সালাম দিলো। এবার নাযেম সাহেব সালামের জবাব দিলেন।

: এসো রশীদ। ভেতরে এসো।

রশীদ ভিতরে এসে কিছুটা ভয়ে ভয়ে বসল। নাযেম সাহেব বললেন,

: বল তোমার কী কথা?

: কয়েকদিন ধরে ভাবছি হুজুরকে বলব। সাহস হচ্ছিল না। আমি উলূমুল হাদীস শিখতে চাই।

: খুবই ভালো কথা। আল্লাহ কবুল করুন।

: হুজুরের পরামর্শে পড়তে চাই।

: আচ্ছা।

: আমি কীভাবে শুরু করব।

: দেখো, যে কোনো কাজ শুরু করাটা কঠিন। চালিয়ে যাওয়াটা আরো কঠিন। আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য সবকিছু সহজ করে দিন।

উলূমুল হাদীসের সার্বিক পরিচিতি লাভের কিছু কিতাব

: আমীন।

: তোমার প্রথম কাজ হলো, উলূমুল হাদীসের পরিচয় ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা নিবে। তারপর হাদীসের কিতাব সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করবে।

: জ্বী।

: এর জন্য তুমি এই কিতাবগুলো পড়বে।

- نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية للشيخ الشريف حاتم العوني
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني(١٣٤٥)
- لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للعلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة(١٤١٧)
- المدخل إلى علوم الحديث الشريف للشيخ عبد المالك الكملائي
- بحوث في تاريخ السنة المشرفة للشيخ أكرم ضياء العمري
- مقرر التخريج ومنهج الحكم على الحديث للشيخ الشريف حاتم العوني
- علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع لمحمد بن مطر الزهراني

কিতাব মুতালাআ কীভাবে করতে হয়

: কিতাবগুলো কীভাবে পড়বো?

: যেকোনো ইলমী বই পড়ার ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় খেয়াল করবে,

১. বুঝে বুঝে পড়বে। অর্থাৎ নতুন শব্দগুলো অভিধান থেকে জেনে নিবে। ভালো হয়, কোনো একটা খাতায় তা নোট করে রাখবে এবং সময় সুযোগ করে মুখস্থ করে নিবে। প্রত্যেকটা বাক্যের তারকীব খেয়াল করে মর্ম উদ্ধার করবে। প্রতিটা জমীরের মারজি', ইসমে ইশরার মুশারুন ইলাইহ, মুসতাসনার মুসতাসনা মিনহু ও বদল

মুবদাল মিনহু নির্ণয় করবে। প্রত্যেক জর মাজরুরের মুতাআল্লিক, যা কখনো কাছাকাছি ফেয়েল হবে, কখনো হবে দূরবর্তী ফেয়েল, কখনো হবে ইসমে ফয়েল বা ইসমে মাফঊল, কখনো হবে মাসদার, কখনো এইগুলো থাকবে উল্লেখ, আর কখনো থাকবে উহ্য, তা নির্ধারণ করবে। এক শব্দের সাথে আরেক শব্দের সম্পর্ক, এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের সম্পর্ক ও এক আলোচনার পর আরেক আলোচনার সম্পর্ক অনুধাবন করবে।

মুতালাআর ক্ষেত্রে ভাসাভাসা মোটামুটি বুঝ নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট হবে না। এ ধরণের বুঝ আসলে কোনো বুঝ নয়।

২. এরপর প্রত্যেকটি অধ্যায়ের খোলাসা নিজ থেকে বলবে। কয়েকবার আওড়ে মনে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করবে। গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর খোলাসা লিখে রাখবে।

৩. কিতাবের যে বিষয়গুলো মুখস্থ করা দরকার তা মাহফুজাতের খাতায় নোট করে নিবে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বা যেকোনো কাজে আসবে এমন সকল তথ্য বা বক্তব্য আলাদা কোনো খাতায় অথবা কিতাবের শুরু ও শেষের সাদা পৃষ্ঠাগুলোতে পৃষ্ঠা নাম্বারসহ নোট করে রাখবে। আলাদা খাতাটা বিষয়ভিত্তিক হতে পারে। যেমন একটা খাতা তাফসীর সংক্রান্ত ফাওয়াইদের জন্য। আরেকটা খাতা উলূমুল হাদীস কেন্দ্রিক ফাওয়াইদের জন্য। অথবা প্রত্যেক কিতাবের জন্য আলাদা আলাদা খাতা হতে পারে।

৪. কিতাবের যে জায়গাগুলো বুঝে আসে না তা চিহ্নিত করে রাখবে। তারপর সামনে চলে যাবে। পরবর্তী কোনো সময়ে আবার দেখবে। সম্ভব হলে কারো থেকে বুঝে নিবে। এভাবে এক সময় বুঝে আসবে। কিন্তু এখন না বুঝে আসলে কিতাব রেখে দিবে না।

৫. এরপর প্রত্যেকটি কিতাব নিয়ে তোমার নিজস্ব অনুভূতি লিখবে, যেখানে কিতাবের ভালো-মন্দ দিকগুলো স্বাধীনভাবে তুলে ধরবে।

এভাবে প্রত্যেকটি কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিতাব আধাআধি পড়ে রেখে দিবে না। যেভাবেই হোক শেষ করবে। আর না হয় অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। তখন বড় বড় কিতাব আদ্যোপান্ত পড়ার হিম্মত হবে না।

* * *

রশীদ কামরা থেকে বের হলো। একেক কদম ফেলছিল আর মনে হচ্ছিল উলূমুল হাদীসের পথে যেন সে একেক কদম অগ্রসর হচ্ছিল। নিজ কামরায় গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। ভাবতে লাগল, কিতাবগুলো কীভাবে সংগ্রহ করবে। এখন তো আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না। মাদরাসার কুতুবখানা থেকে নিয়ে নিবে অথবা কোনো বড় ভাই থেকে সংগ্রহ করবে।

পরদিন কুতুবখানায় কিতাবগুলো খোঁজ করল। الرسالة المستطرفة আর لمحات কিতাবদুটি পেল। বাকিগুলো পাওয়া গেল না। বড় ভাইদের কাছেও খোঁজ করে পেল না। চিন্তায় পড়ে গেল।

ফাওযান বলল,

: কি ভাই! কী চিন্তা করছেন?

: নাযেম সাহেব ছয়টা কিতাব পড়তে বলেছেন। দুটি কুতুবখানায় পেয়েছি। বাকিগুলো কুতুবখানায় পাইনি। বড় ভাইদের কাছেও খোঁজ করে পেলাম না।

: কী কী কিতাব?

: এই যে তালিকা।

: নাম দেখে তো মনে হচ্ছে, সবগুলো হাদীস ও উলূমুল হাদীস বিষয়ে। হঠাৎ উলূমুল হাদীসের পেছনে পড়লেন যে?

: নাযেম সাহেবকে বলেছি, আমি উলূমুল হাদীস নিয়ে পড়াশুনা করতে চাই। তাই হুজুর এই ছয়টি কিতাব মুতালাআ করতে বললেন।

: মাশাআল্লাহ। আপনি পড়ুন। মাঝে মাঝে আমাকেও কিছু শুনাবেন। হয়ত উলূমুল হাদীসের প্রতি আমারও আগ্রহ তৈরি হবে।

: ঠিক আছে। কিন্তু কিতাবই তো সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।

: কিনে ফেলুন।

: ... এখন সম্ভব না। কিছু আর্থিক সমস্যায় আছি।

: আমার থেকে ঋণ নিন।

: দিতে পারবেন?

: পারব।

: খুব কাছাকাছি সময়ে কিন্তু পরিশোধ করতে পারব না।

: সমস্যা নেই। আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারছি এটাই বড় কথা।

* * *

রশীদ কিতাবগুলো খুব দ্রুত সংগ্রহ করে নিল। দরসের আগে মুতালাআ, দরস মনোযোগ দিয়ে শোনা, তাকরার করা আর নিত্যদিনের সবক আয়ত্ত করার পর বাকি সময়টা এই কিতাবগুলো মুতালাআর পেছনে ব্যয় করতে লাগল। আগে মাঝে মাঝে গল্প গুজব করত। এখন গল্প করতে ভালো লাগে না। মন পড়ে থাকে কিতাবগুলোর উপর। সময় পেলেই কিতাবগুলো নিয়ে বসে যায়। পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে যায়। তারপরও চোখে ঘুম আসে না। আগামীকালের দরসের কথা চিন্তা করে বাধ্য হয়ে ঘুমাতে যায়। পড়ার কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে আবার কিতাবগুলোর কথা মাথায় হানা দেয়। যতক্ষণ কিতাবগুলো নিয়ে না বসে ততক্ষণ একটা অস্থিরতা কাজ করে।

নাযেম সাহেব বলেছেন, যে সময়গুলো সাধারণত কাজে লাগানো হয় শুধু সেগুলো কাজে লাগালেই একজন উচ্চাভিলাষী তালিবে ইলমের জন্য যথেষ্ট হয় না। সে তো ঐ সময়গুলোও কাজে লাগাবে যা অন্যেরা কাজে লাগায় না। দুই দরসের মধ্যবর্তী সময়, হাঁটা চলার সময়, খাবারের সময়, নামাযের আগের সময়েও সে কোনো না কোনো ইলম অর্জনে থাকে।

পড়ালেখায় কীভাবে বরকত আসে

আরেকটা কথা হুজুর অনেক গুরুত্ব দিয়ে বলে থাকেন। কথাটি হলো, সময় ও কাজে বরকতের জন্য শুরুকে গুরুত্ব দিতে হয়। বছরের শুরু। বিরতির শুরু। বিরতির পর খোলার শুরু। মাসের শুরু। সপ্তাহের শুরু। দিনের শুরু। বেলার শুরু। দরসের শুরু। যার শুরুটা হয় উদ্যম ও আগ্রহের সাথে তার সময় ও কাজে অনেক বরকত হয়। আর যার শুরুটা হয় অলসতায় আর অবহেলায় তার সময় ও কাজ বরকত শূন্য হয়। কথায় আছে, من له بداية محرقة فله نهاية مشرقة।

এছাড়াও আরো কয়েকটা বিষয়ের কথা হুজুর বলেছেন, যা খেয়াল রাখলে পড়া লেখায় অনেক বরকত হয়। যথা:

১. কথা কম বলবে।

২. ইলমের পথে বাধা হয় এমন সকল জিনিস থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

বিশেষ করে মোবাইল-জাতীয় বস্তু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা। ইলমী কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া সহপাঠীদের সাথে আলাদা কোনো সম্পর্ক না রাখা। ইলমী উদ্দেশ্যেও সম্পর্ক এমনভাবে না রাখা যা অন্যদের মাঝে কানাঘুষা তৈরি করে।

৩. সব ধরণের গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানো। গুনাহ হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তওবা করে নিবে।

৪. উস্তাদ, কিতাব ও মাদরাসার সামান্য অমর্যাদা হয় এমন সকল আচরণ উচ্চারণ থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকবে।

৫. বেশি বেশি দোয়া ও তিলাওয়াত করবে।

৬. কোনো একটা কিতাব মুতালাআ শুরু করার সময় এটা কত দিনে শেষ করবে তার একটা সময় নির্ধারণ করে নিবে। অন্যথায় এক কিতাব পড়তে পড়তে অনেক সময় চলে যাবে। এর অর্থ আবার এ নয় যে, তুমি ভালো করে বুঝে বুঝে পড়বে না। এমন ছাত্রও দেখেছি, যে সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নামে মাত্র কিতাব পড়ে। 'আমি এত এত কিতাব পড়েছি' এই দাবির মধ্যে কী লাভ যদি কিতাব ভালো করে না বুঝে থাকে।

৭. বিরতিগুলোকে বিশেষ কাজে লাগাবে। তার জন্য পড়া লেখার আলাদা নেযাম রাখবে। বড়রা বিরতিগুলোকে অনেক কাজে লাগাতেন। আলী তানতাবী দুই বিরতিতে ২৫ খন্ডের পুরো "কিতাবুল আগানী" পড়ে ফেলেছেন।

৮. পড়ালেখা ছাড়া জরুরী যে কাজগুলো করতে বাধ্য হবে সেগুলো করার সময় এমন কোনো কিছু না করা যা পড়ালেখার ক্ষেত্রে উদাসীনতা তৈরি করবে।

রশীদ নাযেম সাহেবের এই উপদেশগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলছে। ফলে তার সময়ে অনেক বরকত হচ্ছে। গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে পারছে। আগের তুলনায় বুঝশক্তি ও মুখস্থশক্তিও বেড়েছে।

* * *

: এই দেখেছিস, রশীদ কী পড়ে?

: হ্যাঁ, উলূমুল হাদীসের কিতাব পড়ে।

: এখন কি উলূমুল হাদীসের কিতাব পড়ার সময়!

: না, এখন সময় হলো তোর মতো দুষ্টামি করা, নাক ডেকে ঘুমানোর আর হুমায়ুন আহমেদ পড়ে সময় কাটানোর।

: আরে আমার কথা বাদ দে। আমি তো আমিই। কিন্তু রশীদ তো ভালো ছাত্র। তার কি উচিত হচ্ছে দরসী পড়া বাদ দিয়ে এসব পড়া?

: কে বলল সে দরসী পড়া বাদ দিয়েছে? সে দরসী পড়া ভালোভাবে আয়ত্ব করার পরই এসব পড়ছে। আর অন্যরা দরসী পড়া শেষ হওয়ার পর গল্প গুজবে কাটিয়ে দিচ্ছে অথবা দরসী পড়া নিয়েই সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছে। অথচ মনোযোগ দিয়ে পড়লে রশীদের মতো তারাও সময় পেত।

: ঠিক আছে...তারপরও এই বয়সে উলূমুল হাদীসের কিতাবের সে কী বুঝবে!

: তুই কীভাবে বললি, সে বুঝবে না। তুই তো উলূমুল হাদীসের কিছুই বুঝিস না। তাছাড়া সে কি এই কিতাবগুলো নিজ থেকে পড়ছে? সে তো নাযেম সাহেবের পরামর্শে পড়ছে। তোর থেকে নাযেম সাহেব ভালো বুঝেন, কার কখন কী পড়তে হবে।

রশীদ অনেক চেষ্টা করেছে, বিষয়টা ছড়িয়ে না যাক। কারণ এক্ষেত্রে খাজনা থেকে বাজনা বেশি হয়। কিন্তু এক এক করে সবাই জেনে গেল। কেউ কেউ তার কাছে মাঝে মাঝে আসে উলূমুল হাদীস বিষয়ে জানতে। সে বলে, আমি কী বলব! আমি তো যাত্রাও শুরু করিনি। যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আপনারা নাযেম সাহেবের কাছে যান।

অতি উৎসাহে রশীদের জামাতের কয়েকজন নাযেম সাহেবের কাছে গিয়েছিল উলূমুল হাদীস পড়ার পরামর্শ নিতে। নাযেম সাহেব সবাইকে বলে দিয়েছে দরসী পড়ায় মনোযোগ দিতে। সবাই কি আর রশীদের মত? অনেকে আছে যার মৌলিক ইস্তি'দাদটুকুই নেই। আরবী ভাষা তার জন্য এখনো বাংলার মতো সহজ হয়নি। অনেকে আছে দরসী পড়া থেকে পালাতে বাইরের কিতাব পড়ে। অনেকে আছে দরসী পড়াটা কোনো রকমে আয়ত্ব করে। সে বাইরের কিতাবে সময় দেওয়া শুরু করলে দুই কূল হারানোর সম্ভাবনা আছে। অনেকে আছে দরসী পড়া আয়ত্ব করেও বাইরের কিতাবে সময় দিতে পারবে। কিন্তু সবাই তো আর উলূমুল হাদীস পড়বে না। প্রত্যেক শাস্ত্রের একটা রুচিপ্রকৃতি আছে। আল্লাহ যাকে যেই রুচিপ্রকৃতি দিয়েছেন সে ঐ রুচিপ্রকৃতির কাছাকাছি শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবে। তাহলে বেশি সফল

হতে পারবে। রশীদের ইস্তি'দাদ আছে। সাথে সে মেধাবী ও মেহনতিও। তাছাড়া সে প্রমাণও করেছে তার রুচি হাদীস শাস্ত্রের রুচির অনুকূলে।

* * *

দেখতে দেখতে দুই মাস চলে গেল। রশীদের সাতটি কিতাবই পড়া হয়ে গেছে। সবগুলো কিতাবেরই মূল বিষয়বস্তু হলো, হাদীস, উলূমুল হাদীস ও এর কিতাব পরিচিতি নিয়ে। তবে উলূমুল হাদীস কি, তার রুচিপ্রকৃতি কেমন, তার জন্য কেমন প্রস্তুতি নিতে হবে, কেমন মেহনত করতে হবে এই বিষয়গুলো জানতে نصائح منهجية কিতাবটি অনেক ভালো। হাদীসের মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং হাদীস সংরক্ষণে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও অবদান সম্পর্কে জানতে لمحات কিতাবটি অনেক উপকারী। বাকি পাঁচ কিতাব হাদীস, তাখরীজুল হাদীস, ইলালুল হাদীস, রাবীদের জীবনী, উসুলূল হাদীস ও মুস্তালাহুল হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে রচিত বিভিন্ন কিতাবের পরিচিতি জানতে অনেক উপকারী। হাদীসের কিতাবে হাদীস অনুসন্ধান করার তরিকা ও হাদীস তাহকীক করা অর্থাৎ প্রমাণিত না অপ্রমাণিত তা যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ উসূল ও আদাব জানার জন্য مقرر التخريج ও المدخل কিতাব দুটি অনেক সুন্দর।

রশীদ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কিতাবগুলো পড়েছে। নতুন অনেক কিতাব সম্পর্কে জেনেছে। কিতাব মুতালাআর প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে কিছু জায়গা এখনো অস্পষ্ট। পুরোপুরি বুঝে আসেনি বা আলোচনার ধারাবাহিকতা ধরতে পারেনি।

এখন তার পরবর্তী কাজ কী হবে তা জানার জন্য নাযেম সাহেবের কাছে গেল। মজলিস শেষ হলে চুপ করে বসে থাকল। নাযেম সাহেব অন্যদের সাথে কথা শেষ করে তার দিকে তাকালেন,

: কী খবর?

: আলহামদুলিল্লাহ কিতাবগুলোর মুতালাআ শেষ হয়েছে।

: মাশাআল্লাহ।

: কিছু জায়গা বুঝে আসেনি।

: খুবই স্বাভাবিক। শুরুতেই সব বোঝা যায় না। মুতালাআ ও মুযাকারা চালু রাখলে ধীরে ধীরে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

: এখন কী করব?

: এখন তোমার কাজ হলো, কিতাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ টুকে নেওয়া। প্রত্যেক অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ মাথায় গুছিয়ে ফেলা। এক আলোচনার পর আরেক আলোচনার পরম্পরা ও যোগসূত্র বোঝার চেষ্টা করা। বেশির থেকে বেশি ভাবতে থাকা। কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক, কোনটা যৌক্তিক কোনটা অযৌক্তিক তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকা।

: জ্বী, ইনশাআল্লাহ।

: এ কাজগুলো মাঝে মাঝে ও অবসর সময়ে করবে। এখন তোমাকে নতুন দুটি কাজ দিব।

উলূমুল হাদীস শেখার প্রাথমিক দুটি কাজ

এক. নিচের কিতাবগুলো একেরপর এক মনোযোগ সহকারে পুরোপুরি অধ্যয়ন করবে যেভাবে আগের কিতাবগুলো পড়েছ।

- شرح لغة المحدث للشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله
- قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثماني(١٣٩٤)
- مبادئ علوم الحديث للعلامة شبير أحمد العثماني(١٣٦٩)
- الأجوبة الفاضلة للعلامة عبد الحي اللكنوي(١٣٠٤) مع التعليقات الحافلة للشيخ عبد الفتاح أبي غدة(١٤١٧)
- الإمام ابن ماجه وكتابه السنن للعلامة عبد الرشيد النعماني (١٤٢٠) مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة(١٤١٧)
- ظفر الأماني للعلامة عبد الحي اللكنوي(١٣٠٤) مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة(١٤١٧)
- خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل للشيخ الشريف حاتم العوني
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للعلامة عبد الحي اللكنوي (١٣٠٤) مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة(١٤١٧)
- دراسات الكاشف للشيخ محمد عوامة

- الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم
- الاتصال والانقطاع له
- الأسس العقلية لعلم نقد السنة النبوية للشيخ الشريف حاتم العوني
- عقلانية منهج المحدثين من التحقق من عدالة الرواة له

দুই. পূর্বের কিতাবগুলোর মাধ্যমে তুমি অনেক কিতাবের নাম জেনেছ। কিছু কিতাবের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত পরিচয় পেয়েছ। উপরের কিতাবগুলোর মাধ্যমেও অনেক কিতাবের নাম জানবে, পরিচয় পাবে। তাই তোমার আরেকটা কাজ হলো, তুমি সরাসরি এই কিতাবগুলোর সাথে পরিচিত হবে। আমাদের মাদরাসার কুতুবখানায় আল্লাহর শুকরিয়া অনেক কিতাব আছে। তুমি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একটা একটা করে কিতাব নিবে। নাড়াচাড়া করবে। লেখকের ভূমিকা পড়বে। সূচি দেখে কিতাবের আলোচ্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে একটা ধারণা নিবে। তারপর বিভিন্ন জায়গা পড়বে। এভাবে কিতাবগুলোর সাথে তোমার সরাসরি পরিচয় গড়ে উঠবে।

: কিতাব পরিচিতির কথা হুজুর খুব বলে থাকেন। এটা নিয়ে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন।

: আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি পয়েন্ট আকারে কিছু কথা লিখে তোমাকে দিব।

: আরেকটা কথা ছিল।

: বল।

: হুজুর আমাকে تيسير مصطلح الحديث পড়তে বললেন না যে! এটা তো অনেকের হাতে দেখি। শুনেছি কিতাবটি অনেক সহজ ও গুছানো।

তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস কিতাবটি নিয়ে কিছু কথা

: এই কিতাবটি শুরুতে কেন পড়তে বলিনি তা দু'এক বছর পর তুমি নিজেই বুঝবে। তবে এখন এতটুকু বলে রাখি, কিতাবটি যে সহজ ও গোছানো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সহজ করতে ও গোছাতে গিয়ে অনেক জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে। কিছু জিনিসের মূলরূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে এর মাধ্যমে শাস্ত্রের পূর্ণ চিত্রটা ফুটে উঠে না। কোথাও বরং ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। এই কিতাবের বিভিন্ন আলোচনার খন্ডনে আবু

মুয়াজ তরিকের একটা কিতাব আছে إصلاح الاصطلاح নামে। সুযোগ করে এক সময় দেখে নিতে পার।

: জ্বী, ইনশাআল্লাহ। দোয়া চাই। মাঝে মাঝে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।

: এমন হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। আগ্রহ সবসময় একরকম থাকে না। কখনো কখনো আগ্রহ একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এই মুহূর্তগুলোতে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়বে। পড়তে ভালো না লাগলে তিলাওয়াত করবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবে। আসাতিযায়ে কেরামের খেদমতে যাবে। দেখবে, আগ্রহ-উদ্দীপনা আবার ফিরে এসেছে এবং পড়ালেখার প্রতিও আগ্রহ চলে এসেছে। সাবধান! এ সময়টাতে এমন কোনো কাজ করবে না, যা গাফলত টেনে আনে। যেমন, গল্পগুজবে মেতে উঠা।

: ইনশাআল্লাহ।

: পড়ালেখার আগ্রহ ধরে রাখার জন্য আমল ও চিন্তার একাগ্রতা খুব জরুরী। মন্দ কাজ যত কম হবে, ভালো কাজের আগ্রহ তত বেশি হবে। এর জন্য আকাবির আসলাফের জীবনী পড়বে। তাদের আত্মজীবনী ও সফরনামা পড়বে। এগুলো খুবই উপকারী। সাথে সাথে বেশ উপভোগ্যও। তাদের খুতুবাত, মালফুযাত ও রসাইল তো আমল, আখলাক ও আফকারের উন্নতির জন্য অনেক কাজের। তুমি আপাতত পড়ালেখার আগ্রহের জন্য নিয়মিত একটু একটু করে এই কয়েকটি কিতাব পড়বে:

- জীবন পথের পাথেয়
- তালিবে ইলমের পথ ও পাথেয়
- আকাবিরে দেওবন্দের ছাত্র জীবন-১,২,৩
- দরদী মালীর কথা শোনো - ১, ২, ৩
- তালিবানে ইলমের রাহে মানযিল

- العلم والعلماء از حكيم الامت أشرف علي التهانوي(١٣٦٢)
- اصلاحی مجالس از علامہ مفتی محمد تقی عثمانی
- مجالس حکیم الامت از علامہ مفتی محمد شفیع(١٣٩٦)

- بصائر حکیم الامت از مولانا عبد الحي عارفي (۱۴۰۶)
- مآثر حکیم الامت از مولانا عبد الحي عارفي (۱۴۰۶)
- آپ بیتی از شیخ الحدیث زکریا الکاندهلوي (۱۴۰۲)
- قيمة الزمان عند العلماء للشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة(١٤١٧)
- العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج له
- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل له
- معالم إرشادية لصناعة طالب العلم للشيخ محمد عوامة
- المشوق إلى القراءة للشيخ علي العمران
- تعليم المتعلم للإمام الزرنوجي(نحو ٦١٠)
- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام ابن جماعة(٧٣٣)
- حياة السلف بين القول والعمل للشيخ أحمد بن ناصر الطيار
- من معين الشمائل للشيخ صالح الشامي

ইলম অর্জনের আগ্রহকে বাড়ানোর জন্য এই কাজগুলোও করতে পারো:

আগ্রহ বাড়াতে যা করণীয়

১. নিজের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের দূরত্ব নিয়ে চিন্তা করা। নিজের অজানা বিষয় বা দলিলবিহীন জানার বিষয়ের সুবিশাল পরিমাণ এবং দলিলসহ সুস্পষ্ট জানার স্বল্পতা ও ক্ষুদ্রতা নিয়ে ভাবা।

২. উদ্যমী, পরিশ্রমী ও অধিক অধ্যয়নকারী সহপাঠী ও উস্তাদগণের সজাগ সান্নিধ্য লাভ করা।

৩. ইলমী মজলিস ও মুহাযারাতে উপস্থিত হওয়া।

৪. ইলম, আলেম ও তালিবে ইলমের ফজিলত সম্বলিত আয়াত, হাদীস ও আসারগুলো পড়া ও তা নিয়ে চিন্তা করা।

৫. ইলমী বিষয়ে সহপাঠীদের সাথে মুযাকারা করা।

: ইনশাআল্লাহ।

নাযেম সাহেব কথা শেষ করে নামাযের প্রস্তুতির জন্য উঠে গেলেন। রশীদও সালাম দিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে গেল। অজু করে মসজিদের দিকে হাঁটতে লাগল। মনে মনে পরিকল্পনা করে নিল, প্রতিদিন আসরের পর কিতাবের তাআররুফ ও পরিচিতির জন্য কুতুবখানায় যাবে। দরসের পড়া আদায়ের পর যখনই সময় পাওয়া যাবে, বিশেষ করে এশার পর থেকে উলূমুল হাদীসের কিতাবগুলো পড়বে। আর ঘুমের আগে, বা যে সময়ে গভীর মনোযোগ দেওয়া যায় না, অথবা যে সময়ে উদ্যম কম থাকে তখন আমল আখলাক ও আফকারের ইসলাহ এবং পড়ালেখার আগ্রহ ও উন্নতিমূলক কিতাবগুলো পড়বে।

কিতাব পরিচিতির পদ্ধতি ও যে কিতাবগুলোর পরিচিতি লাভ করা আবশ্যক

“কিতাব পরিচিতি বা التعرف على الكتب এর জন্য যা যা জানতে হবে:

১. কিতাবের পূর্ণ নাম।

২. কিতাবের মূল বিষয়বস্তু। কিতাবটি কি স্বতন্ত্র মৌলিক কিতাব? নাকি কোনো কিতাবের শরাহ, বা মুখতাসার, বা তাহযীব ও তাইসীর, বা খন্ডন?

৩. কিতাবের মানহাজ ও তারতীব। অর্থাৎ লেখক কিতাবটি কীভাবে সাজিয়েছেন? কোন কোন শর্ত নিজের উপর আবশ্যক করেছেন? কিতাবের জন্য আলাদা কোন ইস্তেলাহ ও রুমূয তথা পরিভাষা ও চিহ্ন ব্যবহার করেছেন কি না?

৪. কিতাবের মাসাদির অর্থাৎ কোন কোন কিতাবের সাহায্য নিয়ে লেখক কিতাবটি লিখেছেন?

৫. এ কিতাবের কী কী শরাহ, হাশিয়া, মুখতাসার, তাহযীব, তাইসীর, নযম এবং খন্ডন লেখা হয়েছে? কারা এই কিতাবকে তাদের কিতাব লেখার ক্ষেত্রে মৌলিক উৎসগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন?

৬. কিতাবটি আপন বিষয়ে কতটুকু মানোত্তীর্ণ? আহলে ইলমের কাছে কিতাবের মূল্যায়ন কেমন? এ সংক্রান্ত তাদের বক্তব্যগুলো কী কী? এ বিষয়ে অন্যান্য কিতাব থেকে তার আলাদা কী কী বৈশিষ্ট ও উপকারিতা আছে?

৭. লেখক পরিচিতি: নাম, জন্মসন, মৃত্যুসন, জন্মস্থান, বাসস্থান, ইলম অর্জন, সফর, উস্তাদ-শাগরেদ, দরস-তাদরীসসহ বিভিন্ন ব্যস্ততা, আকীদা, ফিকর, ফিকহী মাযহাব ইত্যাদি।

৮. লেখকের ইলমী যোগ্যতা কেমন? বিশেষ করে যে বিষয়ে লিখেছেন সে বিষয়ে তার যোগ্যতা কেমন? আহলে ইলমগণ তাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন?

৯. লেখকের নিজস্ব কোনো পরিভাষা, শৈলী, নীতি ও ঝোঁক আছে কিনা, যা তার কিতাবে প্রভাব ফেলেছে? বিশেষ কোনো দুর্বলতা আছে কিনা, যা তার লেখায় পাওয়া যায়?

১০. লেখক কিতাবটি কোন পরিস্থিতিতে লিখেছেন? তিনি কি নিশ্চিন্ত পরিবেশে লিখেছিলেন? ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো পেরেশানি ছিল কি না কিতাবটি লেখার সময়?

১১. কিতাবটি মুদ্রিত হয়েছে কি না? মুদ্রিত না হয়ে থাকলে তার পান্ডুলিপি পাওয়া যায় কি না? পাওয়া গেলে কোথায় পাওয়া যায়? ছাপা হয়ে থাকলে কার কার তাহকীকে ছেপেছে? কোন ছাপাটা তাহকীকুন নুসূসের দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো? আর কোন ছাপাটা ইলমী হাশিয়া থাকায় বা সাথে অন্য কোনো কিতাব যুক্ত হওয়ায় ভালো?

প্রত্যেক কিতাবের ব্যাপারে সবগুলো বিষয় জানা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে অনুসন্ধান করলে এর মধ্যে অনেকগুলো বিষয় জানা যাবে। কয়েকটা উৎস থেকে আমরা উপরের বিষয়গুলো জানতে পারি:

১. কিতাবের ভূমিকা ও শেষকথা পড়া।

২. ইতিহাস ও জীবনীমূলক কিতাবে বর্ণিত লেখকের জীবনী, লেখকের স্বতন্ত্র জীবনী, লেখকের ইলমী দিক নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা ইত্যাদি অধ্যয়ন করা।

৩. মুহাক্কিক বা প্রকাশকের ভূমিকা ও শেষকথা পড়া।

৪. কিতাবের শরাহ, হাশিয়া, মুখতাসার, তাহযীব ও নকদের ভূমিকা ও শেষকথা পড়া।

৫. কিতাবের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সূচিপত্রে নজর দেওয়া।
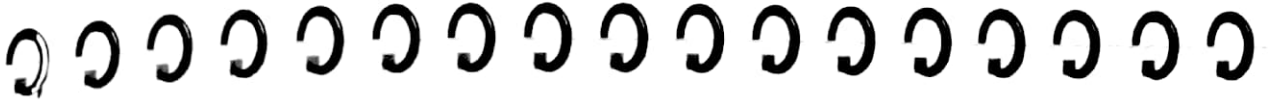
৬. উৎসগ্রন্থের সূচিপত্রে নজর দেওয়া।

৭. কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশ পড়া।

৮. কিতাব পরিচিতি নিয়ে লিখিত কিতাবের শরণাপন্ন হওয়া।

কিছু কিতাব আছে যাতে সকল শাস্ত্রের কিতাব পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : فهرست النديم، كشف الظنون، مصباح العلوم، أبجد العلوم، جامع الشروح والحواشي، الدليل إلى المتون العلمية।

কিছু কিতাব আছে যাতে নির্দিষ্ট কোনো শাস্ত্রের কিতাব পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : الرسالة المستطرفة ، المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف কিতাবে শুধু হাদীস সংক্রান্ত কিতাবের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। أصول الفقه تاريخه ورجاله لشعبان محمد إسماعيل কিতাবে শুধু উসূলে ফিকহের কিতাবের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي কিতাবে নাহুর কিতাবের পরিচিতি পেশ করা হয়েছে। التحفة السينة في التعريف بكتب الفقه ও المذهب الحنفي لأحمد النقيب والفتاوى للحنفية কিতাবে ফিকহে হানাফীর কিতাবের পরিচিত লেখা হয়েছে। المدخل إلى المذهب الشافعي কিতাবে শাফেয়ী মাযহাবের কিতাব পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। مصادر ও الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي المذهب المالكي কিতাবে মালেকী মাযহাবের কিতাবের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد কিতাবে হাম্বলী মাযহাবের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। معجم المعاجم কিতাবে আরবী অভিধানের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

৯. ছাপা বা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ফাহারিস মুরাজাআত করা। যেমন : تاريخ التراث العربي، الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم، دليل المطبوعات العربية، معجم المطبوعات العربية والمعربة ।

১০. পুরো কিতাব নিয়ে বা কোনো অংশ নিয়ে লিখিত গবেষণা অধ্যয়ন করা। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ কিতাবের উপর গবেষণাধর্মী বই বা প্রবন্ধ
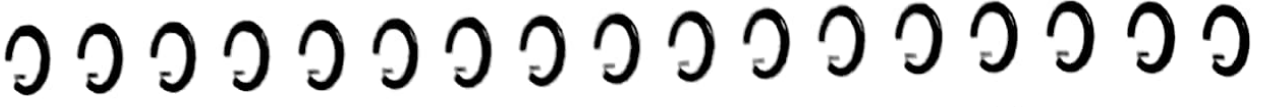
পাওয়া যায়। এ ধরনের কিতাবগুলোর শুরুতে সাধারণত কিতাব ও লেখক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

১১. কিতাবের পাঠকদের পাঠানুভূতি বা রিভিউ পড়া। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই সচেতন ও রুচিশীল হন। তাদের রিভিউতে কিতাবের চমৎকার দিকগুলো সংক্ষেপে উঠে আসে।

কিতাব পরিচিতির জন্য আরো কিছু বিষয়ও দেখতে হয়। এমনিভাবে কিতাব পরিচিতিরও আছে আরো কিছু মাধ্যম। এখানে সহজে যা জানা সম্ভব ও যেখান থেকে জানা সম্ভব শুধু সেগুলোই উল্লেখ করা হলো।"

কিতাব পরিচিতি নিয়ে নায়েম সাহেব এই লেখাটি রশীদকে দিয়েছেন। রশীদ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পেয়েছে। সামনে থেকে এভাবেই কিতাবের সাথে পরিচয় হওয়ার চেষ্টা করবে। রশীদ অবশ্য যে দিন নায়েম সাহেব কিতাব পরিচিতির কথা বলেছেন তার পরদিন থেকেই প্রতিদিন আসরের পর কিতাব পরিচিতি শুরু করে দিয়েছে।

আগে যখন কুতুবখানায় যেত তখন চোখ ধাঁধিয়ে যেত। কত কত কিতাব! বিশাল বিশাল কিতাব! মনে হতো, এগুলো ধরা ছোয়ার বাইরে। সাজিয়ে রাখার জন্য। পড়ার জন্য নয়। এখন ধাঁধানোটা কমে গেছে। হিম্মতও বেড়েছে। মাঝে মাঝে কিতাব খোঁজ করতে গিয়ে মনে হয় কত কিতাব নেই। কুতুবখানাটা আরো বড় হওয়ার দরকার ছিল। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ এই কুতুবখানায় দরসী কিতাবের বাইরে বিভিন্ন ফনের অনেক কিতাব আছে। বিশেষভাবে উলূমুল হাদীসের মৌলিক কিতাবের বড় একটা সংগ্রহ এখানে মজুদ আছে। এই প্রতিষ্ঠানের কুতুবখানা সমৃদ্ধ হওয়ার পেছনে বড় অবদান মোহতামিম সাহেব ও নায়েম সাহেবের। তাদের ইলমী রুচি ও আগ্রহে এত বড় একটা কুতুবখানা গড়ে উঠেছে।

কত প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যেখানে বিশাল বিশাল ভবন তৈরি করা হচ্ছে ছাত্রাবাসের জন্য। কিন্তু কুতুবখানা সমৃদ্ধ করার তেমন ফিকির নেই। অথচ চাইলেই কর্তৃপক্ষ বড়সড় কুতুবখানা তৈরি করতে পারে। তালিবে ইলমদের থাকা খাওয়ার সু-ব্যবস্থা করা অবশ্যই জরুরী বিষয়। কিন্তু 'আহাম ফাল আহাম' বলে একটা

কথা আছে। তালিবে ইলমদের ইলমী যওক ও রুচি তৈরিতে কুতুবখানার ভূমিকা অপরিসীম। তাই একটা মাদরাসার বড়সড় কুতুবখানা তো থাকবেই, তার সাথে প্রত্যেক জামাতে তার উপযোগী কিতাব দিয়ে ছোটখাটো একটা করে কুতুবখানার ব্যবস্থা রাখলেও অনেক ভালো হবে।

যা হোক, রশীদ তার মাদরাসার কুতুবখানা থেকে বেশি থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু এখন খুব বেশি দিন পারবে না। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। নাযেম সাহেব বলেছেন, তুমি গায়রে দরসী কিছু কিতাব পড়ছ। এতে যেন দরসী পড়ায় কখনো ব্যাঘাত না হয়। পরীক্ষাতে অবশ্যই আগের থেকে ভালো ফলাফল করবে। যেন এ কথা কেউ বলতে না পারে, গায়রে দরসী কিতাব মুতালাআর কারণে তুমি পিছিয়ে গেছ।

রশীদ মনে মনে একটা ছক এঁকে নিল। ২৮ তারিখে পরীক্ষা। উলূমুল হাদীস কেন্দ্রিক পড়াশোনা ৭ তারিখে সাময়িকভাবে স্থগিত করে দিবে। পরীক্ষার পর আবার পড়া শুরু করবে। এখন সবগুলো দরসী কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কম হলেও দুই বার করে পড়বে। যে জায়গাগুলো মুখস্থ করা দরকার সেগুলো মুখস্থ করে নিবে। কিছু জায়গা আছে মুযাকারা করা দরকার সেগুলো ফাওযান, সালমান বা নাকীব তাদের কারো সাথে মুযাকারা করে নিবে। দরসে উস্তাদগণ যে তাকরীর করেছেন তা-ও মুখস্থ করে নিবে।

রশীদের জন্য কাজগুলো বেশি কঠিন হবে না। কারণ সে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন পড়ে নিয়েছে। সাথে আরবী হাওয়াশী ও শুরূহাতও যথাসম্ভব মুতালাআ করেছে। কখনো কখনো বাংলা বা উর্দু ইলমী শরাহও দেখেছে। কিন্তু আরবী শুরূহ হাওয়াশী থেকে পালানোর জন্য কখনোই উর্দু বা বাংলা শরাহ দেখেনি। বরং নতুন কিছু আছে কি না তা দেখার জন্যেই উর্দু বা বাংলা শরাহ দেখেছে। অবশ্য বাংলা বা উর্দু ভাষায় ইলমী শরাহ তো একেবারেই কম।

রশীদ সবগুলো কিতাব একবার তাকরার করাবে। দরস চলাকালীন সে দুয়েকটা কিতাব তাকরার করিয়েছে। এখন সবগুলোই একবার তাকরার করাবে। তাকরারের ফায়দা অনেক। তার মধ্যে অন্যতম ফায়দা হলো, কিতাব পরিস্কার বুঝে আসে। যে জায়গাগুলো কোন অস্পষ্টতা বা প্রশ্ন ছিল তা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং অনেক জটিল আলোচনাও সহজভাবে উপস্থাপনের যোগ্যতা তৈরি হয়।

পরীক্ষার আগে যতগুলো কিতাবের পরিচিতি লাভ করা যায় তা করে নিবে।

এরপর বাকি কিতাবগুলোর সাথে রশীদ ধীরে ধীরে পরিচিত হবে। সব কিতাব সম্পর্কেই তো ধারণা নিতে হবে। তবে যে কিতাবগুলোর পরিচিতি সবার আগে জানতে হবে আপতত তার একটা তালিকা তৈরি করে নিলে ভালই হয়। এক্ষেত্রে যে কিতাবগুলোতে সনদসহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিবে। কারণ উলূমুল হাদীসের মূল মাকসাদ হলো বর্ণিত হাদীস বা আসার প্রমাণিত কি না তা যাচাই করা। যাচাই করার প্রথম ধাপ হলো হাদীস বা আসারের সনদের সন্ধান পাওয়া। পরবর্তী কাজ হলো সনদ যাচাই করা। তাই রশীদ الرسالة المستطرفة ও مقرر التخريج কিতাব থেকে সনদসহ হাদীস পাওয়া যায় এমন কিতাবগুলো পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করল। এরপর সে একটা খাতায় লিখল:

উলূমুল হাদীসের তালিবে ইলমের জন্য যে কিতাবগুলোর পরিচিতি না জানলেই নয়

প্রথমেই কুতুবে সিত্তাহর পরিচিতি লাভ করা উচিত। কারণ হাদীসের কিতাবের মধ্যে এ ছয় কিতাব সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। ছয় কিতাব হলো:

* صحيح البخاري(٢٥٦)، صحيح مسلم(٢٦١)، سنن أبي داود(٢٧٥)، سنن الترمذي(٢٧٩)، سنن النسائي(٣٠٣)، سنن ابن ماجه(٢٧٣)

এ কিতাবগুলোকে অধ্যায় ভিত্তিক সাজানো হয়েছে। কোনো হাদীস খোঁজ করতে চাইলে শুধু বিষয়বস্তু জানা থাকলেই হবে। যদি এই কিতাবগুলোতে হাদীসটি থেকে থাকে তাহলে বিষয়বস্তু অনুযায়ী নির্দিষ্ট অধ্যায়ে গিয়ে খোঁজ করলেই তা পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তু আকারে আরো অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। যেমন:

* صحيح ابن خزيمة(٣١١)، صحيح ابن حبان(٣٥٤)، مستدرك الحاكم(٤٠٥)، كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة(١٥٠)، الجامع لمعمر بن راشد(١٥١)، موطأ الإمام مالك(١٧٩)، الحجة على أهل المدينة، كتاب الأصل كلاهما للإمام محمد(١٨٩)، مسند عبد الله بن المبارك(١٨١)، الجامع لابن وهب(١٩٧)، ، سنن الشافعي(٢٠٤)، كتاب الأم له، مصنف عبد الرزاق(٢١١)، مصنف ابن أبي شيبة(٢٣٥)، سنن سعيد بن منصور(٢٢٧)، المدونة لسحنون(٢٤٠)، مسند الدارمي(٢٥٥)، السنن الكبرى للنسائي(٣٠٣)، المنتقى لابن الجارود(٣٠٧)، المسند

للسراج(٣١٢)، شرح معاني الآثار للطحاوي(٣٢١)، الأوسط لابن المنذر(٣١٨)، الزيادات على كتاب المزني لأبي بكر النيسابوري(٣٢٤)، مختصر الأحكام للطوسي(٣١٢)، مستخرج أبي عوانة(٣١٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص(٣٧٠)، شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم(٣٧٨)، سنن الدارقطني(٣٨٥)، مستخرج أبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، المحلى لابن حزم(٤٥٦)، السنن الكبرى، السنن الصغرى، معرفة السنن والآثار، الخلافيات كلها للبيهقي(٤٥٨)، شرح السنة للبغوي(٥١٦)، التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي(٥٩٧)، العلل المتناهية له، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجورقاني(٥٤٣)

কিছু কিতাব আছে যা নির্দিষ্ট কোনো অধ্যায় বা নির্দিষ্ট একটা হাদীস নিয়ে লেখা হয়েছে। এমন শত শত হাদীসের কিতাবের তালিকা দিয়েছেন শায়খ শরীফ হাতিম তার التعريف ও শায়খ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল আতীক তার مقرر التخريج بما أفرد من التصنيف من الأحاديث কিতাবে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর নাম হলো:

* الطهارة :

الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام(٢٢٤).

* الصلاة :

الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين(٢١٩)، رفع اليدين في الصلاة: للإمام البخاري(٢٥٦)، القراءة خلف الإمام له، القراءة خلف الإمام للبيهقي(٤٥٨)، مسألة التسمية، لمحمد بن طاهر المقدسي(٥٠٧)، الجمعة وفضلها لأبي بكر المروزي(٢٩٢)، قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي(٢٩٤)، التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا(٢٨١)، الوتر لمحمد بن نصر المروزي(٢٩٤)، فضل قيام الليل للآجري(٣٦٠)، أحكام العيدين للفريابي جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض(٣٠١)، ذكر

صلاة التسبيح للخطيب البغدادي(٤٦٣)

* الصيام :

الصيام للفريابي(٣٠١)، فضائل رمضان لابن أبي الدنيا(٢٨١)، فضائل شهر رمضان لابن شاهين(٣٨٥)، فضل شهر رمضان لأبي القاسم ابن عساكر(٥٧١)، فضائل رمضان لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(٦٠٠)، أحاديث شهر رمضان في فضل صيامه وقيامه لأبي اليمن ابن عساكر عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي(٦٨٩)، مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر(٤٧٦)، طرق حديث ابن عمر في ترائي الهلال للخطيب البغدادي(٤٦٣)، درة اللوم والضيم في صيام يوم الغيم لابن الجوزي(٥٩٧).

* الحج والأماكن المشرفة:

المناسك لسعيد بن أبي عروبة(١٥٦)، مسألة الطائفين للآجري(٣٦٠)، مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي(٥٩٧)، أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي محمد بن عبد الله بن أحمد(وفي نحو ٢٥٠)، أخبار مكة للفاكهي(توفي نحو سنة ٢٧٥)، أخبار المدينة لعمر بن شبة(٢٧٠)، فضائل المدينة للمفضل الجندي(٣٠٨)، الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار(٦٤٣)، فضائل بيت المقدس، للمشرف بن المرجى المقدسي(توفي بعد سنة ٤٥٠)، فضائل بيت المقدس لابن الجوزي(٥٩٧)، فضائل بيت المقدس للضياء المقدسي(٦٤٣)، فضائل الشام لابن أبي الهول الربعي(٤٤٤)، فضائل الشام لأبي سعد السمعاني(٥٦٢).

* النكاح والأسرة :

البر والصلة لعبد الله بن المبارك(١٨١)، وهو المنسوب إلى الحسين بن الحسن المروزي(٢٤٦)، البر والصلة للبخاري(٢٥٦)، البر والصلة لابن

الجوزي(٥٩٧)، العيال لابن أبي الدنيا(٢٨١)، تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي(٤٩٠)، فضائل التسمية بأحمد ومحمد لأبي عبد الله ابن بكير(٣٨٨).

* الفرائض :

الفرائض لسفيان الثوري(١٦١).

* الدعاء والأذكار :

الدعاء لمحمد بن فضيل بن غزوان الضبي(١٩٥)، مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا(٢٨١)، فضل الصلاة على النبي ﷺ للقاضي إسماعيل بن إسحاق(٢٨٢)، الصلاة على النبي ﷺ لابن أبي عاصم(٢٨٧)، عمل اليوم والليلة للنسائي(٣٠٣)، وهو جزء من السنن الكبرى، الدعاء للمحاملي(٣٣٠)، الدعاء للطبراني(٣٦٠)، عمل اليوم والليلة لابن السني(٣٦٤). شأن الدعاء للخطابي(٣٨٨)، الدعوات الكبير للبيهقي(٤٥٨)، فضل التهليل وثوابه الجزيل لابن البناء(٤٧١)، الترغيب في الدعاء لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(٦٠٠)، العدة للكرب والشدة للضياء المقدسي.(٦٤٣)

* الجهاد :

الجهاد لعبد الله بن المبارك(١٨١)، السير لأبي إسحاق الفزاري، الجهاد لابن أبي عاصم(٢٨٧)، فضل الرمي وتعليمه للطبراني(٣٦٠)، فضائل الرمي لأبي يعقوب القراب(٤٢٩)، الأربعين في الجهاد والمجاهدين لعفيف الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي العز الواسطي المقرئ(٦١٨)، فضل الجهاد والمجاهدين لشمس الدين أحمد بن عبد الواحد المقدسي(٦٢٣).

* الاقتصاد(إدارة المال العام):

الخراج لأبي يوسف القاضي(١٨٣)، الخراج ليحيى بن آدم(٢٠٣)،

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام(٢٢٤)، الأموال لحميد بن زنجويه(٢٥١)، إصلاح المال لابن أبي الدنيا(٢٨١)، الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك لأبي بكر الخلال الحنبلي(٣١١).

* العلم:

العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي(٢٣٤)، العقل وفضله لابن أبي الدنيا أيضا(٢٨١)، العلم والحلم لآدم بن أبي إياس(٢٢٠)، الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري(وفي بعد ٤٠٠)، أخلاق العلماء للآجري(٣٦٠)، فرض طلب العلم له، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(٤٦٣)، تقييد العلم للخطيب البغدادي(٤٦٣)، شرف أصحاب الحديث، الرحلة في طلب الحديث، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كلها له، الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي(٥٩٧)، أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني(٥٦٢)

* القضاء :

الأشربة للإمام أحمد(٢٤١)، القضاء لسريج بن يونس(٢٣٥)، أدب القاضي لابن القاص الشافعي(٣٣٥)، تحريم القتل وتعظيمه لعبد الغني المقدسي(٦٠٠)، الديات لابن أبي عاصم(٢٨٧)، الأشربة لابن قتيبة الدينوري(٢٧٦)، ذم المسكر لابن أبي الدنيا(٢٨١)، ذم الملاهي له، ذم اللواط للهيثم بن خلف الدوري(٣٠٧)، المنهيات للحكيم الترمذي(٢٨٥)، من روى عن النبي ﷺ من الصحابة في الكبائر للبرديجي(٣١٠)، تحريم اللواط للآجري(٣٦٠)، تحريم النرد والشطرنج والملاهي له.

* أحكام الإمامة العظمى :

ذم البغي لابن أبي الدنيا(٢٨١)، فضيلة العادلين من الولاة ومن أنعم النظر

في حال العمال والشعاة، لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا(٢٨٢)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال(٣١١)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الغني المقدسي(٦٠٠)، النصيحة للراعي والرعية لأبي الخير بدل بن أبي المعمر التبريزي(٦٣٦).

* التفسير المسند و كتب علوم القرآن المسندة:

تفسير مجاهد(١٠٤)، تفسير سفيان الثوري(١٦١)، تفسير يحيى بن سلام(٢٠٠)، تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني(٢١١)، تفسير عبد بن حميد(٢٤٩)، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق(٢٨٢)، تفسير يحيى بن اليمان وتفسير نافع بن أبي نعم وتفسير مسلم بن خالد الزنجي و تفسير عطاء الخراساني: رواية أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الرملي(٢٩٥)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري(٣١٠)، تفسير القرآن لابن المنذر(٣١٨)، أحكام القرآن لأبي جعفر الطحاوي(٣٢١)، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(٣٢٧)، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس(٣٣٨)، إعراب القرآن له، أحكام القرآن للجصاص(٣٧٠)، بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي(٣٧٥)، تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين(٣٩٩)، تفسير ابن مردويه(٤١٠)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي(٤٢٧)، معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي(٥١٦)، الوسيط للواحدي(٥٢٩)، البسيط له، رموز الكنوز للأشعني عبد الرزاق بن رزق الله الحنبلي(٦٦١).

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام(٢٢٤)، الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس(٣٣٨)، عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ المعروف بنواسخ القرآن لابن الجوزي(٥٩٧)، أسباب النزول للواحدي(٥٢٩)، الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم

الأنباري(٣٢٨)، القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس(٣٣٨)، المكتفى في الوقف والإبتدا لأبي عمرو الداني(٤٤٤)، قراءات النبي ﷺ لأبي عمر حفص بن عمر الدوري(٢٤٦)، المصاحف لابن أبي داود(٣١٦)، جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو الداني(٤٤٤) متشابه القرآن لأبي الحسين ابن المنادي(٣٣٦)، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني(٤٤٤)، المحكم في نقط المصاحف، البيان في عد آي القرآن كلاهما له.

* آداب حملة القرآن :

أخلاق حملة القرآن للآجري(٣٦٠)، التمهيد في معرفة التجويد لعلاء الدين الهمذاني العطار(٥٦٩).

* فضائل القرآن:

فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام(٢٢٤)، فضائل القرآن لابن الضريس (٢٩٤)، فضائل القرآن للفريابي(٣٠١)، قوارع القرآن لأبي عمرو محمد بن يحيى بن الحسن الجوري النيسابوري(٤١٧)، فضائل القرآن للمستغفري(٤٣٢)، من فضائل سورة الإخلاص لأبي محمد الخلال الحسن بن محمد(٤٣٩)، فضائل القرآن للضياء المقدسي(٦٤٣)

* كتب العقائد الجامعة :

السنة لابن أبي عاصم(٢٨٧)، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد(٢٩٠)، التبصير في معالم الدين لمحمد بن جرير الطبري(٣١٠)، صريح السنة له، السنة لأبي بكر الخلال(٣١١)، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري(٣٧٨)، شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين(٣٨٥)، الشريعة للآجري(٣٦٠)، أصول السنة لابن أبي زمنين(٣٩٩)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(٤١٨)،

الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني(٤٤٤)، اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني(٤٤٩)، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي(٤٥٨)، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم التيمي إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، الشهير بقوام السنة(٥٣٥)، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني(٣٦٩)، المطر والرعد والبرق والريح لابن أبي الدنيا(٢٨١)

الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة(٢٣٥)، الإيمان لابن أبي عمر العدني(٢٤٣)، تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي(٢٩٤)، الإيمان لابن منده(٣٩٥)، الجامع لشعب الإيمان للبيهقي(٤٥٨)، صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي(٣٠١)، صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، كتاب النعوت للإمام النسائي(٣٠٣)، التوحيد لابن خزيمة(٣١١)، كتاب الصفات لأبي الحسن الدارقطني(٣٨٥)، التوحيد لأبي عبد الله ابن منده(٣٩٥)، القدر لعبد الله بن وهب(١٩٨)، خلق أفعال العباد للبخاري(٢٥٦)، القدر للفريابي(٣٠١)، القضاء والقدر للبيهقي(٤٥٨)، ما روي في الحوض والكوثر لبقي بن مخلد القرطبي(٢٧٦)، الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر لابن بشكوال(٥٧٨)، حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم للبيهقي(٤٥٨)، أحاديث الأنبياء للضياء المقدسي(٦٤٣)، الإمامة لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، إثبات الشفاعة للذهبي(٧٤٨)

* فضائل الصحابة:

فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل(٢٤١)، مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمحمد بن سليمان الكوفي الزيدي(٣٢٢)، الذرية الطاهرة للدولابي(٣١٠)، فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض للدارقطني(٣٥٨)، فضائل سيدة النساء بعد مريم فاطمة بنت رسول

الله ﷺ رضي الله عنهما لابن شاهين(٣٨٥)، فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، فضائل أبي بكر الصديق لأبي طالب العشاري(٤٥١)، مناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي(٤٨٣)، قربة الدارين في مناقب ذي النورين عثمان بن عفان ﷺ لأبي الخير الطالقاني(٥٨٩)

* علامات الساعة :

الفتن لنعيم بن حماد المروزي(٢٢٨)، أشراط الساعة وذهاب الأخيار لعبد الملك بن حبيب الأندلسي(٢٣٨)، الفتن لحنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني(٢٧٣)، دلائل النبوة للمستغفري(٤٣٢)، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الداني(٤٤٤)

* عذاب القبر والبعث والنشور :

البعث والنشور لابن أبي داود(٣١٦)، البعث والنشور للبيهقي(٤٥٨)، إثبات عذاب القبر له.

* أهوال القيامة وصفة الجنة والنار :

وصف الفردوس لعبد الملك بن حبيب(٢٣٨)، الأهوال، صفة الجنة، صفة النار كلها لابن أبي الدنيا(٢٨١)، صفة الجنة لأبي نعيم(٤٣٠)، ذكر النار أجارنا الله منها لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(٦٠٠)، صفة الجنة للضياء المقدسي(٦٤٣)

* الزهد:

الزهد لعبد الله بن المبارك(١٨١)، الزهد للمعافى بن عمران الموصلي(١٨٥)، الزهد لأسد بن موسى المصري الشهير بأسد السنة(٢١٢)، الزهد للإمام أحمد(٢٤١)، الزهد لوكيع بن الجراح(١٩٧)،

الزهد لهناد بن السري(٢٤٣)، الزهد لأبي داود السجستاني(٢٧٥)، الزهد لأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي(٢٧٧)، كتاب في ذكر الدنيا والزهد فيها والصمت وحفظ اللسان والعزلة لابن أبي عاصم(٢٨٧)، الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي(٣٤٠)، الفوائد والزهد والرقائق للخلدي(٣٤٨)، المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدادي(٤٦٣)، الجوع، القبور، كلام الليالي والأيام، القناعة والتعفف كلها لابن أبي الدنيا(٢٨١)، القناعة لابن السني(٣٦٤).

* الترغيب والترهيب :

المرض والكفارات لابن أبي الدنيا(٢٨١)، الأمراض والكفارات والطب والرقيات لضياء الدين المقدسي(٦٤٣)، تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي(٣٧٥)، الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين(٣٨٥) فضائل الأوقات للبيهقي(٤٥٨)، الترغيب والترهيب لأبي القاسم التيمي(٥٣٥)، موجبات الجنة لمعمر بن عبد الواحد، الشهير بابن الفاخر الأصبهاني(٥٦٤)، العقوبات لابن أبي الدنيا(٢٨١)، فضل يوم عرفة لأبي القاسم ابن عساكر(٥٧١)، فضل شهر رجب لأبي محمد الخلال(٤٩٣)، فضل رجب لأبي القاسم ابن عساكر(٥٧١)، أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي(٦٣٣).

* أعمال القلوب والتصوف :

الإخلاص، التوكل على الله، حسن الظن بالله، اليقين، الرضا عن الله بقضائه، الرقة والبكاء، الفرج بعد الشدة، قصر الأمل، التوبة، الشكر، الصبر والثواب عليه، الورع، محاسبة النفس، من عاش بعد الموت، الوجل والتوثق بالعمل، الهم والحزن، الأولياء، المتمنين، المحتضرين، العمر والشيب كلها لابن أبي الدنيا(٢٨١)، الرقة والبكاء لموفق الدين ابن قدامة(٦٢٠)، وصايا العلماء عند حضور الموت لابن زبر الربعي(٣٧٩)،

الثبات عند الممات لابن الجوزي(٥٩٧)، الفرج بعد الشدة لأبي المحسن بن علي التنوخي(٣٨٤)، التوبة وسعة رحمة الله لأبي القاسم ابن عساكر(٥٧١)، كتاب التوابين للموفق ابن قدامة(٦٢٠)، فضيلة الشكر لله على نعمته وما يجب من الشكر للمنعم عليه لأبي بكر الخرائطي(٣٢٧)، الورع لأبي بكر المروذي عن الإمام أحمد وغيره(٢٧٥)، أخبار الشيوخ وأخلاقهم له، الديباج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي(٢٨٣)، بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار للكلاباذي(٣٨٠)، ذم الرياء لأبي محمد الحسن بن إسماعيل الضراب(٣٩٢)، الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، صفوة التصوف لمحمد بن طاهر المقدسي(٥٠٧)، تلبيس إبليس لابن الجوزي(٥٩٧)، ذم الهوى له، عوارف المعارف لشهاب الدين السهروردي(٦٣٢)

* الآداب والأخلاق:

الأدب المفرد للبخاري(٢٥٦)، والآداب للبيهقي(٤٥٨)، مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا(٢٨١)، ومكارم الأخلاق للخرائطي(٣٢٧)، ومساوئ الأخلاق له، ومكارم الأخلاق للطبراني(٣٦٠)، التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني(٣٦٩)، نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ﷺ للحكيم الترمذي(٢٧٥)، الكرم والجود وسخاء النفوس لمحمد بن الحسين البرجلاني(٢٣٨)، قرى الضيف لابن أبي الدنيا(٢٨١)، إكرام الضيف لإبراهيم الحربي(٢٨٥)، الأسخياء والأجواد وصفة الكرم وذم البخل للدارقطني(٣٨٥)، المتحابين في الله لابن قدامة المقدسي(٦٢٠)، الصمت، الإخوان، اصطناع المعروف، الغيبة والنميمة، مداراة الناس، الحلم، العزلة والانفراد كلها لابن أبي الدنيا(٢٨١)، الغرباء من المؤمنين للآجري(٣٦٠)، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت لأبي علي ابن البناء(٤٧١)، العزلة للخطابي(٣٨٨)، المروءة لأبي بكر محمد بن خلف بن المرزبان البغدادي(٣٠٩)، الخمول والتواضع لابن أبي الدنيا(٢٨١)،

مدح التواضع وذم الكبر، ذم ذي الوجهين واللسانين كلاهما لأبي القاسم ابن عساكر(٥٧١)، القبل والمعانقة والمصافحة لابن الأعرابي(٣٤٠)، الرخصة في تقبيل اليد لأبي بكر ابن المقرئ(٣٨١).

* الكتب النبوية: السيرة، والدلائل، والشمائل، والبلاغة النبوية، والطب النبوي:

المغازي لموسى بن عقبة(١٤١)، السيرة لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي(١٥١)، المغازي للواقدي(٢٠٧)، السيرة لابن هشام(٢١٨)، المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ للزبير بن بكار(٢٥٦)، تركة النبي والسبل التي وجهها إليها لحماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد(٢٦٧)، أسماء رسول الله ﷺ ومعانيها للإمام اللغوي أحمد بن فارس(٣٩٥)، حديث الإفك لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي(٦٠٠)، الابتهاج بأحاديث المعراج لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي(٦٦٣)، المورد الهني في المولد السني لزين الدين العراقي(٨٠٦).

الشمائل المحمدية للترمذي(٢٧٩)، أخلاق النبي ﷺ وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني(٣٦٩)، شرف المصطفى ﷺ لأبي سعد النيسابوري(٤٠٦)، خلق النبي ﷺ وخلقه لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الكاتب السجستاني(وفي بعد ٤٥٠)، الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي(٥١٦)، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض(٥٤٤)، صفة النبي ﷺ وجميل أخلاقه وأدبه وبشره وحسن سيرته في أمته للضياء المقدسي(٦٤٣)

دلائل النبوة للفريابي(٣٠١)، دلائل النبوة(والمطبوع منتخبه) لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، دلائل النبوة للبيهقي(٤٥٨)، دلائل النبوة لأبي القاسم التيمي(٥٣٥)، الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله ﷺ من المعجزات لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي(٦٦٣)

أمثال الحديث للرامهرمزي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (٣٦٠)، الأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني(٣٦٩)، مسند الشهاب للقضاعي(٤٥٤).

الطب النبوي لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، الآثار المروية في الأطعمة الشرية والآلات العطرية لابن بشكوال(٥٧٨).

* مشكل الحديث، مختلف الحديث، ناسخ الحديث ومنسوخه:

اختلاف الحديث للشافعي(٢٠٤)، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة(٢٧٦)، شرح مشكل الآثار للطحاوي(٣٢١)، ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم(بعد ٢٦٠)، ناسخ الحديث ومنسوخة لأبي حفص ابن شاهين(٣٨٥)، إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي(٥٩٧)، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار لأبي بكر الحازمي(: ٥٨٤).

কিছু কিতাব আছে যা সাহাবাদের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ এক সাহাবীর হাদীস এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিছু কিতাব আছে, যেখানে শুধু নির্দিষ্ট এক সাহাবীর হাদীস সংকলন করা হয়েছে। এই দুই ধরনের কিতাবের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ হলো:

* مسند أبي داود الطيالسي(٢٠٤)، مسند الحميدي(٢١٩)، مسند أحمد(٢٤١)، مسند إسحاق بن راهويه(٢٣٨)، مسند عبد بن حميد(٢٤٩)، مسند البزار(٢٩٢)، مسند أبي يعلى(٣٠٧)، مسند الروياني(٣٠٧)، مسند الهيثم بن كليب الشاشي(٣٣٥)، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم(٢٨٧)، تهذيب الآثار للطبري(٣٢٠)، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي(٦٤٣)، المعجم الكبير للطبراني(٣٦٠)، معجم الصحابة للبغوي(٣١٧)، معجم الصحابة لابن قانع(٣٥١)، معرفة الصحابة لابن منده(٣٩٥)، معرفة الصحابة لأبي نعيم(٤٣٠)، الاستيعاب

لمعرفة الاصحاب لابن عبد البر(٤٦٣)، الاستدراك على الاستيعاب لابن الأمين(٥٤٤)، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير(٦٣٠)، مسند أبي بكر لأبي بكر المروزي(٢٩٢)، مسند عمر للنجاد(٣٤٨)، مسند عمر بن الخطاب لابن كثير(٧٧٤)، مسند بلال للحسن الزعفراني(٢٦٠)، مسند أبي هريرة لأبي إسحاق العسكري(٢٨٢)، مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي(٢٤٦)، مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي(٢٨٠)، مسند عائشة لابن أبي داود(٣١٦)، مسند عبد الله بن عمر لأبي أمية الطرسوسي(٢٧٣)، مسند عبد الله بن أوفى لابن صاعد(٣١٨)، مسند أسامة بن زيد لأبي القاسم البغوي(٣١٧)، المفاريد لأبي يعلى(٣٠٧)، مسند المقلين لدعلج(٣٥١).

কিছু কিতাব আছে, যেখানে সাহাবা পরবর্তী প্রসিদ্ধ কোনো রাবী থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো একত্র করা হয়েছে। হয়ত ফিকহী অধ্যায়ের বিন্যাসে, বা সাহাবাদের তারতীবে, অথবা কোনো তারতীব ছাড়া ঐ রাবীর শুধু গরীব ও আলী সনদবিশিষ্ট হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে। সংকলনকারী রাবী নিজেও হতে পারেন, বা তার কোনো ছাত্রও হতে পারেন, অথবা পরবর্তী কোনো ইমামও হতে পারেন। রাবী নিজে বা তার ছাত্র সংকলনকারী হলে তো রেওয়ায়াত ঐ রাবী থেকে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সংকলনকারী পরবর্তী কেউ হলে সম্ভাবনা থাকে, সংকলনকারী থেকে ঐ রাবী পর্যন্ত সনদ প্রমাণিত না।

এই ধরনের কিতাবের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ হলো,

* مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي(٣١٢)، مسند أبي حنيفة للحارثي(٣٤٠) ولأبي نعيم الاصبهاني(٤٣٠) ولابن المقرئ(٣٧١) ولابن خسرو(٥٢٦)، جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي(٦٦٢)، مسند علي بن الجعد المعروف بالجعديات لأبي القاسم البغوي(٣١٧)، عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم الكبير(٣٧٨) وزاهر بن طاهر الشحامي(٥٣٣) وسليم الرازي(٤٤٧) والخطيب البغدادي، مسند الشافعي(٢٠٤)، عوالي قتيبة بن سعيد المعروف بالبيتوتة لأبي العباس السراج(٣١٣)

* أحاديث أيوب السختياني للقاضي إسماعيل(٢٨٢)، حديث علي بن الحجر عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير(١٨٠)، حديث الأوزاعي لابن حذلم(٣٤٧)، حديث أبي الفضل الزهري(٣٨١)، أحاديث أبي الزبير عن جابر لأبي الشيخ الأصبهاني(٣٦٩)، حديث مصعب بن عبد الله الزبيري لأبي القاسم البغوي(٣١٧)، أحاديث طالوت بن عباد له، حديث أبي الجهم العلاء بن موسى له، أحاديث نافع بن عبد الرحمن لأبي بكر بن المقرئ(٣٨١)، مسانيد فراس بن يحيى المكتب لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، غرائب شعبة لابن المظفر(٣٧٩)، غرائب مالك له، المتخب من غرائب مالك لأبي بكر ابن المقرئ(٣٨١)، حديث أبي العشراء الدارمي لتمام الرازي(٤١٤)، حديث السراج جمع زاهر بن طاهر(٥٣٣)

جزء الحسن بن عرفة(٢٥٧)، جزء محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري(٢١٥)، جزء حديث أبي سعيد بن الأشج(٢٥٧)، جزء ابن ديزيل(٢٨١)، جزء سعدان بن نصر(٢٦٥)، جزء ابن الغطريف(٣٧٧)، جزء هلال الحفار(٤١٤)، جزء حمزة الكناني(٣٥٧) المعروف بجزء البطاقة، أمالي المحاملي(٣٣٠) رواية ابن البيع وابن مهدي وابن الصلت، أمالي أبي القاسم ابن بشران(٤٣٠)، الأمالي الخميسية، الأمالي الإثنينية كلاهما للشجري(٤٧٩)، أمالي ابن سمعون(٣٨٧)، فوائد أبي تمام الرازي(٤١٤)، الغيلانيات لأبي بكر الشافعي(٣٥٤)، المخلصيات لأبي طاهر المخلص(٣٩٢)، المزكيات لأبي إسحاق المزكي(٣٦٢)، الطيوريات لأبي الحسين الطيوري(٥٠٠) بانتخاب السلفي، الخلعيات لأبي الحسن الخلعي(٤٩٢)، الحنائيات لأبي القاسم الحنائي(٤٥٦)، الثقفيات لأبي عبد الله الثقفي(٤٨٩).

مجموع فيه مصنفات ابن شاهين(٣٨٥)، مجموع فيه مصنفات ابن البختري(٣٣٩)، مجموع فيه ابن الحمامي(٤١٩)، مجموع أبي القاسم

الحرفي(٤٢٣).

نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، نسخة إبراهيم بن طهمان المطبوع خطأ باسم مشيخة ابن طهمان، نسخة وكيع عن الأعمش، نسخة أبي عبيدة مجاعة بن الزبير.

কিছু কিতাব আছে যেখানে লেখক তার উস্তাদগণের নামের তারতীবে কিতাব সাজিয়েছেন। প্রত্যেক উস্তাদের শিরোনামে লেখক তার থেকে যে সকল হাদীস শুনেছেন, তার মধ্যে যেগুলো গরীব বা আলী সনদবিশিষ্ট হাদীস, সেগুলোর সব বা দু'একটি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। এ ধরনের কিতাবের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু কিতাব হলো:

* المعجم الأوسط للطبراني(٣٦٠)، المعجم الصغير له، معجم ابن الأعرابي(٣٤١)، المعجم لأبي يعلى(٣٠٧)، مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي(٢٧٧)، معجم أسامي شيوخ الإسماعيلي(٣٧١)، معجم ابن المقرئ(٣٨١)، معجم شيوخ الصيداوي(٤٠٥)، أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري المعروف بقاضي مارستان(٥٣٥)، معجم الشيوخ لابن عساكر(٥٧١)، معجم شيوخ أصبهان، المشيخة البغدادية، معجم السفر كلها للسلفي(٥٧١)، المعجم الكبير للذهبي(٧٤٨)، معجم تاج الدين السبكي(٧٧١)

ইতিহাস ও রাবীদের জীবনীমূলক এমন কিছু কিতাব আছে যেখানে সনদসহ অনেক হাদীস রেওয়ায়াত করা হয়েছে। যেমন:

* الطبقات الكبرى لابن سعد(٢٣٠)، أنساب الأشراف للبلاذري(٢٧٩)، التاريخ الكبير للبخاري(٢٥٦)، التاريخ الأوسط له، المعرفة والتاريخ للفسوي(٢٧٧)، تاريخ أبي زرعة الدمشقي(٢٨١)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة(٢٧٩)، تاريخ الطبري(٣١٠)

* تاريخ واسط لبحشل(٢٩٢) ، تاريخ الرقة لأبي علي الحراني(٣٣٤)،

تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني(٣٦٥)، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ(٣٦٩)، ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، تاريخ جرجان للسهمي(٤٢٧)، القند في ذكر علماء سمرقند لنجم الدين النسفي(٥٣٧)، التدوين في أخبار قزوين للرافعي(٦٢٣)، بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم(٦٦٠)، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان للدباغ(٦٩٦)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(٤٦٣)، تاريخ دمشق لابن عساكر(٥٧١)

* الضعفاء الكبير للعقيلي(٣٢٢)، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي(٣٦٥)، كتاب المجروحين لابن حبان(٣٥٤)، المتفق والمفترق للخطيب البغدادي(٤٦٣)، موضح أوهام الجمع والتفريق له، تلخيص المتشابه في الرسم له، تالي التلخيص له، غنية الملتمس له، تصحيفات المحدثين للعسكري(٣٨٢)، الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم(٣٧٨)، الكنى والأسماء للدولابي(٣١٠)

* أخبار القضاة لأبي بكر وكيع(٣٠٦)، تاريخ القضاة للكندي(بعد٣٥٥)، حلية الأولياء لأبي نعيم(٤٣٠)، طبقات الصوفية للسلمي(٤١٢)، الأربعين في شيوخ الصوفية للماليني(٤١٢)

* مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي(٥٩٧)، مناقب معروف الكرخي له.

কিছু সাহিত্যের কিতাব আছে যেখানে অনেক হাদীস ও আসার সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

* الخطب والمواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام(٢٢٤)، الأوائل لابن أبي عاصم(٢٨٧)، الأوائل لأبي عروبة الحراني(٣١٨)، الأوائل للطبراني(٣٦٠)، الإشراف على منازل الأشراف لابن أبي الدنيا(٢٨١)، اعتلال القلوب للخرائطي(٣٢٧)، المجالسة وجواهر العلم لأبي

بكر الدينوري أحمد بن مروان بن محمد المالكي(٣٣٣)، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للمعافى بن زكريا النهرواني الجريري(٣٩٠)، مصارع العشاق لأبي محمد السراج جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي(٥٠٠)، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان(٣٥٤)، المحن لأبي العرب التميمي(٣٣٣)، عقلاء المجانين والموسوسين لأبي محمد الحسن بن إسماعيل الضراب(٣٩٢)، عقلاء المجانين للإمام المفسّر أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري(٤٠٦)، المنتخب من كتاب الشعراء لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)، أحاديث الشعر لعبد الغني المقدسي(٦٠٠)، البخلاء للخطيب البغدادي(٤٦٣)

রশীদ কয়েক মজলিসে তালিকাটি তৈরি করেছে। যদিও আরো অনেক কিতাব আছে যা এই তালিকায় নেই। তবে এখানে সে ঐ কিতাবগুলোর নামই লিখেছে যেগুলো ছেপেছে এবং যেগুলোর পরিচয় লাভ করা একজন হাদীসের তালিবে ইলমের জন্য একান্ত জরুরী। তালিকাটি তৈরি করতে পেরে নিজের কাছেই ভালো লাগছে। নিজেরও কাজে লাগবে। অন্যদেরও কাজে আসবে।

মাদরাসার মাকতাবায় এখানের অনেক কিতাব আছে। যেগুলো নেই তার কিছু অন্য মাদরাসা বা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের মাকতাবায় পাওয়া যাবে। তিজারতি মাকতাবায়ও অনেক কিতাব থাকে। সেখানে গিয়ে হলেও ধীরে ধীরে সবগুলো কিতাবের পরিচয় জেনে নিতে হবে। রশীদ মনে মনে এই সংকল্প করে তা পূর্ণ করার পরিকল্পনা করতে লাগল।

কোন কোন কিতাব থেকে হাদীসের মান নির্ণয় করা যাবে
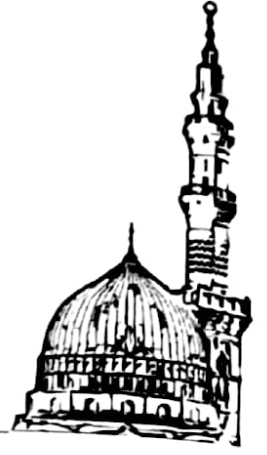
বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল টানিয়ে দিয়েছে। সবাই জড়ো হয়ে ফলাফল দেখছে। রশীদ বসে আছে। অন্য সময় হলে সেও ফলাফল দেখার জন্য ভিড় করত। কিন্তু এই পরীক্ষায় সে অনেক মেহনত করেছে। লিখেছেও ভালো। তাই আগের থেকে ভিন্ন কিছু আশা আছে। বুকটা দুরু দুরু কাঁপছে। মাড়ির গোড়া শিরশির করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে কানে আসল, রশীদ ভাই প্রথম হয়েছে। সাথে সাথে রশীদ যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বলল, আলহামদুলিল্লাহ।

: এবার তাহলে রশীদ এক নাম্বার হলো!

: শুধু প্রথম না, অনেক ভালো নাম্বার পেয়ে প্রথম হয়েছে এবং পুরো মাদরাসায় প্রথম হয়েছে।

: খেয়াল করেছিস কিনা, রশীদের আমল আখলাকও কিন্তু আগের থেকে উন্নত হয়েছে।

: দরসী ছাড়াও অনেক কিতাব মুতালাআ করে।

: নাযেম সাহেবের মতো ব্যক্তির পরামর্শে চলে। উন্নতি তো হবেই।

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার হাকিকত

রশীদ আগে মুমতায হতো। এই প্রথম মেধা তালিকায় প্রথম হলো। অনেকেই মিষ্টি খাওয়ার দাবি করছে। কেউ কেউ প্রশংসাও করছে। কেউ এসে আশ্চর্য প্রকাশ করছে, আপনি দরসী কিতাব ছাড়াও অন্যান্য কিতাব পড়েন। তারপরও কীভাবে প্রথম হলেন? রশীদ সবার জবাবে একটি মিষ্টি হাসি দেয় আর বলে, আপনাদের দোয়ায়।

রশীদ জানে, গায়রে দরসী কিতাব পড়ায় তার ক্ষতি হয়নি। বরং লাভ হয়েছে। কারণ এতে দরসী পড়ায় কখনো অবহেলা হয়নি। সাথে দরসী পড়া আগের তুলনায়

সহজ হয়ে গেছে। নাযেম সাহেব বারবার বলেন, 'দরসী কিতাব হলো ভিত্তি। ভিত্তি যত মজবুত হবে উপরের ভবন তত বড় করা যাবে। ভিত্তি মজবুত না হলে ভবন খুব সহজেই ধ্বসে যাবে। হ্যাঁ, ভিত্তি অনেক মজবুত হলো কিন্তু উপরের ভবন তৈরি করা হলো না তাহলে শুধু ভিত্তি দিয়ে কাজ তো খুব কমই হবে।'

অন্যান্য আরবী কিতাব মুতালায় অভ্যস্থ হওয়ায় এখন দরসী কিতাব আগের থেকে বেশি সহজ মনে হয়। হাওয়াশী শুরূহাত বুঝতে এখন আগের মতো সময় লাগে না।

আচ্ছা, বিরতিটা কীভাবে কাজে লাগাবে? রশীদের মনে তো মুতালাআ ছাড়া আর কিছুই আসে না।

রশীদ নাযেম সাহেবের কাছে গেল। নাযেম সাহেব তাকে দেখেই বললেন,

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করাকে সচেতন তালিবে ইলম يسر ولا يغر হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ আনন্দিত হবে। কিন্তু ধোঁকায় পড়বে না। খুশি এই জন্য যে, এতে আসাতিযায়ে কেরামের নেক দৃষ্টি অর্জন হয়। সাথী ভাইদের সমীহ লাভ হয়। ধোঁকায় পড়ে না, কারণ পরীক্ষার ফলাফল আসে শুধু দরসী কিতাব পড়ার উপর। ইলমের বিস্তৃতি, আমলের আধিক্য, আখলাকের সৌন্দর্য, চিন্তার পরিশুদ্ধির উপর নয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ইস্তি'দাদের উপরও নয়। বাংলা নোট দেখে কিতাব পড়েও ফলাফল ভালো করা যায়। এমনকি কিতাব অল্প স্বল্প যা পড়ে যদি তার মধ্যেই প্রশ্ন চলে আসে তাহলে তো ভালো ফলাফলের জন্য পুরো কিতাবও পড়ার প্রয়োজন হয় না।

পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে নাযেম সাহেবের এমন নেতিবাচক কথা শুনে রশীদ অবাক হলো না। কারণ সে অনেক দেখেছে, পরীক্ষায় ফলাফল ভালো না করায় নাযেম সাহেব ছাত্রদের বকছে। এই দুই অবস্থা মিলালে পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে হুজুরের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তির চিন্তা ফিকির বোঝার জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক কথা ও কর্ম একত্র করা জরুরী। অন্যথায় তার ব্যাপারে যা বলা হবে বা ধারণা করা হবে তা হবে অপূর্ণ। রশীদ বুঝতে পেরেছে, হুজুর চান, আমরা যেন এমন আদর্শ তালিবে ইলম হিসেবে গড়ে উঠি, যার সব কিছুই ভালো হবে। সে পরীক্ষাতেও যেমন ভালো করবে, সাথে ইলম ও আমলের পথে অগ্রসর থাকবে। আত্মতৃপ্তি যার উন্নতির পথে কখনো বাধা হবে না।

রশীদ বলল,

: বিরতিটা কীভাবে কাটাবো?

: এক সপ্তাহের জন্য তাবলীগে যাবে। তারপর বাড়িতে গিয়ে এক সপ্তাহ থাকবে। পড়বে, বিশ্রাম নিবে, মা বাবার কাজে সাহায্য করবে, আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে। তারপর মাদরাসায় চলে আসবে। আমার কাছে থাকবে। তারপর তেইশ রমযানে আবার বাড়িতে চলে যাবে।

: ঠিক আছে।

* * *

রশীদ জানালার পাশের সিটে বসেছে। কত নিপুণ হাতে গড়া এই প্রকৃতি, যার ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে এমন বিমোহিত সৌন্দর্য যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পিচঢালা পথের বুক চিরে গাড়ি যখন দ্রুত গতিতে ছুটে চলে বাতাসের ঝাপটায় মন কেমন উদাস হয়ে পড়ে। অপূর্ব এক শীতল অনুভূতি শরীরে ছেয়ে যায়। হৃদয় গহিনে কিসের সুর বেজে ওঠে, যার কিছু জানা, কিছু অজানা। প্রকৃতিকে অনেক আপন মনে হয় তখন। রাস্তার দুপাশে গাছের সারি, ইট পাথর, দালান কোঠা, ছাউনি দেওয়া ছোট কুটির- সব যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দূর দিগন্তে আকাশ যেখানে মাটি ছুঁয়েছে, মন যেন বার বার সেখানে ছুটে যেতে চায়। চায় কোনো এক অজানায় হারিয়ে যেতে।

: রশীদ ভাই!

: জ্বী।

: আপনার থেকে তো কয়েকবার শুনেছি, কোনো হাদীস প্রমাণিত কিনা, তা জানা ছাড়া বর্ণনা করা যাবে না।

: জ্বী।

: আমাদের তো ছয় নাম্বার বলার সময় ও বাদ মাগরিব বয়ানে অনেক হাদীস বলতে হবে। এগুলোর দুয়েকটা ছাড়া বাকিগুলো প্রমাণিত কি না তা তো আমাদের জানা নেই।

: আমীর সাহেব! ভালো কথা মনে করেছেন। আমরা আজ বাদ এশার মুযাকারায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। আমরা তো তালিবে ইলমের জামাত। এ ধরনের আলোচনা হতে পারে।

: ঠিক আছে।

বাদ এশা মুসল্লীরা চলে যাওয়ার পর জামাতের সকলে গোল হয়ে বসল। আমীর সাহেব বললেন, আজ আমাদেরকে রশীদ ভাই মুযাকারা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবেন। আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি।

রশীদ হামদ সালাতের পর বলা শুরু করল,

হাদীস বর্ণনায় সতর্ক হওয়া জরুরী

আমরা জামাতে এসেছি। বিভিন্ন সময় বয়ান করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই বয়ানে কিছু হাদীসও বলব। এর মধ্যে অনেক হাদীস আছে এমন, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কি না তা জানা নেই। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করে একমাত্র ঐ হাদীসটিই বলা যাবে, যা তার থেকে প্রমাণিত। কোনো বইয়ে পেয়েছি, কারো কাছে শুনেছি, দেওয়ালে বা পোস্টারে লেখা পেয়েছি শুধু এই কারণেই কোনো হাদীস নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় না।

কোন হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্য অবশ্যই সনদ লাগবে এবং সনদটি প্রমাণিত হতে হবে। কোন সনদটি প্রমাণিত তা কেবল হাদীস বিশারদরাই বলতে পারেন। যার বইয়ে হাদীসটি পেয়েছি, যার কাছে হাদীস শুনেছি তিনি যদি হাদীস বিশারদ হন এবং তার ব্যাপারে জানা যায়, সে লেখায়-বলায় অপ্রমাণিত হাদীস বলেন না, তখন তার লেখা ও বলা হাদীসের উপর আস্থা রাখা যায়। লেখক বা বক্তা শুধু বড় আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি পেলেই কিন্তু হবে না। হাদীস শাস্ত্রেও যোগ্য হতে হবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নামে নিজের জায়গা করে নেয়। আরেকটি হাদীসে বলেছেন, ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যা শুনবে সে তাই বর্ণনা করে দিবে।

এই দুই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে যারা মিথ্যা বানায়, তিনি যা বলেননি তার দিকে তা সম্বন্ধ করে, তারা সুস্পষ্টভাবে এই ধমকির উপযুক্ত। সাথে এটাও বোধগম্য হয়, এই ধমকির অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তিও যে একটা রেওয়ায়াত শুনেই বর্ণনা করে দেয়। যাচাই করার প্রয়োজন মনে করে না যে, এই রেওয়ায়াতটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

আদৌ প্রমাণিত কি না।

একজন অবাক হয়ে বলে ফেলল, যাচাই বাছাই না করে রেওয়ায়াত করার শাস্তি এত বেশি!

রশীদ বলল, যেহেতু অপরাধটা বড় তাই শাস্তিটাও বড়। শরীয়ত প্রণয়ন করার একমাত্র অধিকার হলো আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তার প্রণীত শরীয়তকে কুরআনের মাধ্যমে ও নবীজীর কাছে ওহী প্রেরণ - যা তিনি কথা ও কাজের দ্বারা প্রকাশ করেছেন- এর মাধ্যমে বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা ও কর্ম হলো কুরআনের পর শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। এখন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হাদীস বানাল সে যেন প্রকারান্তে শরীয়ত বানাল এবং যে কাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক ছিল, সে কাজে সে অন্যায় হস্তক্ষেপ করল।

আর যে ব্যক্তি যাচাই বাছাই ছাড়া যা পায়, যা শুনে তা-ই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালিয়ে দেয়, সে অনেক ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে এমন কথা ও কাজ চালিয়ে দিবে যা তিনি বলেননি বা করেননি। অর্থাৎ যা শরীয়তের অংশ নয় তাকে শরীয়তের অংশ বানিয়ে দেওয়ার শামিল হবে। আবার যাচাই বাছাই ছাড়া আন্দাযে যদি এমন হাদীস রেওয়ায়াত করে যা প্রকৃতপক্ষেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তাহলেও সে অপরাধী। কারণ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে সে গুরুত্ব দেয়নি। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেনি। চরম অলসতা করেছে। স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে অবহেলা করেছে।

সকলে রশীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কেউ কেউ অনেক আশ্চর্য হচ্ছে। কারো কারো চেহরায় হতাশা ও পেরেশানির ছাপ ফুটে উঠছে।

একজন বলেই ফেলল,

: আমরা কয়টা হাদীসের ব্যাপারে জানি যে, এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত! এমন হাদীসের সংখ্যা তো হাতে গোনা যাবে। তাহলে এখন আমরা কী করব? বয়ান ওয়াজ সব বন্ধ করে দিব? হাদীস ছাড়া কি বয়ান হয়?

কাঙ্খিত প্রমাণিত হাদীস যে কিতাবগুলো থেকে জানব?

: পেরেশানির কিছু নেই। একটু হরকত করতে হবে। আল্লাহ প্রতি যুগেই এমন ব্যক্তি তৈরি করেছেন, যারা যাচাই করতে পারতেন কোন রেওয়ায়াতটা প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত। এ যুগেও এমন ব্যক্তি আছেন। আমাদের মাদরাসায় আছেন নাযেম সাহেব হুজুর। আমাদের কাজ হবে এমন ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া। তাদের থেকে জেনে নেওয়া, আমি যে রেওয়ায়াতটা বলতে চাই তা প্রমাণিত কি না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

> *'তোমরা যদি না জানো তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর।'*

: হাতের কাছে তো সবসময় এমন আহলে ইলম পাব না। তাহলে?

: পূর্বে অসংখ্য হাদীস বিশারদ গত হয়েছেন। তারা অনেক কিতাব লিখেছেন। কেউ শুধু প্রমাণিত হাদীসের সংকলন করেছেন। অনেকে প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত মিলিয়ে লিখলেও কোন রেওয়ায়াতটা প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত তা নির্ণয় করে দিয়েছেন। কেউ তার পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে উল্লেখিত হাদীসগুলোর মধ্যে কোনটা প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত তা নির্ণয় করে কিতাব লিখেছেন।

কয়েকজন একসাথে বলে উঠল, এমন কিছু কিতাবের নাম বলুন।

রশীদ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলা শুরু করল, যেমন:

* صحيح البخاري
* صحيح مسلم
* صحيح ابن خزيمة
* صحيح ابن حبان
* الصحاح المأثورة لابن السكن
* المستدرك على الصحيحين للحاكم
* المختارة للضياء المقدسي

এ কিতাবগুলোতে লেখকগণ ঐসব হাদীসই বর্ণনা করেছেন যা তাদের নিকট

প্রমাণিত। এর মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন, তাদের সকল হাদীস প্রমাণিত হাদীসের সকল শর্ত ধারণকারী। কেউ কেউ অবশ্য কিছু সনদ ও বিভিন্ন হাদীসের কিছু অংশ নিয়ে আপত্তি করেছেন। বাকি কিতাবগুলোর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের এমন ঐক্যমত পাওয়া যায় না। বরং তাদের একাধিক হাদীস প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম দ্বিমত পোষণ করেছেন। এমন হাদীসের সংখ্যা মুস্তাদরাকে হাকিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। হাকিম রহ. যেগুলো তার কাছে প্রমাণিত সেগুলো বলে দেওয়ার পাশাপাশি এমন কিছু হাদীসও রেওয়ায়াত করেছেন যার ব্যাপারে কিছুই না বলে চুপ থেকেছেন। কিছু এমন হাদীসও উল্লেখ করেছেন যা তার কাছেই প্রমাণিত নয়। যাহাবী রহ. এই কিতাবের একটি সংক্ষেপিত রূপ তৈরি করেছেন, যেখানে অনেক অপ্রমাণিত হাদীস চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তাই হাকিম রহ. কোনো হাদীসের ব্যাপারে সহীহ বললে দেখতে হয় যাহাবী রহ. কোনো আপত্তি করেছেন কি না। কিন্তু বিপত্তিটা এ জায়গায়, যাহাবী রহ. সব অপ্রমাণিত হাদীস চিহ্নিত করেননি। আর ইবনুস সাকানের কিতাবটি এখন যদিও পাওয়া যায় না তবে তার পরবর্তী অনেক কিতাবে বিভিন্ন হাদীসের ব্যাপারে তার হাওলা উল্লেখ করা হয়েছে।

* كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة

* الموطأ للإمام مالك

এই দুই কিতাবেও ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. তাদের নিকট প্রমাণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

একজন বলল, কিতাবুল আসার মুহাম্মদ রহ. এর কিতাব না?

রশীদ বলল, না। এটা মূলত আবু হানিফা রহ. এর কিতাব। তার থেকে ইমাম মুহাম্মদ রহ. রেওয়ায়াত করেছেন। আবু ইউসুফ রহ.সহ আরো কয়েকজন ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে কিতাবুল আসার রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর রেওয়ায়াত দুটো ছেপেছে। কখনো লেখক থেকে কিতাবটা তার যে শাগরেদ রেওয়ায়াত করে তারই কিতাব হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়ে যায়। বিশেষ করে যদি শাগরেদ নিজের থেকেও কিছু নতুন কথা যুক্ত করেন। যেমন, মুআত্তা মুহাম্মদ। এটা মূলত ইমাম মালেক থেকে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর রেওয়ায়াত। তাফসীরে মুজাহিদকে কেউ কেউ তাফসীরে ওয়ারকা বলেছে। কারণ ওয়ারকা রহ. তাফসীরটি ইবনে আবী নাজীহ রহ. এর সূত্রে মুজাহিদ রহ. থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।

আচ্ছা, আরো কিছু কিতাবের নাম শোনা যাক:

* سنن أبي داود

আবু দাউদ রহ. তার এই কিতাবের সম্পর্কে যা বলেছেন তার সারাংশ হলো, হাদীস খুব দুর্বল হলে তিনি বলে দিবেন। আর কিছু না বললে বুঝতে হবে, হয়ত তা প্রমাণিত বা এমন পর্যায়ের দুর্বল যা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে চলতে পারে।

* سنن الترمذي

এই কিতাবে তিরমিযী রহ. যে হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন حسن صحيح ، حسن ، صحيح ، جيد সে হাদীসগুলো প্রমাণিত। যে হাদীসগুলোর ব্যাপারে শুধু حسن غريب বলেছেন তার ব্যাপারে পরবর্তী কিছু হাদীস বিশারদের অভিমত হলো, তার অধিকাংশই দুর্বল।

* سنن النسائي

কিছু বিশেষজ্ঞের মতামত হলো, এই কিতাবে যে হাদীসকে নাসায়ী রহ. সুস্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে দুর্বল বা মা'লুল বলেননি সেগুলো প্রমাণিত।

* سنن ابن ماجه

এই কিতাবের অধিকাংশ হাদীস صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي ، سنن الترمذي কিতাবে চলে এসেছে। সেখান থেকে জানা যাবে তা প্রমাণিত নাকি অপ্রমাণিত। যেসব হাদীস এই কিতাবগুলোতে আসেনি সেগুলোকে বূসীরী রহ. একত্র করেছেন এবং প্রত্যেকটার ব্যাপারে প্রমাণিত না অপ্রমাণিত তা বলে দিয়েছেন। তার কিতাবের নাম হলো مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه ।

পিছনে যে কিতাবগুলোর নাম বলা হলো সেগুলোর অধিকাংশ কিতাবের একাধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোতে মূল কিতাবের হাদীস ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক হাদীসের মান জানা যায়। এমন ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো,

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لما تضمنه

الموطأ من معاني الرأي والآثار كلاهما للإمام بن عبد البر(٣٦٤)

- عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للإمام ابن العربي(٥٤٣)
- المسالك في شرح موطأ مالك له
- القبس في شرح موطأ مالك بن انس له
- النفح الشذي بشرح سنن الترمذي للإمام بن سيد الناس(٧٣٤)
- التلويح إلى شرح الجامع الصحيح للإمام مغلطاي(٧٦٢)
- شرح سنن ابن ماجه لللإمام مغلطاي(٧٦٢)
- فتح الباري للإمام ابن رجب(٧٩٥)
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح للإمام ابن الملقن(٨٠٤)
- تكملة شرح سنن الترمذي للإمام العراقي(٨٠٦)
- شرح ابن رسلان(٨٤٤) لسنن أبي داود
- فتح الباري للإمام ابن حجر(٨٥٢)
- عمدة القاري للإمام العيني(٨٥٥)
- شرح سنن أبي داود للإمام العيني(٨٥٥)
- فتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني(١٣٦٩) وتكملته للشيخ تقي العثماني
- معارف السنن للعلامة البنوري(١٣٩٧)

এছাড়াও আরো অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে যেখানে হাদীস প্রমাণিত না অপ্রমাণিত এই ধরনের আলোচনা কম-বেশ করা হয়েছে।

***مسند أحمد ، مسند أبي يعلى ، مسند البزار ، المعجم الكبير للطبراني ، المعجم الأوسط له، المعجم الصغير له**

এই কিতাবগুলো হাদীসের বড় সংকলনগুলোর অন্যতম। এগুলোর অনেক হাদীস কুতুবে সিত্তাহ- صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن

سنن ابن ماجه ، سنن الترمذي ، النسائي কিতাবে চলে এসেছে। সেখান থেকে সেগুলোর মান জানা যাবে। زوائد বা বাকি হাদীসগুলোর মান জানার জন্য হাইসামী রহ. এর مجمع الزوائد ومنبع الفوائد দেখা যেতে পারে। তিনি সকল হাদীসের রাবীদের মান বলে দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ সনদের মানও বলেছেন।

❋ مسند الطيالسي، مسند مسدد، مسند الحميدي، مسند ابن أبي عمر العدني، مسند إسحاق بن راهويه، مسند ابن أبي شيبة، مسند أحمد بن منيع، مسند عبد بن حميد، مسند الحارث بن أبي أسامة، مسند أبي يعلى الكبير

এ কিতাবগুলো হাদীসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এদের অনেক হাদীস কুতুবে সিত্তায় চলে এসেছে। زوائد বা বাকি হাদীসগুলোর মান বূসীরী রহ. তার إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার রহ. এই কিতাবগুলোতে কুতুবে সিত্তা ও মুসনাদে আহমাদের থেকে অতিরিক্ত যে হাদীস আছে তা একত্র করে المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية লিখেছেন এবং অনেক হাদীসের মান বলে দিয়েছেন।

একজন বলল, রশীদ ভাই আপনি 'কুতুবে সিত্তাহ' বলছেন। আমরা তো বলতে শুনি সিহাহ সিত্তা?

রশীদ বলল, হ্যাঁ, যারা সিহাহ সিত্তা বলেছেন তাদের মাকসাদ হলো, এই ছয় কিতাবের অধিকাংশ হাদীস সহীহ বা প্রমাণিত। এই ব্যাখ্যায় এমনটা বলা যাবে। কিন্তু এর সকল হাদীস যেহেতু সহীহ না, স্বয়ং লেখকরাই এর অনেক হাদীসকে দুর্বল বলেছেন তাই সিহাহ সিত্তাহ না বলে কুতুবে সিত্তাহ বলাই ভালো। তাহলে আর ব্যাখ্যা করতে হয় না।

: ভাই কিছু মনে করবেন না। একটা কথা বলি। এই যে আমরা বলি দুর্বল হাদীস দুর্বল হাদীস। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস কীভাবে দুর্বল হয়?

: মাআ'যাল্লাহ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে তো দুর্বল বলা হয় না। বরং হাদীসটি যেই সূত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত হয়েছে সেই সূত্রকে দুর্বল বলা হয়। আর সেই দুর্বল হওয়ার অর্থ হলো, হাদীসটি নবীজি থেকে প্রমাণিত না।

যা হোক, আরো কিছু কিতাবের নাম শুনুন:

* تهذيب الآثار

এই কিতাবের লেখক হলেন ইমাম তবারী রহ.। তিনি এই কিতাবে প্রথমে একটা হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর এর ব্যাখ্যাস্বরূপ আরো হাদীস বর্ণনা করেন। তো প্রথমে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন সেটা তার কাছে প্রমাণিত হয়ে থাকে।

* شرح مشكل الآثار

এই কিতাবের লেখক ইমাম তহাবী রহ.। তিনি এই বাহ্যিকভাবে বৈপরীত্য দেখা যায় এমন কিছু হাদীস উল্লেখ করে তাদের মাঝে দৃশ্যমান বৈপরীত্যকে দূর করেন। এই বৈপরীত্য দূর করতে গিয়ে পরবর্তীতে আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি যেই হাদীসগুলোর মাঝে বৈপরীত্য দূর করেন সেই হাদীসগুলো তার নিকট প্রমাণিত হয়ে থাকে।

* المحلى شرح المجلى

এই কিতাবে ইবনে হাযম রহ. শর্ত করেছেন, তিনি ঐ হাদীসগুলো দ্বারাই দলিল পেশ করবেন যা তার নিকট প্রমাণিত।

* المنتقى لابن الجارود

যাহাবী রহ. তার সিয়ারু আ'লামিন নুবালা কিতাবে ইবনুল জারূদ রহ. এর জীবনীতে এই কিতাবের সকল হাদীসকে প্রমাণিত বলেছেন।

এরপর রশীদ বলল, এই কিতাবগুলোর মাধ্যমে আমরা মোটামুটি অধিকাংশ হাদীসের ব্যাপারে জেনে নিতে পারব তা প্রমাণিত কি না? এবার বিষয়ভিত্তিক কিছু কিতাবের নাম বলি যা থেকে আমরা অনেক হাদীসের ব্যাপারে জানতে পারব কোনটা প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত:

আহকাম সংক্রান্ত হাদীস

আহকাম সংক্রান্ত:

- شرح مختصر الطحاوي للجصاص(٣٧٠)
- أحكام القرآن له
- التجريد للقدوري(٤٢٨)

- شرح مختصر الكرخي له
- الخلافيات للبيهقي(٤٥٨)
- معرفة السنن والآثار
- شرح السنة للبغوي(٥١٦)
- المغني لابن قدامة(٦٢٠)
- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي(٦٥٢)
- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي(٦٧٦)
- الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي مع بيان الوهم والإيهام لابن القطان(٦٢٨)
- المنتقى لمجد الدين ابن تيمية(٦٥٢) مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني (١٢٥٠)
- خلاصة الأحكام للنووي(٦٧٦)
- المجموع شرح المهذب له
- الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد(٧٠٢)
- الإلمام بأحاديث الأحكام له
- المحرر في الحديث لابن عبد الهادي(٧٤٤)
- التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة لابن التركماني(٧٤٩)
- الجوهر النقي في الرد على البيهقي له
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي(٧٦٢)
- الدر المنظوم لمغلطاي(٧٦٢)
- العناية بأحاديث الهداية لعبد القادر القرشي(٧٧٥)
- إرشاد الفقيه إلى أحاديث التنبيه لابن كثير(٧٧٤)
- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب له

- الفروع لابن مفلح(٧٦٣)
- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي(٧٩٤)
- البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن الملقن(٨٠٤)
- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج له
- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج له
- طرح التثريب بشرح التقريب للعراقي(٨٠٦) وابنه(٨٢٦)
- بلوغ المرام لابن حجر(٨٥٢)
- التلخيص الحبير له
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية له
- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر له
- البناية شرح الهداية للعيني(٨٥٥)
- نخب الأفكار شرح معاني الآثار له
- فتح القدير لابن الهمام(٨٦١)
- فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم (٩٧٠)
- التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار للقاسم بن قطلوبغا(٩٧٨)
- حلبة المجلي شرح منية المصلي لابن أمير الحاج(٨٧٩)
- غنية المتملي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي(٩٥٦)
- آثار السنن للنيموي(١٣٢٢)
- إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني(١٣٩٤)
- النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة لمحمد زاهد الكوثري(١٣٧١)
- الهداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد الغماري(١٣٨٠)

- رسائل حديثية لعبد الحي اللكنوي(١٣٠٢) وأنور شاه الكشميري (١٣٥٢) وحبيب الرحمن الأعظمي(١٤١٢)
- إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل للألباني(١٤٢٠)

এছাড়াও আরো অনেক কিতাব আছে যেখান থেকে আহকাম সংক্রান্ত হাদীসগুলোর মান জানা যাবে। এবার এমন কিছু কিতাবের নাম বলি যেখানে লোকমুখে প্রসিদ্ধ হাদীসগুলোর মান যাচাই করা হয়েছে:

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي(٧٩٤)
- المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي (٢٠٩)
- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (٩١١)
- الشذرة في الأحاديث المشتهرة لابن طولون (٩٥٢)
- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني(١١٦٢)
- النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة لمحمد بن أحمد الصفدي (١١٨١)

তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস

একজন বলে উঠল, তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসের মান জানার জন্য কোন কিতাবগুলো দেখব?

রশীদ বলল, এর জন্য দেখা যেতে পারে:

- تفسير ابن كثير(٧٧٤)
- الإسعاف بتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي(٧٦٢)
- الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف لابن حجر(٨٥٢)
- الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي لمحمد عبد الرؤوف المناوي(١٠٣١)
- التيسير في أحاديث التفسير للشيخ محمد المكي الناصري
- تسلية الكظيم بتخريج أحاديث التفسير العظيم لأبي إسحاق الحويني

আকিদা বিষয়ক হাদীসগুলোর মান জানার জন্য দেখা যেতে পারে:

আকিদা বিষয়ক হাদীস

- تخريج أحاديث شرح المواقف للسيوطي(٩١١)
-
تخريج أحاديث العقائد النسفية له
-
لوامع الأنوار البهية شرح عقيدة السفاريني للسفاريني(١١٨٨)
- المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد لجاسم الدوسري
- الجامع الصحيح في أحاديث العقيدة للشيخ مصطفى باحو

আমল, আখলাক, আদাব, আযকার, দোয়া তারগীব ও তারহীব বিষয়ক হাদীসের মান জানার জন্য দেখা যেতে পারে:

আমল, আখলাক, আদাব, আযকার, দোয়া তারগীব ও তারহীব বিষয়ক হাদীস

- سراج المريدين لابن العربي(٥٤٣)
- الترغيب والترهيب للمنذري(٦٥٦)
- المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي(٧٠٥)
- رياض الصالحين للنووي(٦٧٦)
- الأذكار له
- نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار لابن حجر(٨٥٢)
- الفتوحات الربانية لابن علان(١٠٥٧)
- الآداب الشرعية لابن مفلح(٧٦٣)
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب(٧٩٥)
- جامع العلوم والحكم له
- الحصن الحصين للجزري(٨٣٣)
- عدة الحصن الحصين له مع شرحه تحفة الذاكرين للشوكاني(١٢٥٠)
- تخريج أحاديث الإحياء للعراقي(٨٠٦)
- الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي(٩٧٤)

- حسن التنبه لما ورد في التشبه لنجم الدين الغزي(١٠٦١)
- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني(١١٨٨)
- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي(١٢٠٥)
- الجامع الصغير للسيوطي(٩١١) مع شروحه فيض القدير والتيسير للمناوي(١٠٣١) والسراج المنير للعزيزي(١٠٧٠) والتنوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعاني(١١٨٢) والمداوي لأحمد الغماري(١٣٨٠)
- فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب لأحمد الغماري(١٣٨٠)
- عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف له

সীরাত ও ইতিহাস সংক্রান্ত হাদীস

সীরাত ও ইতিহাস সংক্রান্ত হাদীসের মান জানার জন্য দেখা যেতে পারে:

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم(٧٥١)
- جامع الآثار في السير ومولد المختار لابن ناصر الدين الدمشقي(٨٤٢)
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي(٩٤٢)
- شرح المواهب اللدنية للزرقاني(١١٢٢)
- البداية والنهاية لابن كثير(٧٧٤)
- مناهج الصفا بتخريج أحاديث الشفا للسيوطي(٩١١)

মৃত্যু পরবর্তী জীবন সংক্রান্ত হাদীস

মৃত্যু পরবর্তী জীবন সংক্রান্ত হাদীসের মান জানার জন্য দেখা যেতে পারে:

- التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي(٦٧١)
- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب(٧٩٥)
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم(٧٥١)

- البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني(١١٨٨)

জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত

মুহাদ্দিসীনে কেরাম জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত সমূহেরও অনেক সংকলন তৈরি করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো,

- الموضوعات لابن الجوزي(٥٩٧)
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم(٧٥١)
- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي(٩١١)
- الزيادات على الموضوعات له
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق(٩٦٣)
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لملا علي القاري(١٠١٤)
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني(١٢٥٠)
- الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للكنوي(١٣٠٤)

একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই কিতাবগুলোতে যা আছে সবগুলোই জাল রেওয়ায়াত এমন নয়। অনেক হাদীস আছে যা জাল হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। মারকাযুদ দাওয়াহ থেকে প্রকাশিত এসব হাদীস নয় ১,২ কিতাব দুটি জাল ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত জানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পরিমার্জিত কিতাব। নাযেম সাহেব বলেছেন, এই দুই কিতাব প্রত্যেক আলেম ও তালিবে ইলম বরং প্রত্যেক সচেতন মুসলিমের পড়া উচিত।

কিতাবগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার সময় যা লক্ষণীয়

তো এই পর্যন্ত যতগুলো কিতাবের নাম বলা হয়েছে এগুলো থেকে আমরা মোটামুটি সকল হাদীস সম্পর্কে জানতে পারব কোনটা প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত। তবে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এগুলোর সাথে আগে পরিচিত হতে হবে। প্রত্যেক কিতাবের মানহাজ ও তারতীব জানা থাকতে হবে। কিতাবের সাথে পরিচিত হতে যা যা করণীয় তার ব্যাপারে নাযেম সাহেবের সংক্ষিপ্ত একটা লেখা আছে। মাদরাসায় গেলে আমি লেখাটা আপনাদের দিব।

আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ কিতাবগুলোর অনেক জায়গা বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকবে। এক কিতাবে যে হাদীসকে প্রমাণিত বলা হয়েছে আরেক

কিতাবে সেটিকে অপ্রমাণিত বলা হয়েছে এমনও অনেক পাওয়া যাবে। এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমান হাদীস বিশারদদের শরণাপন্ন হতে হবে।

রশীদ ঘড়ির দিকে তাকালো। এগারোটা বেজে গেছে। কীভাবে দুই ঘণ্টা চলে গেল টেরই পেল না। জামাতের সকল সাথীকেই বেশ তরতাজা দেখা যাচ্ছে। যেন তারা আরো কথা শুনতে চায়।

রশীদ বলল, অনেক সময় হয়ে গেছে। এবার মনে হয় আমাদের উঠা দরকার। এখনও খাবার খাওয়া হয়নি।

তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠল, জাযাকাল্লাহ।

একজন বলল, ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানলাম।

আরেকজন বলল, এখন মনে হচ্ছে আমাদের সাথে ফাজায়েল ও আমল সংক্রান্ত হাদীসের মান জানা যায় এমন কিছু কিতাব আনার দরকার ছিল। তাহলে আমরা খুঁজে খুঁজে প্রমাণিত হাদীসগুলোই বয়ানে বলতাম।

আরেকজন বলল, আহকাম সংক্রান্ত হাদীসের মান জানা যায় এমন কিছু কিতাব সাথে আনলেও ভালো হতো। গায়রে মুকাল্লিদরা যেভাবে ফেতনা ছড়িয়েছে! হাদীস না বলতে পারলে মানুষ এখন মনে করে, বাস্তবেই হাদীস নাই। অথচ হাদীস না জানা আর না থাকা তো এক না।

রশীদ বলল, আমি মুনযিরী রহ. এর তারগীব ও তারহীব, নববী রহ. এর রিয়াযুস সালেহীন, নীমাবী রহ. এর আসারুস সুনান এবং আব্দুল মতীন সাহেব দা.বা. এর দলিলসহ নামাযের মাসায়েল কিতাবগুলো সাথে নিয়ে এসেছি।

সকলে বলে উঠল, আলহামদুলিল্লাহ।

আজ জামাতের চতুর্থ দিন। আর তিন দিন থাকা হবে। তারপর রশীদ বাড়িতে যাবে। সেখানে এক সপ্তাহ থেকে আবার মাদরাসায় ফিরে আসবে। পুরো রমযান মাস নাযেম সাহেবের সান্নিধ্যে কাটাবে। মনটা মাদরাসায় পড়ে আছে। আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে মাদরাসার কুতুবখানায় পড়ে আছে। কবে গিয়ে আবার কিতাব পরিচিতি শুরু করবে, পুরাতন কাগজের ঘ্রাণ নিবে, কিতাবের শব্দে শব্দে ডুব দিবে রশীদের মনে শুধু এ কথাটাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে।

হাদীস প্রমাণিত হওয়ার প্রথম শর্ত: عدالة الراوي বা রাবী সত্যবাদী হওয়া

তাবলীগে এসেও ফায়দা হয়েছে। জনসাধারণের দ্বীনী হালত সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে। আহা! মানুষ দ্বীন থেকে কত দূরে! দ্বীনের আবশ্যকীয় ইলম, যা প্রত্যেক মুসলিমের জানা জরুরী তার কত কিছুই মানুষের অজানা। এই তাবলীগের উসিলায় কত মানুষ তা শিখছে। তবে তাবলীগের মেহনতের মূল ফায়দা হলো দ্বীনের তলব তৈরি হওয়া। কিন্তু তলব তৈরি হওয়ার পর শেখার সুযোগটা এখনও তাবলীগে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়নি। এজন্য আলাদাভাবে আলেমদের কাছে গিয়েই শিখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ এখন তো মারকাযুদ দা'ওয়া তা'লীমুদ্দীন নামে জনসাধারণের ফরজ ইলম শেখার এক তারতীব চালু করেছে। এছাড়াও আরো অনেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে এই মেহনতে শরীক হয়েছে। এই ধারার মেহনত চলতে থাকলে ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি দ্বীনী পরিবেশ ও ইসলামী জাগরণ তৈরি হবে।

"কেউ যদি তাবলীগে এসে পূর্ণ নেযাম মেনে চলে, অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকে এবং চোখের যথাযথ হেফাজত করে তাহলে তার অন্তরে এক বিশেষ নির্মলতা অনুভব হবে এবং তার কলব এক খাস নূরে ভরপুর হয়ে উঠবে"। তাবলীগে আসার সময় হেদায়াতি বয়ানে মোহতামিম সাহেব এ কথাটি বলেছেন। তাই রশীদ গাশত তালীমসহ তাবলীগের সব কাজে খুব গুরুত্বের সাথে শরীক হচ্ছে। বাকি সময় মসজিদেই অবস্থান করছে। এই ক'দিনে রিয়াজুস সালেহীন পুরো পড়েছে। এখন আসারুস সুনান পড়ছে।

এক অবসরে তাবলীগের তিন সাথী কথা বলছিল:

: আজ বাজার করতে গিয়ে খবরের কাগজে নজর পড়ল। বড় করে হেড লাইনে লেখা, হোমনা কদমমূলে বোমা বিস্ফোরণের দায়ে জড়িত কয়েকজন আলেম ও

মাদরাসার শিক্ষক।

: কি বলেন ভাই!

: জ্বী ভাই। আমি নিজ চোখে এই লেখাটা দেখেছি। বুঝলাম না, আলেমরাও কীভাবে এই ধরনের কাজে লিপ্ত হয়।

: আফসোস! আলেমরাও এখন ফিতনায় পড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন মাদরাসার মক্তব ও হেফজ খানার শিক্ষকদের ব্যাপারে অপ্রীতিকর এক ধরনের সংবাদ পত্রপত্রিকা, ইউটিউব ও ফেসবুকে এখন মাঝে মাঝেই দেখা যায়।

: আপনারা দুজন তো দেখা যায় ভারি সরল মানুষ। সংবাদপত্রে একটা কথা পেলেন আর অমনি বিশ্বাস করে নিলেন। সাংবাদিক মিথ্যাও তো বলতে পারে। অথবা সে যার থেকে শুনেছে সেও তো মিথ্যা বলতে পারে। তাছাড়া অনেক ভুল বোঝাবুঝিরও সম্ভাবনা থাকতে পারে।

: মিথ্যা বলাটা এত সহজ!

: হ্যাঁ, সহজ তাদের জন্য যারা দুনিয়ার লালসায় ডুবন্ত এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত।

রশীদ আসারুস সুনান ও দলিলসহ নামাজের মাসায়েল থেকে 'নাভীর নিচে হাত বাঁধার' মাসআলাটা পড়ছিল। দুই আলোচনায় কিছুটা ভিন্নতা আছে। ভিন্নতার জায়গায় আসারুস সুনানের আলোচনাটা অধিক মজবুত মনে হচ্ছিলো। এমন সময় তিনজনের কথোপকথন তার কানে গেল। ভেতর থেকে কিছু বলার দায়িত্ব অনুভব করল।

সে তাদের কাছে গিয়ে বলল, খুব জরুরী বিষয়ে কথা হচ্ছে মনে হয়। পরিবেশটা সুন্দর। চলুন বাইরে গিয়ে কথা বলি।

তারা চারজন মসজিদের পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে বসল। তিনজন যে বিষয়ে কথা বলছিল তা পুনরায় রশীদকে শুনালো। রশীদও মাথা নিচু করে মনোযোগ দিয়ে শুনল। বলা শেষ হলে তারা চুপ হয়ে রশীদের দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন রশীদ এখন বিচার করবে, তাদের মধ্যে কে সঠিক আর কে বেঠিক।

রশীদ মাথা তুলে হাতে থাকা ইটের টুকরাটা পুকুরে নিক্ষেপ করল। শান্ত পানিতে ঢেউয়ের একটা গোলক তৈরি হয়ে আবার মিলিয়ে গেল। গলাটা একটু ঝেড়ে রশীদ

বলতে লাগল,

আমরা পত্রপত্রিকায় যেটা পাই সেটা হলো সংবাদ। সকল সংবাদ যেমন সত্য হয় না আবার সকল সংবাদ মিথ্যাও হয় না। কোনটা সত্য সংবাদ আর কোনটা মিথ্যা সংবাদ তা যাচাইয়ের একটা পদ্ধতি আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক কথা বলেছেন অমুক কাজ করেছেন বলে আমরা যা শুনি সেগুলোও সংবাদ। এর মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা যাচাইয়ের একটা পদ্ধতি মুহাদ্দিসীনে কেরাম অনুসরণ করেন এবং তার মাধ্যমে প্রমাণিত হাদীসকে অপ্রমাণিত হাদীস থেকে আলাদা করেন। সংবাদ যাচাইয়ের এই পদ্ধতি সবচেয়ে নিখুঁত ও সবচেয়ে শক্তিশালী। হবেই না কেন? এই পদ্ধতিকেই তো আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নবীর থেকে কোনটা প্রমাণিত আর কোনটা অপ্রমাণিত তা যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন করেছেন।

আমি আপনাদেরকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাই পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা বলব। সেখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের মধ্যে কার কথাটা ঠিক আর কার কথাটা ভুল।

একজন বলল, জ্বী, অবশ্যই। ভালই হবে। এতে আমাদের উলূমুল হাদীসও কিছু শেখা হয়ে যাবে। আরেকজন বলল, মাশাআল্লাহ রশীদ ভাই! আপনার উলূমুল হাদীস শেখাটা কিতাবের মধ্যে চাপা পড়ে না থেকে আপনার জীবনেও উঠে এসেছে।

রশীদ বলল, কোনো সংবাদ সত্য হওয়ার অর্থ হলো সংবাদটা বাস্তবের অনুরূপ হয়েছে। মিথ্যা হওয়ার অর্থ হলো সংবাদটা বাস্তবতা থেকে ভিন্ন হয়েছে।

একটা সংবাদ বাস্তব ঘটনার অনুরূপ না হওয়ার কারণ দু'টি।

এক. সংবাদ দাতা ইচ্ছাকৃত বাস্তবতার অনুরূপ সংবাদ দেয়নি।

দুই. সংবাদ দাতা অনিচ্ছাকৃত ভুলে বাস্তবতার অনুরূপ সংবাদ দিতে পারেনি।

সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য সংবাদ দাতা সত্যবাদী হতে হয়

সংবাদ দাতা ইচ্ছাকৃত বাস্তবতার অনুরূপ সংবাদ দেয়নি এর অর্থ হলো, সে মিথ্যা বলেছে। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করে রাবীরা যে কথা বা কাজের সংবাদ দিয়েছে তা সত্য বলে মেনে নেওয়ার জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম প্রথম শর্ত দিয়েছেন রাবী মিথ্যুক না হতে হবে। রাবী মিথ্যুক না হওয়ার

ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তারা কয়েকটা বিষয় খেয়াল রেখেছেন:

রাবী সত্যবাদী বলে কখন গণ্য হয়?

১. রাবী বালেগ হতে হবে। কারণ মিথ্যা থেকে সেই ব্যক্তি বিরত থাকে যে মিথ্যার শাস্তিকে ভয় পায়। নাবালকের যেহেতু গুনাহ লেখা হয় না তাই তার মিথ্যা বলার শাস্তির কোনো ভয় থাকে না এবং এই শাস্তির কোনো উপলব্ধিও থাকে না।

২. আকেল ও জ্ঞানবান হতে হবে। পাগল না হতে হবে। কারণ পাগল সত্য মিথ্যা কিছুই বুঝে না। মিথ্যা বললে কী শাস্তি তা-ও বুঝে না। এজন্য তার উপর মিথ্যার কোনো শাস্তিও হয় না।

৩. মুসলিম হতে হবে। কারণ অনেক কাফের মিথ্যার শাস্তির ভয় পায় না। যারা ভয় পায় তারা আবার ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যা বলতে ভয় পায় না। বরং এটাকে তারা নিজ দ্বীনের অংশ মনে করে। তাছাড়া হাদীস হলো দ্বীনে ইসলামের বিশেষ একটি বিষয়। আর কাফের যেহেতু ইসলাম মেনে নেয়নি তাই ইসলামের সাথে সে অবশ্যই বিদ্বেষ রাখে। আর যেহেতু বিদ্বেষ রাখে, তাই ইসলামের ক্ষতির জন্য সে যেকোনো মিথ্যা বলতে পারে। তার থেকে এমনটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বাস্তবে এমনটাই দেখা যায়। অমুসলিম প্রাচ্যবিদরা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কত যে ছলচাতুরি আর মিথ্যার আশ্রয় নেয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

৪. এমন তাকওয়া ও খোদাভীতির অধিকারী হতে হবে, তার সাথে যে ব্যক্তি চলাফেরা করবে সেই বলবে, এই লোক মিথ্যা বলতে পারে না।

৫. মুরুওয়াতের খেলাফ কিছু না করা। অর্থাৎ এমন কোনো কাজে জড়িত হয় না, যা থেকে বোঝা যায় সে নির্লজ্জ। যদিও কাজটা শরীয়তের দিক থেকে মুবাহ হয়। কারণ নির্লজ্জ মানুষ মিথ্যা বলতে ভয় পায় না। মিথ্যা বলার পর ধরা খাওয়ার লজ্জাকে সে গায়ে মাখে না।

৬. সে কখনো মিথ্যা বলেছে এমনটার কোনো প্রমাণ নেই।

এই ছয় গুণ যে রাবীর মধ্যে পাওয়া যায় তাকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম عادل বলে। এই ধরনের কোনো রাবী যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধ করে কোনো কিছু বর্ণনা করে তখন তারা মেনে নেন, এই রাবী মিথ্যা বলেনি। হ্যাঁ,

অনিচ্ছাকৃত ভুলে এমন হতে পারে যে, আরেকজনের কথা বা কাজকে নবীজীর দিকে সম্বন্ধ করে দিয়েছে। বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একভাবে, আর রাবী বর্ণনা করেছে আরেক ভাবে। আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব, একমাত্র এই ছয় শর্ত কোনো সংবাদ দাতার মধ্যে পাওয়া গেলেই বলা যায়, সে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সংবাদ দেয়নি। এই ছয় শর্তের কোনো একটাও যদি ছুটে যায় তাহলে তখনই মিথ্যার সম্ভাবনা চলে আসে।

রশীদ কথাগুলো বলে থামল। একটা মাছরাঙা পাখি এসে ছোঁ মেরে পুকুর থেকে মাছ নিয়ে গেল।

একজন বলল, এই ছয় শর্ত পাওয়া গেলেও তো মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থেকে যায়। রশীদ বলল, আমরা যে ঘাটলায় বসে আছি তা-ও তো ধসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তারপরেও আমরা বসে আছি কেন?

: কারণ সম্ভাবনাটি অনেক ক্ষীণ।

: এই ছয় গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার থেকে মিথ্যা বলার সম্ভাবনাটাও এমন ক্ষীণ। এই ছয় গুণ নিয়ে যত ভাববেন ততই বিষয়টি বুঝে আসবে।

: ছয় গুণ যাদের মধ্যে নেই তাদেরও তো সত্য বলার সম্ভাবনা আছে!

: আছে। কিন্তু সম্ভাবনাটা হয়ত একেবারে ক্ষীণ। অথবা বেশি হলেও মিথ্যা বলার সম্ভাবনাটা তুলনামূলক বেশি। অথবা সত্য মিথ্যা বলার উভয় সম্ভাবনা সমান সমান। তাই তার সংবাদ সত্য বলে মেনে নিতে হলে আলাদা কোনো দলিল লাগবে যার কারণে প্রবল ধারণা হবে, সে এই নির্দিষ্ট সংবাদটা সত্যই দিয়েছে। কিন্তু এই ছয় গুণ যার মধ্যে পাওয়া যায় তাদের সত্য বলার সম্ভাবনাটা মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থেকে প্রবল। এই প্রবল ধারণাটাই মূল। দুনিয়ার সব কিছু প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করেই চলছে। দেখুন, এখন হয়ত পরিপূর্ণ বুঝে আসছে না। সমস্যা নেই। ভাবতে থাকুন। এক সময় এই কথাগুলো খুব বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

: কোন রাবীর মধ্যে এই ছয়গুণ আছে তা মুহাদ্দেসীনে কেরাম কীভাবে যাচাই করতেন?

: তারা রাবীদের সাথে উঠাবসা করতেন। গভীরভাবে তাদের জীবনাচার পর্যবেক্ষণ করতেন। তাদের আড়ালে ঘনিষ্টজনদের কাছে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করতেন।

এক ব্যক্তি উমর রা. এর কাছে এসেছে সাক্ষ্য দিতে। তখন উমর রা. তাকে বলল, আমি তোমাকে চিনি না। এমন কাউকে নিয়ে আসো যে তোমাকে চিনে। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাকে চিনি। উমর রা. বললেন, কেমন চিনো? লোকটি বলল, সৎ ও সত্যবাদী হিসেবেই চিনি। উমর রা. বললেন, কীভাবে বুঝলে সে সৎ ও সত্যবাদী? তুমি কি তার প্রতিবেশী যে, তাকে রাত দিন পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছ? বলল, না। উমর রা. বললেন, তাহলে কি তুমি তার সাথে কখনো ব্যবসা করেছ, যার ফলে তার সততা ও খোদভীরুতা জানতে পেরেছ? বলল, না। উমর রা. বললেন, তাহলে কি তার সাথে সফর করেছ, যার দরুন তার উত্তম আখলাকের পরিচয় পেয়েছ? লোকটি বলল, না। তখন উমর রা. বললেন, তাহলে তুমি তাকে চিনোনি।[১]

রাবী সত্যবাদী কি না তা যাচাই করতে মুহাদ্দেসীনে কেরাম কী করতেন?

ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেছেন, আমরা যখন কোনো শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের ইচ্ছা করতাম তখন তার খাবার দাবার, চলাফেরা, ইবাদত ইত্যাদি বিষয়ের খোঁজ নিতাম। যদি দেখতাম, তার অবস্থা ভালো তাহলে তার থেকে হাদীস শুনতাম।[২]

যায়েদা বিন কুদামা রহ. বলেছেন, আমি রাবীদের সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করি যেমন বিচারকরা সাক্ষীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে।[৩]

হাসান বিন সালেহ রহ. বলেছেন, আমরা যখন কোনো শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণের ইচ্ছা করতাম তখন তার ব্যাপারে এমনভাবে খোঁজখবর নিতাম যে, লোকেরা মনে করত আমরা তার কাছে আমাদের কোনো আত্মীয়কে বিবাহ দিব।[৪]

সকলে অনেক আশ্চর্য হলো। রশীদ কথা থামিয়ে দিলো। তা'লীমের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। এর মধ্যে আরেকজন বলে উঠল, এই ছয় গুণ যার মাঝে পাওয়া যাবে সে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সংবাদ দিবে না, এটা মোটামোটি বুঝলাম। এখন কীভাবে বুঝবো, ভুলে অনিচ্ছাকৃতভাবেও তার সংবাদটা বাস্তবের বিপরীত হয়নি?

রশীদ বলল, এ বিষয়টা না হয় আরেক দিনের জন্য থাক। আপনারা যে বিষয়ে তর্ক করছিলেন তার সমাধান পেছনের আলোচনা থেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের

[১] উকাইলী, আযযুআ'ফা: ৫/৯৩, খতীব আল বাগদাদী, কিফায়াহ: ২১৯
[২] ইবনে আদী, আলকামিল: ১/১৫৬, সুনানে দারেমী: ৪৩৪, ৪৩৫
[৩] মাসায়িলু আহমাদ বি রেওয়ায়াতি হারব: ৪৮৬
[৪] খতীব আল বাগদাদী, কিফায়াহ: ১/২৪৭

কাছে পৌঁছা প্রত্যেকটা সংবাদ বাস্তবের অনুরূপ হলো কি না তা সংবাদদাতাদের অবস্থা দেখে যাচাই করতে হবে। কারণ, অনেক সংবাদই মিথ্যা হয়। বাস্তবতা থেকে ভিন্ন হয়। হ্যাঁ, একেবারে মুহাদ্দিসগণের মত তাহকীক করতে হবে সেটা সবক্ষেত্রে জরুরী নয়। তাদের বিষয়টা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ তাই তাদের যাচাইয়ের পদ্ধতিটাও ছিল কঠোর ও অনমনীয়। আমাদেরও উচিত হবে সংবাদের গুরুত্ব ও যাচাই পদ্ধতিতে সমতা এনে সংবাদ যাচাই করা।

সবাই মাথা নাড়ল। রশীদ উঠে গেল। সাথে বাকি তিনজনও। প্রত্যেকেই মনে মনে বলছিল, কত সংবাদ আমরা যাচাই না করেই মেনে নিচ্ছি!

ফিকহী রেওয়ায়াত ও হানাফী মাযহাবের দলিলসম্বলিত কিতাব
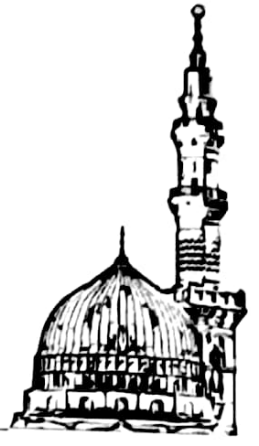
নতুন বছর শুরু হয়েছে। রশীদ হেদায়া, জালালাইনসহ এ বছরের সব কিতাব সংগ্রহ করেছে। অন্যরাও নতুন কিতাব সংগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে নতুন কিতাবের ঘ্রাণ ভুরভুর করে নাকে ঢুকছে। কিতাব বাঁধাইয়ের কাজে কেউ কেউ ব্যস্ত থাকলেও অধিকাংশ ছাত্রই আড্ডায় মেতে আছে। বিরতি ও রমযানে কে কী করেছে এগুলো নিয়েই আলোচনা চলছে। কারো কারো কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তারা ফেসবুক, অনলাইন গেমস ইত্যাদিতে অনেক সময় নষ্ট করেছে! খুবই আফসোসের বিষয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো কীভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। কেউ কেউ চিল্লার কিছু কারগুজারীও শুনাচ্ছিল।

রশীদসহ অল্প কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, যারা কোনো কিতাব নিয়ে বসে আছে। নাযেম সাহেব প্রায়ই বলেন, সময় ও কাজে বরকতের জন্য শুরুর সময়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। বছরের শুরু। কুরবানি ও পরীক্ষা পরবর্তী বিরতির পর খোলার শুরু। মাসের শুরু। সপ্তাহের শুরু। দিনের শুরু। বেলার শুরু। দরসের শুরু। যার শুরুটা হয় উদ্যম ও আগ্রহের সাথে তার সময় ও কাজে অনেক বরকত হয়। আর যার শুরুটা হয় গাফলত ও অলসতায় তার সময় ও কাজ হয় বরকত শূন্য। কথায় আছে, من له بداية محرقة فله نهاية مشرقة ।

রশীদ তাই মাদরাসায় এসে প্রথমে উস্তাদ ও সাথী ভাইদের সাথে মোলাকাত করেছে। তারপর নিজের চারপাশ গুছিয়ে মুতালাআয় ব্যস্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া রশীদের বিরতি কাটানোর বিষয়ে তেমন কিছু বলারও নেই। কারণ সে বিরতির প্রায় পুরো সময়টাই পড়ালেখায় কাটিয়েছে। রমযান তো কাটিয়েছে নাযেম সাহেবের সোহবতে। হুজুর থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে মুযাকারা হয়েছে। অনেক কিছু লিখে হুজুরকে দেখিয়েছে। সর্বোপরি রমযানটা কেটেছে পড়ালেখা আর আমলের মধ্য দিয়ে।

এমন রমযান সে আগে কখনও কাটায়নি। পূর্বের রমযানগুলোর অধিকাংশ সময় কেটেছে ঘুম আর অলসতায়। আর বিভিন্ন বাংলা ও আরবী উপন্যাস পড়ার মধ্যে। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু ইলমী কিতাব নিয়ে বসেছে। তবে তা ছিল নামে মাত্র। এক দুই কিতাব পড়তে পড়তেই পুরো রমযান শেষ করে দিয়েছে। তাই রশীদ মনে মনে নিয়ত করে নিয়েছে, সামনের রমযানগুলো নাযেম সাহেবের সোহবতেই কাটাবে। যদিও বাসা থেকে এবার আপত্তি উঠেছে, সবসময় তো মাদরাসাতেই থাক। বিরতিগুলোও কি মাদরাসায় কাটিয়ে দিবে?

আসলে বাসায় এক সপ্তাহ থাকলেই যথেষ্ট। এর বেশি প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, বাসায় যদি পড়ালেখার পরিবেশ থাকত তাহলে তো বেশি সময় কাটানো যেত। তাছাড়া বাসার মানুষ তো আপত্তি করবেই। সব আপত্তি শুনলে কি আর পড়ালেখা হবে!

রশীদকে নাযেম সাহেব যে কিতাবগুলো পড়তে বলেছিল সেগুলোর অধিকাংশই পড়া হয়ে গেছে। কিছু বাকি আছে। সামনে কোন কিতাব পড়বে এবং এ বছরের দরসী কিতাবগুলো কীভাবে পড়বে তা নাযেম সাহেব থেকে জেনে নেওয়া দরকার। আজকের আসর পরবর্তী মজলিস শেষে রশীদ এ বিষয়ে নাযেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবে।

আজকে নাযেম সাহেব সময়ানুবর্তিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সালাফদের সময়ের মূল্য দেওয়ার বিভিন্ন ঘটনা শুনিয়েছেন। যাদের বিরতি ও রমযান গাফলতে কেটেছে তাদের আল্লাহর নিকট তাওবা করার জোর তাগিদ দিয়েছেন।

আলোচনা শেষ হলে সবাই উঠে গেল। দাওরা ও মিশকাত জামাতের কয়েক ভাই বসে রইলেন। রশীদও তাদের সাথে বসে থাকল।

নাযেম সাহেব বললেন, তোমরা কিছু বলবে?

একভাই বললেন, জ্বী।

: বল।

: হেদায়ার সাথে ইবনে হাজার রহ. এর দিরায়া কিতাবটি যুক্ত আছে। কিতাবটি অনেক অংশ পড়ার পর আমার মনে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

: কী প্রশ্ন?

: প্রথম প্রশ্ন, হেদায়ার বেশ কিছু হাদীসের ব্যাপারে ইবনে হাজার রহ.

বলেছেন, لم أجده । এই হাদীসগুলোর বাস্তব হালত কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন, অনেক হাদীসকে তিনি দুর্বল বলেছেন। সেগুলো কি আসলেই দুর্বল? যদি ওনার কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তো বলতেই হয়- হানাফী মাযহাবের অনেক মাসআলা দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীসের উপর নির্ভরশীল!

হিদায়ার যে হাদীসগুলোকে পাওয়া যায়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

হুজুর মুচকি হাসি দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। উপস্থিত তালিবে ইলমরাও চুপ করে রইল হুজুরের জবাবের অপেক্ষায়। কামরায় পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে। ঘড়ির টিক টিক আওয়াজও কানে ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ পর হুজুর ঠোঁট নেড়ে কিছু একটা পড়লেন। মনে হয় হামদ-সালাত। এর মানে, হুজুর এখন দীর্ঘ কথা বলবেন।

: তোমার প্রথম প্রশ্নের ব্যাপারে কয়েকটি কথা:

১. ইবনে হাজার রহ. হেদায়ার অনেক হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন, তিনি এর সনদ পাননি। তো এ ব্যাপারে কথা হলো, তার না পাওয়া আর বাস্তবেই না থাকা এক নয়। এমনও তো হতে পারে যে, তিনি পাননি কিন্তু বাস্তবে এর সনদ আছে।

২. আর এমনটা বাস্তবে হয়েছেও। ইবনে হাজার রহ. এর আগে যাইলায়ী রহ.ও নাসবুর রয়াহ কিতাবে হেদায়ার যে হাদীসের সনদ তিনি পাননি তার ব্যাপারে বলেছেন غريب। পরবর্তীতে কাসিম বিন কুতলুবুগা রহ. এসে তাদের উভয়ের না পাওয়া কিছু হাদীসের সনদ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি সেগুলো সংকলন করে লিখেছেন منية الألمعي فيما فات من تخريج الزيلعي। সম্প্রতি এই হাদীসগুলো নিয়ে ব্রিটেনের ডক্টর ইউসুফ শাব্বির العناية في تحقيق الأحاديث الغريبة في الهداية নামে আরেকটি কিতাব লিখেছেন।

যাইলায়ী রহ. ও ইবনে হাজার রহ. এর এই হাদীসগুলোর সনদ না পাওয়ার কারণ হলো, তারা মূলত প্রসিদ্ধ কিতাবে হাদীসগুলো অন্বেষণ করেছিলেন। ফিকহে হানাফীর কিছু কিতাব এমন আছে, যেখানে হাদীস সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। এই ধরনের কিতাবগুলোতে তারা হাদীসগুলো অন্বেষণ করেননি। অথচ হাদীসগুলো ঐ কিতাবগুলোতে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে এবং হেদায়ার লেখক মারগীনানী রহ. ঐ কিতাবগুলো থেকেই সরাসরি অথবা কোনো মধ্যস্থতায় তার কিতাবে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। কিছু হাদীস এমনও আছে যা প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতেই সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তারা পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৩. এমন কিছু হাদীসও আছে যার সনদ কাসিম বিন কুতলুবুগা রহ.ও পাননি। কিন্তু তা পরবর্তীতে পাওয়া গেছে।

৪. কিছু হাদীস বাস্তবেই এমন আছে যার সনদ এখনও পাওয়া যায়নি। এই হাদীসগুলোর ব্যাপারে কথা হলো, এমন হাদীস শুধু ফিকহে হানাফীর হেদায়া কিতাবেই আছে বিষয়টা এমন নয়। অন্যান্য মাযহাবের ফিকহী কিতাবেও এমন হাদীস পাওয়া যায়। তবে এর মানে এটা নয় যে, এ ধরনের হাদীস কিতাবের লেখকগণ নিজ থেকে বানিয়ে উল্লেখ করেছেন। মাআযাল্লাহ, যদি তাদের জীবনী পড় তাহলে দেখবে, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু। তাদের পক্ষে হাদীস বানানোর মতো জঘন্য অপরাধ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

তাহলে কোথা থেকে এই হাদীসগুলো আসলো? এর উত্তর হলো, লেখকগণ সরাসরি বা মধ্যস্থতায় এমন কোনো কিতাব থেকেই নিয়েছেন যেখানে হাদীসগুলো সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে কিতাবগুলো কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। পরবর্তীদের পর্যন্ত পৌঁছেনি। এক সময়ের প্রসিদ্ধ কত কিতাব হারিয়ে গেছে। উলূম ও ফুনূনের ইতিহাস ও উৎসগ্রন্থের ব্যাপারে যাদের জানাশোনা আছে তাদের কাছে এ কথাটা খুবই স্বাভাবিক লাগবে। তাছাড়া ইবনে হাজার রহ. ফজলুল্লাহ তূরবিশতী রহ. - সহ একাধিক আলেম বলেছেন, তাতারীদের হামলা, স্পেন পতনসহ বিভিন্ন যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক কিতাব নষ্ট হয়ে গেছে। আব্দুল মালেক সাহেবের মাদখালে তোমরা এই আলোচনা পাবে। আব্দুল হাই কাত্তানী রহ. এর تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف فيها কিতাবে এই বিষয়ে অনেক তথ্যবহুল আলোচনা আছে।

হিদায়ার যে হাদীসগুলোকে দুর্বল বলা হয়েছে

এবার আসি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নে। ইবনে হাজার রহ. হেদায়ায় উল্লেখিত অনেক হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। কথা ঠিক। কিন্তু তুমি যদি তালাশ কর তাহলে দেখবে, ইবনে হাজার রহ. এর দুর্বল বলা অনেক হাদীসকে ইবনে হাজার রহ. এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক ইমাম সহীহ বলে রেখেছেন।

এমনটা কেন হলো? কখনই এ জন্য নয় যে, নিজের মতামতকে প্রমাণ ও বিপক্ষ মতকে অপ্রমাণিত দেখানোর জন্য ইচ্ছাকৃত তারা এমনটা করেছেন। কারণ তাদের প্রত্যেকেই এই পরিমাণ তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন, যথাযথ কারণ ছাড়া শুধু গোঁড়ামি করে স্বদলপ্রীতির বর্শবতী হয়ে তারা কোনো হাদীসকে সহীহ বা যয়ীফ বলতেন না।

মূলত এর কারণ হলো, হাদীস সহীহ হওয়া ও যয়ীফ হওয়ার বিষয়টি ইজতেহাদী। অর্থাৎ যেই শর্ত পাওয়া গেলে একটা হাদীসকে সহীহ বলা হবে সেই শর্তগুলো কোনো হাদীসে পাওয়া গেল কি না তা নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা হতে পারে। কারো মনে হবে, এই হাদীসে উক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেছে, সুতরাং তা সহীহ। আর কারো মনে হবে, শর্তগুলো পাওয়া যায়নি, সুতরাং তা সহীহ নয়। উদাহরণ স্বরূপ হাদীস সহীহ হওয়ার একটা শর্ত হলো রাবী সত্যবাদী হতে হবে। এখন একজন ব্যক্তি রাবীর ব্যাপারে যা জানে তাতে তার মনে হয়েছে সে সত্যবাদী। তাই সে তার হাদীসকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আরেকজন ঐ রাবীর ব্যাপারে এমন কিছু তথ্য জানে যাতে তার মনে হয়েছে সে মিথ্যাবাদী। তাই সে তার হাদীস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেনি। আমাদের মধ্যেও কিন্তু এমনটা হয়। এক ব্যক্তির ব্যাপারে দুইজনের দুই মত থাকে। একজন বলছে সে সত্যবাদী। আরেকজন বলছে সে মিথ্যাবাদী।

এটা তো হলো এক শর্তের ব্যাপারে কথা। বাকি শর্তগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। সেগুলোতেও হতে পারে মতভিন্নতা। এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য উলূমুল হাদীসের অনেক কিতাব পড়তে হবে। রাবী ও হাদীস যাচাইয়ের অনুশীলনমূলক অনেক কাজ করতে হবে। আপাতত তোমরা শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ এর أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة কিতাবটি দেখতে পার।

এমন মতভিন্নতা হলে আমাদের করণীয় কী? জানি এই প্রশ্ন তোমাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর জবাব হলো, আমি যদি মেহনত করে আল্লাহর ফজল ও করমে বাস্তবিকপক্ষেই একজন হাদীস বিশারদ হতে পারি, তাহলে আমি উভয় পক্ষের বক্তব্য দেখব। তাদের দলিল প্রমাণ দেখব। আমি নিজে আরো অনুসন্ধান করব। এরপর আমার কাছে যে মতটি অধিক সঠিক মনে হবে আমি সেটাই গ্রহণ করব। কিন্তু কথা হলো, আমরা কয়জনই বা এমন হতে পারব? এই পর্যায়ের হাদীস বিশারদ হওয়া তো সহজ কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রখর মেধা ও নিরবচ্ছিন্ন ঘামঝরা মেহনতের। প্রয়োজন প্রাজ্ঞ উস্তাদের নিবিড় ও সচেতন সান্নিধ্যের।

এই স্তরের যোগ্যতা অর্জন না করতে পারলে তখন আমরা কী করব? উত্তর সহজ, যোগ্য কারো অনুসরণ করব। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেছেন, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون। আবার প্রশ্ন করতে পার, এই জায়গায়

যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যেই তো মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। আমি কোন যোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করব? এর উত্তর হলো তুমি আমি ফিকহী যে মাযহাবকে অনুসরণ করি সেই মাযহবের মুহাদ্দিসীনে কেরামের অনুসরণ করব। কারণ এখানে কথা চলছে বিজ্ঞ ও মুত্তাকী মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতভিন্নতা নিয়ে। তাই যে কারোরই অনুসরণ করা যায়। কিন্তু তন্মধ্যে যাদের ফিকহী মাযহাব আমাদের ফিকহী মাযহাবের সাথে মিলে যায়, তাদের মতামত অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিব, যেন বিশৃঙ্খলা ও বৈপরিত্য না দেখা দেয়। বিশৃঙ্খলা ও বৈপরিত্য মানে হলো, এমন মুহাদ্দিসের কথা গ্রহণ করলাম যিনি আমার অনুসরণীয় ফিকহী মাযহাবের বিভিন্ন মাসআলার হাদীসগুলোকে দুর্বল মনে করেন। তখন ফলাফল দাঁড়াবে, আমি এমন কিছু মাসআলা আমল করি যেগুলোর ভিত্তিকে দুর্বল মনে করি।

হিদায়ার হাদীস দুর্বল হলেই কি মাসআলাও দুর্বল হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, হেদায়া কিতাবে এমন কিছু হাদীসও আছে যাকে ইবনে হাজার রহ.সহ অন্যরাও দুর্বল বলেছেন এবং আগে পরের কেউ তাকে সহীহ বলেননি। এই হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে তুমি প্রশ্ন তুলতে পার, তাহলে হানাফী মাযহাব কি দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভরশীল?

এর উত্তর হলো, আমরা যদি এই মাসআলাগুলো হানাফী মাযহাবের দলিলভিত্তিক কিতাব থেকে অধ্যয়ন করি তাহলে দেখব, এসকল মাসআলার পক্ষে হয়ত সুস্পষ্ট অন্য কোনো সহীহ হাদীস আছে। অথবা কোনো ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা মাসআলাটি প্রমাণিত হচ্ছে এবং সাথে আছে সাহাবা ও তাবেয়ীনের অনুরূপ ফতোয়া। তাই হেদায়ার হাদীসটি দুর্বল হলেই মাসআলা দুর্বল হয়ে যাবে বিষয়টি এত সরল নয়।

হুজুর একটানা কথাগুলো বলে গেলেন। একজন বললেন, তাহলে হেদায়ার লেখক মজবুত হাদীসটি না এনে দুর্বল হাদীসটি কেন আনলেন?

হুজুর বললেন, মারগীনানী রহ. হেদায়ার আগে আরেকটি কিতাব লিখেছেন كفاية المنتهي নামে। ঐ কিতাবটা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় তিনি সংক্ষেপ করে হেদায়া লিখেছেন। তো দেখা যাচ্ছে, তিনি হেদায়া লিখেছেন মূলত আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য। এখন তিনি যদি সকল দলিল উল্লেখ করতেন তাহলে তো সেই দীর্ঘই হয়ে যেত। সংক্ষেপ করতে গিয়ে তিনি কোন পন্থা অবলম্বন করেছেন তা ভূমিকায় বলে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركا

للزوائد في كل باب معرضا عن هذا النوع من الإسهاب.

অর্থাৎ তিনি সকল রেওয়ায়াত উল্লেখ না করে عيون الرواية ও সকল দিরায়া উল্লেখ না করে متون الدراية উল্লেখ করবেন। عيون الرواية এর মাকসাদ আমি যা বুঝি তা হলো, এমন রেওয়ায়াত আনবেন যা মাসআলার জন্য واضح الدلالة অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল হবে। আর متون الدراية মানে হলো এমন আকলী দলিল আনবেন, যা متين অর্থাৎ মজবুত হবে। তিনি যেহেতু রেওয়ায়াত ও হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ثبوت থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন دلالة কে, তাই এমন হাদীস ও রেওয়ায়াতই তিনি নির্বাচন করেছেন, যা واضح الدلالة হবে। যদিও তা ضعيف الثبوت হয়।

একজন বলল, তিনি قوي الثبوت কে নির্বাচন না করে واضح الدلالة কে কেন নির্বাচন করলেন?

হুজুর বললেন, প্রশ্নটা যৌক্তিক। দেখো, তিনি যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই তো قوي الثبوت ও واضح الدلالة। হ্যাঁ, কিছু মাসআলা আছে যার হাদীসগুলোর মধ্যে কিছু قوي الثبوت কিন্তু واضح الدلالة নয়, আর কিছু আছে واضح الدلالة কিন্তু ضعيف الثبوت নয়। এই ক্ষেত্রে তিনি دلالة কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ واضح الدلالة কে নির্বাচন না করলে তার دلالة স্পষ্ট করার জন্য আরো কথা বলতে হতো। তখন কিতাব দীর্ঘ হয়ে যেত, যা তার কিতাব লেখার মাকসাদের সাথে সাংঘর্ষিক হতো।

যা হোক, এটা ছিল তার পক্ষ থেকে একটা ওযরখাহী। এই ওযর যদি তুমি নাও মানো, তারপরও তোমার এই কথা বলার সুযোগ নেই যে, হানাফী মাযহাবের কিছু মতামত দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভরশীল। তোমরা শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ এর আরেকটি কিতাব دراسة مقارنة حديثية بين نصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي অবশ্যই পাঠ করবে।

ইমাম আবু হানিফা কি দুর্বল হাদীস দিয়ে দলিল দিতেন?

একজন বলল, হানাফী মাযহাবের কোনো মতামত কি আসলেই দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর না?

হুজুর বলল, না। কারণ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী নিয়ে লিখিত কিতাব সমূহের মধ্যে একাধিক সূত্রে প্রমাণিত আছে, তিনি সহীহ হাদীস গ্রহণ করতেন এবং তার থেকেই মাসআলা বের করতেন। অন্যরাও তার ব্যাপারে এমনটা বলেছেন। যেমন,

قال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي ﷺ أخذنا به، وإذا جاء عن أصحابه تخيرنا، ولم نخرج من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. (فضائل أبي حنيفة: ٤٢٦، الانتقاء: صـ٢٦٦- ٢٦٧)

وقال أبو حمزة: سمعت أبا حنيفة يقول: ما صح عن النبي ﷺ فليس لأحد فيه قول، وما اتفق عليه أصحاب النبي ﷺ فلا يتعدى إلى غيره، وما اختلفوا فيه يتخير من أقاويلهم. (كشف الآثار الشريفة: ٢٣٩١)

قال عيسى بن يونس قال: سمعت أبي يقول: كان النعمان بن ثابت شديد الاتباع لصحيح حديث رسول الله ﷺ، فإن عسر عليه ما يستدل به من حديث رسول الله ﷺ أخذ بما صحت الرواية به عن أصحابه من علم أهل الكوفة، فإن خولف في ذلك إلى غير علم أهل بلده، لم يجاوز ما أدرك عليه أهل الكوفة عن أهل الكوفة. (فضائل أبي حنيفة: ٢٦٧)

قال علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يذكر: عن عبد الله بن المبارك قال: سألت أبا عبد الله سفيان بن سعيد الثوري عن الدعوة للعدو أواجبة هي اليوم؟ فقال: قد علموا على ما يقاتلون، قال ابن المبارك: فقلت له: إن أبا حنيفة يقول في الدعوة ما قد بلغك، قال فصوب بصره وقال لي: كتبت عنه؟ قلت: نعم، قال فنكس رأسه ثم التفت يمنيا وشمالا، ثم قال: كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، ذابا عن حرام الله عز وجل عن أن يستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي تحملها الثقات وبالآخر من فعل رسول الله ﷺ، وما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شنع عليه قوم نستغفر الله، نستغفر الله. (فضائل أبي حنيفة: ١٤٤، الانتقاء: صـ٢٦٢)

قال الحسين بن إبراهيم: سمعت محمد بن فضيل يقول: كان أبو حنيفة إذا سئل عن مسألة فيها خبر صحيح اتبعه، أو ما يستدل على مثله بنحوه

قاس عليه، ولقد سئل يوما عن مسألة فقال: ما أحسن هذا، هذا مما لم أسمع فيه بما يأتي على مثله قياس، فالله أعلم فالله أعلم. (فضائل أبي حنيفة: ٢٨٧)

قال مغيث: أوصانا خارجة عند موته فقال: يا بني! انظروا في هذا الرأي (رأي أبي حنيفة) واعملوا كي يدلكم على جيد الحديث. (كشف الآثار الشريفة: ٢٢٤٠)

قال سهل: كنت عند النضر بن محمد، فقيل له: إن أبا غسان يقول كذا وكذا، قال: فغضب وقال: ما أدري ما يقول هولاء الصبيان! حدثني الفقيه الورع العفيف أبو حنيفة الذي كان يعز عليه أن يتكلم إلا ما يوافق الأثر. (كشف الآثار الشريفة: ٢٣١٠)

قال سهل بن مزاحم: كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة، وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه وصلح عليهم أمورهم يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيه على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثم يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان أوثق رجع إليه. (كشف الآثار الشريفة: ٢٥٨٨)

হ্যাঁ, এটা হয়েছে যে, তার নিকট যা প্রমাণিত সাব্যস্ত হয়েছে তা অন্যের নিকট অপ্রমাণিত মনে হয়েছে। এমন হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সকল শাস্ত্রেই শাস্ত্রীয় ব্যক্তিদের মাঝে কমবেশ মতপার্থক্য হয়। তাই এটা বলা যায়, এমন কিছু হাদীস দিয়ে তিনি দলিল দিয়েছেন যা তার নিকট প্রমাণিত হলেও অন্যের নিকট অপ্রমাণিত ছিল। তবে এমনটা শুধু ইমাম আবু হানিফা নয়, সকল মুজতাহিদের ব্যাপারেই বলা যায়। একটু আগে তো বলেই আসলাম, হাদীস প্রমাণিত হওয়া না হওয়া নিয়ে ইখতেলাফ হতে পারে। কিন্তু কখনই এমন হয়নি যে, তাদের কেউ নিজের কাছে অপ্রমাণিত রেওয়ায়াতের উপর কোনো মাসআলার ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন।

হানাফী মাযহাবের দলিল সমৃদ্ধ কিছু কিতাব

একজন বলল, হানাফী মাযহাবের দলিলভিত্তিক কিছু কিতাবের নাম বললে আমরা সংগ্রহ করে নিতাম এবং প্রয়োজনের সময় মুতালাআ করতাম।

হুজুর বললেন, এমন কিতাব তো অনেক! উদাহরণস্বরূপ সহজলভ্য কয়েকটি কিতাবের নাম বলা যায়:

- كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة(١٥٠) برواية أبي يوسف(١٨٢) وبرواية محمد(١٨٩)
- كتاب الأصل للإمام محمد(١٨٩)
- موطأ مالك برواية محمد
- كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد
- الرد على سير الأوزاعي للإمام أبي يوسف
- شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي(٣٢١)
- شرح مشكل الآثار له
- شرح مختصر الطحاوي للإمام الجصاص(٣٧٠)
- أحكام القرآن له
- مختصر اختلاف العلماء له
- شرح مختصر الكرخي للإمام القدوري(٤٢٨)
- التجريد له
- بدائع الصنائع للإمام الكاساني(٥٨٧)
- جامع المسانيد للخوارزمي(٦٦٢)
- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام المنبجي(٦٧٦)
- إيثار الإنصاف للإمام سبط ابن الجوزي(٦٥٢)
- الغاية شرح الهداية للسروجي(٧١٠)
- البناية شرح الهداية للإمام العيني(٨٥٥)

- عمدة القاري له
- فتح القدير للإمام ابن الهمام(٨٦١)
- حلبة المجلي للإمام ابن أمير الحاج(٨٧٩)
- روح المعاني للعلامة الآلوسي(١٢٧٠)
- طوالع الأنوار شرح الدر المختار للعلامة عابد السندي(١٢٥٧)
- المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيفة له
- المحلى شرح الموطأ للعلامة سلام الله الدهلوي(١٢٣٣)
- التعليق الممجد على موطأ محمد للعلامة عبد الحي اللكنوي(١٣٠٤)
- مجموعة رسائل اللكنوي
- آثار السنن للعلامة ظهير النيموي(١٣٢٢)
- بذل المجهود في حل سنن أبي داود للعلامة خليل أحمد السهارنبوري(١٣٤٦)
- فيض الباري شرح صحيح البخاري للإمام الكشميري(١٣٥٢)
- مجموعة رسائل الكشميري
- فتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني(١٣٦٩)
- معارف السنن للعلامة يوسف البنوري(١٣٩٧)
- إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني(١٣٩٤)
- النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة للعلامة الكوثري(١٣٧١)
- أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للعلامة زكريا الكاندهلوي (١٤٠٢)
- تجليات صفدر للعلامة أمين صفدر(١٤٢١)
- تكملة فتح الملهم للعلامة تقي العثماني

📖 كفاية المغتذي بشرح سنن الترمذي للشيخ عبد المتين

নাযেম সাহেব একটানে কিতাবগুলোর নাম বলে গেলেন। রশীদসহ সকলেই নামগুলো লিখে নিল। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নিল। এরপর সবাই উঠে গেল। শুধু রশীদ বসে থাকল।

নাযেম সাহেব বললেন, তুমি কিছু বলবে?

রশীদ বলল, আপনি যে কিতাবগুলোর কথা বলেছিলেন সেগুলো পড়া প্রায় শেষ। সামনে কী পড়ব এবং এ বছর দরসী কিতাবগুলো কীভাবে পড়ব?

হুজুর বললেন, দরসী কিতাবগুলো কীভাবে পড়তে হবে তা মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের 'তালিবানে ইলমের পথ ও পাথেয়' কিতাব থেকে দেখে নাও। আর হাদীসের পড়া হিসেবে এই বছর নাসবুর রয়াহ, দিরায়াহ, বিনায়াহ ও ফাতহুল কদীর থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে হেদায়ার হাদীসের তাখরীজগুলো পড়বে। যেখানে মনে হবে আলোচনা আরো প্রয়োজন ঐ জায়গাগুলো شرح مختصر الطحاوي আর إعلاء السنن দেখবে।

রশীদ বলল, জালালাইনের রেওয়ায়াতগুলোর মান জানার জন্য কী পড়ব?

হুজুর বললেন, এই বছর দরসী কিতাব বুঝে বুঝে পড়ার পর আগের মতো খুব বেশি সময় পাবে না। তাই আপাতত হেদায়ার রেওয়ায়াত সংক্রান্ত পড়া চালিয়ে যাও। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার পর থেকে জালালাইনের রেওয়ায়াত সংক্রান্ত কিছু পড়াশোনা করবে। এখন শুধু তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে আয়াত সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলো দেখে নাও। আর হ্যাঁ, مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث، فقه أهل العراق وحديثهم، تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي، بلوغ الأماني في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني، لمحات النظر في سيرة الإمام زفر، الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد ومحمد بن شجاع، الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي এই কিতাবগুলো অবশ্যই পড়বে।

হাদীস প্রমাণিত হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত: ضبط الراوي বা রাবী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া

তাকরার শেষ হয়ে গেছে। তালেবে ইলমরা মজলিস ভেঙে নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে পড়ায় মনোযোগ দিয়েছে। কেউ কেউ আড়মোড়া দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ঠাণ্ডা বাতাসের খোঁজে। কয়েকজন এখনও তাকরারের মজলিসে বসে গল্পে মেতে আছে।

: জানিস! গতকাল মেশকাতের দরসে নাযেম সাহেব ফিতান ও কেয়ামতের আগে কী কী ঘটবে তা জানার উসূল বিষয়ে চমৎকর আলোচনা করেছেন। উপস্থিত সকলেই খুব মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। আমাদের দরস না থাকায় আমি মেশকাতের দরসে গিয়ে বসেছিলাম।

: সত্যি?! কী কী বলেছে?

: অনেক কথা!

: সংক্ষেপে বল।

ফিতান ও মালাহিম বিষয়ক রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে করণীয়

: আচ্ছা ঠিক আছে। দেখি পারি কি না। সংক্ষেপ কথা হলো, ভবিষ্যতে কী কী হবে এটা একমাত্র বলার অধিকার আল্লাহ তাআলার। আমরা বর্তমানের কিছু হালত ও অবস্থা দেখে শুধু অনুমান করতে পারি ভবিষ্যতে কী হতে পারে। কিন্তু সুনিশ্চিত করে ভবিষ্যত বিষয়ে আমরা কিছুই বলতে পারি না। গায়েবের ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী প্রেরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু ঘটনা জানিয়েছেন। এগুলো নিশ্চিত ঘটবে এ বিষয়ে আমাদের ঈমান রাখতে হবে। এটা হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো, কেয়ামতের আগে কী কী ঘটবে এটা আমাদের জানার একমাত্র মাধ্যম হলো কুরআন ও হাদীস। কারণ, ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ

তাআলাই জানেন। আর আল্লাহ যা জানানোর তা কেবল কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই জানিয়েছেন।

তৃতীয় কথা হলো, কিয়ামতের আগে ঘটবে এমন অনেক ঘটনা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। এগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। কারণ এই রেওয়ায়াতগুলোর সবই প্রমাণিত না। যেগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কেবল তাই গ্রহণ করা যাবে।

চতুর্থ কথা হলো, যেই রেওয়ায়াতগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত তা জানার পর তা যথাযথ বোঝাও অনেক জরুরী। বিশেষ করে হাদীসে কোন ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে অনেক সতর্ক হতে হবে। যদি কোনো ঘটনার পরিপূর্ণ অবস্থা হাদীসে বর্ণিত অবস্থার সাথে মিলে যায় তাহলে এতটুকু বলতে পারব, হয়ত এই হাদীসে এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে। নিশ্চিত করে বলা উচিত নয়।

উদাহরণস্বরূপ হুজুর গযওয়াতুল হিন্দের কথা বলেছেন। এই উম্মাতের একটা দল হিন্দ বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করবে এবং এ দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এমন হাদীস নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। এখন কথা হলো, ইতিহাসে অনেকবার হিন্দ বিজয়ের জন্য যুদ্ধ হয়েছে এবং মুসলিমদের হাতে হিন্দ বিজয়ও হয়েছে। এই হাদীসে যেই দলের কথা বলা হয়েছে সেই দলটি কি পূর্বের মুজাহিদদের কোনো দল? নাকি এই দল ভবিষ্যতে হিন্দুস্থান আক্রমনকারী মুজাহিদদের কোনো দল?

এই বিষয়ে হাদীসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তাই আমরাও চুপ থাকব। অনেকে বলেছেন, এই দল পূর্বের কোনো দল। তাহলে ভবিষ্যতেও কোনো যুদ্ধ হবে কি না, সে যুদ্ধকে এই হাদীসের ফজিলত শামিল করবে কি না তার কিছুই সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না। তাই আমরাও কিছু বলব না।

: আল্লাহু আকবার! কত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা! আমাদের দরসে হুজুর তেমন কোনো কথাই বলেন না। শুধু পড়িয়ে যান।

: মেশকাতের দরস তো। অনেক বিষয়ের হাদীস সামনে আসে। তাই প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলতে হয়।

: মেশকাতের তালিবে ইলমদের ভাগ্য অনেক ভালো।

: ইনশাআল্লাহ, আগামী বছর আমরাও হুজুরের কাছে মেশকাত পড়ব।

: কিন্তু সবসময় কি আর এক কথা আসে। এ বছর যা বলছেন তা আগামী বছর না-ও বলতে পারেন।

: হুম।

: আচ্ছা আমরা একটা কাজ করতে পারি না?

: কী?

: যেদিন হুজুর দরসে বেশি কথা বলবেন ঐ দিন মেশকাতের কোনো ছাত্র ভাই থেকে এশার পর শুনে নেব, হুজুর দরসে কী আলোচনা করেছেন।

: চমৎকার আইডিয়া।

: কার কাছ থেকে শোনা যায়?

: নাসী ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা যায়।

: আরে না।

: কেন?

: তার কথার উপর আমার আস্থা হয় না।

: কেন? তিনি তো অনেক বুযুর্গ মানুষ। তিনি কি মিথ্যা বলবেন?!

রাবী শুধু সত্যবাদী বুযুর্গ হলেই যথেষ্ট নয়

: ভাই শুধু বুযুর্গ হলেই হয় না। কারো সংবাদের উপর আস্থা রাখার জন্য তাকে মেধাবীও হতে হয়, যা শুনেছে বা দেখেছে তা যেন হুবহু তুলে ধরতে পারে। নাসী ভাই তার নামের মতই সব ভুলে যায়। যা শুনবে তার কম হলেও পঞ্চাশ পার্সেন্ট ভুলে যাবে। যতটুকু বলতে পারবে তার অনেক কিছুই হুবহু বর্ণনা করতে পারবে না।

: হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।

: জানিস, এবার রশীদ ভাইয়ের সাথে তাবলীগে গিয়েছিলাম। তখন রশীদ ভাই কোনো সংবাদ প্রমাণিত কি না তা যাচাইয়ের পদ্ধতি নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামের হাদীস যাচাইয়ের পদ্ধতি খুব সহজ করে তুলে ধরেছেন।

: দেখ! রশীদ ভাই কিন্তু আমাদেরই সাথী কিন্তু নাযেম সাহেবের সাথে সম্পর্ক রেখে

পড়াশোনার কারণে কত এগিয়ে গেল।

: হুম

: আচ্ছা কী কী বলেছে?

: যে কোনো হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, বর্ণনাকারী সত্যবাদী হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, বর্ণনাকারী এমন মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে, যা শুনেছে তা যাতে হুবহু আরেকজনকে বলা পর্যন্ত মনে রাখতে পারে।

: আচ্ছা। কীভাবে নির্ধারণ হবে বর্ণনাকারী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী?

: বর্ণনাকারী সত্যবাদী কীভাবে জানা যাবে- এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা আমি লিখে রেখেছি। তোকে পরে দিব। কিন্তু কোন বর্ণনাকারী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী, আর কোন বর্ণনাকারী দুর্বল মেধার অধিকারী এটা মুহাদ্দিসীনে কেরাম কীভাবে নির্ধারণ করতেন তা তিনি এখনো বলেননি। সামনে বলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

: চল তার কাছে যাই।

: চল।

* * *

রশীদ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। আশে পাশের কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই। তার সমস্ত মনোনিবেশ একমাত্র কিতাবে। কিতাবের প্রত্যেকটা কালো হরফ যেন একেকটা স্নিগ্ধ সুন্দর লাবণ্যময়ী গোলাপ। রশীদের আত্মনিমগ্নতা প্রথম প্রথম কারো কারো জন্য পীড়ার কারণ হলেও এখন সবাই একমত, রশীদই কাজের কাজ করছে। আগের তুলনায় রশীদের প্রতি সাথীদের সমীহ যেন কয়েকগুন বেড়ে গেছে।

রাবী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী কি না তা মুহাদ্দিসীনে কেরাম কীভাবে যাচাই করতেন?

: রশীদ ভাই, আপনি বলেছিলেন, হাদীসের কোন বর্ণনাকারী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী, আর কোন বর্ণনাকারী দুর্বল মেধার অধিকারী এটা মুহাদ্দিসীনে কেরাম কীভাবে নির্ধারণ করেছেন তা আমাদের বলবেন।

: জ্বী ভাই বলেছিলাম।

: এখন এসেছি আপনার সময় নষ্ট করে তা শুনতে।

: সময় নষ্ট কেন বলছেন! মুযাকারা করার দ্বারা সময় নষ্ট হয় না। বরং সময় কাজে লাগার অন্যতম একটা পদ্ধতি হলো মুযাকারা করা। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনাদের এই আগ্রহের কারণে আমার কিছু মুযাকারার সুযোগ হবে। আচ্ছা শুরু করা যাক। আমাদের চারপাশে একটু তাকাই। আমাদের জামাতের সব ছেলে কি ভালো মেধার অধিকারী?

: না। অনেকেই আছে যাদের মেধা তেমন ভালো না।

: কীভাবে বুঝলাম?

: গতকালের পড়া আজকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতে পারে না। পরীক্ষায় লিখতে না পারার কারণে নাম্বার কম পায়।

: ঠিক মুহাদ্দিসীনে কেরামও বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগুলো দেখেছেন। যারা তার উস্তাদ থেকে যেভাবে শুনেছে সেভাবেই রেওয়ায়াত করতে পেরেছেন তারা তাদেরকে ضابط বা ভালো মুখস্থশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। আর যার যেভাবে শুনেছেন সেভাবে বর্ণনা করতে পারেনি তাদেরকে তারা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য করেছেন।

: রাবী তার উস্তাদ থেকে যেভাবে শুনেছে সেভাবেই রেওয়ায়াত করেছে এটা তারা কীভাবে বুঝতেন?

: কয়েকভাবে বুঝতেন,

এক. উস্তাদ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, সে আমার থেকে যেভাবে শুনেছে সেভাবেই রেওয়ায়াত করে অথবা তার মেধার প্রশংসা করেছেন।

দুই. উস্তাদ তার রেওয়ায়াতগুলো লিখিত আকারে লিপবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। ঐ লিখিত কিতাবের সাথে উস্তাদ থেকে তার বর্ণনাগুলো মিলে গেছে।

তিন. উস্তাদের স্বীকৃত ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছাত্ররা উস্তাদ থেকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার বর্ণনাও ঠিক ঐ রকম হয়েছে।

এভাবেই মুহাদ্দিসীনে কেরাম কোন বর্ণনাকারী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী, আর কোন বর্ণনাকারী দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী তা নির্ধারণ করেছেন। আরেকটি বিষয় আছে। তা হলো, ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী

বলে গণ্য হতে হলে উস্তাদ যেভাবে রেওয়ায়াত করেছেন, ছাত্রকে ঐভাবেই রেওয়ায়াত করতে হতো। কিন্তু ছাত্র যদি এমন হতো, উস্তাদের কথা মুখস্থ রাখতে পারত না, কিন্তু হুবহু লিখে রাখতে পারত, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কেরাম কী করতেন? এই ক্ষেত্রে তারা লক্ষ্য করতেন, উস্তাদ থেকে লিখিত খাতাটিকে ছাত্র যথাযথ হেফাযত করছে কি না? তার খাতায় অন্য কোনো ব্যক্তি ভিন্ন কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে কি না? যদি যাচাই-বাছাইয়ের পর মনে হতো, সে তার খাতাটিকে যথাযথ হেফাজত করেছে, উস্তাদ থেকে যেভাবে লিখেছিল খাতাটি সেভাবেই বহাল আছে, তখন তার লেখা থেকে সে যা রেওয়ায়াত করত তা মুহাদ্দিসীনে কেরাম গ্রহণ করতেন। কিন্তু সে মুখস্থ যা রেওয়ায়াত করত, তা মুহাদ্দিসীনে কেরাম গ্রহণ করতেন না। এই দিকে তাকিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ضابط কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক. ضابط صدر وحفظ দুই. ضابط كتاب।

আমরাও কিন্তু এমনটা করি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যার মুখস্থ শক্তি ভালো নয়, কিন্তু হুজুররা দরসে যা বলেন তা ভালো নোট করতে পারে। সে হুজুরদের কথা মুখস্থ বললে আমরা গ্রহণ করিনা। বিপরীতে পরীক্ষার আগে তার নোট খাতাই হয় আমাদের সম্বল। তার খাতা নিয়ে একটা হুড়াহুড়ি পড়ে যায়।

আরেকটা বিষয়, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, মুখতাসারুল মাআনী বা শরহে তাহযীব কিতাবে আগ্রহ না থাকায় দরস মনোযোগ দিয়ে শুনে না, ফলে এই কিতাবের উস্তাদের তাকরীর সে মুখস্থ করে না, কিন্তু শরহে বিকায়া কিতাব খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে, উস্তাদ যা বলেন তা মুখস্থ করেন। এই ক্ষেত্রে আমরা শরহে বেকায়ার উস্তাদের তাকরীর তার থেকে শুনলেও মুখতাসারুল মাআনীর উস্তাদের তাকরীর তার থেকে নেই না। কিছু ছাত্র আছে যে একজন নির্দিষ্ট উস্তাদের দরসের কথা অন্য দরসের তুলনায় খুব মনে রাখতে পারে। কারণ, ঐ উস্তাদের সাথে তার ভক্তি শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত বেশি। ফলে ঐ উস্তাদ কী বলেছেন তা আমরা এই ছাত্র থেকেই বেশি শুনি। কিছু তালিবে ইলম এমন আছে, যারা আগের মাদরাসায় মনোযোগ দিয়ে পড়া লেখা করেছে, কিন্তু এই মাদরাসায় এসে সঙ্গ দোষের কারণে পড়া লেখা ছেড়ে দিয়েছে। এদের থেকে আগের মাদরাসার উস্তাদগণ দরসে কী বলেছেন তা গ্রহণ করলেও এই মাদরাসার উস্তাদগণ দরসে কী বলেন তা গ্রহণ করি না। কখনো এমন হয়, মাদরাসায় বড় কোনো আলেম মেহমান হলেন এবং ফজরের পর মসজিদে সকল ছাত্রের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে মাদরাসার সবচেয়ে মেধাবী ছেলেটি ঐ রাতে অত্যাধিক পড়াশোনার

কারণে ঘুমাতে না পারায় এই বয়ানে ঝিমিয়েছে। ফলে অন্যান্য সময় তার বর্ণনাকে গুরুত্ব দিলেও এই বয়ানের ব্যাপারে সে যা বর্ণনা করবে তাকে আমরা গুরুত্ব দেই না।

আমরা এমনটা করি, কারণ এমনটা করাই স্বাভাবিক নিয়ম ও বিবেকের দাবি। হাদীসের রাবীদের মধ্যেও এমন ছিল। মুহাদ্দিসীনে কেরাম তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেউ ছিল, আহকাম সংক্রান্ত হাদীস ভালো মনে রাখত পারত কিন্তু তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস ভালো মনে রাখতে পারত না। কারো সনদ ভালো মনে থাকত কিন্তু মতন তুলনামূলক কম মনে থাকত। কেউ ছিল এর বিপরীত। আবার অনেকে এক অঞ্চলের শায়খদের হাদীস ভালো মনে রাখতে পারত কিন্তু আরেক অঞ্চলের শায়খদের হাদীস মনে রাখতে পারত না। কারো এক উস্তাদের হাদীস তো খুব মুখস্থ থাকত কিন্তু আরেক উস্তাদের হাদীস ভুলে যেত। শরহে ইলালুত তিরমিযীর মধ্যে ইবনে রজব হাম্বলী রহ. এমন রাবীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পড়ালেখায় অমনোযোগী ছাত্রদের সাথে ভালো ছাত্রদের কিরূপ আচরণ করা উচিত?

একজন বলল, আসিফ নামে এই বছর যে নতুন ছেলেটা ভর্তি হয়েছে তার ব্যাপারেও শুনেছি, সে আগের মাদরাসায় অত্যন্ত ভালো একজন ছাত্র ছিল। কিন্তু আমাদের এখানে সে ভালো কোনো ফলাফল দেখাতে পারল না।

জবাবে আরেকজন বলল, কীভাবে পারবে। যাদের সাথে উঠাবসা করে তারা তো একটাও পড়ালেখার ছাত্র না। সঙ্গদোষ বড় খতরনাক।

রশীদ বলল, ভাই, আমরা আগেপিছে কথা না বলে সরাসরি আসিফ ভাইকে বুঝাই। তার মধ্যে প্রেরণা জাগাই। তাকে উৎসাহ দেই। আসলে অধিকাংশ নতুন ছাত্ররা ভালো পড়াশোনার উদ্দেশ্যেই মাদরাসা পরিবর্তন করে। তাই প্রায় প্রত্যেক নতুন ছাত্রের ব্যাপারে আমরা বলতে পারি, তার মধ্যে পড়ালেখার আগ্রহ আছে। কিন্তু সমস্যাটা হয় এখানে যে, তারা যখন নতুন আসে তখন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সময় লাগে। মন বসাতে বিলম্ব হয়। ফলে শুরুতে পড়ালেখা তেমন একটা ভালো হয় না। এর মধ্যে সে এখানের ভালো ছাত্রদের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত এত এত প্রশংসা শুনে যে, প্রায় নিরাশ হয়ে যায়। ভালো ছাত্ররা নিজেদের নিয়ে পড়ে থাকে। আলাদাভাবে এসে কোনো খবর নেয় না। এদিকে আগের মাদরসার তুলনায় নতুন মাদরাসার উস্তাদদের সাথে সম্পর্ক থাকে না। তাদের কাছে যেতে ভয় পায়। ফলে ধীরে ধীরে উস্তাদদের থেকেও একটা দূরত্ব তৈরি হয়। এর বিপরীতে

জামাতের দুষ্ট ছেলেরা মিশুক হওয়ায় নতুনদের সাথে তাদের তাড়াতাড়ি সম্পর্ক হয়ে যায়। তাদেরকেই নতুন ছাত্ররা তখন আশ্রয় মনে করতে থাকে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে পুরাতন পড়ালেখায় মনোযোগী ছাত্রদের এগিয়ে আসতে হবে। নিজ থেকে তাদেরকে উস্তাদদের সাথে সম্পর্ক করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অভয় দিতে হবে।

একজন বলল, এই কাজে তো সবার আগে আপনারই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আপনিও তো নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকেন।

রশীদ বলল, জ্বী ভাই। আমি আমার ত্রুটি বুঝতে পেরেছি। ইচ্ছা আছে, সামনে থেকে এই বিষয়টা বিশেষভাবে খেয়াল রাখব।

একজন নতুন তালিবে ইলম বলল, রশীদ ভাই এ ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অনেক সচেতন। তিনি না থাকলে আমার অবস্থাও আসিফের মত হতো।

একজন বলল, জামাতের দুষ্ট ছেলেদের নিয়ে কী করা!

রশীদ বলল, তাদের ক্ষেত্রে আমার কর্ম পন্থা হলো, তাদের প্রত্যেককে টার্গেট করে করে একান্তভাবে গিয়ে বুঝানো। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যত কী হবে আর ভালো হয়ে চললে ভবিষ্যত কী হবে তা বলা। ভালো আলেম হলে দুনিয়া আখিরাতে কত সম্মান তা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে দেখানো। বাবা মায়ের আমাদের নিয়ে কত স্বপ্ন তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এভাবে তাকে বার বার বুঝাতে থাকা। ভালো কথার প্রভাব আছেই। দেখা যাবে, এই কাজটা দায়িত্বশীলতার সাথে করা গেলে অধিকাংশ ছেলেই ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি দেখা যায়, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই, তার মন্দ কর্মের প্রভাব অন্যদের উপর পড়ছে তাহলে তাদের বিষয়ে উস্তাদদের অবগতি করা। উস্তাদগণ তাদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

একজন বলল, আমরা মূল আলোচনা থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। আমি পূর্বের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই। তা হলো, একজন ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার অর্থ তো এই নয় যে, তার সকল বিষয় মুখস্থ থাকবে। সেও তো কিছু কথা ভুলে যেতে পারে? যেভাবে শুনেছে ভুলে তা থেকে ভিন্ন বর্ণনা করতে পারে?

রশীদ বলল, হ্যাঁ, ঠিক।

: মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যাওয়া বর্ণনাকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের তো গ্রহণ করার

কথা না। কারণ ভুল তো ভুলই। এই ভুলগুলো তারা কীভাবে নির্ণয় করতেন?

: এই বিষয়ের আলোচনাটা একটু কঠিন। আমার নিজেরও ভালোভাবে জানা নেই। আরো পড়াশোনা করতে হবে। সামনে কখনো বলব ইনশাআল্লাহ।

: ঠিক আছে। কিন্তু এটা বলেন, মুহাদ্দেসীনে কেরাম যে সকল রাবীদেরকে সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলেছেন তাদের কীভাবে জানব?

: ভাই আলোচনা অনেক হয়েছে। আজ না হয় এখানেই থাক।

: আচ্ছা ঠিক আছে। জাযাকাল্লাহ।

* * *

: দেখ, রশীদ ভাই কত এগিয়ে গেছে। আসলে যারা পরিশ্রম করে তারা অগ্রসর হয়ই।

: হুম, তবে আরো কিছু বিষয় থাকলে একেবারে সোনায় সোহাগা হতো।

: কী সেই বিষয়?!

: যুগ সচেতনতা।

: মানে?

: অর্থাৎ তিনি যদি পড়ালেখার পাশাপাশি কম্পিউটার, অনলাইন, দেশের হালচাল, বিশ্ব রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর রাখতেন তাহলে কতই না চমৎকার হতো।

: আমি মনে করি, এই মুহূর্তে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তার অজ্ঞতাই তাকে পড়ালেখায় মনোযোগী রাখতে সাহায্য করেছে। এই সময়ে একজন তালিবে ইলমের সবচেয়ে প্রয়োজন হলো কিতাবের সাথে একান্ত সম্পর্ক তৈরি করা, ইলমের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া, যেটা রশীদ ভাই পেরেছে। যারা এগুলো নিয়ে ঘুরঘুর করে দেখবি, কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। ফরজ ছেড়ে নফল নিয়ে টানাটানি।

: কিন্তু এই বিষয়গুলোও তো জানা দরকার!

: হ্যাঁ, কিন্তু এই বিষয়ের সকল শাখা জানার দরকার নেই। উচিতও নয়। এই বিষয়গুলো সকলের জন্যও জরুরী নয়। এগুলোতে এমন অনেক দিক আছে যা জানলে হয়ত লাভ হবে, কিন্তু না জানলে কোনো ক্ষতিই হবে না। বিপরীতে প্রবল

সম্ভাবনা আছে, এই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিতে গিয়ে ইলমের পথ থেকেই ছিটকে পড়বে। একটু তাকালে আশেপাশে এমন অনেক উদাহরণ পাবি।

তাছাড়া এগুলো তো পরেও জানা যাবে। পরবর্তীতে একটু মনোযোগ দিলেই দেখবি তোর আমার থেকেও রশীদ ভাই অনেক এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তখন তার মত ইলমের সাথে সম্পর্ক করা কঠিন হয়ে পড়বে। হয়ত সম্ভবই হবে না।

: ঠিক বলেছিস রে।

হাদীস প্রমাণিত হওয়ার তৃতীয় শর্ত: اتصال السند বা সূত্র-পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন হওয়া

রশীদ তাকরার করছিল। এর মধ্যে কথা প্রসঙ্গে কাসিম নানুতবী রহ. এর কথা চলে আসল। রশীদ কিছুক্ষণ নানুতবী রহ. এর ইলম ও যুহ্‌দ নিয়ে আলোচনা করল। তখন বাকি সাথীরাও দেওবন্দের অন্যান্য আকাবিরদের ইলম, যুহ্‌দ ও তাকওয়ার বিভিন্ন ঘটনা বলতে লাগল।

আকাবিরে দেওবন্দের ঘটনা রশীদ যত শুনে ততই মুগ্ধ হয়। তার কাছে মনে হতে থাকে, সময়ের পরিক্রমায় এই মোবারক জামাত পিছিয়ে গেলেও তারা মূলত সালাফে সালেহীনেরই প্রতিচ্ছবি ছিলেন। ইলমের গভীরতা, চিন্তার ভারসাম্যতা, আখলাকের সৌন্দর্য, খোদাভীরুতা ও দুনিয়া বিমুখতায় তারা ছিলেন যুগের অনন্য ব্যক্তি। ইলম ও আমলের এমন সুন্দর সম্মিলন শেষ যুগে খুব কম জামাতের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই রশীদ দ্বীনের মেজাজ ও রুচি বুঝার ক্ষেত্রে আকাবিরে দেওবন্দকেই সামনে রাখে।

নকীব বলল, আজ আমি কাসিম নানুতবী রহ. এর চমৎকার একটা কথা পেলাম। রশীদ বলল, কোথায় পেলেন? সে বলল, হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর একটি কিতাবে। রশীদ বলল, বলুন তাহলে।

সকলে মনোযোগ সহকারে শুনল। আরেকজন বলল, আমিও কিছু দিন আগে নানুতবী রহ. এর একটি ঘটনা শুনেছি। রশীদ বলল, কার কাছে শুনেছেন?

: একজন বক্তার কাছে শুনে ছিলাম।

: বক্তা কি কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছিল?

: না।

: তাহলে তো ঘটনাটা আদৌ ঘটেছে কি না- তা তাহীকক করা দরকার।

: ঐ বক্তা সাহেব তো বুযুর্গ মানুষ এবং স্মৃতিশক্তিও বেশ প্রখর!

: ঠিক আছে। কিন্তু ঐ বক্তা তো সরাসরি কাসিম নানুতবী রহ. এর ঘটনাটা ঘটতে দেখেনি। হয়ত কোনো কিতাবে পেয়েছে বা কারো কাছ থেকে শুনেছে। হতে পারে, যে কিতাবে পেয়েছে সেই কিতাবের লেখক নির্ভরযোগ্য না, বা যার কাছে শুনেছে সে নির্ভরযোগ্য নয়।

রশীদের কথা শুনে সে চুপ হয়ে গেল। মজলিসে ফাওযান ছিল। রশীদের সাথে থেকে থেকে সে অনেক উলামায়ে কেরামের জন্মসন ও মৃত্যুসন মুখস্থ করে নিয়েছে। সে বলল, রশীদ ভাই! আপনার মতো ব্যক্তি থেকে দ্বিচারিতা আমি মোটেও আশা করিনি।

রশীদ বলল, দ্বিচারিতার কী দেখলেন ভাই?

সে বলল, মাদানী রহ. এর কিতাবে কাসিম নানুতবীর কথা পাওয়ায় আপনি চুপ হয়ে গেলেন! অথচ মাদানী রহ. কাসিম নানুতবী রহ. থেকে কিছুই শোনেননি। কারণ কাসিম নানুতবী রহ. মৃত্যু বরণ করেছেন ১২৯৭ হিজরীতে। আর মাদানী রহ. জন্ম গ্রহণ করেছেন ১২৯৬ হিজরীতে। অর্থাৎ কাসিম নানুতবী রহ. এর মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র এক বছর। তাই বক্তার বর্ণনার মতো এখানেও একথা বলার সুযোগ আছে, মাদানী রহ. যার থেকে কথাটা শুনেছেন, সে হয়ত নির্ভরযোগ্য না!

রশীদ একটু মুচকি হাসি দিয়ে বলল, আজ দেখা যাচ্ছে আপনাদের সাথে সহীহ হাদীসের তৃতীয় শর্ত নিয়ে কথা বলতে হবে।

সবাই বলে উঠল, জ্বী ভাই বলুন। আমরা সকলে শুনতে আগ্রহী।

রশীদ বলা শুরু করল:

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তেষট্টি বছরের জীবনে কত কথা বলেছেন। কত কিছু করেছেন। তার সাথে কত কিছু হয়েছে। এগুলোকে পরিভাষায় হাদীস বলে। এগুলোর একটিও কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। সরাসরি নিজ কানে শুনিনি। সাহাবায়ে কেরাম দেখেছেন ও শুনেছেন। তারপর তাবেয়ীদের তার সংবাদ দিয়েছেন। তাবেয়ীগণ তাদের ছাত্রদের সংবাদ দিয়েছেন। তারা সংবাদ দিয়েছেন তাদের ছাত্রদের। এভাবে হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ রহ., মুজাহিদ রহ., মুসা বিন

উকবা রহ., আবু হানিফা রহ., ইবনে ইসহাক রহ., ইবনে জুরাইজ রহ., সুফিয়ান সাওরী রহ., মালেক রহ., মা'মার বিন রাশেদ রহ., আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ., ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ রহ., আব্দুর রাযযাক রহ., আহমদ বিন হাম্বল রহ., ইবনে আবী শাইবা রহ., বুখারী রহ., মুসলিম রহ. সহ হাদীসের অন্যান্য সংকলকগণের কাছে পর্যায়ক্রমে এসেছে। তারা সেই হাদীসগুলোকে তাদের পর্যন্ত পৌঁছার সূত্র অর্থাৎ সংবাদ দাতাদের নামসহ লিপিবদ্ধ করে কিতাব লিখে গিয়েছেন। কিতাবের লেখকগণ থেকে নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছার সূত্রকে সনদ বলে।

সনদের মধ্যে যে কয়জন বর্ণনাকারী থাকবে তাদের প্রত্যেকে সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী কি না এটা যেমন যাচাই করতে হবে, ঠিক লেখক তার উপরেরজন থেকে, তার উপরেরজন তার উপরেরজন থেকে, এভাবে সনদের প্রত্যেক নিচের ব্যক্তি উপরের ব্যক্তি থেকে হাদীসটি শুনেছে কি না তা-ও যাচাই করতে হবে। কারণ, নিচের জন উপরের জন থেকে না শুনে থাকলে মাঝখানে অবশ্যই আরেকজন থাকবে। নিচের ও উপরেরজন নির্ভরযোগ্য হলেও মাঝখানের উহ্য ব্যক্তিটি নির্ভরযোগ্য কি না তা উল্লেখ না থাকায় জানা যাচ্ছে না। ফলে সম্ভবনা থেকে যাচ্ছে, সনদের একজন বর্ণনাকারী অনির্ভরযোগ্য।

তাই এভাবে লেখক থেকে নিয়ে সাহাবী পর্যন্ত যাচাই করতে হবে। কিন্তু সাহাবীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন কি না তা যাচাই করার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা তো নবীজীর কথা নবীজী থেকেই শুনবেন বা অন্য এমন কোনো সাহাবী থেকেই শুনবেন যে সরাসরি নবীজী থেকে শুনেছেন। সাহাবীরা সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী কি না এটাও যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত।

একজন বলল, বুঝলাম। এখন এটা বলুন, নিচেরজন উপরেরজন থেকে শুনেছে কি না এটা কীভাবে জানা যাবে?

সনদ মুত্তাসিল কি না তা কীভাবে জানা যাবে?

রশীদ বলল, কয়েকভাবে জানা যাবে,

১. নিচেরজন উপরেরজন থেকে রেওয়ায়াত করার সময় বলেছে سمعت، سمعنا، حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، أنبأني، أنبأنا، قال لي، قال لنا، ذكر لي، ذكر لنا ইত্যাদি এমন কোনো

বাক্য বলেছে যা থেকে বোঝা যায়, সে তার উপরেরজন থেকে সরাসরি শুনেছে।

২. এ জাতীয় কোনো শব্দ বলেনি। আবার 'শুনে নি' এমন কোনো শব্দ যেমন حدثت عنه، أخبرت، عنه، نبئت عنه، بلغني عنه ইত্যাদি বলেনি। বরং এমন শব্দ বলেছে যা সরাসরি শুনেছে এমনটাও বুঝায় না, আবার শুনেনি এমনটাও বুঝায় না। অর্থাৎ عن، قال، روى ইত্যাদি বলেছে।

দ্বিতীয় সূরতটিকে পরিভাষায় الحديث المعنعن বলা হয়। معنعن এর ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস একত্রে পাওয়া গেলে ধরা হবে, নিচের ব্যক্তি উপরের ব্যক্তি থেকে শুনেছে।

ক. অন্য কোনো সনদ বা ঘটনা দ্বারা জানা গেছে, নিচেরজন উপরেরজনের সাক্ষাৎ লাভ করেছে।

খ. নির্দিষ্ট এই হাদীসটি শুনেনি, এমন কোনো দলিল জানা নেই।

গ. নিচেরজনের মাঝে উস্তাদগণ থেকে যা শুনেনি, তা রেওয়ায়াত করার অভ্যাস নেই।

এই তিন শর্ত পাওয়া গেলে معنعن হাদীস অর্থাৎ নিচের ব্যক্তি উপরের ব্যক্তি থেকে عن، قال، روى ইত্যাদি শব্দ দিয়ে রেওয়ায়াত করলেও ধরে নেওয়া হবে, নিচেরজন উপরজন থেকে এই রেওয়ায়াত শুনেছে।

৩. এই معنعن হাদীসের আরেকটি সূরত আছে। তা হলো,

ক. নিচেরজন তার উপরের রাবীর সাক্ষাত লাভ করেছে এটা জানা যায় না।

খ. আবার সাক্ষাৎ লাভ করেনি এটাও জানা যায় না।

গ. কিন্তু একে অপরের সমসাময়িক এবং সাক্ষাৎ করার পর নিচেরজনের উপরেরজন থেকে হাদীস শোনারও সম্ভাবনা আছে।

ঘ. নির্দিষ্ট এই হাদীসটি শুনেনি এমন কোনো দলিল নেই।

ঙ. নিচেরজনের মধ্যে সমসাময়িক থেকে যা শুনেনি, তা রেওয়ায়াত করার অভ্যাস নেই।

এই সূরতটি নিয়ে বড়সড় মতভিন্নতা আছে। উলূমুল হাদীসের অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয় এটি। অধিকাংশ ইমামের মত হলো, এক্ষেত্রে নিচেরজন উপরেরজন

থেকে এই রেওয়ায়াত শুনেছে বলেই ধরে নেওয়া হবে।

তো এই তিনভাবে নিচেরজন তার উপরের রাবী থেকে শোনার বিষয়টি জানা যাবে। এইভাবে যখন প্রত্যেক নিচের রাবীর ব্যাপারে প্রমাণ হবে সে তার উপরের রাবী থেকে শুনেছে তখন সেই সনদকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় বলা হয় متصل । সনদ মুত্তাসিল হওয়া হাদীস প্রমাণিত হওয়ার তৃতীয় শর্ত।

সনদের বিচ্ছিন্নতা যেভাবে জানা যায়

রশীদ কথাগুলো বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, তারা তার কথাগুলো বুঝেছে কি না। এরপর বলল, একটু কঠিন লাগছে। ইনশাআল্লাহ সহজ হয়ে যাবে। আমি এখন সনদ মুত্তাসিল না হওয়ার বিভিন্ন সূরত বলব। এর মাধ্যমে মুত্তাসিল সনদের সূরতগুলো আরো স্পষ্ট হবে। الأشياء تتبين بأضدادها।

সনদ মুত্তাসিল না হওয়ার সূরত :

১. নিচেরজন তার উপরের রাবীর মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করেছে।

২ নিচেরজন তার উপরের রাবীর জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের সাক্ষাৎ না হওয়ার বিষয়টি দুজনের কোনো একজন সুস্পষ্ট বলেছেন। অথবা তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে।

৩. সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু কোনো হাদীস শোনা হয়নি।

৪. হাদীস শোনা হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট এই হাদীসটি শোনা হয়নি। যেমন নিচেরজন স্পষ্টই বলেছে, সে হাদীসটি শোনেনি। অথবা রেওয়ায়াত করার সময় نبئت، حدثت عنه بلغني، أخبرت، ইত্যাদি শব্দ বলেছে। অথবা روى، قال، عن، দিয়ে রেওয়ায়াত করেছে এবং অন্য কোনো সনদ থেকে জানা গেছে তাদের মাঝখানে আরেকজন আছে।

৫. হাদীস শোনা হয়েছে। নির্দিষ্ট এই হাদীসটি শোনেনি এমন কোনো দলিলও নেই। কিন্তু রেওয়ায়াত করেছে روى، قال، عن، ইত্যাদি বলে এবং নিচেরজনের মাঝে উস্তাদগণ থেকে যা শুনেনি তা উস্তাদ থেকে রেওয়ায়াত করার অভ্যাস আছে। তাই এখানেও সম্ভাবনা থাকে যে, সে তাই রেওয়ায়াত করেছে যা শুনেনি।

এগুলো হলো সনদ মুত্তাসিল না হওয়ার সূরত।

মرسل، منقطع، معضل، معلق، مدلس

এই প্রত্যেকটা সূরতকে সহজে ও সংক্ষেপে বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন এই সবগুলো সূরতকে منقطع বা مرسل বলে। তবে مرسل শব্দটি বেশি ব্যবহার হয় কোনো তাবেয়ী যদি সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো রেওয়ায়াত করে।

সনদে লাগাতার দুই বা একাধিক ব্যক্তি অনুল্লেখ থাকলে معضل বলে। তাই তাবে' তাবেয়ী বা তাদের পরবর্তী কোনো রাবী সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়াত করলে তাকে معضل বলে।

লেখক যদি একেবারেই সনদ উল্লেখ না করে অথবা তার থেকে নিয়ে সনদের শুরুর কোনো অংশ উল্লেখ না করে তাহলে তাকে معلق বলে।

চার নাম্বারের শেষের সূরত (عن، قال، روى দিয়ে রেওয়ায়াত করেছে এবং অন্য কোনো সনদ থেকে জানা গেছে তাদের মাঝখানে আরেকজন আছে) ও পাঁচ নাম্বারকে পরিভাষায় مدلَّس বলে, যদি নিচের রাবী তার উপরের রাবী থেকে শুনেছে এমন ভাব প্রকাশ করে। আর যে রাবীর ব্যাপারে জানা যায়, তার মাঝে উস্তাদগণ থেকে যা শুনেনি তা শোনার ভাব প্রকাশ করে রেওয়ায়াত করার অভ্যাস আছে তাকে مدلِّس বলে।

ফাওযান এই জায়গায় নাকীবকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, এবার বুঝলেন! আপনি নাযেম সাহেব থেকে যা বর্ণনা করেন তা আমি গ্রহণ করতে কেন ইতস্তত করি? আপনি তো ভাবেন আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। আসলে সমস্যা আপনি না। সমস্যা হলো, আপনি হুজুর থেকে অনেক কথা সরাসরি না শুনে আরেকজনের মধ্যস্থতায় শুনে বর্ণনা করে দেন। কিন্তু আপনার ও নাযেম সাহেবের মাঝখানে যে আছে তার নাম নেন না। ভাবখানা এমন যেন আপনি নিজেই নাযেম সাহেব থেকে শুনেছেন।

নাকীব বলল, আপনি তো আমাকে মুদাল্লিস বানিয়ে দিলেন!

সবাই হেসে উঠল। সালমান বলল, এমন তো ফাওযান ভাইও কয়েকদিন আগে করেছে। তাহলে সেও মুদাল্লিস!

ফাওযানের মুখটা ছোট হয়ে গেল। তখন নাকীব সালমানকে লক্ষ্য করে বলল, না ভাই, বিষয়টা এমন না। রশীদ ভাইয়ের কথা খেয়াল করলে এমনটা আপনি

বলতেন না। রশীদ ভাই 'ভাব প্রকাশ' ও 'অভ্যাস' এই দুটি শব্দ বলেছে। এর মানে হলো, 'যার থেকে শুনেছে তার থেকে এমন হাদীস রেওয়ায়াত করা যা সে সরাসরি শুনে নি' শুধু এতটুকুকে তাদলীস বলে না। তাদলীস বলে তখন, যখন এমনটা করবে আর ভাব খানা এমন প্রকাশ করবে যে, সে সরাসরি শুনেছে। দ্বিতীয় কথা হলো, এমন একবার দুবার করলে তাকে মুদাল্লিস বলে না। মুদাল্লিস তখন বলে, যখন সে অনেক পরিমাণে এমনটা করে যে, এটা তার অভ্যাসের মত হয়ে যায়।

রশীদ বলল, মাশাআল্লাহ, বিষয়টা এমনই।

ফাওযান মনে মনে নাকীবের কৃতজ্ঞতা আদায় করল আর ভাবল নাকীবকে সবার সামনে এমনটা বলা ঠিক হয়নি। নাকীবও মনে মনে ফাওযানের কৃতজ্ঞতা আদায় করল, সে তার ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে। সামনে থেকে এভাবে আর কারো কথা বর্ণনা করবে না।

একজন বলল, তাহলে খোলাসা কথা হলো, মুত্তাসিল না হলে হাদীস প্রমাণিত হবে না।

রশীদ বলল, এখানে আরেকটু কথা আছে। তা হলো, মুত্তাসিল নয় এমন রেওয়ায়াতের স্বাভাবিক হুকুম হলো তা অপ্রমাণিত। হ্যাঁ, যদি দুইজনের মাঝখানের অনুল্লেখ রাবীর ব্যাপারে জানা যায় যে, সে সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী তাহলে প্রমাণিত বলে গণ্য করা হবে।

: কেন? সনদ তো মুত্তাসিল না!

: কারণ এখানে ذكر اتصال না হলেও حقيقة اتصال আছে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে সনদটা মুত্তাসিল মনে না হলেও বাস্তবে সনদটা মুত্তাসিল।

আরেকজন বলল, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাঝখানের অনুল্লেখ রাবীর ব্যাপারে কীভাবে জানা যাবে, সে সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল? তার নাম তো উল্লেখ নেই!

রশীদ বলল, এটা জানার তরীকা হলো,

১. অন্য কোনো সনদ দ্বারা জানা গেল, মাঝখানে কোন ব্যক্তিটি আছে। আর যে আছে তার ব্যাপারে জানা গেল, সে সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

২. নিচেরজনের ব্যাপারে জানা গেল, সে অনেক সতর্কবান। কোনো মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি থেকে সে রেওয়ায়াত করে না। ফলে এই ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকা যায়, সে মাঝখানে যাকে উল্লেখ করেনি সে মিথ্যাবাদী নয় এবং দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারীও নয়।

রশীদ একটানা কথাগুলো বলে শেষ করল। সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনল। অধিকাংশের চোখ মুখ দেখে বুঝে আসছে, রশীদের কিছু কথা তারা বুঝেনি বা তাতে প্রশান্তি অর্জন হয়নি। তবে কয়েকজন খুব ভালোভাবে বুঝেছে এবং মজাও পেয়েছে, যা তাদের হাস্যোজ্জল চেহারা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কয়জন বুঝতে পেরেছে এতেই রশীদের ভালো লেগেছে এবং বাকিদের না বোঝাটা সে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। শুধু শোনে কি আর সব বোঝা যায়। মূল তো হলো পড়া। পড়তে হবে অনেক। শোনা, মুযাকারা করা অনেক জরুরী হলেও তা শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

এবার জন্ম ও মৃত্যুসন জানা রশীদের সাথীটি বলে উঠল, আচ্ছা এখন বুঝতে পেরেছি আপনি কেন নানুতবী রহ. এর কথা মাদানী রহ. থেকে গ্রহণ করলেন, আর ঐ বক্তা থেকে কেন নানুতবী রহ. এর ঘটনা গ্রহণ করলেন না। কারণ, মাদানী রহ. অবশ্যই এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি অনির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়াত করতেন না। তাই তার মাঝে ও নানুতবী রহ. এর মাঝে কে আছে তা জানা না গেলেও নিশ্চিন্ত থাকা যায়, সেই অনুল্লেখ ব্যক্তি আর যাই হোক, মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতির অধিকারী হবে না। কিন্তু এমন সতর্কতা ঐ বক্তার ব্যাপারে জানা যায়নি। তাই তার মাঝে ও নানুতবী রহ. এর মাঝে যে সকল ব্যক্তি আছে তাদের মিথ্যুক বা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

রশীদ তার কথা শুনে একটা মুচকি হাসি দিলো।

একজন বলে উঠল, তাহলে দেখা যাচ্ছে, জন্মসন মৃত্যুসন জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রশীদ বলল, অবশ্যই। নাযেম সাহেব তো শুরুতেই আমাকে বলেছেন, পড়ার সময় যে ইমামদের নাম আসবে তাদের জন্মসন ও মৃত্যুসন মুখস্থ করে নিবে। তাই আমি শুরু থেকেই মুখস্থ করার প্রতি গুরুত্ব দেই। কিন্তু যা মুখস্থ করতাম তা কিছুদিন পরেই ভুলে যেতাম। তাই এখন প্রত্যেক শতাব্দির জন্য একটা পেড নির্ধারণ করেছি। একটাতে ১০০ হিজরীর আগ পর্যন্ত

যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের নাম লিখে রাখি। আরকেটাতে ১০১ থেকে ২০০ হিজরী মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের নাম নোট করি। আরেকটাতে ২০১ থেকে ৩০০ হিজরীর মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের নাম নোট করি। এভাবে প্রত্যেক শতাব্দির জন্য আলাদা আলাদা পেড রেখেছি। প্রত্যেকের নামের সাথে তাদের জন্ম ও মৃত্যুসন লিখে রাখি। কয়েকদিন পরপর নোটগুলোতে নজর বুলাই। এতে করে অনেকের জন্ম ও মৃত্যুসন, বিশেষকরে মৃত্যুসন মুখস্থ হয়ে গেছে আলহামদুল্লিাহ। নতুন কোনো নাম আসলে তা নোট করার পাশাপাশি এভাবে মুখস্থ রাখার চেষ্টা করি যে, তার আশপাশে কে কে ইন্তেকাল করেছেন তা স্মরণ করি এবং মনে রাখি, তারা তারা কাছাকাছি সময়ের। অথবা প্রত্যেক শতাব্দির ঐ সনটিতে কারা কারা ইন্তেকাল করেছেন তা স্মরণ করি। এতে মুখস্থ রাখতে সহজ হয়। পড়ার সময় যখনই কোনো পরিচিত নাম আসে তার মৃত্যুসন স্মরণ করার চেষ্টা করি। মনে না আসলে পেড দেখে তার মৃত্যুসনটা বের করি। এভাবে মুখস্থ তাজা থাকে।

রশীদ কথা বলে থামলে সকলে এক বাক্যে বলে উঠল, জাযাকুমুল্লাহু খয়রান ফিদ দারইন।

তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়াত
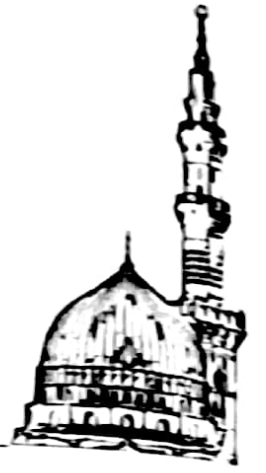
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير কিতাবটি পড়ার পর রশীদের মনে ইচ্ছা জাগলো নায়েম সাহেব থেকে এই ব্যাপারে কিছু শুনার। হুজুরের বড় একটা বৈশিষ্ট হলো, তিনি ইলমী আলোচনা সুসংক্ষেপে গুছিয়ে উপস্থিত ব্যক্তির উপযোগী করে বলতে পারেন। সাথে যেই বিষয়গুলো সাধারণত জটিল হয় সেগুলো এমনভাবে বলেন যে, আর জটিলই মনে হয় না।

বিকেলের মজলিসের পর রশীদ বলল, কিছু কথা আছে। একটু সময় লাগবে। নায়েম সাহেব বললেন, এশার পর দেখা কর।

নায়েম সাহেব এশার পর লাগাতার কয়েক ঘন্টা মুতালাআ করেন। তাই এশার পর কারো সাথে দেখা করেন না। শুধু তাদেরকেই সময় দেন যাদের প্রতি হুজুরের আস্থা আছে এবং যাদের নিয়ে হুজুর স্বপ্ন দেখেন। রশীদও মনে প্রাণে চেষ্টা করে এই আস্থা বজায় রাখার এবং হুজুরের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার।

: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

: ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ভেতরে এসো।

: এশার পর আসতে বলেছিলেন।

: হ্যাঁ। কেমন চলছে লেখাপড়া?

: আলহামদুল্লিাহ। কিন্তু যা পড়ি তার প্রায় সব ভুলে যাই। তাই হতাশ লাগে।

: এটা খুব স্বাভাবিক। সব মনে রাখার জন্য মুতালাআ করা হয় না। কিন্তু একটা কথা বল, তথ্য ভুলে গেলেও একটা কিতাব পড়ার আগে তোমার যে অবস্থা ছিলো কিতাবটা পড়ার পর কি একই অবস্থা থাকে? তোমার ইলমী যোগ্যতা কি বৃদ্ধি পায় না?

: জ্বী অবশ্যই।

: এটাই যথেষ্ট। তোমাকে এর আগে একটি কিতাব যেভাবে পড়তে বলেছি সেভাবে পড়তে থাকলেই উন্নতি হতে থাকবে। এবার বল, কী বলতে চেয়েছিলে?

: ফিকহের রেওয়ায়াত সংক্রান্ত কিছু কথা একসময় হুজুর বলেছিলেন। এতে অনেক ফায়দা হয়েছে। হুজুর তখন বলেছিলেন, তাফসীরের রেওয়ায়াত সংক্রান্ত কিছু কথা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার পর বলবেন। মাত্রই الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير কিতাবটি পড়া হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে, এখনই এই আলোচনা শুনা সবচেয়ে মুনাসিব।

: ঠিক আছে, মনে রাখতে পারবে?

: জ্বী ইনশাআল্লাহ। হুজুর যা বলবেন তা আমি পরে গিয়ে নোট করব এবং হুজুর থেকে সুযোগ করে সংশোধন করে নেব।

তাফসীরের কিতাবে উল্লেখিত রেওয়ায়াত সমূহের প্রকার ও তার হুকুম

: তাফসীরের কিতাবে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তা কয়েক ধরণের:

১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত কোনো কথা বা কাজ। এক্ষেত্রে তাহকীক করতে হবে রেওয়ায়াতটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কিনা। যদি জাল বা মুনকার পর্যায়ের হয় তাহলে তা কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না।

২. কোনো সাহাবীর বক্তব্য। এক্ষেত্রে প্রথমে করণীয় হলো সাহাবী থেকে প্রমাণিত কি না তা যাচাই করা। যদি প্রমাণিত হয় তাহলে দেখতে হবে, বক্তব্যটা غير مدرك بالقياس কি না। অর্থাৎ বিষয়টা কি এমন, সাহাবী শরিয়তের অন্যান্য দলিল বা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর আরবী শব্দ বাক্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে নিজ থেকে এমনটা বলতে পারেন, নাকি বিষয়টা এমন, সাহাবী নিজ থেকে তা বলতে পারেন না। কারো থেকে শুনেই বলেছেন। যেমন ভবিষ্যত বা অতীতের কোন সংবাদ, বা জ্ঞানের উর্ধ্বের কোন বিষয়। যদি নিজ থেকে বলার মতো হয়, তাহলে সাহাবাদের বক্তব্যের যে মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এই বক্তব্যও সেই মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

আর যদি বিষয়টা এমন হয়, সাহাবী তা নিজ থেকে বলতে পারার মতো না- তাহলে এখানে দুইটা সম্ভাবনা থাকে:

ক. সাহাবী বিষয়টি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বলেছেন।

খ. সাহাবী বিষয়টি পূর্ববর্তী কোনো কিতাব বা আহলে কিতাব থেকে নিয়েছেন।

প্রথম সম্ভাবনা তখনই আমলে নেওয়া হবে, যখন এই বিষয়টা অন্য সূত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও প্রমাণিত হবে। অথবা বিষয়টা আকিদা বা আহকাম সংক্রান্ত হবে। কারণ, কোনো সাহাবী পূর্ববর্তী কিতাব বা আহলে কিতাব থেকে আকিদা বা আহকাম গ্রহণ করবেন এটা ভাবাই যায় না। এই ধরনের موقوف (সাহাবা বক্তব্য) কে مرفوع حكمي বলে। এমন সাহাবার বক্তব্য নবীজী থেকে প্রমাণিত বক্তব্যের যে হুকুম সেই হুকুমের মর্যাদা পাবে।

বাকি ক্ষেত্র- যেমন সৃষ্টির সূচনালগ্নের কোনো ঘটনা, পূর্ববর্তী নবী ও বিভিন্ন জাতির ঘটনা, কেয়ামতের আগে প্রকাশ পাবে এমন কোনো ঘটনা, কবর কেয়ামত জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত কোনো কথা - এগুলো উভয় সম্ভাবনাই রাখে। হয়ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বলেছেন, অথবা পূর্ববর্তী কোনো কিতাব বা আহলে কিতাব থেকে গ্রহণ করেছেন। এখানে দুটি সম্ভাবনাই যেহেতু সমান, তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে আমলে নেওয়া হবে না। কারণ, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নবীজি থেকে কোনো কথা প্রমাণ না হলে তা নবীজির কথা বলে ধর্তব্য হয় না।

ফলে এটা আহলে কিতাব থেকে গ্রহণ করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর আহলে কিতাবের বর্ণনার হুকুম হলো, তার মধ্যে যেগুলো কুরআন হাদীসের অনুযায়ী হয় সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে। যেগুলো কুরআন হাদীসের বিপরীত হয়, বা বিবেক বিরুদ্ধ হয়, অথবা দুনিয়ার স্বাভাবিক নেযামের বিপরীত হয় সেগুলো পরিত্যাজ্য হবে। যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন হাদীসে কোনো কিছুই থাকে না, সাথে বিবেক ও দুনিয়ার স্বাভাবিক নেযাম বিরুদ্ধও হয় না সেগুলোর ব্যাপারে চুপ থাকতে হবে। সত্যায়নও করব না। মিথ্যা প্রতিপন্নও করব না। এই হুকুমের হেতু হলো, পূর্ববর্তী কোনো আসমানী কিতাবই আপন অবস্থায় বহাল থাকেনি। তাতে অনেক বিকৃতি ও জালিয়াতি ঘটেছে। পূর্ববর্তীদের মৌখিক বর্ণনারও একই অবস্থা। তারা মৌখিক বর্ণনা মনে রাখার জন্য আলাদা কোনা ব্যবস্থা নিয়েছিলো এমনটা পাওয়া যায় না।

৩. তাবেয়ী, তাবে' তাবেয়ী বা তাদের পরের কারো বক্তব্য। এক্ষেত্রেও প্রথম করণীয় হলো যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে তার থেকে প্রমাণিত কি না, তা আগে

যাচাই করতে হবে। তারপর সাহাবীর বক্তব্যে যা যা করা হয়েছে এখানেও তাই করা হবে। তবে এখানে مرفوع حكمي হওয়ার সূরতে مرسل বা معضل হাদীসের যে হুকুম সেই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

৪. পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে আছে, বা আহলে কিতাবরা বলে, বা روي، قيل، حكي ইত্যাদি শব্দ বলে কোনো ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে করণীয় হলো, এর মধ্যে যেগুলো কুরআন হাদীসের অনুযায়ী হয় সেগুলো গ্রহণ করা। যেগুলো কুরআন হাদীসের বিপরীত হয়, বা বিবেক বিরুদ্ধ হয়, অথবা দুনিয়ার স্বাভাবিক নেযামের বিপরীত হয়, সেগুলো পরিত্যাগ করা। যেগুলোর ব্যাপারে কুরআনে হাদীসে কোনো কিছুই থাকে না, সাথে বিবেক ও দুনিয়ার স্বাভাবিক নেযাম বিরুদ্ধও হয় না সেগুলোকে সত্যায়নও না করা। মিথ্যা প্রতিপন্নও না করা।

ইসরায়েলী বর্ণনার বিভিন্ন রূপ ও তার হুকুম

এর মধ্যে চার নাম্বারটাকে إسرائيليات বলে। তিন ও দুই অর্থাৎ সাহাবী তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তীদের যে বক্তব্যগুলো غير مدرك بالقياس এবং আকায়েদ ও আহকাম সংক্রান্ত না এগুলোকেও হুকুমের দিক থেকে মিল থাকায় إسرائيليات বলে। তাফসীরের কিতাবে উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনা ও রেওয়ায়াত নিয়ে মৌলিক আলোচনা মোটামুটিভাবে এতটুকুই। আশাকরি বুঝতে পেরেছো?

: জ্বী আলহামদুলিল্লাহ।

: এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। إسرائيليات এর যে অংশটাকে সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না- এই অংশটা বর্ণনা করার অনুমতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তাই সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে' তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তী অনেকেই এই অংশটা বর্ণনা করেছেন। তাই আমাদেরও বর্ণনা করার সুযোগ আছে। কিন্তু এই অনুমতির অর্থ হলো বিষয়টা মুবাহ। আর মুবাহের ক্ষেত্রে নীতি হলো, তাকে মুবাহের পর্যায়েই রাখা। মুস্তাহাব ওয়াজিব পর্যায়ে নিয়ে না যাওয়া। আরেকটা নীতি হলো, এই মুবাহ আমল করতে গিয়ে কোনো শরীয়ত-নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা না থাকতে হবে। সাথে সাথে খেয়াল রাখতে হবে, বর্ণনার ধরণ যেন এমন না হয়, যার দ্বারা বিষয়টা হাদীসের মত ওহী ও সত্য মনে হতে থাকে।

কিন্তু আমরা অনেকে إسرائيليات বর্ণনা করার মুবাহকে মুবাহ পর্যায়ে রাখি না। এমনভাবে রেওয়ায়াত করি, যেন কুরআনে তা সুস্পষ্ট বলা হয়েছে। অথবা এটা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীস। অথবা তা বর্ণনা করা মুস্তাহাব বা ওয়াজিব পর্যায়ের। কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট কথা রেখে إسرائيليات বর্ণনায় বেশি গুরুত্ব দিই। তাই উপকার কম হয়।

এটাতো হলো, যদি আমরা إسرائيليات এর শুধু ঐ অংশটা বর্ণনা করি যাকে সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না। কিন্তু আমরা তো অনেক ক্ষেত্রে এমন কিছু إسرائيليات ও বর্ণনা করে ফেলি, যেগুলো কুরআন হাদীসের বিপরীত, অথবা বিবেক বিরুদ্ধ, বা দুনিয়ার স্বাভাবিক নেযামের বিপরীত। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

: আমীন। হুজুরের আলোচনায় মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে।

: বলে ফেলো।

সালাফদের ইসরায়েলী বর্ণনার কারণ ও ধরণ

: আমরা যদি ঐ إسرائيليات বর্ণনা করি, যা সাহাবা তাবেয়ীগণ বর্ণনা করেছেন তাহলে তো এই সম্ভাবনা আর থাকে না যে, আমরা ইসরাঈলিয়্যাতের ঐ অংশটা রেওয়ায়াত করে বসব যা কুরআন হাদীসের বিপরীত, অথবা বিবেক বিরুদ্ধ, বা দুনিয়ার স্বাভাবিক নেযামের বিপরীত। কারণ তারা তো এমন ইসরাঈলিয়্যাত বর্ণনা করবেন না।

: স্বাভাবিকভাবে বললে হ্যাঁ বলতে হবে। কিন্তু সাহাবা তাবেয়ীগণও এমন কিছু إسرائيليات বর্ণনা করেছেন যেগুলো কুরআন হাদীসের বিপরীত, অথবা বিবেক বিরুদ্ধ, বা দুনিয়ার স্বাভাবিক নেযামের বিপরীত।

: তাই?!

: হ্যাঁ, তবে তারা এমন বর্ণনা করেছেন খণ্ডন করার জন্য বা এগুলো থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্য।

: তাহলে তো বর্ণনার সাথে এমন কোনো কথা থাকবে যা থেকে বোঝা যাবে, তারা এই إسرائيليات সন্তুষ্ট চিত্তে বর্ণনা করেননি। খণ্ডন ও সতর্ক করার জন্যই বর্ণনা করছেন।

: হ্যাঁ। তবে অনেক সময় এমন হয়েছে, সাহাবী বা তাবেয়ী বর্ণনা করে সতর্ক করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কোনো বর্ণনাকারী সতর্কীকরণের অংশটা বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছে। ফলে মনে হতে থাকে, সাহাবী বা তাবেয়ী সন্তুষ্টচিত্তে এই ইসরাঈলী

রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়াতের যাচাই কাজে সহযোগী কিছু কিতাব

: তাফসীরের কিতাবে উল্লেখিত রেওয়ায়াত ও কিসসা কাহিনীর তাহকীক করে কোনো কিতাব রচিত হয়েছে?

: এ ব্যাপারে বড়সড় ও ব্যাপকভাবে কোনো কাজ হয়নি। তবে পূর্ববর্তী অনেক তাফসীরে ও কিতাবে এবং বর্তমান লেখা কিছু কিতাবে অনেক রেওয়ায়াত ও কিসাসা কাহিনীর তাহকীক করা হয়েছে।

: এমন কিছু কিতাবের নাম?

: যেমন,

- المحرر الوجيز المعروف بتفسير ابن عطية(٥٤١)
- التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي(٦٠٦)
- البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي(٧٤٥)
- التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي(٧٤٠)
- تفسير ابن كثير(٧٧٤)
- نواهد الأبكار وشوارد الأفكار المعروف بحاشية السيوطي(٩١١) على البيضاوي
- روح المعاني للعلامة الآلوسي(١٢٧٠)
- تفسير المنار للعلامة رشيد رضا(١٣٥٤)
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي(١٣٩٣)
- الإسعاف بتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي(٧٦٢)
- الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف للإمام ابن حجر(٨٥٢)
- الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي للإمام المناوي(١٠٣١)
- العجاب في بيان الأسباب للإمام ابن حجر(٨٥٢)
- لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي(٩١١)

- المحرر في أسباب النزول لخالد بن سليمان المزيني
- الاستيعاب في بيان الأسباب لسليم بن عبد الهلالي ومحمد بن موسى آل نضر
- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير للشيخ محمد بن محمد أبي شهبة(١٤٠٣)
- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير لرمزي نعناعة
- الإسرائيليات في التفسير والحديث للشيخ محمد حسين الذهبي(١٣٩٨)
- موسوعة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأحمد محمد عيسى
- الإسرائيليات في تفسير الطبري: الرواة والمقاصد والموضوعات لنايف الزهراني

: আমি কি এখান থেকে কোনো কিতাব পড়ব?

: তোমাকে আগে তাফসীরে ইবনে কাসীর পড়তে বলেছিলাম। ঐটা চালিয়ে যাও। সাথে এই কিতাবগুলোও পড়:

- الإسعاف بتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي
- الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف للإمام ابن حجر
- الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي للإمام المناوي
- العجاب في بيان الأسباب للإمام ابن حجر
- لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي
- المحرر في أسباب النزول لخالد بن سليمان المزيني
- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير للشيخ محمد بن محمد أبي شهبة
- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير لرمزي نعنانعة

উহ্, একটা গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের কথা বলতে ভুলে গেছি। জালালাইনে উল্লেখিত সকল রেওয়ায়াত ভিত্তিক কথা, চাই তা রেওয়ায়াতের শব্দে আসুক বা না আসুক এবং হিন্দুস্থানী নোসখার সাথে যুক্ত হাশিয়ায় উল্লেখিত জাল, ভিত্তিহীন, মুনকার ও ইসরায়েলী রেওয়ায়াত ভিত্তিক অধিকাংশ কথার বিস্তারিত তাখরীজ ও তাহকীক করে দুই হাজার পৃষ্ঠার একটি কিতাব রচনা করেছেন মাওলানা আবু রাফআন সিরাজ সাহেব। তিনি মারকাযুদ দা'ওয়াহতে তিন বছর নিয়মতান্ত্রিক হাদীস বিভাগে পড়ে অতিরিক্ত আরো দুই বছর ছিলেন। তখন মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের তত্ত্বাবধানে থেকে এই কাজটি করেছেন। শুনেছি আব্দুল মালেক সাহেব এখন কিতাবটির নজরে সানী করছেন। আল্লাহ তাআলা দ্রুত কিতাবটি ছাপার ব্যবস্থা করে দিন। এর মাধ্যমে ইলমী জগতে বড় একটা শূন্যতা পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।

: জাল ভিত্তিহীন হাদীস নিয়ে শুধু এসব হাদীস নয় ১. ২ পড়েছি। তা-ও অনেক আগে। এছাড়া এখন পর্যন্ত আর কিছু পড়া হয়নি।

: কী বল!

: জ্বী।

: তাহলে তুমি অবশ্যই এই কিতাবগুলো পড়বে:

- المنار المنيف في الصحيح و الضعيف للإمام ابن قيم الجوزية مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة
- المصنوع في الحديث الموضوع للإمام ملا علي القاري مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة الشوكاني مع تعليقات الشيخ يحيى المعلمي
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق

: ইনশাআল্লাহ।

রাবীদের জীবনী জানতে করণীয়-১

ইদানিং রশীদ পড়ালেখা ছাড়া যেন কিছুই বুঝে না। নতুন কোনো কিতাব দেখলে পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সাথীদের সাথে খুব কম কথা বলে। মাটিতে চোখ রেখে ধীর পায়ে হাঁটে। আশেপাশের কোনো কিছুতে তার আগ্রহ নেই। বাইরে একদম যায় না। সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন নিজ থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দেয়। রাতের ঘুম আগের থেকে কমিয়ে দিয়েছে। ঝিমুনি আসলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এতেও কাজ না হলে অজু করে আসে। শরীর যেন দুর্বল না হয় সেজন্য দুধ, ডিম, বাদাম, খেজুর ইত্যাদি পুষ্টিকর খাবার খায় এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে।

সেদিন শরহে বেকায়া, জালালাইন, মেশকাত ও দাওরার কয়েকজন তালিবে ইলম এসেছিল রশীদের কাছে, কোন কোন কিতাবে রাবীদের জীবনী পাওয়া যায় তা জানতে। রশীদ তাদেরকে বলেছে নাযেম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে। তারা বলেছে, নাযেম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে ভয় লাগে। আপনি কিছু আলোচনা করুন। তারপর আমরা সুযোগ বুঝে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করব। আগে থেকে আপনার কিছু আলোচনা শুনে রাখলে হুজুরের আলোচনা বুঝতে ও মনে রাখতে সহজ হবে।

আজ শুক্রবার। রশীদ তাদের সাথে আজকে আলোচনা করবে বলেছিল। তাই সকলে সময়মতো এসে উপস্থিত হয়েছে। অনেকে খাতা কলম নিয়ে এসেছে। সকলের চোখে মুখে আগ্রহ। রশীদেরও ভালো লাগছে। কিছু মুযাকারা করার সুযোগ হবে।

রশীদ হামদ সালাতের পর বলল,

রাবী প্রধানত পাঁচ ধরনের। যথা:

১. রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

২. রাবী সত্যবাদী, কিন্তু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

৩. রাবী মিথ্যাবাদী, কিন্তু ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

৪. রাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

৫. রাবী এমন অপরিচিত যে, তার ব্যাপারে জানা যায় না সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী না দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

কোন রাবী কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তা মুহাদ্দিসীনে কেরাম চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তাদের এই চিহ্নিত করণকে পরিভাষায় الجرح والتعديل বলা হয়। ভালো বললে তাকে বলে তা'দীল আর মন্দ বললে তাকে বলে জরাহ। আর যে সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই বলার কাজটি করেছেন তারা হলেন أئمة الجرح والتعديل। রাবী কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তা জানতে হলে أئمة الجرح والتعديل এর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

তাই কোন রাবী কেমন, তা জানার জন্য আমাদের চারটি বিষয় ভালোভাবে জানতে হবে,

> কোন রাবী কোন প্রকারের তা জানার আগে যে চারটি জিনিস জানতে হবে ও যে কিতাবগুলো পড়তে হবে

১. أئمة الجرح والتعديل বা রাবীদের ব্যাপারে যে সকল মুহাদ্দিস মতামত দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন তাদের পরিচয়।

২. كتب الجرح والتعديل أو كتب التراجم والتاريخ বা রাবীদের জীবনী সম্বলিত কিতাব, যেখান থেকে জানা যাবে রাবী পাঁচ প্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এবং সে কার কার থেকে হাদীস শুনেছে ও কার কার থেকে শোনেনি।

৩. ألفاظ الجرح والتعديل বা রাবী পাঁচ প্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, তা বুঝাতে আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল যে সমস্ত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন।

৪. أصول الجرح والتعديل বা ঐ সকল নিয়ম-নীতি, যা প্রয়োগ করে আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল একজন রাবীকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলেছেন। দ্বিতীয়ত,

ঐ সকল নিয়ম-নীতি, যার মাধ্যমে আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীলের মাঝে কোনো রাবীকে নিয়ে মতভিন্নতা দেখা দিলে অধিকতর সঠিক মতটি জানা যায় এবং যার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কোন রাবীর হাদীসের কী হুকুম।

এই চারটি বিষয় আগে জানতে হবে। তারপরই আমরা রাবীদের বাস্তব হালত জানতে পারব এবং সে অনুযায়ী তার রেওয়ায়াত গ্রহণ ও বর্জন করতে পারব।

একজন বলল, এই চারটি বিষয় জানার জন্য আমাদের কী কী করতে হবে?

রশীদ বলল, অনেক কিতাব পড়তে হবে।

: আপনি কী কী পড়েছেন?

: ভাই আমি তো মাত্র উলূমুল হাদীস শিখছি। আমার খুবই কম পড়া হয়েছে।

: তারপরও বলুন।

: নায়েম সাহেবের পরামর্শে কিছু কিতাব পড়েছি। যেমন أئمة الجرح والتعديل কারা তা জানতে যাহাবী রহ. এর ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل কিতাবটি পড়েছি।

তারপর كتب التراجم والتاريخ সম্পর্কে জানতে কয়েকটি কিতাব পড়েছি:

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني
- بحوث في تاريخ السنة المشرفة للشيخ أكرم ضياء العمري
- المدخل إلى علوم الحديث الشريف للشيخ عبد المالك الكملائي
- مقرر التخريج ومنهج الحكم على الحديث للشيخ الشريف حاتم العوني
- علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع لمحمد بن مطر الزهراني

আর ألفاظ الجرح والتعديل وأصول الجرح والتعديل সম্পর্কে জানতে পড়েছি:

- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للعلامة اللكنوي مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة
- دراسات الكاشف للشيخ محمد عوامة
- المدخل إلى علوم الحديث الشريف للشيخ عبد المالك الكملائي
- مقرر التخريج ومنهج الحكم على الحديث للشيخ الشريف حاتم العوني
- خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل له
- الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم
- قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثماني مع تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة
- مباحث في الجرح والتعديل للشيخ القاسم علي سعد
- ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب، ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي للشيخ أحمد معبد عبد الكريم
- ألفاظ الجرح والتعديل ومصطلحات الأئمة للشيخ السيد عزت المرسي
- الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل للشيخ يوسف محمد الصديق
- شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أوقليلة الاستعمال للشيخ سعدي الهاشمي
- شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال له
- مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة للشيخ جمال أسطيري

একজন বলল, ভাই আপনি তো অনেক কিতাব পড়েছেন!

রশীদ বলল, জ্বী না ভাই। আরো অনেক কিতাব আছে। তাছাড়া এসবই হলো পরবর্তী ও আধুনিক কিতাব। সরাসরি জরাহ তা'দীল ও তারাজিমের কিতাব না পড়া পর্যন্ত গভীরতা অর্জন হবে না। আমার তো এখনও সেগুলো পড়ার সুযোগ হয়নি।

আরেকজন বলল, সমস্যা নেই। আপনি যা পড়েছেন তার আলোকেই আমাদের ঐ চার বিষয়ে কিছু কথা বলুন।

রশীদ বলল, ঠিক আছে।

* أئمة الجرح والتعديل

জরাহ তা'দীলের ইমামগণের তালিকা

প্রথম বিষয় হলো আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল সম্পর্কে জানা। এই বিষয়টা যাহাবী রহ. এর ঐ রিসালাটি পড়লেই জেনে যাবেন। তারপরও আমি কয়েকজন প্রসিদ্ধ জরাহ তা'দীলের ইমামের নাম বলি:

শা'বী রহ.(১০৩ হি.), ইবনে সীরীন রহ.(১১০ হি.), আবু হানীফা রহ.(১৫০হি.), মা'মার রহ.(১৫৩হি.), আওযাঈ রহ.(১৫৭হি.), শু'বা রহ.(১৬০হি.), সুফিয়ান সাওরী রহ.(১৬১হি.), মালেক রহ.(১৭৯হি.), আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.(১৮১হি.), আবু ইসহাক ফাযারী রহ.(১৭৬হি.), ওয়াকি' রহ.(১৯৭ হি.), সুফিয়ান বিন উওয়াইনা রহ.(১৯৮ হি.), ইয়াহয়া বিন সাইদ আল কত্তান রহ.(১৯৮ হি.), আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহ.(১৯৮ হি.)

শাফেয়ী রহ.(২০৪ হি.), ইয়াযিদ বিন হারুন রহ.(২০৬ হি.), আবু কামেল মুযাফফার বিন মুদরিক রহ.(২০৭ হি.), আবু মুসহির রহ.(২১৮ হি.), হুমাইদী রহ.(২১৯ হি.), আবু নুআইম ফজল বিন দুকাইন রহ.(২১৯ হি.), আফফান বিন মুসলিম(২২০ হি.), আবু উবাইদ কাসিম বিন সাল্লাম রহ.(২২৪ হি.), ইবনে সা'দ রহ.(২৩০ হি.), ইবনে মায়ীন রহ.(২৩৩ হি.), আলী ইবনুল মাদীনী রহ.(২৩৪ হি.), আবু খাইসামা রহ.(২৩৪ হি.), মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর রহ.(২৩৪হি.), ইবনে আবী শাইবা রহ.(২৩৫হি.), ইসহাক বিন রাহুয়াহ রহ.(২৩৮হি.), আহমাদ রহ.(২৪১ হি.), ইবনে আম্মার মাওসিলী রহ.(২৪২হি.), আহমাদ বিন সালেহ আল মিসরী রহ,(২৪৮ হি.), আমর বিন আলী ফাল্লাস রহ.(২৪৯ হি.)

দারেমী রহ.(২৫৫ হি.), বুখারী রহ.(২৫৬হি.), যুহলী রহ.(২৫৮ হি.), জাওজাযানী রহ.(২৫৯ হি.), ইবনুল জুনাইদ রহ.(২৬০ হি.), ইজলী রহ.(২৬১ হি.), মুসলিম রহ.(২৬১ হি.), ইয়াকুব বিন শাইবা সাদূসী রহ.(২৬২ হি.), আবু যুরআ রহ.(২৬৪ হি.), ইবনে ওয়ারাহ রহ.(২৭০ হি.), আবু বকর

আসরাম(২৭৩ হি.), আবু দাউদ রহ.(২৭৫ হি.), আবু হাতিম রহ.(২৭৭ হি.), ইয়াকুব আল ফাসাবী রহ.(২৭৭ হি.), তিরমিযী রহ.(২৭৯ হি.), ইবনে আবী খাইসামা রহ.(২৭৯ হি.), উসমান দারেমী রহ.(২৮০ হি.), আবু যুরআ দিমাশকী রহ.(২৮১ হি.), ইবনে খিরাশ রহ.(২৮৩ হি.), আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ রহ.(২৯০ হি.), আবু বকর বাযযার রহ.(২৯২ হি.), সালেহ জাযারা রহ.(২৯৩ হি.) মুহাম্মদ বিন নাসর আল মারওয়াযী রহ.(২৯৪হি.)

নাসায়ী রহ.(৩০৩ হি.), ইবনুল জারুদ রহ.(৩০৭ হি.), যাকারিয়া আস সাজী রহ.(৩০৭ হি.), আবু বিশর দাওলাবী রহ.(৩১০ হি.), ইবনে খুযাইমা রহ.(৩১১ হি.), ইবনে জারীর তবারী রহ.(৩১০ হি.), ইবনুল মুনযির রহ.(৩১৮ হি.), ইবনে সয়িদ রহ.(৩১৮ হি.), তহাবী রহ.(৩২১ হি.), উকাইলী রহ.(৩২২ হি.), আবু হামিদ ইবনুশ শারকী রহ.(৩২৫ হি.), ইবনে আবী হাতিম রহ.(৩২৭হি.), ইবনে উকদা রহ.(৩৩২ হি.), ইবনে ইউনুস রহ.(৩৪৭ হি.), আবু আহমাদ আল আসসাল রহ.(৩৪৯ হি.)

মাসলামাহ বিন কাসিম রহ.(৩৫৩ হি.), ইবনে হিব্বান রহ.(৩৫৪ হি.), তবারনী রহ.(৩৬০ হি.), ইবনে আদী রহ.(৩৬৫ হি.), আবু আলী নাইসাবুরী রহ.(৩৬৫ হি.), আবুশ শায়খ রহ.(৩৬৯ হি.), আবু বকর ইসমাঈলী রহ.(৩৭০ হি.), আবুল ফাতহ আল আযদী রহ.(৩৭৪ হি.), আবু আহমাদ আল হাকিম আল কাবীর রহ.(৩৭৮হি.), দারাকুতনী রহ.(৩৮৫হি.), ইবনে শাহীন রহ.(৩৮৫হি.), ইবনে মানদাহ রহ.(৩৯৫ হি.)

আবুল ফাযল আস সুলাইমানী রহ.(৪০৪ হি.), হাকিম রহ.(৪০৫ হি.), আব্দুল গনী বিন সাঈদ আল আযদী রহ.(৪০৯ হি.), ইবনু আবিল ফাওয়ারিস রহ.(৪১২ হি.), আবু বকর আল বারকনী রহ.(৪২৫ হি.), হামযা বিন ইউসুফ আস সাহমী রহ.(৪২৭ হি.), আবু নুআইম আসবাহানী রহ.(৪৩০ হি.), আবু ইয়া'লা খলীলী রহ.(৪৪৬হি.), ইবনে হাযম রহ.(৪৫৬ হি.), বাইহাকী রহ.(৪৫৮ হি.), ইবনে আবদুল বার রহ.(৪৬৩ হি.), খতীবে বাগদাদী রহ.(৪৬৩ হি.)

আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীলের সংখ্যা আরো অনেক। তবে এরা হলেন তুলনামূলক অধিক প্রসিদ্ধ এবং রাবীদের ব্যাপারে তাদের মতামতই বেশি পাওয়া যায়। এদের পরবর্তীতে প্রতি যুগেই অনেক আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল ছিলেন। তবে পরবর্তীরা আগের রাবীদের ব্যাপারে তাদের মতামতের উপরই

সাধারণত নির্ভর করেছেন।

* كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم والتاريخ

জরাহ তা'দীলের কিতাব সমূহের প্রকার ও তার তালিকা

দ্বিতীয় বিষয় হলো, كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم والتاريخ বা ঐ সমস্ত কিতাব সম্পর্কে জানা, যেখানে রাবীদের জীবনী ও তাদের বিষয়ে আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীলের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। তো এই জাতীয় কিতাবকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি:

১. স্বয়ং আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীলের সংকলিত কিতাব, বা ঐ সকল কিতাব যেখানে তাদের ছাত্ররা তাদের বক্তব্য সংকলন করেছেন।

২. এমন কিতাব যেখানে লেখক নিজেদের বক্তব্য উল্লেখ করার পাশাপাশি পূর্বের ইমামগণের বক্তব্যও সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

৩. এমন কিতাব যেখানে পূর্বের ইমামগণের বক্তব্য সনদ ছাড়া একত্র করা হয়েছে।

৪. এমন কিতাব যেখানে ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে রাবীর ব্যাপারে চূড়ান্ত একটি কথা বলা হয়েছে।

আমি প্রত্যেক প্রকারের কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করব। আমাদের প্রথম কাজ হবে এগুলোর পরিচিতি লাভ করা। কারণ পরিচিতি ছাড়া আমরা কখনোই যথাযথ উপকৃত হতে পারব না।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের কিতাব সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো,

- الطبقات الكبرى لابن سعد
- تاريخ ابن معين رواية الدوري، تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي، سؤالات ابن الجنيد لابن معين، معرفة الرجال لابن معين رواية ابن محرز، من كلام ابن معين في الرجال رواية الدقاق، سؤالات عثمان بن طالوت لابن معين
- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني
- العلل ومعرفة الرجال عن أحمد لعبد الله بن أحمد، ولأبي بكر

المروذي، وللميموني، مسائل عبد الله بن أحمد عن أحمد، مسائل صالح بن أحمد عن أحمد، مسائل الكرماني عن أحمد، مسائل ابن هانئ عن أحمد، مسائل الكوسج عن أحمد وإسحاق بن راهويه، مسائل أبي القاسم البغوي عن أحمد، سؤالات أبي داود لأحمد، سؤالات الأثرم

- العلل للفلاس
- التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، الضعفاء الصغير كلها للبخاري
- أحوال الرجال للجوزجاني
- الثقات للعجلي
- سؤالات أبي عبيد لأبي داود
- سؤالات البرذعي لأبي زرعة
- المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي
- التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة
- تاريخ أبي زرعة الدمشقي
- مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه
- الضعفاء للنسائي، تسمية مشايخ النسائي له
- الضعفاء الكبير للعقيلي
- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
- تاريخ ابن يونس
- الثقات لابن حبان، كتاب المجروحين له
- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي
- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ ابن حيان
- تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، تاريخ أسماء الضعفاء له
- الضعفاء والمتروكين للدارقطني، سؤالات الحاكم للدارقطني،

سؤالات الحمزة له، سؤالات السلمي له، سؤالات ابن بكير له، سؤالات البرقاني له، من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين لابن زريق الحنبلي، تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني لأبي محمد بن أبي بكر الغساني

- سؤالات السجزي للحاكم، المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم للحاكم
- كتاب الضعفاء لأبي نعيم، أخبار أصبهان له
- الإرشاد إلى علماء الحديث للخليلي
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي
- الأنساب للسمعاني
- تاريخ دمشق لابن عساكر

জরাহ তা'দীলের এই কিতাবগুলো হলো মৌলিক কিতাব। মৌলিক কিতাব আরো আছে। তবে তৃতীয় প্রকার (ইমামদের সনদবিহীন বক্তব্যের সংকলন) কিতাবগুলো মূলত এই কিতাবগুলো সামনে রেখেই লেখা হয়েছে। এছাড়াও পূর্ববর্তীদের অনেক বক্তব্য তাদের হাদীস ও ফিকহের কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন তিরমিযী রহ. এর অনেক বক্তব্য العلل الكبير ও سنن الترمذي কিতাবে আছে। ইবনে খুযাইমা রহ. অনেক বক্তব্য তার صحيح ابن خزيمة তে আছে। এমনিভাবে তহাবী, তবারী, ইবনুল মুনযির, দারাকুতনী, বায়হাকী, ইবনে হাযম, ইবনে আব্দুল বার, খতীবে বাগদাদী রহ. প্রমুখের অনেক বক্তব্য তাদের কিতাবাদিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দারাকুতনী রহ. এর বক্তব্যগুলো একত্র করে লেখা হয়েছে موسوعة أقوال الدارقطني في رجال الحديث। ইবনে হাযম রহ. এর বক্তব্যগুলো একত্র করে লেখা হয়েছে تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا مقارنة مع أقوال أئمة الجرح والتعديل। বাকিদের বক্তব্যগুলোও একত্র করে কিতাব লেখা হলে আমাদের মতো তালিবে ইলমদের অনেক উপকার হতো। কিন্তু আমার জানা মতে একাজ এখনো পরিপূর্ণভাবে হয়নি। তবে বর্তমানে তাদের অনেক কিতাবের কিছু কিছু মুদ্রণের শেষে فهرس الرواة الذي تكلم فيهم المصنف নামে একটা তালিকা তাদের বক্তব্যসহ দেওয়া থাকে।

এবার আসি তৃতীয় প্রকারের কিতাবের আলোচনায়। এমন কিতাবের সংখ্যা

অনেক। তার মধ্যে যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ শুধু সেগুলোর নাম উল্লেখ করছি। এই কিতাবগুলোর নাম ভালো করে মনে রাখুন। কারণ বর্তমানে রাবীদের জীবনী জানার জন্য এই কিতাবগুলোই আগে দেখা হয়। যেহেতু একজন রাবীর ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য এই কিতাবগুলোতে এক সাথে পাওয়া যায়।

কুতুবে সিত্তার রাবীদের নিয়ে আব্দুল গনী মাকদিসী রহ. লিখেছেন الكمال في أسماء الرجال। এই কিতাবের বিভিন্ন ভুল শুধরিয়ে ও তার কমতিগুলো দূর করে মিযযী রহ. লিখেছেন تهذيب الكمال في أسماء الرجال । এই কিতাবে কুতুবে সিত্তার রাবীদের সাথে তিনি কুতুবে সিত্তার লেখকদের অন্যান্য কিছু কিতাবের রাবীদের জীবনীও উল্লেখ করেছেন। এই কিতাবগুলোকে কেউ কেউ ملحقات الكتب الستة নাম দিয়েছেন। মুলহাকাত কিতাবগুলো হলো,

- القراءة خلف الإمام، الأدب المفرد، خلق أفعال العباد، رفع اليدين في الصلاة كلها للبخاري
- كتاب المراسيل، الرد على أهل القدر، الناسخ والمنسوخ، كتاب التفرد، فضائل الأنصار، المسائل، مسند حديث مالك كلها لأبي داود
- الشمائل النبوية للترمذي
- عمل اليوم والليلة، خصائص أمير المؤمنين علي، مسند علي، مسند مالك بن أنس كلها للنسائي
- كتاب التفسير لابن ماجه

একজন বলে উঠল, এই কিতাবটা তো আমাদের মাদরাসার কুতুবখানায় আছে!

রশীদ বলল, হ্যাঁ। আরো অনেক কিতাব আছে। আমাদের মাদরাসার কুতুবখানা অনেক সমৃদ্ধ আলহামদুলিল্লাহ। তবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নেই। নাযেম সাহেব বলেছেন, মোহতামিম সাহেবের ইচ্ছা আছে মাদরাসার জন্য আরো অনেক কিতাব সংগ্রহ করার। আস্তে আস্তে বাকি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোও তিনি সংগ্রহ করবেন।

যা হোক, মিযযী রহ. এর এই কিতাব সামনে আসার পর তা সকলের একচ্ছত্র মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। ফলে একে কেন্দ্র করেই কিতাব লেখা হতে থাকে। যেমন, পূর্বের ইমামগণের যে সকল বক্তব্য মিযযী রহ. এর ছুটে গেছে সেগুলো

সংকলন করে মুগলতাই রহ. লিখছেন إكمال تهذيب الكمال। তিনি মিযযী রহ. এর কিছু ভুলও সংশোধন করেছেন। যাহাবী রহ. মিযযী রহ. এর কিতাবটিকে সংক্ষেপ করে কিছু অতিরিক্ত কথা উল্লেখসহ একটি কিতাব লিখেছেন تذهيب تهذيب الكمال নামে। ইবনে হাজার রহ. মিযযী রহ. এর কিতাবটিকে সুসংক্ষেপ করে মুগলতাই রহ. এর إكمال تهذيب الكمال থেকে অতিরিক্ত অনেক বক্তব্য নিয়ে একটি সংকলন তৈরি করেছেন تهذيب التهذيب নামে। তিনি মুগলতাই রহ. এর উল্লেখ করা অতিরিক্ত সকল বক্তব্য গ্রহণ করেননি। আবার মুগলতাই রহ. উল্লেখ করেননি এমন কিছু অতিরিক্ত বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। তবে এর সংখ্যা খুব অল্প। ইবনে হাজার রহ. এর تهذيب التهذيب কিতাবে উল্লেখ হয়নি এমন অনেক বক্তব্য উল্লেখ করেছেন শায়খ বাশশার তার তাহকীক কৃত تهذيب الكمال এর নোসখার টিকায় এবং তরিক বিন মুহাম্মদ তার التذييل على كتب الجرح والتعديل ও মুহাম্মদ তলআত التذييل على كتاب تهذيب التهذيب কিতাবে। এই তিন কিতাবেও রাবীদের ব্যাপরে ইমামগণের অনেক বক্তব্য ছুটে গেছে।

কুতুবে সিত্তা ও তার মুলহাকাতের রাবী না হওয়ায় যে রাবীর জীবনী তাহযীবুল কামালে আসেনি কিন্তু তাকে কোনো ইমাম তা'দীল করেছেন এমন রাবীদের জীবনী সংকলন করেছেন কাসিম বিন কুতলুবুগা রহ. তার الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ও মাহমুদ সাঈদ মামদুহ তার الاحتفال بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا في تهذيب الكمال কিতাবে। কাসিম বিন কুতলুবুগা রহ. এর কিতাবটি পরিপূর্ণ পাওয়া যায়নি। হরফে ميم পর্যন্ত ছেপেছে। আর মাহমুদ সাঈদ মামদুহ তার কিতাবটি পরিপূর্ণ লেখেননি। হরফে حاء পর্যন্ত ছেপেছে।

যে রাবীর ব্যাপারে কোনো ইমামের জরাহ আছে - বাস্তবে ঐ রাবীর জরাহ গ্রহণযোগ্য হোক আর না হোক - এমন রাবীদের জীবনী সংকলন করে ইবনে আদী রহ. লিখেছেন الكامل في ضعفاء الرجال। যাহাবী রহ. মৌলিকভাবে এই কিতাব সামনে রেখে লিখেছেন ميزان الاعتدال في نقد الرجال। তবে যাহাবী রহ. এমন অনেক রাবীর জীবনী অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যাদের জীবনী ইবনে আদী রহ. উল্লেখ করেনি, অথচ তাদের ব্যাপারেও কোনো ইমামের জরাহ বর্ণিত আছে।

পরবর্তীতে ইরাকী রহ. ও সিবত ইবনিল আজমী রহ. উভয়ে একটি করে সংকলন তৈরি করেছেন, যাতে তারা এমন রাবীদের জীবনী উল্লেখ করেছেন যাদের জীবনী ميزان الاعتدال-এ আসেনি, কিন্তু তাদের ব্যাপারে কোনো ইমামের জরাহ বর্ণিত

আছে। ইরাকী রহ. তার কিতাবের নাম ذيل الميزان ও সিবত ইবনিল আজমী রহ. তার কিতাবের নাম نثل الهميان في معيار الميزان রেখেছেন। সিবত ইবনিল আজমী রহ. তার কিতাবে ميزان الاعتدال এর কিছু ভুলও সংশোধন করেছেন। সাথে ميزان الاعتدال কিতাবে যে সকল রাবীদের ব্যাপারে শুধু জরাহ উল্লেখ করা হয়েছে অথচ তাদের ব্যাপারে ইমামগণের কিছু তা'দীলও আছে ঐ সকল রাবীদের জীবনীতে তা'দীলগুলো উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হাজার রহ. এসে ميزان الاعتدال এর যে সকল রাবীর তরজমা তার লিখিত تهذيب التهذيب কিতাবে উল্লেখ হয়েছে তাদের বাদ দিয়ে, বাকিদের এবং ميزان الاعتدال কিতাবে আসেনি, تهذيب التهذيب কিতাবেও আসেনি, কিন্তু তাদের ব্যাপারে কোনো ইমামের জরাহ বর্ণিত আছে, এমন রাবীদের জীবনী যুক্ত করে لسان الميزان লিখেছেন। তিনি ইরাকী রহ. এর ذيل الميزان এর সকল আলোচনা لسان الميزان কিতাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন এবং ميزان الاعتدال কিতাবে উল্লেখিত অনেক জীবনীতে ইমামগণের যে সকল বক্তব্য ছুটে গেছে তার মধ্য থেকে অনেক বক্তব্য তিনি নতুন যোগ করেছেন।

অনেক রাবী যাদের জীবনী تهذيب التهذيب কিতাবেও নেই আবার لسان الميزان কিতাবেও নেই, অথচ তাদের ব্যাপারে কোনো ইমামের জরাহ বর্ণিত হয়েছে, এমন রাবীদের জীবনী একত্রে করে শায়খ শরীফ হাতিম ذيل لسان الميزان সংকলন করেছেন।

তৃতীয় প্রকারের আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব হলো,

- الضعفاء والمتروكين للإمام ابن الجوزي(٥٩٧)
- تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ كلها للإمام الذهبي(٨٤٧)
- الاكتفاء بتنقيح كتاب الضعفاء للإمام مغلطاي(٧٦٢)
- التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الرواة الثقات والضعفاء والمجاهيل للإمام ابن كثير(٤٧٧)
- التذكرة في رجال العشرة للإمام شمس الدين الحسيني(٧٦٥)
- نهاية السول في رواة الستة الأصول للإمام سبط ابن العجمي(٨٤١)

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، الإيثار بمعرفة رواة الآثار للإمام ابن حجر(٨٥٢)
- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار للإمام العيني(٨٥٥)
- إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي(٩١١)
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام ابن العماد الحنبلي(١٠٨٩)
- رجال سنن الدارقطني، رجال مستدرك الحاكم للشيخ مقبل بن هادي
- إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، السلسبيل النقي إلى تراجم شيوخ البيهقي، الدليل المغني إلى شيوخ الدارقطني، ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان، الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم، بلوغ الأماني بتراجم أبي الشيخ الأصبهاني، كلها لأبي الطيب المنصوري
- معجم شيوخ الطبري للشيخ أكرم زيادة
- معجم شيوخ أبي الشيخ الأصبهاني للشيخ الشريف بن صالح
- تحفة الغريب بتراجم رجال معجمي الحافظ الطبراني الأوسط والصغير ممن ليس في التهذيب للشيخ توفيق بن عبد الله بن مسعود

তৃতীয় প্রকারের যে সকল কিতাবের নাম উল্লেখ করলাম এই কিতাবগুলোতে অধিকাংশ রাবীর জীবনী চলে এসেছে। এই কিতাবগুলোতে আইম্মাতুল জরহি ওয়াত তা'দীল থেকে যে সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো অবশ্যই مصادر أصلية তথা তাদের নিজস্ব কিতাব অথবা যে কিতাবে তাদের বক্তব্য সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে সে সব কিতাব থেকে বের করতে হবে। এরপর সনদ যাচাই করতে হবে। বক্তব্যের বর্ণনায় কোনো হেরফের হয়েছে কি না তা দেখতে হবে।

রশীদ বলল, অনেক কথা হলো। আজ না হয় এখানেই সমাপ্ত করি। বাকি কথা আরেক দিন হবে।

সকলে বলে উঠল, চতুর্থ প্রকারের কিতাবগুলো আজই বলে দিন।

রশীদ বলল, ঠিক আছে। চতুর্থ প্রকারের কিতাব, যেখানে পূর্ববর্তী ইমামগণের

বক্তব্যের আলোকে পরবর্তী কোনো ইমাম রাবীর ব্যাপারে এক কথায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে, এমন কিতাব আগের প্রকারের কিতাবের তুলনায় কম। এ জাতীয় কিতাবের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কিতাব কয়েকটি। যথা:

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، المغني في الضعفاء ،ديوان الضعفاء ،ذيل ديوان الضعفاء ،الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم، من تكلم فيه وهو موثق كلها للذهبي
- ذيل الكاشف للعراقي
- تقريب التهذيب لابن حجر
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي

তাকরীবুত তাহযীবে প্রত্যেক রাবীর ব্যাপারে এককথায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি কিতাবগুলোর মধ্যে অনেক রাবীর জীবনীতে এককথায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়নি। তবে নির্বাচন করে পূর্ববর্তীদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখান থেকেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বের করার সুযোগ আছে।

কাশিফ ছাড়া যাহাবী রহ. এর বাকি কিতাবগুলোতে কুতুবে সিত্তার বাহিরেরও এমন রাবীদের জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে যাদের ব্যাপারে কোনো ইমামের জরাহ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ও من تكلم فيه وهو موثق কিতাবে উল্লেখিত সকল রাবী যাহাবী রহ. এর নিকট নির্ভরযোগ্য, যদিও তাদেরকে কোনো কোনো ইমাম জরাহ করেছেন। আল কাশিফ কিতাবে শুধু কুতুবে সিত্তার রাবীদের জীবনী আছে। আর যাইলুল কাশিফ কিতাবটিতে আবু যুরআ' ইরাকী রহ. তাহযীবুল কামালের বাকি রাবী এবং মুসনাদে আহমাদ ও যাওয়াইদে মুসনাদের বাকি রাবীদের জীবনী যুক্ত করেছেন। তাকরীব ও খুলাসাতুল খাযরাজীতে কুতুবে সিত্তা ও তার মুলহাকাতের রাবীদের জীবনী এসেছে।

তাকরীবুত তাহযীবে ইবনে হাজার রহ. রাবীদের ব্যাপারে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন, তার অনেক সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন শায়খ শুআইব ও শায়খ বাশশার আওয়াদ মা'রুফ। তারা তাদের দ্বিমতগুলো সংকলন করে লিখেছেন تحرير تقريب التهذيب। তাদের অনেক মতের সাথে দ্বিমত করেছেন তাদের শাগরেদ শায়খ মাহির ইয়াসিন ফাহল। তিনি তার মতামতগুলো সংকলন

করে লিখেছে كشف الأوهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام

যা হোক, পরবর্তী ইমামগণের রচিত তাখরীজ, শুরুহাত, হাদীস, তাফসীর, ফিকহসহ বিভিন্ন কিতাবে অনেক রাবীদের ব্যাপারে ঐ কিতাবের লেখকগণের চূড়ান্ত কথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যে সকল ইমামগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য তারা হলেন:

ইবনুল কত্তান রহ., ইবনুস সলাহ রহ., মুনযিরী রহ., নববী রহ., ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ., ইবনে তাইমিয়া রহ., ইবনে আব্দুল হাদী রহ., যাহাবী রহ., ইবনুল কয়্যিম রহ., আলাঈ রহ., মুগলতাই রহ., যাইলায়ী রহ., ইবনে কাসীর রহ., ইরাকী রহ., ইবনুল মুলাক্কিন রহ., হাইসামী রহ., ইবনে নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ., ইবনে হাজার রহ., আইনী রহ., ইবনুল হুমাম রহ., সাখাবী রহ. ও সুয়ূতী রহ.।

তাদের মধ্যে যাহাবী ও ইবনে হাজার রহ. এর চূড়ান্ত বক্তব্যগুলো একত্র করা হয়েছে। যেমন তাকরীবুত তাহযীবের রাবীদের ব্যাপারে যাহাবী রহ. তার কিতাবাদিতে ও ইবনে হাজার রহ. তাকরিব ছাড়া অন্য কিতাবাদিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মূলক যে সকল বক্তব্য দিয়েছেন সেগুলো একত্র করে শায়খ আবু মুআয তরিক তাকরীবুত তাহযীবের একটি হাশিয়া লিখেছেন। নাম দিয়েছেন تذهيب تقريب التهذيب। তাকরীব ছাড়া অন্য কিতাবাদিতে ইবনে হাজার রহ. রাবীদের ব্যাপারে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেগুলো একত্র করে নূরুদ্দীন ওয়াসসাবী লিখেছেন تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم ابن حجر من الرواة في غير التقريب

যাহাবী রহ. আর ইবনে হাজার রহ. এর মতো উপরে উল্লেখিত সকল ইমামগণের চূড়ান্ত বক্তব্যগুলোও একত্র হয়ে গেলে ভালো হতো।

রশীদ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই সামনে আর কথা না বাড়িয়ে মজলিস এখানেই সমাপ্তি করে দিলো। আবার সামনের শুক্রবার বসবে বলে কথা দিলো। উপস্থিত সকলে উঠে গেল। সবাই অনেক অবাক হলো, মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস সংরক্ষণের জন্য কত মেহনত করেছেন। শুধু রাবীদের জীবনী সংরক্ষণের জন্যই কত শত কিতাব ও বিশাল বিশাল কিতাব লিখেছেন।

রাবীদের জীবনী জানতে করণীয়-২

গত শুক্রবারের তুলনায় তালিবে ইলমদের উপস্থিতি আজ অনেক বেশি হয়েছে। নাযেম সাহেব রশীদের এই মজলিসের কথা শুনে অনেক খুশি হয়েছেন। একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কিছু তালিবে ইলম পড়ালেখায় খুব মনোযোগী হয়ে উঠেছে। সকলের মধ্যে উলূমুল হাদীস শেখার ব্যাপক একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আসলে উলূমুল হাদীস শাস্ত্রটাই অনেক মজার। এর সান্নিধ্যে এলে ইলমের স্বাদ নতুনভাবে অনুভব হতে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই পড়ালেখার আগ্রহ বেড়ে যায়।

রশীদ হামদ সালাতের পর বলতে লাগল,

আপনারা হয়ত মনে করেছেন রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত কিতাবের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। মূল মূল কিতাবের কথা শেষ হলেও কিছু কথা এখনও বাকি রয়ে গেছে। সেই কথাগুলো শেষ করে ألفاظ الجرح والتعديل ও أصول الجرح والتعديل নিয়ে কথা বলব ইনশাআল্লাহ।

অস্পষ্ট জায়গায় রাবীকে চিহ্নিত করার জন্য কিছু কিতাব

রাবীর জীবনী কিতাব থেকে বের করার জন্য তার পূর্ণ নাম জানতে হয়। নাম জানা ছাড়া জীবনী বের করা যায় না। কিন্তু কখনো কখনো সনদে রাবীর পুরো নাম থাকে না অথবা নামটা এমনভাবে থাকে যে অন্য কোনো রাবীর সাথে মিলে যাওয়ার আশংকা থাকে। যেমন:

১. সনদে রাবীর নাম উল্লেখ না করে كنية উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, أبو صالح، أبو إسحاق، أبو البختري، أبو حمزة، أبو الزبير

২. কখনো শুধু نسبة উল্লেখ থাকে। যেমন: الشيباني، الإفريقي، الأوزاعي، البابلتي، الأشجعي، الثوري

৩. কখনো শুধু লকব বা উপাধি উল্লেখ থাকে। যেমন: الأعرج، دحيم، غندر، بندار، غنجار، الماجشون، الأخفش، الأعمش

৪. কখনো নিজের নাম উল্লেখ থাকে না। শুধু পিতা বা দাদার নাম উল্লেখ থাকে। যেমন, ابن علية، ابن إسحاق، ابن أبي أويس، ابن بكير، ابن الماجشون

৫. কখনো শুধু নাম উল্লেখ থাকে। পিতার নাম থাকে না। একে পরিভাষায় مهمل বলে। যেমন, سفيان، حماد. তখন দ্বিধা তৈরি হয়, এই حماد কি حماد بن أبي سليمان না حماد بن سلمة না حماد بن زيد. এই سفيان কি سفيان بن عيينة না سفيان الثوري.

৬. কখনো এমন হয়, নিজের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু এই একই নামে আরো ব্যক্তি আছে। এমন রাবীদেরকে পরিভাষায় المتفق والمفترق বলে। যেমন, بشر بن الوليد নামে আছে তিনজন। زيد بن أسلم নামে আছে তিনজন। نضر بن سلمة নামে আছে পাঁচজন। هلال بن أبي هلال নামে চারজন। ফলে দ্বিধায় পড়তে হয়, সনদে কোন জন উদ্দেশ্য।

* প্রথম (كنية) বিষয়টির জন্য করণীয় হলো, الكنى নিয়ে লিখিত কিতাবের দ্বারস্থ হওয়া। الكنى নিয়ে অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। তবে তার মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ হলো কয়েকটি কিতাব। যথা:

- الكنى والأسماء للإمام مسلم(٢٦١)
- الكنى والأسماء للإمام أبي بشر الدولابي(٣١٠)
- كتاب الأسامي والكنى للإمام أبي أحمد الحاكم(٣٧٨)
- كتاب الكنى للإمام ابن منده(٣٩٥) المطبوع باسم فتح الباب في الكنى والألقاب مع أنه ليس فيه شيء من الألقاب
- الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى للإمام ابن عبد البر(٤٦٣)
- المقتنى في سرد الكنى للإمام الذهبي(٧٤٨)

গত সপ্তাহে যে কিতাবগুলোর নাম বলা হয়েছে, তার অনেকগুলোর শেষে باب الكنى থাকে। সেখানে প্রসিদ্ধ الكنى গুলোর নাম বলে দেওয়া থাকে।

* দ্বিতীয় (نسبة) বিষয়টির জন্য কয়েকটি কিতাব দেখা যেতে পারে। যথা:

- الأنساب للإمام السمعاني(٥٦٢)
- الأنساب المتفقة للإمام ابن طاهر المقدسي(٥٠٧)
- الفيصل في علم الحديث، عجالة المبتدئ كلاهما للإمام الحازمي(٥٨٤)
- اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير(٦٣٠)

গত সপ্তাহে যে কিতাবগুলোর নাম বলা হয়েছে, তার অনেকগুলোর শেষে باب الأنساب থাকে। সেখানে প্রসিদ্ধ الأنساب এর প্রসিদ্ধ নামগুলো বলে দেওয়া থাকে।

* তৃতীয় (لقب) বিষয়ের জন্য কয়েকটি কিতাব দেখা যেতে পারে। যথা:

- كشف النقاب للإمام ابن الجوزي(٥٩٧)
- مجمع الآداب للإمام ابن الفوطي(٧٢٣)
- ذات النقاب في الألقاب للإمام الذهبي(٧٤٨)
- نزهة الألباب في معرفة الألقاب للإمام ابن حجر(٨٥٢)

গত সপ্তাহে যে কিতাবগুলোর নাম বলা হয়েছে, তার অনেকগুলোর শেষে باب الألقاب যুক্ত আছে। সেখানে প্রসিদ্ধ লকবওয়ালাদের নাম বলে দেওয়া থাকে।

* চতুর্থ (المنسوب إلى الأب أو الجد) বিষয়ের জন্য গত সপ্তাহে উল্লেখিত কিছু কিতাবের শেষে باب المنسوبين إلى الآباء أو أمه أو جده أو عمه দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে تقريب التهذيب ও لسان الميزان এর শেষে এই নামে একটি অধ্যায় আছে যা খুবই উপকারী।

* পঞ্চম (مهمل) বিষয়ের জন্য এই হাদীসের অন্যান্য সনদ তালাশ করতে হয়। কারণ অনেক সময় একটি সনদে রাবীর নাম مهمل থাকলেও ঐ হাদীসের অন্যান্য সনদে তার পূর্ণ নাম দেওয়া থাকে। অনেক সময় أطراف الحديث، شروح الحديث، تخريج الحديث، علل الحديث এর কিতাবাদিতে مهمل রাবীকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়।

* ষষ্ঠ (المتفق والمفترق) বিষয়টির জন্য রচিত হয়েছে

- المتفق والمفترق، الموضّح لأوهام الجمع والتفريق كلاهما للإمام الخطيب البغدادي(٣٦٤)
- المعجم في مشتبه أسامي المحدثين للإمام أبي الفضل الهروي(٤٠٥)

পঞ্চম (مهمل) ও ষষ্ঠ (المتفق والمفترق) উভয় বিষয়ের মূল সমাধান হলো, রাবীর উস্তাদ ও ছাত্র দেখা। তাদের দেখেই নির্ধারণ করতে হয় সনদে কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য। এমনিভাবে একই কুনিয়াতে, একই নিসবাতে বা একই লকবে একাধিক ব্যক্তি থাকলে সনদে এই একাধিক ব্যক্তি থেকে কে উদ্দেশ্য- তা জানার জন্যও সনদে উল্লেখিত ব্যক্তির উস্তাদ ও ছাত্রদের দিকে নজর দিতে হয়। উস্তাদ ও শাগরেদ দেখেই নির্ধারণ করা হবে সনদে কোন حماد উদ্দেশ্য, কোন سفيان উদ্দেশ্য। কোন بشر بن الوليد উদ্দেশ্য, কোন نضر بن سلمة উদ্দেশ্য। কারণ উস্তাদ ও শাগরেদ সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিছু কিছু উস্তাদ ও শাগরেদ উভয়ের জন্য এক হলেও উভয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক এক পর্যায়ের হয় না। প্রত্যেকের খাস উস্তাদ বা খাস শাগরেদ দেখেই তখন নির্ধারণ করা যাবে সনদে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে।

রশীদ কিছুক্ষণ থামল। তারপর বলল كتب الجرح والتعديل বা রাবীদের জীবনীমূলক কিতাব নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

কোন রাবী কার থেকে শুনেছে আর কার থেকে শুনেনি এটা জানার জন্য কিছু কিতাব

এরমধ্যে একজন বলল, কোন রাবী কার থেকে শুনেছে আর কার থেকে শুনেনি এটা জানার জন্য কোন কোন কিতাব দেখব, তা তো বললেন না!

রশীদ বলল, ভালো কথা। এই বিষয়টা জানার জন্যও পূর্বের كتب الجرح والتعديل এর কিতাবগুলো দেখতে হবে। সেখানে লেখা থাকে سمع من فلان وفلان অর্থাৎ রাবী অমুক অমুক ব্যক্তি থেকে শুনেছে। অনেক সময় লেখা থাকে روى عن فلان وفلان অর্থাৎ অমুক অমুক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছে। কারো থেকে বর্ণনা করা তার কাছ থেকে শোনাকে আবশ্যক করে না। কারণ, কখনো কখনো না শুনে مرسل রেওয়ায়াত করে। তাই روى عن فلان বললে রাবী অমুক থেকে শুনেছে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুনতেও পারে, নাও শুনতে পারে।

রাবীদের জন্ম ও মৃত্যুসন জানা থাকলেও বোঝা যাবে, সে যার থেকে রেওয়ায়াত

করছে সে তার সমসাময়িক কি না। জন্ম ও মৃত্যুসন জানার জন্য অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। তার মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত كتب الجرح والتعديل গুলো অন্যতম। এই কিতাবগুলোতে অধিকাংশ রাবীর মৃত্যুসন উল্লেখ করা থাকে। কখনো কখনো জন্মসনও দেওয়া থাকে। যেই কিতাবগুলোতে রাবীদের জীবনী তাদের মৃত্যুসন ভিত্তিক সাজানো হয়েছে সেই কিতাবগুলোকে মৃত্যুসন জানার জন্য সবচেয়ে উপকারী মনে করা হয়। এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হলো,

- تاريخ الإسلام، العبر في خبر من غبر كلاهما للإمام الذهبي
- الوافي بالوفيات للإمام الصفدي
- البداية والنهاية للإمام ابن كثير
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام ابن العماد الحنبلي

একজন বলল, এমন কোনো কিতাব কি আছে, যেখানে ঐ সকল রাবীদের নাম আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা না শুনে তার উপরের ব্যক্তিদের থেকে রেওয়ায়াত করেছে?

রশীদ বলল, আছে। যেমন,

- كتاب المراسيل للإمام ابن أبي حاتم
- جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام العلائي
- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل للإمام ولي الدين العراقي
- التابعون الثقات المتكلم في سماعهم ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة للشيخ مبارك الهجري
- الإكليل فيما زاد على كتب المراسيل للشيخ مجدي عطية السمنودي

শোনা, না শোনা নিয়ে মতভিন্নতা দেখা দিলে করণীয়

তবে কখনো কখনো এমন হয়েছে, কোনো রাবীর ব্যাপারে বলা হয়েছে সে অমুক থেকে শোনেনি। আবার তার ব্যাপারেই কেউ কেউ বলেছেন, সে অমুক থেকে শুনেছে।

একজন বলল, এই ক্ষেত্রে আমরা কাদের কথাকে প্রাধান্য দিব?

রশীদ বলল, যারা বলেছে শোনেনি তাদের কথা প্রাধান্য পাবে- যদি:

১. বয়স অনুযায়ী একজন আরেকজন থেকে শোনার সম্ভাবনা না থাকে

২. অথবা শোনার সম্ভাবনা থাকলেও দেখা যায়, নিচের রাবী কখনো কখনো উপরের রাবী থেকে রেওয়ায়াত করতে গিয়ে মাঝখানে আরেকজনকে মধ্যস্থ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এর বিপরীতে কখনোই সরাসরি শোনার শব্দ দিয়ে রেওয়ায়াত করেনি।

৩. নিচের রাবী উপরের রাবী থেকে রেওয়ায়াত করতে গিয়ে حُدِّثت أُخْبِرت نُبِّئت ইত্যাদি শব্দ দিয়ে রেওয়ায়াত করেছে এবং কখনও সরাসরি শুনেছে এমন শব্দ দিয়ে রেওয়ায়াত করেনি।

আর যারা শোনার কথা বলেছে তাদের কথা প্রাধান্য পাবে, যদি উভয়ের বয়স অনুযায়ী একজন আরেকজন থেকে শোনার সম্ভাবনা থাকে এবং কোনো একটা রেওয়ায়াতে নিচের ব্যক্তি উপরের ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়াত করার সময় سمعت، سمعنا، حدثني، حدثنا ، أخبرني، أخبرنا ، أنبأني، أنبأنا ইত্যাদি এমন কোনো শব্দ বলে, যার দ্বারা বুঝে আসে, নিচের ব্যক্তি উপরের ব্যক্তি থেকে সরাসরি শুনেছে।

হ্যাঁ, কখনো এমন হয়, নিচের রাবী উপরের রাবী থেকে রেওয়ায়াত করার সময় عن বা قال বলেছিল। কিন্তু ঐ নিচের রাবীর কোনো শাগরিদ বা শাগরিদের শাগরিদ ভুলে قال বা عن কে سمعت বা حدثني বানিয়ে দিয়েছে। অথবা নিচের রাবী এমন শব্দ ব্যবহার করেছে, যা থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে, সে উপরের রাবী থেকে শুনেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে তার থেকে শুনেনি। যেমন, রাবী বলল, حدثنا فلان। কিন্তু তার উদ্দেশ্য হলো حدث أهل بلدنا فلان। এই উভয় সূরতে যারা বলেছে এই রাবী অমুক রাবী থেকে শুনেছে তাদের কথা অগ্রাধিকার পাবে না।

রশীদ বলল, كتب الجرح والتعديل নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আর কিছু বলব না। বাকি কথা আপনারা كتب الجرح والتعديل এর পরিচিতিমূলক কিতাব থেকে পড়ে নিবেন। আমি তো শুধু মুযাকারা করছি। মুযাকারায় সব কথা বলা যায় না। যতটুকু বললে কিতাব পড়ার জন্য সহায়ক হয় শুধু ততটুকু বলা হয়। মূল হলো মুতালাআ। দীর্ঘ সুবিস্তৃত মুতালাআ। সজাগ মুতালাআ। গভীর মুতালাআ।

একজন বলল তাহলে আপনি এবার ألفاظ الجرح والتعديل নিয়ে কথা বলবেন?

রশীদ বলল, হ্যাঁ, বলব। তবে খুব বেশি কথা বলব না। সাধারণ কিছু কথা বলব।

তার আগে বলেন, আপনাদের মনে আছে কি না, আমি আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম রাবী পাঁচ প্রকার?

কয়েকজন বলল, হ্যাঁ মনে আছে।

রশীদ বলল, পাঁচ প্রকার কী কী?

একজন বলল,

১. রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

২. রাবী সত্যবাদী কিন্তু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

৩. রাবী মিথ্যাবাদী কিন্তু ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

৪. মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

৫. রাবী এমন অপরিচিত যে, তার ব্যাপারে জানা যায় না- সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী না দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

রশীদ বলল, মাশাআল্লাহ।

* তাহলে এবার তৃতীয় বিষয় তথা ألفاظ الجرح والتعديل নিয়ে কথা শুরু করা যাক।

জরাহ তা'দীলের প্রচলিত শব্দ ও তার অর্থ সমূহ

ألفاظ الجرح والتعديل অনেক। আমি এখানে শাব্দিক অর্থ ও ইমামগণের ব্যবহারকে সামনে রেখে উল্লেখ করব, কোন শব্দ কোন প্রকারের রাবীকে বুঝায়। বিস্তারিত আপনারা ألفاظ الجرح والتعديل সম্পর্কে লিখিত কিতাবগুলো থেকে দেখে নিবেন।

* ثقة، ثبت، حجة، متقن، مأمون، صحيح الحديث، جيد الحديث، صالح الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث، قوي، متين، وسط، صدوق، صدوق له أوهام، صدوق يغرب، صدوق يهم، صدوق يخطئ، ، لا بأس به، ليس به بأس، فلان ما أعلم به بأسا

এই শব্দগুলো রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকে বুঝায়। হ্যাঁ, صدوق থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে শব্দগুলো আছে, তা থেকে কখনো শুধু সত্যবাদী হওয়াকেও বুঝানো হয়। তবে এমনটা বলার জন্য ভিন্ন দলিল লাগবে।

কারণ স্বাভাবিকভাবে এই শব্দগুলো সত্যবাদী হওয়া ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া উভয়টাকেই বুঝায়। দলিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سياق الكلام وسباقه অর্থাৎ কথার আগ-পিছ ও প্রেক্ষাপট, أقوال الأئمة الآخرين অর্থাৎ ঐ রাবীর ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য এবং রাবীর সার্বিক জীবনাচার।

* صالح، صويلح، محله الصدق، صدوق كثير الخطأ، إلى الصدق ما هو

এ শব্দগুলো দিয়ে রাবী শুধু সত্যবাদী এমনটাও বুঝায়। আবার সত্যবাদী হওয়ার পাশাপাশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকেও বুঝায়। দলিলের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে কোনটা বুঝানো হচ্ছে।

* موثق

এই শব্দটি দিয়ে বুঝানো হয় তাকে পূর্ববর্তী কেউ সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলেছে। কিন্তু তার কথা গ্রহণযোগ্য কি না তা বলা হয়নি।

* ضابط، حافظ

এই শব্দগুলো দিয়ে রাবীর শুধু ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকে বুঝায়। হতে পারে সে রাবী সত্যবাদী। আবার হতে পারে সত্যবাদী নয়।

* عدل

এই শব্দ দ্বারা রাবীর সত্যবাদী হওয়াকে বুঝায়। কখনো ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকেও বুঝায়, যা কথার পূর্বাপর থেকে বুঝা যাবে।

* رووا عنه، فلان روى عنه الناس

এই শব্দটি দিয়ে বুঝানো হয়, এই রাবী থেকে মুহাদ্দিসগণ রেওয়ায়াত করেছে। এর থেকে আবশ্যক হয়, এই রাবী সত্যবাদী। বাকি ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী কি না? এক্ষেত্রে কথার আগ-পিছ ও অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে কখনো বুঝে আসে, ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকেও বুঝিয়েছে। আবার কখনো মনে হয়, শুধু সত্যবাদী এই কথাটাই বুঝিয়েছে। ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী কি না এই বিষয়ে কিছুই বুঝানো হয়নি।

*** مشهور**

এর দ্বারা কখনো বুঝানো হয় রাবী مجهول العين নয়। বাস্তবে রাবীর অস্তিত্ব আছে। কখনো বুঝানো হয় مجهول الوصف-ও নয়, অর্থাৎ সে সত্যবাদী এটা জানা আছে বা সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী উভয়টা জানা আছে। কখন কোন অর্থ নেওয়া হবে তা কথার আগ-পিছ, রাবীর ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য এবং রাবীর সার্বিক জীবনাচার দ্বারা বুঝে নিতে হবে।

*** مشهور الحديث**

এই শব্দের অর্থ হলো, তার অনেক হাদীস আছে এবং তার থেকে অনেকে রেওয়ায়াত করেছে। এর অর্থ এটাও হতে পারে, তার এমন একটা হাদীস আছে যেটা অনেকে রেওয়ায়াত করেছে। এই হিসেবে এই শব্দটা روى عنه الناس এর মতই।

এর দ্বারা কখনো কখনো এমনও বুঝানো হয়, তার এমন একটা হাদীস আছে যা ঐ সময়ে বহুল প্রচলিত ছিল যখন ইমাম তার ব্যাপারে এই কথাটা বলেছেন। হতে পারে এর আগে তেমন প্রচলন ছিল না এবং তার থেকে রেওয়ায়াতও কম হয়েছে। এই অর্থ উদ্দেশ্য হলে রাবীর সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক হয় না।

*** يكتب حديثه، يروى حديثه، شيخ**

এই তিন শব্দের শাব্দিক অর্থ থেকে রাবীর সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক হয়। রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল বা ভালো এ ব্যাপারে কিছু বুঝানো হয়েছে কি না তা পূর্বাপর দেখে বোঝা যাবে।

*** يعتبر به**

এই শব্দটি দিয়ে বুঝানো হয় রাবী সত্যবাদী। কিন্তু ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী না। কখনো কখনো এর দ্বারা ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারীর তুলনায় কিছুটা কম স্মৃতির অধিকারী হওয়াকেও বুঝায়, যা কথার আগ-পিছ থেকে বুঝে আসে।

*** لا يتهم، غير متهم**

এই শব্দ দুটি রাবীর শুধু সত্যবাদী হওয়াকে বুঝায়। আবার কখনো কখনো সত্যবাদী

ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকেও বুঝায়। কোন অর্থটি উদ্দেশ্য তা কথার আগ-পিছ, অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর সার্বিক অবস্থা থেকে নিরূপণ হবে।

রশীদ এখানে এসে কিছুক্ষণ চুপ থাকল। একজন বলল, আপনি এতক্ষণ যে শব্দগুলো বললেন এগুলো তো ألفاظ التعديل তাই না?

রশীদ বলল, হ্যাঁ। আলফাযুত তা'দীল আরো আছে। যেমন কেউ কোনো ইমামকে কোনো রাবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল আর ইমাম জবাবে বললেন, 'لا يسأل عنه', অথবা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'نسأل عنه وهو يسأل عنا'। এই জাতীয় বাক্য রাবী অনেক সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকে বুঝায়। এমনিভাবে ميزان শব্দটাও রাবী অনেক সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকে বুঝায়।

এবার আসি ألفاظ الجرح এর আলোচনায়।

* دجال، كذاب، وضاع، يضع الحديث، متهم بالكذب، يكذب، يسرق الحديث

এই শব্দগুলো দ্বারা বুঝানো হয় রাবী মিথ্যাবাদী। তবে يكذب শব্দটি কখনো কখনো يخطئ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তখন অর্থ হয়, এই রাবীর স্মৃতিশক্তি ভালো না।

* يدخل على الشيوخ

এর অর্থ হলো সে শায়খদের কাছে গিয়ে কিছু রেওয়ায়াতের ব্যাপারে বলত, এগুলো আপনার হাদীস। অথচ এগুলো তাদের হাদীস ছিল না। তার জীবনী থেকে যদি বুঝা যায়, সে এমনটা করত إغراب তথা আমার কাছে এমন রেওয়ায়াত আছে যা অন্য কারো কাছে নেই এমনটা বলে গর্ব করার জন্য, তাহলে বোঝা যাবে সে মিথ্যাবাদী। আর যদি এমনটা করত শায়খদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের স্মৃতিশক্তি বা সত্যবাদিতা কেমন; তারা ধরতে পারেন কি না এটা তাদের রেওয়ায়াত না- তাহলে এটা জরাহ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে সাধারণত প্রথম অর্থটা বুঝানোর জন্যই এই শব্দটি ব্যবহার হয়।

* متفق على تركه، تركوه، متروك، مطروح، طرحوه، مردود،

ليس بثقة، ذاهب الحديث، هالك، ساقط، منكر الحديث، يروي المناكير، يأتي بالمعضلات، واه بمرة، ليس بشيء، لا شيء، ضعيف جدا، ، لا يعتبر به، لا يساوي شيئا، لا يكتب حديثه، لا تحل الرواية عنه، ارم به، قام بين يدي عدل

এই শব্দগুলো সাধারণত বলা হয় রাবীর স্মৃতিশক্তি একেবারেই ভালো না, বা সে মিথ্যাবাদী এটা বুঝানোর জন্য। কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা নির্ধারণ করার জন্য কথার আগ-পিছ, অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর সার্বিক জীবনাচার দেখতে হবে।

*** سكتوا عنه**

এই শব্দটা দিয়ে বুঝানো হয়, রাবী কিছু বলারই যোগ্য না। কারণ তার স্মৃতিশক্তি একেবারেই ভালো না বা সে মিথ্যাবাদী। কখনো কখনো পরিচিত কোনো রাবীর ব্যাপারে এই কথা বলে বুঝানো হয়, তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। যদি সমস্যা থাকত তাহলে কেউ কিছু বলত। কখনো বুঝানো হয়, রাবী একেবারেই অজ্ঞাত। তার ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না। কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা নির্ধারণ করার জন্য কথার আগ-পিছ, অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর সার্বিক জীবনাচার দেখতে হবে।

*** ضعفوه، طعنوا فيه، ليس يحمدونه**

এই শব্দগুলো বলা হয় রাবী দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী তা বুঝানোর জন্য। কখনো কখনো এর দ্বারা বুঝানো হয় রাবী সত্যবাদী নয়, বা তার সত্যবাদিতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

*** واه، ضعيف، ليس بحجة، لين، سيء الحفظ، يخطئ، لا يحتج به، مضطرب الحديث، ليس بالمرضي**

এই শব্দগুলো দিয়ে বুঝানো হয়, রাবী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী নয়।

*** يضعف، فيه ضعف، فيه لين، فيه شيء، وقد ضعف، ليس بالقوي، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بعمدة، يعرف وينكر، تكلم فيه، اختلف فيه، فلان فيه مقال، له ما ينكر، له مناكير، له أوهام، ليس بالحافظ، غيره أوثق منه**

এই শব্দগুলো দিয়ে বুঝানো হয়, রাবী হয়ত দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী, বা নিম্নমানের গ্রহণযোগ্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী। কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা নির্ধারণ করার জন্য কথার আগ-পিছ, অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর রেওয়ায়াতের سبر তথা তার সাথীদের রেওয়ায়াতের সাথে মিলিয়ে তুলনা করতে হবে।

* فيه نظر

এই শব্দটি বলা হয়, রাবী মধ্যম পর্যায়ের স্মৃতিশক্তির অধিকারী তা বুঝানোর জন্য। কখনো বলা হয়, রাবী দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী এটা বুঝানোর জন্য। কখনো বুঝানো হয়, রাবীর ব্যাপারে কিছু আপত্তি আছে। কখনো বুঝানো হয়, এখনো তার সর্ম্পকে তেমন কিছু জানা যায়নি, তার জীবনী নিয়ে আরো অনুসন্ধান করতে হবে বা তাকে নিয়ে আরো ভাবতে হবে। কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা নির্ধারণ করার জন্য কথার আগ-পিছ, অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর সার্বিক জীবনাচার দেখতে হবে।

ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো এই শব্দটি ব্যবহার করে বুঝান, রাবী মিথ্যাবাদী।

في إسناده نظر

এই শব্দটা বলা হয় এটা বুঝানোর জন্য, এই রাবী থেকে এক বা দুইটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার পর্যন্ত সনদে সমস্যা আছে। ফলে সে আদৌ এই এক বা দুই হাদীস রেওয়ায়াত করেছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

অথবা এটা বুঝানোর জন্য, রাবী একটা বা দুইটা যাই রেওয়ায়াত করেছে তা-ও সে ভালো করে মুখস্থ করেনি। ফলে সে اضطراب বা বিভিন্নভাবে রেওয়ায়াত করেছে।

* في حديثه نظر

এই শব্দটা দিয়ে বুঝানো হয়, রাবীর থেকে এক বা দুইটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার পর্যন্ত সনদে সমস্যা আছে। ফলে সে আদৌ এই এক বা দুই হাদীস রেওয়ায়াত করেছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। অথবা এটা বুঝানোর জন্য বলা হয়, রাবী একটা বা দুইটা যা-ই রেওয়ায়াত করেছে তা-ও সে ভালো করে মুখস্থ করেনি। ফলে সে اضطراب বা বিভিন্নভাবে রেওয়ায়াত করেছে। অথবা এটা বুঝানোর জন্য যে, তার থেকে নির্দিষ্ট একটা রেওয়াতে সমস্যা আছে। আর সমস্যাটা হয়ত তার থেকে, অথবা তার উপরের কারো থেকে, বা তার নিচের কারো থেকে।

❋ مجهول، لا يعرف، نكرة، جهل، يجهل، لا أدري من هو، لا أعرفه

এই শব্দগুলো বলা হয় এটা বুঝানোর জন্য যে, রাবীর ব্যাপারে একেবারে কিছুই জানা নেই। অথবা এটা জানানোর জন্য যে, কিছু সনদে তার নাম আসলেও বাস্তবেই তার অস্তিত্ব আছে কি না তা প্রমাণিত হয়নি। অথবা অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও তার সত্যবাদিতা বা ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে কিছুই জানা নেই। কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা নির্ধারণ করার জন্য কথার আগ-পিছ, অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর থেকে যারা রেওয়ায়াত করেছে তাদের বাছবিচার কেমন তা দেখতে হবে।

❋ مستور

এই শব্দটি বলা হয় যখন রাবীর সত্যবাদিতা বা ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না। অথবা রাবীর ব্যাপারে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু জানা যায় না। দ্বিতীয় অর্থের সময় এটা ألفاظ التعديل হিসেবে গণ্য হবে। কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা নির্ধারণ করার জন্য কথার আগ-পিছ, অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য, রাবীর সার্বিক জীবনাচার ও রাবীর থেকে যারা রেওয়ায়াত করেছে তাদের বাছবিচার কেমন তা দেখতে হবে।

❋ ليس بالمشهور، فيه جهالة

এই শব্দ দুটি এমন রাবীর জন্য ব্যবহার করা হয়, যার রেওয়ায়াত সংখ্যা কম, ছাত্র সংখ্যাও কম। তবে তার সত্যবাদিতা ও স্মৃতিশক্তির বিষয়টি একেবারে অজানা থাকে না। কখনো কখনো এমন রাবীর ব্যাপারেও শব্দ দুটি ব্যবহার হয়, যার সত্যবাদিতা ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না।

রশীদ কথা বলতে বলতে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। কথার শেষ পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, ألفاظ الجرح والتعديل নিয়ে আর কথা বাড়াবো না। আগামী সপ্তাহে أصول الجرح والتعديل নিয়ে কথা বলব ইনশাআল্লাহ।

একজন বলল, ألفاظ الجرح والتعديل এর ব্যাপারে খুলাসা যা বুঝলাম তা হলো, কোন শব্দের কী অর্থ তা বোঝার জন্য শব্দটির শাব্দিক অর্থ, ইমামগণের

ব্যবহার, কথার আগ-পিছ, রাবীর ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও সার্বিক জীবনাচার দেখতে হবে।

রশীদ বলল, হ্যাঁ। এর মাধ্যমেই আমরা অন্যান্য ألفاظ الجرح والتعديل যা এখানে উল্লেখ করিনি তার অর্থও নির্ধারণ করতে পারব। এছাড়াও যে ألفاظ الجرح والتعديل উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোরও আরো কোনো অর্থ আছে কি না তা বুঝতে পারব।

* * *

রাবীদের জরাহ কি গীবত

: রশীদ ভাই, একটা প্রশ্ন মনে এসেছে। আপনার কাছ থেকে এর উত্তর জেনে না নিলে মনে খচখচ করতে থাকবে।

: কী প্রশ্ন?

: এই যে ইমামগণ রাবীদের ব্যাপারে মিথ্যুক, দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ইত্যাদি বলেছেন এতে কি গীবত করা হয়নি?! আমার জানা মতে, কারো অগোচরে তার ব্যাপারে এমন কিছু বলা যা শুনলে তার কষ্ট লাগবে তাকে গীবত বলে। এখানে তো এমনটাই হচ্ছে।

: আপনার জানা ঠিক আছে। কারো অগোচরে তার ব্যাপারে এমন কিছু বলা যা শুনলে তার মনে কষ্ট আসবে তাকে গীবত বলে। চাই সেটা বাস্তব হোক, চাই অবাস্তব। অবাস্তব হলে গীবতের সাথে সাথে অপবাদ দেওয়ারও গুনাহ হবে। গীবত ও অপবাদের শাস্তি বড় কঠিন। কিন্তু রাবীদের জরাহ যদিও সংজ্ঞা অনুযায়ী গীবত হয় কিন্তু তাতে গীবতের গুনাহ তো হবেই না, উল্টো সওয়াব হবে।

: কারণ?

: গীবত গুনাহ এই জন্য যে, তাতে অপর মুসলমান ভাই কষ্ট পান। আর অপর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা একাধিক আয়াত ও হাদীসে এসেছে। জরাহের উপযুক্ত রাবীদের জরাহ করতে হয় এ জন্য যে, তা না করা হলে অনেক অপ্রমাণিত হাদীসকে প্রমাণিত মনে করা হবে। তখন শরীয়ত নয় এমন জিনিস শরীয়ত হিসেবে জায়গা দখল করে নিবে। ফলে বিদআত ও বিকৃতির সয়লাব বয়ে যাবে। এমনটা যেন না হয় তার দেখভালের দায়িত্ব একাধিক আয়াত ও হাদীসে উলামাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জরাহের মধ্যে অপর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষতি ও শরীয়ত হেফাজত রাখার কল্যাণ উভয়টা পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাইলে কল্যাণটা অর্জন হচ্ছে না। কল্যাণটা পেতে গেলে ক্ষতির মুখে পড়তেই হচ্ছে।

এখানের কল্যাণটা যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কল্যাণটা অর্জন না হলে উক্ত ক্ষতি থেকেও আরো বড় ও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে সেহেতু এই ক্ষতিটা মেনে নেওয়া হয়েছে। যেমন, অপারেশন করলে ব্যাথা পাবে। কিন্তু না করলে জীবন নাশ হবে। তাই কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও অপারেশন করাটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এজন্য অন্যের মনে কষ্ট আসলেও শরীয়তকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য ইমামগণ রাবীদের জরাহ করেছেন। একাধিক হাদীসে পাওয়া যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো কারো অগোচরে তার দোষ অন্যকে বলেছেন বড় কোনো অর্জন ও ক্ষতি থেকে বাঁচতে।

عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد» فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة»، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به. (صحيح مسلم: ١٤٨٠)

عن عائشة: أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: «بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة»، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت

الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة، متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره» (صحيح البخاري: ٦٠٣٢، صحيح مسلم: ٢٥٩١)

আশা করি বুঝতে পেরেছেন?

সকলে বলে উঠল, আলহামদুলিল্লাহ।

একজন বলল, গতকাল আমি দুইজন ছাত্রের মাখামাখি সম্পর্কের কথা বলে একজনকে নসিহত করেছিলাম। সে আমাকে বলল, আমি না কি গীবত করছি। আপনার আলোচনায় স্পষ্ট হলো আমি গীবত করিনি।

রশীদ বলল, যদি এমন হয় যে, ঐ দুই ছেলের দোষ বলা ছাড়াও তাকে নসিহত করার সুযোগ আপনার ছিল, তারপরও আপনি তাদের দোষটা বলেছেন তাহলে তা গীবত হিসেবেই ধর্তব্য হবে। যেখানে কাজটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে অন্যের দোষ বলা ছাড়া সম্ভব হয় শুধু সেখানে অন্যের দোষ অগোচরে বলার সুযোগ আছে।

দুইজন ছাত্রের মধ্যকার কোন সম্পর্ক ভালো আর কোন সম্পর্ক মন্দ

দুইজন ছাত্রের মধ্যকার যে সম্পর্ক তাদের পড়ালেখা ও ভালোকাজ থেকে বিরত রাখে, অলস ও গাফেল বানিয়ে দেয় নিঃসন্দেহে সেই সম্পর্ক বর্জনীয়। আর যে সম্পর্ক একে অপরকে পড়ালেখায় উৎসাহিত করে, ভালোকাজে সহায়তা করে নিঃসন্দেহে এমন সম্পর্ক আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নেয়ামত। তবে ভালো সম্পর্কও এমন পর্যায়ের না হওয়া যা সন্দেহ ও কানাঘুষা সৃষ্টি করবে। সম্পর্ক এই পর্যায়ে চলে গেলে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে।

তো এই সন্দেহপূর্ণ ও মন্দ ধরণের সম্পর্কে যারা লিপ্ত তাদেরকে কল্যাণকামী হয়ে সরাসরি বুঝানো উচিত, তারা যেন একে অপরের থেকে দূরে সরে যায়। তাদের আগেপিছে সমালোচনা করলে গীবত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হ্যাঁ, কারো ব্যাপারে যদি জানা যায়, সে না জানার কারণে কোনো মন্দ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হচ্ছে তখন তাকে ঐ মন্দ ব্যক্তির মন্দ দিকগুলো বলা যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে পারবে না। যেমন কেউ যদি

তার মেয়ের বিবাহের জন্য কোনো ছেলের ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আর আপনি জানেন, ঐ ছেলের মধ্যে এমন কিছু দোষ আছে যার দরুন বৈবাহিক জীবনে ঐ মেয়ে কষ্টে পড়বে তাহলে আপনাকে ঐ ছেলের দোষগুলো বলতে হবে। তবে অবশ্যই এই পরিমাণ বলবেন যে পরিমাণ বললে ঐ ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া থেকে পিছিয়ে যাবে। এর বেশি বলা যাবে না।

অনেক কথা হয়েছে। রশীদ কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছে। সকলে রশীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময়ের দোয়া করল। তারপর এই দোয়া পড়ে ধীরে ধীরে মজলিস থেকে উঠে গেল–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

রাবীদের জীবনী জানতে করণীয়-৩

গভীর রাত। ঘন্টার কাঁটা তিনের ঘরে আটকে আছে। সেকেন্ডের কাঁটা টিক টিক করে একাই রব করে যাচ্ছে। রশীদের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। এই সময়ে জাগ্রত হওয়ার নিয়ত করেই সে ঘুমিয়ে ছিল। আরামের বিছানা ছেড়ে উঠতে যদিও কষ্ট হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও উঠে ধীর পায়ে অজুখানার দিকে গেল অজু করতে। তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেল।

প্রায় রাতেই পড়তে পড়তে দেরি হয়ে যায়। তাই ঘুমের আগেই রশীদ তাহাজ্জুদ পড়ে নেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে এই সময়ে উঠার উদ্দেশ্যে। যেন নিজের সমস্ত দীনতা, হীনতা ও অপরাধ স্মরণ করে, অনুতপ্ত হৃদয়ে ও বিগলিত নয়নে এই অন্ধকার নিস্তব্ধ রজনীতে রবের দরবারে নিজেকে পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারে। শুধু পরিশ্রম যথেষ্ঠ নয়। প্রয়োজন রবের কাছে তাওফিক চাওয়ার। তাহলেই আল্লাহ তালার বিশেষ রহমত অর্জন হবে। এই জন্যে রশীদ মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে দোয়ায় ভেঙ্গে পড়ে। নিজের সকল নেক আশাগুলো আকুতি মিনতি করে চাইতে থাকে। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ কামনা করতে থাকে। সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। ইলমের পথে সকল বাঁধা ও প্রলোভন থেকে বেঁচে থাকার আর্জি পেশ করে।

নামায ও দোয়া শেষ করে বসল আজকে কী কী আলোচনা করবে তা নোট করার জন্য। কিছু দূর যাওয়ার পর মনে হলো, আজ যেই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে তা রশীদ ভালোভাবে বলতে পারবে না। তার নিজেরই অনেক খটকা রয়েছে। অনেক জায়গা অস্পষ্ট আছে। এই আলোচনাটা নাযেম সাহেবকে দিয়ে করালে কেমন হয়? তাহলে তারও অনেক ফায়দা হবে। খটকাগুলোর সমাধান হবে। অস্পষ্টতাও দূর হবে।

* * *

أصول الجرح والتعديل

আজকেও অনেক তালিবে ইলম উপস্থিত হয়েছে। সকলের চেহারায় কৌতূহলের ছাপ সুস্পষ্ট। রাবীর জীবনী জানার আগে যেই চারটি বিষয় জানা জরুরী আজ সেই বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বশেষ বিষয় أصول الجرح والتعديل নিয়ে আলোচনা হবে। ইতিপূর্বে أئمة الجرح والتعديل، ألفاظ الجرح والتعديل ও كتب الجرح والتعديل নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রশীদ হামদ সালাতের পর বলল,

আপনারা অনেক আগ্রহী ও কৌতুহলী হয়ে আছেন, আজ আপনাদের সামনে أصول الجرح والتعديل সম্বন্ধে আলোচনা করব। সত্য কথা হলো, পিছনের বিষয়গুলোর মত এই বিষয়েও আমি যে কিছু আলোচনা করতে পারবো না এমন নয়। কিন্তু এই বিষয়টা অনেক নাযুক। তাই এই বিষয় যাদের পূর্ণ আত্মস্থ আছে তাদের দ্বারস্থ হওয়াই উত্তম। বিষয়টা এত ব্যাপক ও গভীর যে, তা আত্মস্থ করতে উসূলুল হাদীস, তারীখ-তারাজিম, ইলালুল হাদীস ও তাখরীজুল হাদীসের নতুন ও পুরাতন, উসূলী ও তাতবীকী প্রচুর কিতাব মুতালাআর প্রয়োজন। সাথে অনেক অনুশীলনও করতে হবে।

কিছু কিতাব আদ্যোপান্ত পড়া

স্বাভাবিক ভাবেই, এমনটা আমার এখনো সুযোগ হয়নি। তাই অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের পীড়াপীড়িতে মুযাকারা করার স্পর্ধা দেখালেও এই বিষয়ে কোনো আলোচনা করা আমার জন্য একদম মুনাসিব মনে হচ্ছে না। কিন্তু আপনারা নিরাশ হবেন না। আমাদের তো নাযেম সাহেব আছেন। এই বিষয়ে হুজুরের পড়াশোনা অনেক ব্যাপক।

ছোটোখাটো কিতাবগুলো তো আছেই, الجرح والتعديل، التاريخ الكبير، الضعفاء الكبير للعقيلي، الكامل في ضعفاء الرجال، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، سير أعلام النبلاء، لسان الميزان، الإصابة في تمييز الصحابة، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، نصب الراية، البدر المنير، التلخيص الحبير ইত্যাদি খন্ড খন্ড কিতাবও হুজুরের আদ্যোপান্ত পড়া আছে। এ কিতাবগুলোর যে নোসখা হুজুর পড়েছেন তার শুরু শেষের সাদা পৃষ্ঠাগুলোতে দেখবেন, কত কিছু নোট করে রেখেছেন।

: এত কিছু মুতালাআ করা হুজুরের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হলো?

: যারা স্বপ্নচারী ও উচ্চাভিলাষী হন, ইলমই হয় যাদের সকল চাওয়া পাওয়া, যাদের সুখ দুঃখ আবর্ত হয় ইলমকেই কেন্দ্র করে, সাথে অলসতা ও গাফলতের সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না তাদের পক্ষে এমনটা সম্ভব। হুজুর তো বলেন, 'যে শাস্ত্রে তুমি কিছু হতে চাও সে শাস্ত্রের যে কিতাবগুলো অন্যদের কাছে শুধু মুরাজাআতের তা তোমার কাছে হতে হবে আদ্যোপান্ত পড়ার। পনেরো বিশ বছরের একটা প্রকল্প নিতে হবে যেন, শাস্ত্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিতাব তোমার আদ্যোপান্ত পড়া বাকি না থাকে।'

এই বয়সেও হুজুর কী পরিমাণ পড়েন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অথচ, কত কিছু এখনো পড়া হয়নি বলে হুজুর যেই আফসোস করেন তা দেখলে আমাদেরই কষ্ট লাগে। হুজুর বলেন, পড়ার যে আগ্রহ তা পূর্ণ করতে হলে আরো কয়েক জীবন লাগবে। যদি সুযোগ হয় তাহলে জান্নাতে গিয়েও পড়ব। কারণ আমার কাছে পড়ার মজার সাথে অন্য কোনো মজার তুলনা হয় না।

: সুবহানাল্লাহ।

: হুজুরকে নিয়ে আরো অনেক কিছু বলা যাবে। আফসোস হয়, হুজুরকে এখনো আমরা চিনলাম না। যাহোক, আমি হুজুরের সাথে কথা বলেছি। আপনাদের কথা জানিয়ে আবদার করেছি, এই বিষয়ে যেন হুজুর একটি দরস দেন। হুজুর আপনাদের আগ্রহের কথা শুনে সানন্দে রাজি হয়েছেন। তাই চলুন, আমরা হুজুরের কাছে যাই।

* * *

আগ্রহ, কৌতুহল আর কৃতজ্ঞতায় যেন সকলে হাবুডুবু খাচ্ছে। কত দিনের আশা, উলূমুল হাদীস বিষয়ে হুজুরের একটা দরস শোনা।

: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

: ওয়ালাইকুমুস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। এসো। তোমরা তো أئمة الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل ও ألفاظ الجرح والتعديل নিয়ে কিছু মুযাকারা করেছো।

: জ্বী।

: এখন أصول الجرح والتعديل নিয়ে কিছু শুনতে চাও।

: জ্বী।

: বাস্তবতা হলো أصول الجرح والتعديل এত ব্যাপক বিষয় যে, তা দুই এক মজলিসে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, এই বিষয়ে শুধু শোনার দ্বারা তেমন ফায়দা হবে না। হ্যাঁ, শোনার সাথে সাথে যদি প্রচুর মুতালাআ করা হয়, মুতালাআ যা করা হয় তা নিয়ে গভীরভাবে, শান্ত মনে ও সময় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয় এবং অনেক অনুশীলন করা হয় তখন গিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফায়দা অর্জন হবে। তারপরও তোমরা যেহেতু কিছু বিষয় শুনতে চাও তাই আমি সংক্ষেপে কয়েকটি উসূল বলব যা সচরাচর কাজে লাগবে।

التوثيق الضمني

১. التوثيق الضمني নামে একটা পরিভাষা আছে। এর অর্থ হলো, রাবীর হাদীসকে প্রমাণিত বলার দ্বারা রাবীর তাওসীক তা'দীল প্রমাণিত হওয়া। একটু বুঝিয়ে বলি। হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্য যেহেতু তার রাবীদের তা'দীল ও তাওসীক অর্থাৎ সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া জরুরী, তাই কোনো হাদীসকে সহীহ বলা মানে তার রাবীদের সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলা। কারণ রাবীরা সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী না হলে তাদের হাদীস প্রমাণিত হয় না।

তবে এই ফায়দা নিতে হলে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, হাদীস প্রমাণিত বলার ভিত্তি এই সনদটিই হতে হবে। হাদীসের অন্য কোনো সনদের দিকে তাকিয়ে, বা হাদীসের একাধিক সনদ একত্র হওয়ার দিকে তাকিয়ে হাদীসটিকে প্রমাণিত বললে তখন আলোচিত সনদের রাবীদের জন্য التوثيق الضمني প্রমাণিত হবে না।

এমনিভাবে কোনো ইমাম যখন কোনো মাসআলায় একটি হাদীস দিয়ে দলিল দিবেন এবং প্রমাণিত হবে, এই মাসআলায় তার একমাত্র দলিল এই হাদীসটিই তখন ঐ হাদীসের রাবীদের ব্যাপারেও التوثيق الضمني প্রমাণিত হবে।

এমনিভাবে রাবীর ছাত্রটি যদি এমন হয় যে, সে ثقة ছাড়া আর কারো থেকে রেওয়ায়াত করে না তখন রাবী থেকে ঐ ছাত্রের রেওয়ায়াত রাবীর জন্য التوثيق الضمني হিসেবে গণ্য হবে।

التوثيق الضمني এর মতো التضعيف الضمني ও আছে। কোনো হাদীসকে কোনো ইমাম অপ্রমাণিত বলল আর ঐ হাদীসের সনদে সকলেই ভালো একজন ছাড়া এবং নিশ্চিতভাবে তাতে অন্য কোনো সমস্যা নেই এই রাবী ছাড়া তাহলে বুঝতে হবে ঐ রাবী ঐ ইমামের নিকট দুর্বল। এজন্যই তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

অত্যন্ত জরুরত থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো ইমাম কোনো হাদীস দিয়ে দলিল না দেন এবং দলিল না দেওয়ার একমাত্র কারণ হলো ঐ হাদীসের সনদে একজন রাবীর উপস্থিতি তাহলে বুঝতে হবে ঐ রাবী ঐ ইমামের নিকট দুর্বল। এই জন্য তিনি এই রাবীর হাদীস দিয়ে দলিল দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এটাও التضعيف الضمني এর একটি সূরত।

রাবীর উপর বিদআতের প্রভাব

২. এবার অন্য একটা বিষয় নিয়ে কথা বলি। অনেক রাবী আছে যারা কোনো বিদআতের সাথে যুক্ত ছিল। তাদের ব্যাপারে ইমামগণ সতর্ক করেছেন, যেন তাদের থেকে রেওয়ায়াত কম করা হয়। কারণ তাদের রেওয়ায়াত কম হলে তাদের আলোচনাও কম হবে। আর তাদের আলোচনা কম হলে তাদের বিদআতটিও প্রচার প্রসারে বাধাপ্রাপ্ত হবে।

তারা বিদআতের সাথে যুক্ত রাবীদের ব্যাপারে বলেছেন, مرجئ، رمي بالإرجاء، قدري، رمي بالقدر، ناصبي، رمي بالنصب، شيعي رمي بالتشيع، رافضي، رمي بالرفض، جهمي، رمي بالرفض ইত্যাদি।

তোমরা জেনে এসেছ, রাবীদের বিষয়ে মূল জানার বিষয় হলো, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, সে ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী না দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী। এখন প্রশ্ন হলো, কোনো রাবীর বিদআতের সাথে যুক্ত হওয়ার দ্বারা তার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়া এবং ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া বা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না?

এর জবাব হলো, কখনো প্রভাব ফেলবে, কখনো ফেলবে না।

একজন বলে উঠল, কখন প্রভাব ফেলবে?

হুজুর বললেন, এখানে প্রথমে দেখতে হবে তার ব্যাপারে বিদআতের সাথে যুক্ত থাকার যে কথা বলা হয়েছে তা আসলেই প্রমাণিত কি না? কারণ কয়েকজন রাবী এমন পাওয়া গেছে, যাদের ব্যাপারে কোনো বিদআতের সাথে যুক্ত থাকার দাবী করা হয়েছে। অথচ যথাযথ অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হয়েছে, তিনি ঐ বিদআত থেকে পাক সাফ ছিলেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ব্যাপারে কেউ কেউ দাবি করেছিলেন, তিনি কুরআন মাখলুক হওয়ার পক্ষে। কিন্তু অন্যরা মজবুত দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন, তিনি কুরআন মাখলুক হওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তিনি আহলুস সুন্নাহর অন্যদের মতই কুরআন গায়রে মাখলুক হওয়ার আকিদা

পোষণ করতেন।

দ্বিতীয়ত দেখতে হবে, যেই বিদআতের সাথে তার যুক্ত থাকা প্রমাণিত হয়েছে তা কেমন বিদআত? যদি তা এমন হয় যার সাথে জড়িত ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় তাহলে তাকে অমুসলিম হিসেবে দ্বীনী বিষয়ে মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য করা হবে।

আর যদি এমন বিদআতের সাথে যুক্ত না হয় তাহলে তৃতীয়ত যা দেখতে হবে তা হলো, বিদআতের সাথে তার যুক্ত থাকার পরিমাণটা কেমন? সে যদি এ পরিমাণ যুক্ত থাকে যে, তার বিদআত প্রমাণে ও সমর্থনে সে মিথ্যা বলতে কুণ্ঠাবোধ করে না তাহলে তাকে মিথ্যাবাদীর কাতারে শামিল করা হবে। আর যদি তার তাকওয়া ও দ্বীনদারীতা এত মজবুত হয় যে সে কখনো মিথ্যা বলবে না। কিন্তু বিদআতের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তার হাদীস মুখস্থ রাখার মেহনত যদি বাধা প্রাপ্ত হয়, অথবা রেওয়ায়াত বিল মা'নার ক্ষেত্রে তার মনে হাদীসের এমন অর্থই আসে, যা তার বিদআতকে সমর্থন করে, তখন তাকে মিথ্যাবাদী না ধরা হলেও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।

একজন বলল, বিদআতের সাথে তার সম্পৃক্ততা কেমন তা কীভাবে বুঝব?

হুজুর বললেন, তার জীবনী দেখেই অনেক সময় বোঝা যাবে। অধিকাংশ সময় তার ব্যাপারে অন্য ইমামগণের বক্তব্য এবং তার হাদীসের সাথে ইমামগণের গ্রহণ ও বর্জন নীতি থেকে বোঝা যাবে।

খোলাসা কথা হলো, কোনো রাবীর ব্যাপারে যদি কোনো ইমাম বিদআতের সাথে যুক্ত থাকার দাবী করে এবং সে দাবী প্রমাণও হয়, কিন্তু অন্যান্য ইমামগণ তাকে তা'দীল করে তাহলে বুঝতে হবে, বিদআত তার সত্যবাদিতা ও স্মৃতিশক্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি।

আর যদি কিছু ইমাম তা'দীল করে আর কিছু ইমাম জরাহ করে তাহলে হতে পারে, বিদআত তার সত্যবাদিতা বা স্মৃতিশক্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আবার হতে পারে যারা জরাহ করেছেন তারা মূলত মানুষকে তার বিদআত থেকে বিমুখ করার জন্য জরাহ করেছেন। এই ক্ষেত্রে গভীর পর্যবেক্ষণ করে যাচাই করতে হবে, যারা জরাহ করেছেন তাদের জরাহের ভিত্তি কী? যদি জরাহ করা হয় এ জন্য যে, বিদআত তার সত্যবাদিতা বা স্মৃতিশক্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তাহলে

তার মধ্যে জরাহ তা'দীল দুটোই পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে কী করণীয় তা আমরা সামনে বলব (১০ নং উসূল)। আর যদি জরাহ করা হয়, মানুষকে তার বিদআত থেকে বিমুখ করার জন্য তাহলে তার তা'দীলের উপরই আমল করা হবে।

মাজহুল রাবীর হুকুম

৩. এবার আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলি। আমরা জানি, রাবীর রেওয়ায়াত কবুল হওয়ার জন্য রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হয়। এজন্য যে রাবীকে ইমামগণ مجهول (যার সত্যবাদিতা ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া কোনোটাই জানা নেই) বলেছেন, তার রেওয়ায়াতের স্বাভাবিক হুকুম হলো তা অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু যে রাবীর জীবনীই পাওয়া যায় না বা জীবনী পাওয়া গেলেও তার ব্যাপারে ইমামগণের সুস্পষ্ট تجهيل ও পাওয়া যায় না আবার কোনো জরাহ বা তা'দীলও পাওয়া যায় না তার ক্ষেত্রে কী করণীয়?

তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো, তার ব্যাপারে কোনো التوثيق الضمني বা التضعيف الضمني আছে কি না, তার থেকে কয়জন রেওয়ায়াত করেছে, কারা কারা রেওয়ায়াত করেছে, তাদের মাঝে উস্তাদ নির্বাচনের ব্যাপারে বাছবিচার করার গুণ ছিলো কি না, তিনি কোন যমানার ছিলেন- এসব কিছু বিবেচনা করে তার রেওয়ায়াতের হুকুম দেওয়া হবে।

এমনকি যেই রাবীর ব্যাপারে শুধু এক বা একাধিক ইমামের تجهيل বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ইমাম থেকে তা'দীল বর্ণিত হয়নি, তার রেওয়াতের ক্ষেত্রেও এমনটাই করা হবে। অর্থাৎ যদি তার ছাত্রদের সংখ্যা বেশি হয়, বা ছাত্রদের মধ্যে উস্তাদ নির্বাচনের ব্যাপারে বাছবিচার করার গুণ থাকে, বা রাবী যদি তাবেয়ীদের সময়কার হয়, যখন রাবীদের মধ্যে সমস্যা কম ছিল তাহলে তার রেওয়ায়াত তুলনামূলক ভালো হবে, ঐ مجهول এর তুলনায় যার মধ্যে এই গুণগুলো পাওয়া যায় না।

আর যেই রাবীর ব্যাপারে কোনো ইমাম থেকে تجهيل বর্ণিত হয়েছে, সাথে অন্য ইমাম থেকে تعديل ও বর্ণিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে تعديل প্রাধান্য পাবে। তবে যদি বোঝা যায়, যিনি تعديل করেছেন তার কাছে রাবীর বিষয়ে ততটুকু ইলমই আছে যা جهالة-এর হুকুমদাতা ইমামের কাছে আছে (যেমন ইবনে হিব্বান রহ. এর কিছু توثيق), তখন দেখতে হবে ততটুকু ইলমের কারণে রাবীকে সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলা যায় কি না? যদি বলা যায় তাহলে تعديل এর উপর আমল করা হবে। আর যদি না বলা যায় তাহলে تجهيل এর উপর আমল

করা হবে।

আর যেই রাবীর ব্যাপারে কোনো ইমাম থেকে تجهيل বর্ণিত হয়েছে, সাথে অন্য ইমাম থেকে জরাহ বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাপারে দেখতে হবে, যিনি জরাহ করেছেন তার কাছে রাবীর ব্যাপারে অতিরিক্ত কোনো ইলম আছে কি না? যদি থাকে তাহলে জরাহের উপর আমল করা হবে। আর যদি অতিরিক্তি কোনো ইলম না থাকে বরং বোঝা যায়, জরাহ করেছেন এই জন্যই যে সে মাজহুল তাহলে تجهيل এর উপর আমল করা হবে।

تجهيل এর উপর আমল করার অর্থ একটু আগেই বলে এসেছি। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে তার রেওয়াতকে গ্রহণ করা হবে না। তবে যদি তার ছাত্রদের সংখ্যা, তাদের উস্তাদ নির্বাচনের বাছবিচারের গুণ ও রাবীর যামানা দেখে মনে হয় তার অবস্থা ভালো, তাহলে তার রেওয়াতকে কবুল করা হবে। পরবর্তী অনেক ইমাম কোনো কোনো مجهول রাবীর রেওয়ায়াতকে جيد، صحيح বা حسن বলেছেন মূলত এই কারণে।

মুবহাম রাবীর হুকুম

৪. এর কাছাকাছি আরেকটি বিষয় হলো, অনেক সময় সনদে حدثنا رجل، حدثنا بعض الناس، حدثنا من سمع فلانا ইত্যাদি শব্দে রাবী অস্পষ্ট থাকে। একে পরিভাষায় مبهم বলে। এক্ষেত্রে করণীয় হলো, মুবহাম রাবীটি কে তা বের করার চেষ্টা করা। হাদীসের সকল সনদ একত্র করলে অনেক সময় মুবহাম রাবীটি চিহ্নিত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী ইমামগণ শুরুহাত, তাখরীজ, আতরাফের কিতাবে ও রিজালের কিতাবের শেষের দিকে বিভিন্ন সনদের মুবহাম রাবীর পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পরিচয় পাওয়ার পর তার জীবনী দেখে তার সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু পরিচয় পাওয়ার আগ পর্যন্ত তার হুকুম ঐ রাবীর হুকুমের ন্যায়, যার জীবনী পাওয়া যায়নি বা জীবনী পাওয়া গেলেও তার ব্যাপারে ইমামগণের সুস্পষ্ট تجهيل ও পাওয়া যায়নি আবার জরাহ বা তা'দীলও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ তার তবাকা ও ছাত্রের উস্তাদ নির্বাচনের বাছবিচারের গুণ দেখে যদি মনে হয় তার অবস্থা ভালো, তাহলে তার রেওয়ায়াতকে কবুল করা হবে।

মুবহাম তা'দীলের হুকুম

আরেকটা পরিভাষা আছে التعديل على الإبهام বা التعديل المبهم নামে। এর মানে হলো রাবী তার শায়খের নাম না নিয়ে বলবে, حدثنا الثقة، حدثنا من أثق به، حدثنا من لا أتهم، حدثنا رجل من خيار المسلمين، حدثني رضي، حدثني أحد الصالحين ইত্যাদি।

এর হুকুম হলো, যদি মুবহাম শায়খের পরিচয় জানা যায় তাহলে তার জীবনী দেখতে হবে। আর পরিচয় জানা না গেলে ছাত্র যদি আইম্মাতুল জারহী ওয়াত তা'দীলের অন্তর্ভুক্ত হন তাহলে ছাত্র তাকে যে শব্দে তা'দীল করেছে সে শব্দ অনুযায়ী তার অবস্থা গণ্য করা হবে।

মুখতালিত রাবীর হুকুম

৫. কিছু রাবী আছে যাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, জীবনের শেষ সময়ে বা কোনো দুর্ঘটনায় তাদের স্মৃতিশক্তি একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এমন রাবীদেরকে مختلط বলে। এদের ক্ষেত্রে করণীয় হলো,

ক. তার اختلاط প্রমাণিত কি না তা আগে যাচাই করা। অনেক সময় এমন কোনো ঘটনা দিয়ে اختلاط এর দাবি করা হয় যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি। বা ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলেও সে ঘটনা থেকে রাবীর اختلاط হওয়ার ব্যাপারটা সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না। এমনকি শেষ জীবনে স্মৃতিশক্তি সামান্য দুর্বল হয়ে যাওয়াতেও কিছু কিছু রাবীকে مختلط বলে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের হুকুম স্বাভাবিক রাবীদের মতই। এমনিভাবে কোনো কোনো রাবীর ব্যাপারে কোনো ইমাম বলেছেন خلط، كان ذا تخليط، كان يخلط আর পরবর্তী কেউ এটাকে ধরে নিয়েছে اختلاط। অথচ তার অর্থ হলো, وهم، كان ذا وهم، كان يهم.

খ. যদি اختلاط প্রমাণিত হয় তাহলে দেখতে হবে, اختلاط শুরু হয়েছে কখন থেকে এবং اختلاط এর সময়টার পরিব্যাপ্তি কেমন? اختلاط খুব অল্প সময় হলে তার হুকুমও স্বাভাবিক রাবীদের মতই হবে।

গ. যদি اختلاط দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয় তাহলে দেখতে হবে, اختلاط অবস্থায় কোনো রেওয়ায়াত করেছে কি না? যদি না করে থাকে তাহলে তার হুকুমও স্বাভাবিক রাবীদের মতই হবে।

ঘ. যদি اختلاط দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয় এবং اختلاط অবস্থায় রেওয়ায়াত করে থাকে তাহলে দেখতে হবে, তার থেকে কে শুধু اختلاط এর আগে রেওয়ায়াত করেছে, কে শুধু اختلاط এর পরে রেওয়ায়াত করেছে, কে উভয় অবস্থায় রেওয়ায়াত করেছে আর কে কে এমন, যাদের ব্যাপারে জানা যায় না তার থেকে কখন রেওয়ায়াত করেছে।

যারা শুধু اختلاط এর আগে রেওয়ায়াত করেছে তাদের রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য

হবে। যারা শুধু اختلاط এর পরে রেওয়ায়াত করেছে তাদের রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।

যারা উভয় অবস্থায় রেওয়ায়াত করেছে তাদের ব্যাপারে যদি জানা যায় কোন অবস্থায় বেশি শুনেছে তাহলে সেই অবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর যদি কোন অবস্থায় বেশি শুনেছে তা জানা না যায়, তাহলে তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে নির্দিষ্ট কোনো রেওয়ায়াত اختلاط এর আগে শুনার দলিল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

যাদের ব্যাপারে জানা যায় না, তারা مختلط থেকে কখন রেওয়ায়াত করেছে, তাদের বিষয়ে লক্ষণীয় হলো, তার থেকে তার ছাত্রদের মধ্যে কার কার রেওয়ায়াতকে ইমামগণ বহিরাগত কোনো কারণ ছাড়া কবুল করেছেন। যাদের বর্ণনা ইমামগণ কবুল করেন তাদের ব্যাপারে বুঝে নিতে হবে যে, তারা তার থেকে اختلاط এর আগেই শুনেছে। ছাত্রদের কারো ব্যাপারে যদি কোনো ইমাম বলে থাকেন, এই مختلط থেকে তার রেওয়ায়াতের মধ্যে ভুল আছে তাহলে বুঝতে হবে সে مختلط থেকে তার اختلاط এর পরে শুনেছে। আর এমন কিছু না পাওয়া গেলে তাদের রেওয়ায়াতকে গ্রহণ করা হবে না।

একজন বলে উঠল, আমার দাদা অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে। অতীতের অনেক কিছুই ভুলে গেছেন। দাদির সাথে কীভাবে বিয়ে হয়েছে তা অনেক মজা করে আমাদের শুনায়। কিন্তু দাদি বলে, এগুলো সব ভুল কথা। এগুলো তোরা বিশ্বাস করবি না।

সকলে হেসে দিলো। হুজুর মুচকি হেসে বললেন, তোমার দাদি ঠিকই বলেছেন। তবে তোমার দাদার অতীত স্মৃতিচারণের কোনো কথার সমর্থন যদি তোমার দাদার ভাই বা দাদির ভাই অথবা প্রবীণদের মধ্যে এখনো যারা সুস্থ আছেন তাদের থেকে পাওয়া যায় তখন কিন্তু অবিশ্বাস করো না। যা হোক, আরেকটা উসূল বলি।

الجرح المعلول والتعديل المعلول

৬. কিছু জরাহ ও তা'দীল আছে যা গণনাতেই ধরা হয় না। এদেরকে الجرح المعلول والتعديل المعلول বলে। যথা:

ক. জরাহ ও তা'দীলটা যদি তার বক্তা থেকে প্রমাণিত না হয়।

খ. রাবীর এমন কোনো ঘটনা বা বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে রাবীকে জরাহ করা হয়েছে, যেই ঘটনা বা বক্তব্য রাবী থেকে প্রমাণিত না। অথবা রেওয়ায়াতের এমন ভুলের উপর ভিত্তি করে

জরাহ করা হয়েছে, যেই ভুলটা রাবী থেকে না, বরং তার শায়খ বা ছাত্র থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

গ. রাবীর বাস্তব অবস্থা সামনে রেখে জরাহ ও তা'দীল করা হয়নি। বরং জরাহটা হয়েছে রাবীর সাথে বক্তার ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে এবং তা'দীলটা হয়েছে ব্যক্তিগত মুহাব্বত থেকে।

ঘ. এমন দোষ ও গুণ যা রাবীর সত্যবাদিতা ও স্মৃতিশক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন, রাবীর কিয়াস করার ভালো যোগ্যতা রাখে অথবা রাবী রাজদরবারে আসা যাওয়া করে।

তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ব্যাপারে অনেক জরাহ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার ৯৫% জরাহ হলো معلول বা এমন পর্যায়ের, যা গোণায় ধরা হয় না।

৭. আমরা পিছনে যেই ألفاظ الجرح বলে এসেছি সেগুলোতে খেয়াল করলে দেখবে, কিছু শব্দ আছে যাতে জরাহের কারণটা শব্দ থেকেই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ শব্দের মধ্যেই রাবীর সত্যবাদী হওয়া বা ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াকে সুস্পষ্ট নাকচ করা হয়েছে। যেমন:

* دجال، كذاب، وضاع، يضع الحديث، متهم بالكذب، يكذب، يسرق الحديث، يدخل على الشيوخ، منكر الحديث، يروي المناكير، يأتي بالمعضلات، يهم، يخطئ، مضطرب الحديث، سيء الحفظ، له أوهام، له مناكير، يعرف وينكر، ليس بالحافظ.

এই ধরনের জরাহগুলোকে الجرح المفسر বলে।

আর কিছু শব্দ আছে যার মধ্যে জরাহের দিকটা স্পষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ সমস্যাটা কি মিথ্যাবাদী হওয়া, না দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া তা শব্দ থেকে বুঝে আসে না। যেমন:

* متفق على تركه، تركوه، متروك، مطروح، طرحوه، مردود، ليس بثقة، ذاهب الحديث، هالك، ساقط، واه بمرة، ليس بشيء، لا شيء، ضعيف جدا، لا يعتبر به، لا يساوي شيئا، لا يكتب حديثه، لا تحل الرواية عنه، ارم به، قام بين عدي عدل، سكتوا عنه،

ضعفوه، طعنوا فيه، ليس يحمدونه، واه، ضعيف، ليس بحجة، لين، لا يحتج به، ليس بالمرضي، يضعف، فيه ضعف، فيه لين، فيه شيء، وقد ضعف، ليس بالقوي، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بعمدة، تكلم فيه، أختلف فيه، فلان فيه مقال، غيره أوثق منه، فيه نظر

এই ধরনের জরাহকে الجرح المبهم বলে।

কেউ কেউ মনে করেন, الجرح المفسر হলো রাবীকে কেন মিথ্যাবাদী বলা হলো, বা কেন দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলা হলো তা কারণসহ উল্লেখ থাকা। অথচ এটা হলো الجرح المدلل .الجرح المفسر হওয়ার জন্য الجرح المدلل হওয়া জরুরী না। হ্যাঁ, প্রত্যেক الجرح المفسر টা الجرح المدلل।

الجرح والتعديل المنصوص عليهما أو المتلقى بهما

৮. কিছু ব্যক্তি আছেন যাদের তা'দীল মানসূস আলাইহি অর্থাৎ কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন যাদের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়া প্রমাণিত তাদের তা'দীল মানসূস আলাইহি। এমনিভাবে কিছু ব্যক্তি আছেন যাদের তা'দীল উম্মাতের তালাক্কী তথা স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। যেমন হাসান বসরী রহ., ইবনে সীরীন রহ., শা'বী রহ., ইবরাহীম নাখায়ী রহ, যুহরী রহ, চার মাযহাবের ইমামগণ, অধিকাংশ আইম্মাতুল জারহি ওয়াত তা'দীল।

এই উভয় প্রকারের কোনো কোনো রাবীর ব্যাপারে কিছু জরাহ বর্ণিত হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তাদের ব্যাপারে যে জরাহ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলো الجرح المعلول এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ এই নয় যে তারা মা'সূম ছিলেন। ছোটখাটো কিছু ভুল তাদের হয়েছে। কিন্তু সেই কারণে তাদের আদালত নষ্ট হয়ে যায়নি। তাদের আদালত নষ্ট হয়ে গেলে তাদের আদালত منصوص عليه বা متلقى بالقبول হতো না।

এর বিপরীতে জরাহটা যদি منصوص عليه বা متلقى بالقبول হয়, তাহলে এর বিপরীতে তা'দীলটা নিশ্চিত التعديل المعلول হবে। আর না হয় এমন কিছু গুণ হবে, যা রাবীর মিথ্যাবাদী বা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

এক ইমামের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য

৯. অনেক সময় এক রাবীর ব্যাপারে এক ইমাম থেকেই পরস্পর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায়। তখন করণীয় হলো:

ক. বক্তব্যগুলোর সনদ তাহকীক করা।

খ. যদি উভয় বক্তব্য প্রমাণিত হয় তাহলে দেখতে হবে, সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব কি না? যেমন, তা'দীলটাও নিম্নস্তরের আবার জরাহটাও নিম্নস্তরের। ফলে নিম্নস্তরের তা'দীলের কারণেই তাকে কিছুটা জরাহ করা হয়েছে। বা এভাবে বলা যায়, তার মধ্যে নিম্নস্তরের জরাহ আছে। এর অর্থই হলো তাকে তা'দীল করার সুযোগ আছে। সামঞ্জস্য করার আরেকটা সূরত হলো, জরাহটাকে বিশেষ কোনো অবস্থার সাথে খাস করে দেওয়া। যেমন, সে ثقة কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট শায়েখ থেকে রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সে ضعيف।

গ. যদি এটাও সম্ভব না হয় আর জানা যায়, দুই বক্তব্যের মধ্যে একটা আগের, আরেকটা পরের তাহলে পরের বক্তব্যকে গ্রহণ করা হবে।

ঘ. যদি কোনটা আগের আর কোনটা পরের তা জানা না যায়, তাহলে অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য ও রাবীর হাদীসের সাথে তাদের আচরণ অনুযায়ী একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

হুজুর এতটুকু বলে কিছুটা ক্লান্তি বোধ করলেন। রশীদ বলল, আজ তাহলে এতটুকুই থাক। হুজুরের কষ্ট হচ্ছে। হুজুর বললেন, এখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উসূলটি বলা বাকি আছে। এটা বলেই আলোচনা শেষ করব এবং রাবীর জীবনী সংক্রান্ত তোমাদের প্রাথমিক মুযাকারারও সমাপ্তি হবে।

সবাই নড়ে চড়ে বসল। হুজুর বলতে লাগলেন,

রাবীর ব্যাপারে জরাহ তা'দীল উভয়টা পাওয়া গেলে কী করণীয়?

১০. যেই রাবীর ব্যাপারে তা'দীল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, বা জরাহ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া তো সহজ। শুধু জটিলতা দেখা দেয় তার তা'দীলটা কোন পর্যায়ের বা জরাহটা কোন পর্যায়ের তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

বেশি জটিলতা দেখা দেয় তখন, যখন রাবীর ব্যাপারে জরাহও পাওয়া যায় তা'দীলও পাওয়া যায়। এই জটিলতার সমাধান কেউ কেউ এক কথায় দিয়ে দিয়েছে الجرح مقدم على التعديل বলে। অর্থাৎ জরাহ তা'দীল একত্র হলে জরাহ সব সময় অগ্রগামী হবে। অথচ এই কথা সম্পূর্ণ বিবেক বিরোধী এবং

আইম্মাতুল জরহি ওয়াত তা'দীলের সার্বিক নীতির খেলাফ। ইমামগণের মধ্যে যারা এই কথা বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, কিছু জরাহ কিছু তা'দীলের উপর অগ্রাধিকার পাবে।

কোন জরাহ কোন তা'দীলের উপর অগ্রাধিকার পাবে- এই বিষয়টা নিয়ে একটা লেখা তৈরি করেছিলাম, যাতে অধিকাংশ أصول الجرح والتعديل এর সারাংশ চলে এসেছে। এই নাও, পড়ে দেখ।

معنى قولهم: الجرح مقدم على التعديل

الجرح والتعديل هنا معرفان بالألف واللام المسمى بالعهد الخارجي أو الذهني، وليسا معرفين بالألف واللام الاستغراقي، لأننا رأيناهم لا يقدمون الجرح على التعديل دائما، وكثيرا ما يقدمون التعديل على الجرح، وأكثر ما يكون أنهم يجمعون بين التعديل والجرح، فيكون المراد بقولهم هذا أن بعض الجرح مقدم على بعض التعديل، ما هو الجرح الذي يقدم على التعديل؟

والذي يبدو من كلامهم التنظيري وعملهم التطبيقي أن المراد بهذا الجرح هو الجرح المحفوظ المسقِط المفسر.

انظر في هذه القيود:

فقد خرج بالمحفوظ ما هو غير ثابت عن الجارح.

وخرج بالمسقط:

١. ما هو غير وارد في الراوي المبحوث عنه

٢. أو لا يدل على خدش في عدالة الراوي وضبطه، إنما هو ذكر عيوب لا تمس بالعدالة والضبط، فيكون من باب السب والشتم

٣. أو يكون خارجا على الحسد والمنافسة.

وخرج بالمفسر:

١. ما هو غير مفسر

٢. أو مفسر بما لا يضر بالعدالة والضبط.

ثم التعديل في كلامهم هذا بمعنى التوثيق الذي يدل على العدالة والضبط كليهما، لا العدالة فقط، إنما عبر بالتعديل، لأن التعديل إذا قدم عليه الجرح فكونه مقدما على الضبط أولى.

والمراد بالتوثيق هنا التوثيق الذي ليس منصوصا عليه ولا متلقى بالقبول، ويتعارض مع الجرح الوارد، الدال على زيادة علم.

شرح هذا:

أن ننظر في الجرح المفسر، هل فسر بما يسقط العدالة أو فسر بما يسقط الضبط

فإن كان فسر بما يسقط العدالة ننظر في التوثيق، فإن كان التوثيق منصوصا عليه كالصحابة رضي الله عنهم أو متلقى بالقبول كالأئمة المجتهدين والمحدثين النقاد المشهورين فالجرح مردود دائما، إذ لا يمكن أبدا أن يكون الثقة المنصوص على وثاقته أو المتلقى بقبول وثاقته غير عادل.

فنعيد النظر في الجرح الوارد ثانيا، فإنه إما يكون في سنده ضعف ما، أو يكون في دلالته على الجرح خفاء، أو يكون فيه ما يوهم أنه
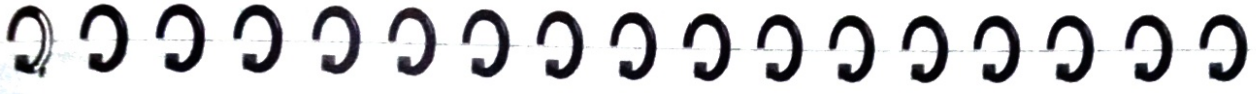
خارج على الحسد والمنافسة، أو يعدّ ما يدل عليه الجرح حالة شاذة للراوي لا تسقط عدالته العامة لاحتمال أن يكون له عذر في تلك الحالة لا نعلمه.

وإن كان التوثيق المقابل غير منصوص عليه وغير متلقى بالقبول نقدم الجرح المشروح من قبل، إذ يمكن هنا أن يكون مع الجارح زيادة علم خفي على الموثق.

وإن كان الجرح المفسر مفسرا بما يسقط الضبط ننظر في التوثيق، فإن كان مثبتا للعدالة ساكتا عن الضبط وراجعا إلى العدالة دون تعرض للضبط نقدم هذا الجرح المحفوظ المفسر المسقط للضبط، إذ لا يتعارض مع التوثيق الذي يثبت العدالة فقط.

وإن كان التوثيق مثبتا للضبط أيضا فهنا التعارض بين الجرح والتوثيق وارد، فننظر في التوثيق، هل هو منصوص عليه أو متلقى بالقبول أو غيرهما، فإن كان منصوصا عليه أو متلقى بالقبول فالجرح مردود أو مقبول قبولا جزئيا.

فإن كان في سنده ضعف ما وإن لم يكن ضعيفا أو في دلالته على الجرح خفاء ما وإن كان مع ذلك يدل على الجرح أو كان فيه ما يوهم إيهاما ما أنه خرج على الحسد والمنافسة وإن لم يتيقن أنه خرج على الحسد والمنافسة فالجرح مردود.

فإن قيل إنكم شرحتم الجرح أولا أن يكون ثابتا لا ضعيفا ويكون مسقطا فلماذا أعدتم هذه القيود هنا وعند الجرح المسقط للعدالة المقابل بالتوثيق المنصوص عليه أو المتلقى بالقبول وهي منفية من قبل،

إذ الكلام هنا مع الجرح المحفوظ المسقط لا غير؟

قلنا: ذكرنا فيما تقدم أن لا يكون الجرح ضعيف السند، وهنا قلنا: ضعف ما وإن كان ثابتا في مرتبة من مراتب الثبوت، لأن الضعف الخفيف في مقابل المنصوص عليه والمتلقى بالقبول مردود، وقلنا فيما تقدم: الجرح يكون دالا على علاقته بالعدالة والضبط ولا يخرج على المنافسة والحسد، وقلنا هنا: يكون في دلالته خفاء ويمكن تأويله بما لا يتعلق بالضبط والعدالة ولو في أدنى مراتب التأويل، وإيهام خروج الجرح على الحسد والمنافسة، لا تيقن خروجه على الحسد والمنافسة. فهذه علل هنا إذ هي في مقابلة المنصوص عليه والمتلقى بالقبول، ولا تكون عللا إذا لم تكن في مقابلة التوثيق المنصوص عليه والمتلقى بالقبول، بل يكون الجرح مع تلك محفوظا مسقطا.

وإن لم يكن الجرح هكذا، بل كان صحيح السند قوي النسبة إلى الجارح لا ضعف فيه وكان واضح الدلالة على الجرح وضوحا لا خفاء فيه ولا يكون فيه ما يوهم الخروج على الحسد والمنافسة كان ما يدل عليه الجرح حالة شاذة للراوي لا تسقط ضبطه العام أو يكون أخطأ في أحاديث لا تدخله في صف غير الضابطين.

وإن لم يكن التوثيق المقابل للجرح - المشروح المفسر بما يسقط الضبط - منصوصا عليه ولا متلقى بالقبول ويكون التوثيق ثابتا عن الموثق واردا في الراوي المبحوث عنه دال على التوثيق دون أن يكون مدحا محضا لا يمس بالعدالة والضبط ولا يكون الموثق ممالئا للراوي بحيث يثير الريبة في توثيقه له.

فإما أن يجمع بين التوثيق والجرح بأن يكون الجرح خاصا بحالة

يحمل عليها، مثلا يكون غير ضابط في شيخ معين أو بلد معين ويبقى ضابطا في باقي الحالات، أو كان يخطئ في أحاديث ويضبط أحاديث أخرى.

وإما لا يجمع بينهما بأن يكون التوثيق عاما والجرح عاما، فيرجح بينهما، والترجيح يكون هنا:

بكثرة عدد الجارحين والموثقين،

وبقوة وزيادة أهلية الجارحين والموثقين في علم الجرح والتعديل،

وبزيادة علم وخصوص تعلق بالراوي المبحوث فيه كأن يكون أحد الفريقين تلميذ الراوي أو بلديه أو زمنه أقرب من زمن الراوي أو له زيادة ممارسة بأحاديث الراوي

সকলে কিছু সময় নিয়ে লিখাটা পড়ল। এরপর কয়েকজন বলল, পরিপূর্ণ বুঝতে পারছি না। হুজুর বললেন, দীর্ঘ আলোচনার ছোট সারাংশ প্রথমেই বুঝে আসে না। এর ব্যাখ্যা শুনলে বা এটা নিয়ে পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা চালাতে থাকলে তখন বুঝে আসে।

আমাদের প্রশ্ন ছিল রাবীর ব্যাপারে জরাহ তা'দীল উভয়টা পাওয়া গেলে কী করণীয়? আমি আরেকটু সহজ করে একটা ছক তৈরি করেছি, যেখানে একজন রাবীর ব্যাপারে তা'দীল ও জরাহ দুইটাই বর্ণিত হলে যত সূরত হতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক সূরতের হুকুম সাথে বলে দেওয়া হয়েছে।

তা'দীল	জরাহ	হুকুম
সত্যবাদিতা ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	এমন রাবী পাওয়া অসম্ভব।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	এমন রাবী পাওয়া অসম্ভব।
”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	এমন রাবী পাওয়া অসম্ভব।
”	(الجرح المفسر) তার মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে। অথবা যে কোনো একটার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে। বা الجرح المبهم বর্ণিত হয়েছে।	তা'দীল গ্রহণযোগ্য হবে। জরাহটা নিশ্চিত الجرح المعلول এর কোনো এক প্রকারের অর্ন্তভুক্ত হবে।

শুধু সত্যবাদী হওয়াটা منصوص বা عليه متلقى بالقبول	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص বা عليه متلقى بالقبول	এমন রাবী পাওয়া অসম্ভব।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়াটা منصوص বা عليه متلقى بالقبول	এমন রাবী পাওয়া অসম্ভব।
”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص বা عليه متلقى بالقبول	রাবী সত্যবাদী, কিন্তু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) তার মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	রাবী সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। মিথ্যাবাদী হওয়ার জরাহটা নিশ্চিত الجرح المعلول এর কোনো এক প্রকারের অর্ন্তভুক্ত হবে।
”	(الجرح المفسر) তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে	রাবী সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার জরাহটা যদি الجرح المعلول এর কোনো এক প্রকারের অর্ন্তভুক্ত না হয় তাহলে জরাহটা গ্রহণযোগ্য হবে।

”	الجرح المبهم বর্ণিত হয়েছে।	রাবী সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। الجرح টা যদি الجرح المبهم المعلول এর কোনো এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল বলে গণ্য হবে।
শুধু ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	এমন রাবী পাওয়া অসম্ভব।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী মিথ্যাবাদী, কিন্তু ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	এমন রাবী পাওয়া অসম্ভব।
”	(الجرح المفسر) তার মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে জরাহ স্বাভাবিক বর্ণিত হয়েছে	রাবী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য হবে। মিথ্যাবাদী হওয়ার জরাহটা যদি الجرح المعلول এর কোনো এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে জরাহটা গ্রহণযোগ্য হবে।

”	(الجرح المفسر) তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য হবে।
”	الجرح المبهم বর্ণিত হয়েছে।	রাবী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য হবে। الجرح المبهم এর শব্দটা যদি কঠিন জরাহ বুঝায় এবং الجرح المعلول এর কোনো এক প্রকারের অর্ন্তভুক্ত না হয় তাহলে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক তা’দীল বর্ণিত হয়েছে।	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদীতা ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص متلقى বা عليه بالقبول	রাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে। আর ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার তা’দীলটা যদি التعديل المعلول এর কোনো প্রকারের অর্ন্তভুক্ত না হয়, তাহলে ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য হবে।

”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য হবে। আর সত্যবাদী হওয়ার তা'দীলটা যদি التعديل المعلول এর কোনো প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী মিথ্যাবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী সত্যবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।

"	الجرح المبهم বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবীকে সত্যবাদী ও নিম্নমানের ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। অথবা সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে নির্দিষ্ট কোনো শায়খ থেকে রেওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে বা কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায় দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। অথবা তা'দীল ও জরাহকারীর সংখ্যাধিক্য, বা যোগ্যতা, বা রাবীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক(রাবীর আত্মীয় বা রাবীর দেশের বা রাবীর হাদীস নিয়ে বিশেষ ممارسة ও গবেষণা) এর দিকে তাকিয়ে যে কোনো একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।
সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক তা'দীল বর্ণিত হয়েছে।	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদীতা ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।
"	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে।

”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে গণ্য হবে। আর সত্যবাদী হওয়ার তা'দীলটা যদি التعديل المعلول এর কোনো প্রকারের অর্ন্তভুক্ত না হয় তাহলে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী সত্যবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।
”	الجرح المبهم বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবীকে সত্যবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।

ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক তা'দীল বর্ণিত হয়েছে।	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদীতা ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে। ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে তা'দীলটা معلول না হলে ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াটা منصوص عليه বা متلقى بالقبول	রাবী দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।
”	(الجرح المفسر) মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী মিথ্যাবাদী ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।
”	(الجرح المفسر) শুধু মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী মিথ্যাবাদী এবং ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।

”	(الجرح المفسر) শুধু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক জরাহ বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় তাহলে রাবী দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কোনো একটা معلول হলে অপরটা গ্রহণ হবে।
”	الجرح المبهم বর্ণিত হয়েছে।	যদি জরাহ তা'দীল কোনটাই معلول না হয় এবং জরাহের শব্দটা কঠিন হয় তাহলে রাবীকে মিথ্যাবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। আর জরাহের শব্দটা নরম হলে তা'দীল ও জরাহকারীর সংখ্যাধিক্য, বা যোগ্যতা, বা রাবীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক (রাবীর আত্মীয় বা রাবীর দেশের বা রাবীর হাদীস নিয়ে বিশেষ ممارسة ও গবেষণা) এর দিকে তাকিয়ে যে কোনো একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তখন হয়ত ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য হবে।

সকলেই তালিকাটি শুনল।

রশীদ বলল, অনেক গুছানো। জাযাকুমুল্লাহ খায়রান।

আরেকজন বলল, কিন্তু ভালোভাবে যেহেনে সব বসছে না!

হুজুর বললেন, পিছনে যতগুলো أصول الجرح والتعديل বলা হয়েছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকলে আস্তে আস্তে এই তালিকাটি বুঝে আসবে।

একজন বলল, কিছু ঘর কালো করা কেন?

হুজুর বললেন, এই সূরতগুলো তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়।

আলহামদুলিল্লাহ রাবীর জীবনী জানার আগে যে চারটি বিষয় আমাদের জানা জরুরী তা সংক্ষেপে জানা হয়েছে। ইচ্ছে ছিল কথা এখানেই শেষ করে দিব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরেকটা কথা না বললেই নয়। তা হলো,

একজন রাবীর জীবনী যত কিতাবে পাওয়া যাবে তার সব দেখতে হবে। এরপর তার ব্যাপারে বর্ণিত ألفاظ الجرح والتعديل গুলো একত্র করতে হবে এবং أصول الجرح والتعديل এর আলোকে তার ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে।

রাবীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়ার পর যা করণীয়

কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছার পরই কাজ শেষ না। বরং আমার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কি না তা যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তী ইমামগণ এই রাবীর ব্যাপারে পূর্ববর্তী ইমামগণের বক্তব্যকে সামনে রেখে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তার সাথে আমাদের সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে নিতে হবে। যদি আমার সিদ্ধান্ত তাদের সকলের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয় তাহলে বুঝতে হবে, নিশ্চিত আমার কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। হয়ত কোনো ألفاظ الجرح والتعديل ছুটে গেছে। অথবা أصول الجرح والتعديل এর ভুল প্রয়োগ হয়েছে। তোমরা তো জানো, কোন কোন কিতাবে পরবর্তী ইমামগণের চূড়ান্ত বক্তব্য পাওয়া যায়?

সকলেই বলে উঠল, জ্বী। রশীদ ভাই আমাদের বলেছেন।

: দু'একটার নাম বল দেখি।

: الكاشف للذهبي، المغني في الضعفاء له، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر

: মাশাআল্লাহ।

হাদীস প্রমাণিত হওয়ার চতুর্থ ও পঞ্চম শর্ত: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة

সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়। এখনো মনে পড়ে মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনটির কথা। যেন চোখের পলকে পনেরোটা বছর চলে গেছে। মক্তব হেফজখানা শেষ করে এখন কিতাবখানার শেষ প্রান্তে। শৈশব-কৈশরের দিনগুলো কত স্মৃতিমধুর ছিল। সুখ-দুঃখের ভেলায় চড়ে ভালই কেটেছে জীবনের সেই রঙিন মখমল দিনগুলো।

রশীদ মিশকাত ও তাফসীরে বাইযাবী কিতাবের মলাট করছিল আর মনে মনে এ কথাগুলো চিন্তা করছিল। আরেকটা কথা এই চিন্তাগুলোর ফাঁক গলে বার বার উঁকি দিচ্ছিল, "তাফসীরে জালালাইন তো পড়া হয়ে গেল। দরসে নেজামীতে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর পড়া হয় একমাত্র এটাই। কিন্তু তাফসীরের কাঙ্খিত যোগ্যতা কি আমার অর্জন হয়েছে? যাক এবার তাফসীরে বাইযাবীটা ভালো করে পড়ব। কিন্তু এত সময় কোথায়? মেশকাত, হেদায়া সালেস ও রাবে', শরহু নুখবাতিল ফিকার আর শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ- সবগুলো কিতাবই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মিশকাত আর শরহু নুখবাতিল ফিকারে সময়টা একটু বেশিই দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ এ বছর অন্য বছরের তুলনায় আরো বেশি মনোযোগী হব। সামর্থের সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করব। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

মলাট ভালোভাবে লাগানোর জন্য শক্ত একটা চাপ দিয়ে যেন রশীদ মনের মধ্যে এই সংকল্পটাই দৃঢ়ভাবে বসানোর চেষ্টা করল। এর মধ্যে ফাওযান এসে উপস্থিত।

: রশীদ ভাই। একটা সমাধান দরকার।

: কীসের?

: সালমান, নাকীবসহ আরো পাঁচজন গতকাল মোহতামিম সাহেবের কাছে

গিয়েছিল। সালমান এসে আমাকে বলল, হুজুর তাদেরকে থানবী রহ. এর একটা কথা শুনিয়েছেন। কথাটা হলো, 'একজন বক্তা চাই বড় আলেম হোক চাই স্বাভাবিক আলেম, তার জন্য উচিত জাল রেওয়ায়াত ও গলদ মাসআলা না বলা। অবশ্যই মাসআলা ফতোয়ার কিতাব থেকে বলবে। আর হাদীস ঐটাই বলবে, যেটাকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহীহ বলেছেন।' হুজুর এই কথার সনদও উল্লেখ করেছেন। হুজুর শুনেছেন তার উস্তাদ আব্দুল জলীল সাহেবের কাছে। তিনি শুনেছেন কারী তইয়্যিব সাহেব রহ. এর কাছে। তিনি শুনেছেন সরাসরি থানবী রহ. এর কাছে।

আমি সালমানের কাছ থেকে কথাটা শোনার পর নাকীবের সাথে কথা প্রসঙ্গে থানবী রহ. এর কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে আমাকে কথাটা একটু ভিন্নভাবে বলল। তার থেকে বুঝতে পারলাম, 'বক্তা চাই বড় আলেম হোক চাই স্বাভাবিক আলেম, তার জন্য উচিত জাল রেওয়ায়াত ও গলদ মাসআলা না বলা।' এতটুকু থানবী রহ. এর কথা। আর বাকি অংশ মোহতামিম সাহেবের কথা।

: নাকীবকে সনদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

: জ্বী। সনদ সালমানের মতই বলেছে। এরপর আমি মজলিসের বাকি তিনজনকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি। কথাটা সবাই সালমানের মতই বলেছে। অর্থাৎ পুরোটাই থানবী রহ. এর কথা। কিন্তু তারা সনদ ভিন্ন রকম বলেছে। তারা তিনজন কারী তইয়্যিব সাহেব রহ. এর জায়গায় মুফতী শফী রহ. এর নাম বলেছে। তাদের একজন তো আব্দুল জলীল সাহেবের নামই বলেনি। আরেকজন বলেছে কথাটা থানবী রহ. এর না। বরং ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. এর!

আমি এখন কীভাবে বুঝব, কতটুকু থানবী রহ. এর বক্তব্য? আর মোহতামিম সাহেবের প্রকৃত সনদ কোনটা তা কীভাবে নির্ধারণ করব? তারা সকলেই তো সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী!

: ফাওয়ান ভাই, আপনি মোহতামিম সাহেবকে বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জিজ্ঞাসা করুন।

: ভয় লাগে।

: তাহলে একটাই উপায়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

: মানে?

: সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবীদের সাধারণত ভুল হয় না। কিন্তু

মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। সেই ভুলটা নির্ধারণের জন্য তারা কিছু নীতি অবলম্বন করেছেন। আপনিও সেই নীতি অনুসরণ করুন। তাহলে সহজেই সমাধানে পৌঁছতে পারবেন এবং কে সঠিক বলেছে আর কে ভুল বলেছে তাও নির্ণয় করতে পারবেন।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ... রশীদ ভাই আপনি একবার এমন কিছু বলেছিলেন। তাহলে আজকে একটা মজলিস হয়ে যাক। আমি একা না শুনে অন্যরাও শুনুক।

: আজ না। আগামী শুক্রবার নাস্তার পর।

: ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ।

* * *

জালালাইনের বার্ষিক পরীক্ষার পর রশীদ আর বাসায় যায়নি। রমযানের আগে ও পুরো রমযান সে মাদরাসায় নাযেম সাহেবের সোহবতে কাটিয়েছে। ঈদের নামায পড়ে বাড়িতে গিয়েছে। আবার ঠিক খোলার তারিখে মাদরাসায় হাজির হয়েছে। এবার রশীদ নাযেম সাহেবের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি কাজ করেছে।

১. কয়েকজন রাবীর জীবনী ঘেঁটে তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফলাফল বের করার অনুশীলন করেছে।

২. কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেছে। যথা:

- المدخل إلى علم العلل للشيخ الشريف حاتم العوني
- شرح الموقظة له
- العلة وأجناسها للشيخ مصطفى الباحو
- قرائن الترجيح للشيخ نادر السنوسي
- مقارنة المرويات للشيخ إبراهيم اللاحم
- الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات للشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله
- النقد البناء لحديث أسماء له
- التفرد للشيخ عبد الجواد حمام
- الوجيز في شيء من مصطلح الحديث الشريف للشيخ عبد المالك

৩. কিছু হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের অনুশীলন করেছে।

এই তিনটা কাজই আজকের আলোচনায় রশীদের কাজে লাগবে। অনেক তালিবে ইলম উপস্থিত হয়েছে। সবাই খাতা কলম নিয়ে বসেছে। রশীদ হামদ সালাতের পর বলল,

কোনো খবর সত্য হওয়ার অর্থ হলো বাস্তবে যা ঘটেছে খবরটা তার অনুরূপ হওয়া। খবর বাস্তবতা থেকে ভিন্ন হয় খবরদাতার মিথ্যার কারণে বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে। তাই খবর বাস্তবতা অনুযায়ী হওয়ার জন্য খবরদাতা এমন হতে হবে যে, সে মিথ্যা বলবে না, অনিচ্ছাকৃত ভুলও করবে না। সেজন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে রাবীর عادل (সত্যবাদী) হওয়া এবং ضابط (ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী) হওয়াকে আবশ্যক করেছে। সাথে রাবী সরাসরি বক্তব্যের শ্রোতা বা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হলে যার থেকে খবর বা ঘটনাটা শুনেছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে। এভাবে শ্রোতা বা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পর্যন্ত পরম্পরায় পৌঁছতে হবে। একে মুহাদ্দিসীনে কেরাম اتصال السند বলেন। এই اتصال السند কে-ও শর্ত করা হয়েছে হাদীসের প্রত্যেক রাবীর عادل ও ضابط হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। এতটুকু আলোচনা আমরা আগে বিভিন্ন সময় করেছি।

নির্ভরযোগ্য রাবীর মাঝে মাঝে ভুল হওয়া ও তা যাচাই করা

আজকের নতুন আলোচনা হলো, আমরা সচরাচর দেখি, মেধাবী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে কিছু কথা ভুলে যায়। যেভাবে শুনেছে সেভাবে বলতে পারে না। কিছু গড়বড় হয়ে যায়। তাই রাবী ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় শুধু এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, সে যেভাবে শুনেছে সেভাবে সাধারণত বর্ণনা করতে পারবে। কিন্তু তার কখনোই ভুল হবে না- এমনটা নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাই কোনো রেওয়ায়াতের সকল বর্ণনাকারী عادل ও ضابط এবং সনদ متصل হলে এতটুকু নিশ্চিত থাকা যায়, এই রেওয়ায়াতটা সাধারণত প্রমাণিত। কারো ভুল হওয়ার কথা না। কিন্তু ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী বা ضابط এর সাধারণত ভুল না হলেও তারও মাঝে মাঝে ভুল হয়। এই রেওয়ায়াতটা সেই মাঝে মাঝে ভুল করা রেওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত কি না এ ব্যাপারে কীভাবে নিশ্চিত হব?

এই প্রশ্ন মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাথায় ছিল। তাই তারা উক্ত তিন শর্তের সাথে আরো দুটি শর্ত যুক্ত করেছেন। ঐ দুই শর্ত পাওয়া গেলে বলা যায়, মাঝে মাঝে যে ভুলটা হয় তা এই রেওয়ায়াতে হয়নি। তখন রেওয়ায়াতটি প্রমাণিত হওয়ার

ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়।

কয়েকজন বলে উঠল, ঐ দুই শর্ত কী কী?

রশীদ বলল, انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة ।

সকলে বলল, এই দুইটা বিষয় আপনি আমাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন।

রশীদ বলল, ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

এক্ষেত্রে কয়েকটা কাজ করতে হবে:

তাখরীজুল হাদীস, ই'তিবার, তাফাররুদ, মুতাবাআ, মুখালাফা ও তবাকাতুস সনদ

১. রেওয়ায়াতের যত সনদ আছে সব একত্র করতে হবে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন إذا لم تجمع للحديث طرقه لم يتبين خطأه । অর্থাৎ তুমি যদি হাদীসের সকল সনদ একত্র না কর তাহলে হাদীসের রাবীদের ভুল তোমার কাছে ধরা পড়বে না। হাদীসের সকল সনদ একত্র করা এবং কোন লেখক কোন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছে তার উল্লেখ করাকে تخريج الحديث বলে।

২. তাখরীজ করার পর খোঁজ করতে হবে, প্রত্যেক রাবী তার শায়খ থেকে একাই রেওয়ায়াত করেছে, না তার সাথে আরো কেউ রেওয়ায়াত করেছে? এই খোঁজ করাকে الاعتبار বলে। যদি একা রেওয়ায়াত করে তাহলে তাকে التفرد বা غريب বলে। আর যদি সাথে অন্য কেউ রেওয়ায়াত করে তাহলে দেখতে হবে, প্রথম জনের মতো রেওয়ায়াত করল, না ভিন্নভাবে রেওয়ায়াত করল। যদি প্রথম জনের মতোই রেওয়ায়াত করে তাহলে তাকে المتابعة বলে। আর ভিন্নভাবে রেওয়ায়াত করলে المخالفة বলে। সনদের প্রত্যেক রাবী যে তার উস্তাদ থেকে রেওয়ায়াত করছে তাকে طبقات السند বলে।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। সুনানে আবু দাউদের দ্বিতীয় হাদীস হলো,

حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عيسى بن يونس، أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد

প্রথম কাজ হবে, সনদসহ বর্ণিত সকল হাদীসের কিতাবে হাদীসটি খোঁজ করা

এবং এর সকল সনদ সামর্থ্য অনুযায়ী একত্র করা। দ্বিতীয় কাজ হবে, এটা দেখা যে, মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ থেকে আবু দাউদ ছাড়া আর কেউ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছে কি না। করলে কি এভাবেই রেওয়ায়াত করেছে নাকি ভিন্নভাবে। ঈসা বিন ইউনুস থেকে মুসাদ্দাদ ছাড়া আর কেউ রেওয়ায়াত করেছে কি না। করলে কি এভাবেই রেওয়ায়াত করেছে নাকি ভিন্নভাবে। ইসমাইল বিন আব্দুল মালেক থেকে ঈসা বিন ইউনুস ছাড়া আর কেউ রেওয়ায়াত করেছে কি না। করলে কি এভাবেই রেওয়ায়াত করেছে নাকি ভিন্নভাবে। আবুয যুবাইর থেকে ইসমাইল বিন আব্দুল মালেক ছাড়া আর কেউ রেওয়ায়াত করেছে কি না। করলে কি এভাবেই রেওয়ায়াত করেছে নাকি ভিন্নভাবে। জাবের রা. থেকে আবুয যুবাইর ছাড়া আর কেউ রেওয়ায়াত করেছে কি না। করলে কি এভাবেই রেওয়ায়াত করেছে নাকি ভিন্নভাবে। খোলাসা কথা হলো, সনদের প্রত্যেক তবকায় দেখতে হবে সেটা কি تفرد, নাকি متابعة, নাকি مخالفة।

তাফাররুদের প্রকার ও তার হুকুম

৩. যদি কোনো ইমাম কোনো রাবীর تفرد করার কথা বলে, তাহলে দেখতে হবে تفرد কি محتمل (সম্ভব, সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য) নাকি غير محتمل (অসম্ভব বা অসহনীয় বা অগ্রহণযোগ্য)? আরেকভাবে বললে, রাবীর জন্য কি সম্ভব, এই শায়খ থেকে এই রেওয়ায়াতটা একমাত্র সে-ই রেওয়ায়াত করবে? নাকি সম্ভব নয়? অনেক সময় মনে হবে, এটা অসম্ভব। কারণ, শায়খ যদি এই রেওয়ায়াতটা বাস্তবেই করতেন তাহলে অন্যান্যরাও তার থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন। কিন্তু এই রাবী ছাড়া শায়খ থেকে এই রেওয়ায়াতটা যেহেতু আর কোনো রাবী বর্ণনা করেনি তাই মনে হচ্ছে, এখানে কোনো সমস্যা আছে। রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হলেও এই জায়গায় তার কোনো ভুল হয়ে গেছে। তাই তার থেকে এমন রেওয়ায়াত পাওয়া গেছে যা বাস্তবে তার শায়খ রেওয়ায়াত করেননি।

একজন বলল, تفرد এর মধ্যে কোনটা محتمل আর কোনটা غير محتمل এটা কীভাবে বুঝব?

রশীদ বলল, এটা বোঝার জন্য কয়েকটা জিনিসে খেয়াল করতে হবে:

ক. রাবীর স্মৃতিশক্তি ভালো। কিন্তু কেমন ভালো? খুব না অল্প?

খ. রাবী কোন সময়ের? যখন রেওয়ায়াতের প্রচার তেমন হয়নি এবং হাদীস অন্বেষণের মানুষও কম ছিল সে সময়ের, না আরো পরের যখন হাদীস

অন্বেষণের লোক অনেক হয়ে গেছে এবং রেওয়ায়াত দিগ্বিদিক পৌঁছে গেছে।

গ. রাবী যে শায়খ থেকে تفرد করছে তার প্রসিদ্ধি কেমন? তার ছাত্র সংখ্যা কি অনেক? তার সাথে রাবীর সম্পর্ক কি অনেক দিনের?

ঘ. রাবী যেই রেওয়ায়াতটা তার শায়খ থেকে تفرد করেছে, সেটার আলোচ্য বিষয়টা কেমন? তা কি এমন যে, খুব চর্চা হওয়ার কথা ছিল এবং তা জানা মানুষের জন্য খুব জরুরী ছিল? নাকি এমন যে, এই জাতীয় বিষয় আলোচনায় খুব কম আসে?

এই চার বিষয় খেয়াল করে تفرد এর হুকুম দেওয়া হয়। যদি দেখা যায়, রাবীর স্মৃতিশক্তি অনেক ভালো, রাবী তাবেয়ীনের যুগের, রাবীর শায়খের ছাত্র সংখ্যা তেমন বেশি না, বা বেশি হলেও তার সাথে রাবীর সম্পর্ক অনেক দিনের এবং تفرد করা রেওয়ায়াতটাও এমন বিষয়ের, যা চর্চা কম হয় এবং মানুষের তা জানার জরুরত কম হয় তাহলে এই تفرد গ্রহণযোগ্য (محتمل)। এই গুণগুলো تفرد থেকে যত কমতে থাকবে ততই অগ্রহণযোগ্য (غير محتمل) হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। অগ্রহণযোগ্য تفرد কে غير محفوظ ، منكر ইত্যাদি বলে।

আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দেই। ধরুন, আমাদের মাদরাসা মসজিদে এলাকার একজন সাধারণ লোক নামায পড়েন। তাকে আমরা সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবেই জানি। তাকে একদিন বলতে শুনা গেল, মোহতামিম সাহেব বলেছেন, তিনি সফর থেকে ফিরে এই মাদরাসা বন্ধ করে দিবেন। তো তার এই খবর কি আমরা বিশ্বাস করব? নিশ্চয় না। কারণ কী? কারণ তো এটাই, তার মত একজন ব্যক্তি মোহতামিম সাহেবের মত ব্যক্তির কাছ থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর একাই শুনবে, অন্য কেউ শুনবে না, এটা হতেই পারে না। কিন্তু এই খবরটাই যদি নায়েব সাহেব দেন তখন কিন্তু আমরা সবাই বিশ্বাস করব। কারণ, নায়েব সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও তার সাথে মোহতামিম সাহেবের সম্পর্কের দিকে তাকালে এটা অস্বাভাবিক মনে হয় না যে, এই খবর মোহতামিম সাহেব একমাত্র তাকেই বলবেন।

একজন বলল, আচ্ছা আপনি বললেন, কোনো ইমাম যদি কোনো রাবীর تفرد এর কথা বলে। এর মানে রাবী تفرد করেছে কি না এই বিষয়টা ইমামগণই বলতে পারেন? আমাদের বলার সুযোগ নেই?

রশীদ বলল, হ্যাঁ। এটা হাফিজে হাদীস ইমামগণই বলতে পারেন। আমরা শুধু এতটুকু বলতে পারি, আমি শায়খ থেকে এই রেওয়ায়াতটা এই রাবী ছাড়া আর কেউ করেছে এমনটি পাইনি। আমার 'না পাওয়া' মানেই 'না থাকা' নয়। কারণ, একে তো আমাদের কাছে অনেক তুরুক পৌঁছে নি। দ্বিতীয়ত, আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তার সকল তুরুক একত্র করাও কঠিন।

মুতাবাআতের শর্ত ও ফায়দা

৪. যদি রাবীর متابعة থাকে তাহলে তো মাসআলা অনেক সহজ। তখন রাবীর শায়খ যে বাস্তবেই রেওয়ায়াতটি করেছেন তা আরো শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়। রাবীর ভুল না হওয়ার সম্ভাবানা বেড়ে যায়। এমনি কি متابعة এর সংখ্যা বেশি হলে রাবীর ভুল না হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকিন তৈরি হয়ে যায়।

তবে متابعة এর সনদ متابع পর্যন্ত সহীহ হতে হবে, متابعة কোনো রাবীর وهم থেকে সৃষ্ট না হতে হবে এবং متابع নিজে সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত হতে হবে।

একজন বলল, যদি মুতাবি' সত্যবাদী হয়, কিন্তু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয় তাহলেও কি তা শক্তি যোগাবে?

রশীদ বলল, হ্যাঁ। কারণ একজন দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তার সকল রেওয়াতে সে ভুল করেছে। এখানে যেহেতু একজন ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী তার মতই রেওয়ায়াত করেছে, তাই ধরে নেওয়া হবে সে এই রেওয়ায়াতটা যথাযথ মুখস্থ রাখতে পেরেছে (هذا مما أجاده الراوي الضعيف)। আর যখন তার মুখস্থ রাখাটা প্রমাণিত হবে তখন ঐ ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তির সাথে তাকে متابع হিসেবে গণ্য করা হবে। আর সাধারণভাবেই একজনের রেওয়ায়াত থেকে দুইজনের রেওয়ায়াত অধিক শক্তিশালী হয়।

আরেকজন বলল, متابع যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে কি অপর রেওয়ায়াতকে শক্তিশালী করবে না?

রশীদ বলল, না। কারণ এখানে অনেক সম্ভাবনা আছে মিথ্যাবাদী متابع ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবীকে এই রেওয়ায়াত করতে দেখে নিজেও এই রেওয়ায়াত শোনার মিথ্যা দাবী করে বসেছে, যাকে আমরা سرقة الحديث বলি। এই সম্ভাবনাটা কিন্তু দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী متابع এর মধ্যে থাকে না।

রশীদ বলল এবার আসি শেষ বিষয় مخالفة এর আলোচনায়।

মুখালাফাতের বিভিন্ন সূরত ও হুকুম
تعارض الوصل والإرسال، تعارض الرفع والوقف، مقلوب، المزيد في الأسانيد المدرج، زيادة الثقات، المضطرب

৫. যদি مخالفة হয় তাহলে কী করণীয় তা বলার আগে مخالفة এর কিছু সূরত বলা যাক:

ক. শায়খ থেকে একজন রেওয়ায়াত করল مرسلا আরেকজন রেওয়ায়াত করল متصلا । একে تعارض الوصل والإرسال বলে।

খ. একজন রেওয়ায়াত করল موقوفا আরেকজন রেওয়ায়াত করল مرفوعا। একে تعارض الرفع والوقف বলে।

গ. একজন রেওয়ায়াত করে শায়খের উপরের কারো নাম বলল أنس بن مالك । আরেকজন ঐ রাবীর নাম বলল مالك بن أنس

ঘ. একজন শায়খ থেকে রেওয়ায়াত করল, حدثنا معمر عن الزهري, আরেকজন শায়খ থেকে রেওয়ায়াত করল حدثنا الزهري عن معمر

ঙ. একজন শায়খ থেকে রেওয়ায়াত করল, حدثنا معمر عن الزهري, আরেকজন শায়খ থেকে রেওয়ায়াত করল حدثنا ابن عيينة عن الزهري

শেষ তিন সূরতে যেই রাবীর রেওয়ায়াত ভুল বলে প্রমাণিত হয় তাকে مقلوب বলে।

চ. مخالفة এর আরেকটি সূরত হলো, সনদের মাঝখানে আরেকজনকে বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন একজন রাবী শায়খ থেকে রেওয়ায়াত করল حدثنا معمر عن الزهري । আরেকজন রেওয়ায়াত করল حدثنا معمر حدثنا ابن عيينة عن الزهري । এই সূরতকে المزيد في الأسانيد বলে।

ছ. একজন ثقة রাবী শায়খ থেকে একটা রেওয়ায়াত করল। আরেকজন ثقة রাবী শায়খ থেকে ঐ রেওয়ায়াতটাই করল। কিন্তু দ্বিতীয় জনের রেওয়ায়াতে এমন কিছু কথা পাওয়া গেল যেটা প্রথম জনের রেওয়ায়াতে ছিল না। দ্বিতীয় জনের অতিরিক্ত অংশকে زيادة الثقات বলে।

জ. একজন রাবী শায়খ থেকে একটা রেওয়ায়াত করল। আরেকজন রাবী শায়খ থেকে ঐ রেওয়ায়াতটাই করল। কিন্তু রেওয়ায়াতের কোনো একটা

অংশকে শায়খ বা উপরের কোনো রাবীর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করল। তো এখানে যদি দ্বিতীয়জনের রেওয়ায়াত ঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রথম রেওয়ায়াতকে مدرج বলে।

مخالفة এর আরো অনেক সূরত আছে। مخالفة এর সকল সূরতে হয়ত যে কোনো একটা ঠিক হবে, আরেকটা ভুল হবে। অথবা উভয়টা ঠিক হবে। অথবা উভয়টা ভুল হবে।

* যে কোনো একটা ঠিক হবে আরেকটা ভুল হবে তখন, যখন একজন রাবীকে আরেক রাবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। প্রাধান্য সাধারণত সংখ্যা, স্মৃতিশক্তি অধিক শক্তিশালী হওয়া, বা শায়খের সাথে অধিক সম্পর্ক থাকার দিক থেকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দুই রাবীর মধ্যে যে অধিক ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হবে তার রেওয়ায়াত প্রাধান্য পাবে। অথবা দুই রাবীর মধ্যে যার متابع বেশি থাকবে তার রেওয়ায়াত প্রাধান্য পাবে। অথবা যার সম্পর্ক শায়খের সাথে বেশি হবে তার রেওয়ায়াত প্রাধান্য পাবে। আর অপরের রেওয়ায়াতটা ভুল হিসেবে গণ্য হবে। প্রাধান্য পাবার আরো অনেক কারণ আছে, যা শায়খ নাদের সানূসী তার قرائن الترجيح কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

খ. উভয়টা ঠিক হবে যদি এক রাবীকে আরেক রাবীর উপর প্রাধান্য না দেওয়া যায়, সাথে ঐ দুই রাবীর শায়খের তবকা ও হাদীস অন্বেষণ এমন পর্যায়ের হয় যে, দুইভাবে রেওয়ায়াত শুনা শায়খের জন্য সম্ভব এবং তার স্মৃতিশক্তিও এত মজবুত যে, দুইভাবে মনে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব।

গ. উভয়টা ভুল হবে যখন এক রাবীকে আরেক রাবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না, আবার তাদের শায়খের তবকা ও হাদীস অন্বেষণও এমন পর্যায়ের না যে, দুইভাবে রেওয়ায়াত শোনা তার জন্য সম্ভব। বা স্মৃতিশক্তিও এত মজবুত না যে তার পক্ষে দুইভাবে মনে রাখা সম্ভব।

উভয় সূরত ভুল হওয়াকে اضطراب বলে। এক সূরত ঠিক আর আরেক সূরত ভুল হলে ঠিক সূরতটিকে محفوظ، راجح، صحيح، صواب، أرجح، أشبه ইত্যাদি বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ভুল সূরতটিকে غير محفوظ، وهم، غلط، منكر، خطأ ইত্যাদি বলে ব্যক্ত করা হয়।

متابعة ও مخالفة উভয় সূরতে শায়খকে مدار الإسناد বলা হয়।

মدار الإسناد، الشذوذ، العلة

তো এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমারা বুঝতে পারলাম, রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে রাবীর অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়। তো এই ভুল থাকা অবস্থায় তো হাদীস প্রমাণিত হওয়া অর্থাৎ বাস্তবতার অনুরূপ হতে পারে না যদিও তার সনদের রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়। তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস সহীহ্ বা প্রমাণিত হওয়ার জন্য রাবী সত্যবাদী, ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও সনদ متصل হওয়া সত্ত্বেও আরো দুইটি শর্ত দিয়েছেন।

এক. انتفاء الشذوذ বা تفرد টা অগ্রহণযোগ্য না হওয়া।

দুই. انتفاء العلة বা مخالفة এর কারণে রাবীর ভুল না হওয়া।

এই দুই শর্ত যখন পাওয়া যায় তখন নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃত হয়ে যাওয়া কোনো ভুল আলোচিত রেওয়ায়াতে হয়নি তা বলা যায়। আর তখন রেওয়ায়াতটা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়।

রশীদ বলল, কথা কিছুটা কঠিন হয়ে গেল। আসলে বিষয়টাই কঠিন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, এই অংশটা উলূমুল হাদীসের সবচেয়ে কঠিন অংশ। তাই এখনই না বুঝে আসলে সমস্যা নেই। যা বলা হলো তা নিয়ে ভাবতে থাকি। আরো পড়তে থাকি। ইনশাআল্লাহ এক সময় বুঝে আসবে।

আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। আবু দাউদের দ্বিতীয় হাদীসটা মনে আছে তো?

একজন বলল, হ্যাঁ,আমি লিখে রেখেছি,

حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عيسى بن يونس، أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد

রশীদ বলল, হ্যাঁ,এটাই। আমি এই হাদীসটা রমযানে নাযেম সাহেবের কাছে থাকাকালীন তাখরীজ করেছিলাম। তখন আমার সামনে যা এসেছে তা হলো, এই রেওয়ায়াতটা একটা বড় রেওয়ায়াতের অংশ। মুসাদ্দাদ থেকে আবু দাউদ ছাড়া এই হাদীস আর কেউ রেওয়ায়াত করেছে বলে পাইনি। ঠিক ঈসা বিন ইউনুস থেকে মুসাদ্দাদ ছাড়া এই হাদীস আর কেউ রেওয়ায়াত করেছে এমনটিও পাইনি।

তবে ইসমাইল বিন আব্দুল মালিক থেকে ঈসা বিন ইউনুস ছাড়াও এই হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছে উবাইদুল্লাহ বিন মূসা ও ইউনুস বিন বুকাইর। ইসমাইল বিন আব্দুল মালিক আবু যুবাইর থেকে تفرد করেছে এই কথাটি দারাকুতনী রহ. তার الأفراد والغرائب কিতাবে বলেছেন। এখন দেখার বিষয় হলো এই تفرد টা গ্রহণযোগ্য কি না? ইসমাইল বিন আব্দুল মালিক এর জীবনী দেখার পর মনে হয়, তার تفرد আবু যুবাইর থেকে কবুল হবে না। এই জন্য ইবনে হাজার রহ. المطالب العالية কিতাবে এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করে বলেছেন,

وإسماعيل سيئ الحفظ، وقد ذكر الدارقطني أنه تفرد بهذا الحديث بطوله

আরেকটি হাদীসের তামরীন করেছিলাম। হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন বুখারী রহ. তার সহীহ কিতাবে।

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»

বিস্তারিত তাখরীজের পর আমার সামনে যা এসেছে তা হলো, আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বুখারী রহ. ছাড়া এই হাদীস আর কেউ রেওয়ায়াত করেছে বলে পাইনি। ইবরাহিম বিন সা'দ রহ. থেকে আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ রহ. ছাড়া রেওয়ায়াত করেছে তেরজন। তারা হলেন, আবু কামেল, আব্দুল্লাহ বিন সলিহ, আহমাদ বিন ইউনুস, মুসা বিন ইসমাইল, মানসুর বিন আবী হাযিম, মুহাম্মদ বিন জা'ফার বিন যিয়াদ, ইয়াকুব বিন হুমাইদ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আবু আইয়ুব আব্বাসী, ইযাকুব বিন ইবরাহিম, আসেম বিন আলী, ইয়াযিদ বিন হারুন ও মুসআব বিন আব্দুল্লাহ রহ.। যুহরী রহ. থেকে ইবরাহীম বিন সা'দ রহ. ছাড়া রেওয়ায়াত করেছে মা'মার রহ.। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে যুহরী ছাড়া আর কারো রেওয়ায়াত পাইনি। আবু হুরাইরা রা. থেকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. ছাড়া আবু জা'ফার, আবু সালামা ও আবু সাঈদ মাকবুরী রেওয়ায়াত করেছে। তো দেখা যাচ্ছে এর সকল তবকায় متابعة আছে। বুখারী রহ. ও যুহরী রহ. এর কোনো متابعة আমি না পেলেও কোন ইমাম تفرد এর কথা বলেননি। বললেও এই ধরনের تفرد গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ যুহরী রহ.

ও বুখারী রহ. অনেক বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন।

এই দুইটা তো تفرد আর متابعة এর উদাহরণ। مخالفة আছে এমন কোনো হাদীস এখনো তাখরীজ করিনি। হুজুর বলেছেন, শুরুতে সহজ হাদীসের তাখরীজ করে অনুশীলন করতে হয়। مخالفة এর বিষয়টি যেহেতু কঠিন তাই مخالفة আছে এমন হাদীসের তাখরীজের অনুশীলন পরে করবে। তবে আমি মুতালাআর সময় مخالفة এর কিছু উদাহরণ লিখে রেখেছিলাম। এই যে-

* قال ابن أبي حاتم في العلل(١٥٨٦): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد؛ قال: سمعت عثمان يخطب، وهو يقول: يا أيها الناس، إياكم والخمر! فإني سمعت رسول الله سماها أم الخبائث، ثم أنشأ يحدث ... وذكر الحديث؟ قال أبو زرعة: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر ويونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عثمان، موقوفا؛ وهو الصحيح.

* في علل الدارقطني(٣٥٦): وسئل عن حديث خلاس بن عمرو، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. فقال: رواه همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس، عن علي. وخالفه هشام الدستوائي، وحماد بن سلمة، فرواه عن قتادة مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل أصح.

* قال ابن الصلاح في مقدمة ابن الصلاح(صـ٢٨٦): روي عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ". فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك،

لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. وأما ذكر أبي إدريس فيه: فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر، فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. قال أبو حاتم الرازي: " يرون أن ابن المبارك وهم في هذا، قال: وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه.

* قال الدارقطني في العلل(٤/٢١٣): وسئل عن حديث سعيد بن المسيب، عن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون فتنة لا يهدأ منها جانب إلا جاش جانبا، فينادي من السماء ألا إن أميركم فلان. فقال: يرويه إسماعيل بن عياش، واختلف عنه؛ فقال يحيى بن صالح، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن سعيد بن المسيب، عن طلحة. واضطرب إسماعيل بن عياش في إسناده. وقيل: عن ابن أبي حسين، عن الزهري، ولا يصح. وقيل: عن ابن عياش، عن عمرو بن دينار، عن سعيد المسيب، عن طلحة. ولا يصح ما سمع ابن عياش، عن عمرو بن دينار.

* قال الدارقطني في العلل(١٢/٢٧٣): وسئل عن حديث حاتم بن حريث الطائي، عن أبي أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، ومن وجد مصراة فلا يحل له صرارها حتى يردها. فقال: يرويه الجراح بن مليح البهراني، واختلف عنه؛ فرواه هشام بن عمار، عن الجراح، عن حاتم بن حريث. وخالفه الهيثم بن خارجة، فرواه عن الجراح، عن جابر بن كريب، صحف في اسمه، واسم أبيه، والصواب: عن حاتم بن حريث. وقد قيل: إن الهيثم حدث به آخرا على الصواب: عن حاتم بن حريث، والله أعلم.

* قال ابن أبي حاتم في العلل(٩): وسألت أبي وأبا زرعة، عن حديث، رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم، وأبو معاوية الضرير ويحيى القطان، وابن عيينة وجماعة عن الأعمش، عن أبي وائل عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. ورواه أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، وعاصم، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما الصحيح من حديث الأعمش؟. قال أبي : الصحيح من حديث هؤلاء النفر، عن الأعمش، عن أبي وائل ، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الحديث أبو بكر بن عياش... قلت لأبي زرعة : فأيهما الصحيح؟ قال: أخطأ أبو بكر بن عياش في هذا، الصحيح من حديث الأعمش: عن أبي وائل، عن حذيفة. ورواه منصور، عن أبي وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. وقلت لأبي وأبا زرعة حديث الأعمش ، عن أبي وائل عن حذيفة أصح أو حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة. قال أبي: الأعمش أحفظ من عاصم. قال أبو زرعة: الصحيح حديث عاصم عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

আরো বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ العلة وأجناسها ও الإرشادات কিতাবটিতে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি প্রত্যেকটা উদাহরণ মূল কিতাব থেকে দেখে নিই, তারপর কিছু হাদীসের বিস্তারিত তাখরীজ করি তাহলে مخالفة কেন্দ্রিক রাবীদের ভুলগুলো বুঝতে পারব।

একজন বলল, আপনার কথা থেকে বুঝলাম, একটা রেওয়ায়াত প্রমাণিত কি না তা জানতে হলে অনেক মেহনত করতে হবে।

রশীদ বলল, অবশ্যই। তবে অনেক মেহনতের পরও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন রাবীর ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া। সকল সনদ একত্র করতে ব্যর্থ হওয়া। تفرد ও مخالفة এর সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করা।

: তাহলে আমরা করবো টা কী?

এজন্য আমাদের কাজ হবে, পূর্বের হাফেজে হাদীস মুহাদ্দিসীনে কেরাম যে রেওয়ায়াতকে প্রমাণিত বলেছেন, সেগুলোকে প্রমাণিত হিসেবে মেনে নেওয়া। যে রেওয়ায়াতকে অপ্রমাণিত বলেছেন, সেগুলোকে অপ্রমাণিত হিসেবে মেনে নেওয়া। যদিও আমার গবেষণায় ভিন্ন মনে হয়।

একজন বলল, তাহলে আমরা কষ্ট করে কেন তাহকীক করব?

ইমামদের তাহকীক থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহকীক কেন করব?

রশীদ বলল, আমরা তাহকীক করব তাদের কথাগুলো খুঁজে বের করার জন্য এবং তা দলিলসহ বুঝে ইতমিনান হওয়ার জন্য। যেই রেওয়ায়াতের ব্যাপারে তাদের মতানৈক্য দেখব সেখানে সঠিক কোনটা তা নির্ধারণ করতে বা কোনো এক পক্ষের কথাকে দলিলসহ অনুসরণ করতেও আমরা তাহকীক করব। এছাড়াও যেই রেওয়ায়াতের ব্যাপারে তাদের কোনো বক্তব্য আমরা খুঁজে পাব না, সেই রেওয়ায়াত প্রমাণিত না কি অপ্রমাণিত তা জানতে আমরা তাদের বাতানো পথ ও নীতি অনুসরণ করে তাহকীক করব।

একজন বলল, এমন কোনো কিতাব আছে যেখানে অগ্রহণযোগ্য تفرد বা مخالفة এর কারণে রাবীদের ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে?

রাবীদের অনিচ্ছাকৃত ভুল চিহ্নিত করে যে সকল কিতাব রচিত হয়েছে

রশীদ বলল, অগ্রহণযোগ্য تفرد চিহ্নিত করে কোনো কিতাব আছে বলে আমার জানা নেই। তবে শুধু تفرد নির্ধারণ করা নিয়ে কিছু কিতাব রচিত হয়েছে। আরো কিছু কিতাব আছে যা تفرد নির্ণয়ের জন্য স্বতন্ত্রভাবে লিখিত না হলেও তাতে تفرد নির্ণয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন:

- الأفراد لأبي داود(٢٧٥)
- الأفراد والغرائب للدارقطني وأطرافه لابن طاهر المقدسي(٥٠٧)
- غرائب مالك للدارقطني(٣٨٥)
- غرائب شعبة لابن المظفر(٣٧٩)
- المعجم الأوسط للطبراني(٣٦٠)

- المعجم الصغير له
- مسند البزار(٢٩٢)
- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠)

مخالفة এর কারণে রাবীদের ভুল নিয়ে অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। তার মধ্যে যেগুলো এখনো পাওয়া যায় সেগুলো হলো,

- العلل لابن المديني(٢٣٤)
- كتاب العلل للفلاس(٢٤٩)
- المسند المعلل ليعقوب بن شيبة(جزء)(٢٦٢)
- التمييز للإمام مسلم(٢٦١)
- العلل الكبير للترمذي(٢٧٩)
- علل أحاديث صحيح مسلم لابن عمار(٣١٧)
- علل ابن أبي حاتم(٣٢٧)
- علل الدارقطني(٣٨٥)
- المنتخب من علل الخلال لابن قدامة المقدسي(٦٢٠)

এছাড়াও كتب الجرح والتعديل এর একটি তালিকা দিয়েছিলাম। সেখানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের কিতাবগুলোতে রাবীদের অগ্রহণযোগ্য تفرد ও مخالفة কেন্দ্রিক অনেক ভুল চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের কাউকে হাদীসের হুকুম জানা যায় এমন কিতাবের একটি তালিকাও দিয়েছিলাম। ঐ কিতাবগুলোতেও রাবীদের অগ্রহণযোগ্য تفرد ও مخالفة কেন্দ্রিক অনেক ভুল চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

একজন বলল, প্রথম তালিকাটি আমার কাছে আছে। আরেকজন বলল দ্বিতীয় তালিকাটি আমার কাছে আছে।

: আমরা সবাই উভয় তালিকায় আরেকবার চোখ বুলিয়ে নেব।

: ইনশাআল্লাহ।

রশীদ বলল, ফাওয়ান ভাই, আজকের সব আলোচনা কিন্তু আপনার সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আপনি কি আপনার সমাধান পেয়েছেন?

: ভাই আমি আপনার কথা শুনছিলাম আর সমাধানও খুঁজছিলাম।

: কি সমাধান পেলেন?

: নাকীবের বর্ণনা থেকে বুঝতে পেরেছি, সালমান ও বাকি তিনজনের বর্ণনা مدرج। 'একজন বক্তা চাই বড় আলেম হোক চাই স্বাভাবিক আলেম, তার জন্য উচিত জাল রেওয়ায়াত ও গলদ মাসআলা না বলা।' এতটুকু থানাবী রহ. এর কথা। আর বাকি অংশ মোহতামিম সাহেবের কথা। অর্থাৎ 'অবশ্যই মাসআলা বলবে ফতোয়ার কিতাব থেকে। আর সেই হাদীসই বলবে যাকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহীহ বলেছেন।'

সঠিক সনদ হলো, মোহতামিম সাহেব হুজুর শুনেছেন তার উস্তাদ আব্দুল জলীল সাহেবের কাছে। তিনি শুনেছেন কারী তইয়িব সাহেব রহ. এর কাছে। তিনি শুনেছেন সরাসরি থানবী রহ. এর কাছে। কারণ, সালমান আর নাকীব আমাকে সনদটা এমনই বলেছে। তাদের সাথে বাকি তিনজন কারী তইয়িব সাহেবের জায়গায় মুফতি শফী রহ. এর নাম বলেছেন। কিন্তু সালমান আর নাকীব আমার কাছে তিনজন থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য। তিনজনের একজন আব্দুল জলীল সাহেবকে মাঝখানে উল্লেখ করেনি। বাকি চারজন উল্লেখ করেছেন আর একজন থেকে চারজনের বর্ণনা বেশি নির্ভরযোগ্য। তিনজনের আরেকজন বলেছে, কথাটি এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. এর। বাকি চারজন বলেছে, কথাটি থানবী রহ. এর। আর চারজনের বর্ণনা একজনের বর্ণনা থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য।

: রশীদ বলল, আমারও এমনই মনে হয়।

রশীদ একসময় সুযোগ করে মোহতামিম সাহেবকে থানবী রহ. এর কথাটি জিজ্ঞাসা করে। তিনি কথাটি ও সনদটি ফাওয়ান মুহাদ্দিসীনে কেরামের উসূল প্রয়োগ করে যেভাবে নির্ধারণ করে ছিল ঐভাবেই বললেন। এতে যেন মুহাদ্দিসগণের কর্মপন্থায় সকলের আস্থা আরো বেড়ে গেল।

প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত রেওয়ায়াতের স্তর
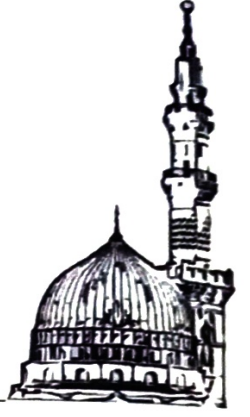
রশীদ আজ নাযেম সাহেবের সফরসঙ্গী। রশীদের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল কোনো সফরে নাযেম সাহেবের খেদমতে থাকা। হুজুরকে মাদরাসার পরিমণ্ডলে অনেক দেখা হয়েছে। কিন্তু সফরে হুজুরের চলন-বলন কেমন তা দেখার কৌতূহল রাশীদের অনেক দিনের। সফরের হালতকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো, সফরে মানুষ এমন অনেক প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর বিষয়ের সম্মুখীন হয়, যা সাধারণ জীবনে সম্মুখীন হয় না। অবশ্যই সেই অবস্থাগুলোর সঠিক ও সুন্দর প্রতিকার নাযেম সাহেবের সফর থেকে শেখা যাবে।

রশীদ হুজুরের সাথেই বসল। গাড়ি চলছিল। হুজুর সফরের দোয়া পড়ে নিশ্চুপে যিকির করছিলেন। রশীদ সুযোগ খুঁজল, কীভাবে হুজুর থেকে কিছু ইলমী ইস্তেফাদা করা যায়। এক সময় হুজুরই বললেন, রশীদ! উলূমুল হাদীসের কোন বিষয়টা ইদানিং তোমার খটকা লাগছে?

রশীদ কয়েক মূহুর্ত চিন্তা করে বলল,

: যয়ীফ হাদীসকে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় এ বিষয়টা তো অনেকেই বলেছেন। কিন্তু কেন এবং কোন ধরনের যয়ীফ গ্রহণ করা হয় এ বিষয়টা ভালোভাবে স্পষ্ট হয়নি।

: কেন? তোমাকে না বলেছি محاضرات في علوم الحديث পড়তে! তুমি কিতাবটি পড়নি?

: পুরোটা এখনো পড়া হয়নি।

: এই কিতাব আবার পুরো না পড়ে থাকা যায়!

: ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর পড়ে নেব। দরসী কিতাবের চাপে পড়া হয়ে উঠছে না।

: ঠিক আছে, পড়ে নিয়ো। তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

: হুজুর যদি সংক্ষেপে কিছু কথা বলতেন, তাহলে কিতাবটি পড়ার সময় সুবিধা হতো।

: তোমার কি প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত রেওয়ায়াতের স্তরগুলো জানা আছে?

রশীদ বুঝতে পারল না...

: জ্বী না, জানা নেই।

উসূলে ফিকহের কিতাবুস সুন্নাহ থেকে উলূমুল হাদীস শাস্ত্রে উপকৃত হওয়া

: জানা আছে। কিন্তু গোছানোভাবে জানা নেই। এর কারণ হলো, গোছানোভাবে প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত হাদীসের স্তরগুলো সাধারণত উলূমুল হাদীসের কিতাবগুলোতে উল্লেখ থাকে না। এটা উসূলে ফিকহের কিতাবে উল্লেখ থাকে। উলূমুল হাদীসের অনেক বিষয়ে উসূলে ফিকহের কিতাবুস সুন্নাহ থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

: কোনো কোনো লেখককে দেখলাম উসূলে ফিকহের কিতাবুস সুন্নাহর আলোচনাগুলোর উপর অনেক নাখোশ!

: উলূমুল হাদীসের কিছু বিষয় এমন আছে যা تطبيقي তথা প্রয়োগিক ময়দানের মেহনত ছাড়া পরিপূর্ণ বুঝে আসে না। উসূলে ফিকহের লেখকদের মধ্যে যাদের تطبيقي ময়দানের সাথে সম্পর্ক ছিল না তারা ঐ বিষয়গুলো শুধু যুক্তি দিয়ে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই ঐ বিষয়গুলোতে তাদের কথা অপূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কিন্তু উলূমুল হাদীসের স্বীকৃত নীতিগুলোর যৌক্তিকতা তুমি উসূলে ফিকহের কিতাবে যেমন সুন্দরভাবে পাবে, তেমনটা উসূলে ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখেন না এমন মুহাদ্দিসীনে কেরামের কিতাবে পাবে না। অথচ আস্থা ও তৃপ্তির জন্য উসূল যৌক্তিকভাবেও বুঝতে হয়। কোনো শাস্ত্রের প্রতি আস্থা ও তৃপ্তি কতটা জরুরী!

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর الرسالة কিতাবটি ছিল উলূমুল হাদীসের গুরুত্বপূরর্ণ অনেক উসূলকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করার প্রথম প্রয়াস। তাই ইমাম শাফেয়ী রহ. মুহাদ্দিসগণের কাছে খুবই প্রিয় পাত্র হয়েছেন এবং ناصر السنة উপাধী লাভ করেছেন।

প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত রেওয়ায়াতের স্তর সমূহ

: প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত রেওয়ায়াতের স্তর সম্পর্কে উসূলে ফিকহের কিতাবে কী আছে?

: তারা রেওয়ায়াতকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে

১. قطعي الثبوت বা এমন রেওয়ায়াত যা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকিন তৈরি হয়েছে। ইয়াকিন দুইভাবে অর্জন হয়। এক. চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অর্জন হয়। একে اليقيني الضروري বলে। দুই. চিন্তা ভাবনার পর অর্জন হয়। একে اليقيني النظري বলে।

২. ظني الثبوت বা الظن الغالب بالثبوت। অর্থাৎ রেওয়ায়াতটা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা অর্জন হয়েছে। এই প্রবল ধারণার সাথে যখন রেওয়ায়াত প্রমাণিত হওয়ার আরো কিছু সমর্থনকারী বিষয় যুক্ত হয় তখন অনেক সময় তা اليقيني النظري পর্যায়ে উন্নীত হয়।

৩. مشكوك বা متساوية الطرفين من الثبوت وعدمه। অর্থাৎ মাঝামাঝি পর্যায়ের; প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত কোনটার ব্যাপারেই ইয়াকিন অর্জন হয়নি, প্রবল ধারণাও অর্জন হয়নি। প্রমাণিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অপ্রমাণিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

৪. الظن الغالب بعدم الثبوت বা এমন রেওয়ায়াত যা অপ্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা তৈরি হয়েছে।

৫. اليقين بعدم الثبوت বা এমন রেওয়ায়াত যা অপ্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকিন তৈরি হয়েছে।

এই হলো রেওয়ায়াতের পাঁচ স্তর।

: কথাগুলো বিভিন্ন কিতাবে অগোছালোভাবে পড়েছি। তবে এখন মনে পড়ছে, مقرر التخريج কিতাবে এই বিন্যাসেই পড়েছিলাম।

: হ্যাঁ, ঐ কিতাবের শেষে এ আলোচনা আছে। তো এর মধ্যে যেই রেওয়ায়াতটা متواتر (রাবীদের সংখ্যা প্রত্যেক তবকায় এত বেশি যে, রাবীরা মিথ্যা বলেছে এমনটা অসম্ভব ঠেকে) হয়, তার প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে اليقين الضروري অর্জন হয়। কোনো চিন্তা করতে হয় না। সকলের কাছেই রেওয়ায়াতটি প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকিন অর্জন হয়। রাবীরা মিথ্যা বলেছে, না সত্য বলেছে, তা যাচাই করা লাগে না। দ্বীনের অনেক বিষয় এই ধরনের المتواتر الضروري সংবাদের মাধ্যমে প্রমাণিত। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো হাদীসের মতন এই পর্যায়ের متواتر না।

যে রেওয়ায়াতটাতে প্রমাণিত হওয়ার পাঁচ শর্ত পাওয়া যায়, সেই রেওয়ায়াতটা

হলো ظني الثبوت। তবে যার সাথে প্রমাণিত হওয়ার আরো কিছু সমর্থনকারী বিষয় পাওয়া যায়, সেই রেওয়ায়াতটার ব্যাপারে আহলে ইলমের কখনো কখনো اليقين النظري অর্জন হয়। একে المتواتر النظري বলে। অনেক হাদীসের মতন এই পর্যায়ের متواتر ।

: সমর্থনকারী বিষয় বলতে?

: যেমন, প্রত্যেক তবকায় একাধিক متابعة থাকা, রাবীরা খুবই উচুস্তরের সত্যবাদী ও অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া এবং উস্তাদের দীর্ঘ সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া।

: সহীহাইনের হাদীসকে অনেকে قطعي الثبوت বলে। এটা কি ঠিক?

সহীহাইনের হাদীসগুলো যন্নী না কি কতয়ী?

: সহীহাইনের হাদীস قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم না। অন্যান্য সহীহ হাদীসের মতই ظني الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم । তবে পার্থক্য হলো, সাধারণ সহীহ হাদীসগুলোর ظني الثبوت হওয়ার বিষয়টি ظني । কিন্তু সহীহাইনের হাদীস- যেগুলোর ব্যাপারে পরবর্তী মুহাদ্দিসীনের আপত্তি নেই - সেগুলো ظني الثبوت হওয়ার বিষয়টি قطعي يقيني । অর্থাৎ সহীহাইনের হাদীসগুলো প্রমাণিত হাদীসের পাঁচ শর্ত সম্বলিত হওয়াটা قطعي । কিন্তু পাঁচ শর্ত পাওয়া গেলে তা ظني الثبوت হয়, قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم হয় না। হ্যাঁ, অন্যান্য সহীহ হাদীসের মতো সমর্থনকারী বিষয় যুক্ত হওয়ায় সহীহাইনের অনেক হাদীসও نظرا وفكرا قطعي الثبوت স্তরে উন্নীত হয়ে اليقين النظري এর ফায়দা দেয়।

: আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পেরেছি।

: এবার আসি পরবর্তী স্তরগুলোর আলোচনায়। পাঁচ শর্তের কোনো এক শর্ত ছুটে গেলে রেওয়ায়াতটি অপ্রমাণিত বলে গণ্য হয়। যদি রাবীর عدالة না পাওয়া যায় তাহলে তা চার নাম্বার তথা الظن الغالب بعدم الثبوت এর স্তরে নেমে যায়। সাথে যদি অপ্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কিছু সমর্থনকারী পাওয়া যায় তাহলে কখনো কখনো তা সর্বনিম্ন তথা اليقين بعدم الثبوت এর স্তরে পতিত হয়। রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হলে বা সনদ মুত্তাসিল না হলে, তখন রেওয়ায়াতটা তৃতীয় ও মধ্যবর্তী স্তর তথা متساوية الطرفين من الثبوت وعدمه এর স্তরে ঝুলন্ত থাকে।

> **যে ধরণের দুর্বল হাদীস ফাজায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য? দুর্বল হাদীস দ্বারা কি আহকাম সাব্যস্ত হয়?**

মূলত এই স্তরের রেওয়ায়াত যখন ফাজায়েল, আদাব, তারগীব ও তারহীব বিষয়ে বর্ণিত হয় তখন তা দিয়ে আমল করা যায়। কারণ এই স্তরের রেওয়ায়াতটা প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতটুকু সম্ভাবনাই ফাজায়েল, আদাব, তারগীব ও তারহীবের জন্য যথেষ্ট। আর যেহেতু আহকাম সংক্রান্ত বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই স্তরের রেওয়ায়াত দিয়ে আহকাম সাব্যস্ত হয় না। আহকাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এমন রেওয়ায়াত লাগে, যা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকিন বা প্রবল ধারণা অর্জন হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দুই স্তর।

: ফুকাহায়ে কেরাম তো তাদের কিতাবে যয়ীফ তথা এই তৃতীয় স্তরের হাদীস উল্লেখ করেছেন?

: হ্যাঁ, তবে উল্লেখ করা আর তার দ্বারা কোনো মাসআলা সাব্যস্ত করা, এক না। যয়ীফ হাদীস দ্বার কোনো বিষয় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা মুবাহ সাব্যস্ত করেছেন এমনটা কোনো মুজতাহিদ ইমামের ব্যাপারে বলতে হলে দেখাতে হবে, তিনি যে হাদীস দ্বারা মাসআলাটি সাব্যস্ত করছেন তা তার নিকটও যয়ীফ এবং ঐ মাসআলায় তার একমাত্র দলিল এই যয়ীফ হাদিসটিই। এমনটা প্রমাণ করা অন্য কারো বেলায় সম্ভব হলেও কোনো মুজতাহিদ ইমামের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

তারা যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার দ্বারা মাসআলা সাব্যস্ত করেননি। সাব্যস্ত করেছেন অন্যান্য দলিল দ্বারা। তারা যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করেছেন মাসআলার দালিলিক শক্তি বাড়ানোর জন্য। কারণ তৃতীয় স্তরের রেওয়াতগুলোর মধ্যেও প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্যই কিছু সমর্থনকারী তার সাথে যুক্ত হলে তা الظن الغالب তথা দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়।

: তখন তাকে الحسن لغيره বলে।

: হ্যাঁ, পরবর্তীরা এর নাম দিয়েছে الحسن لغيره ।

: হুজুরের আলোচনা থেকে আমি যতটুকু বুঝলাম, সকল দুর্বল হাদীসই ফাজায়েলের ক্ষেত্রে চলবে বিষয়টা এমন না। যেমন, যে রেওয়ায়াতটি অপ্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা বা ইয়াকিন অর্জন হয়েছে তা কখনোই চলবে না। ফাজায়েলের ক্ষেত্রে ঐ দুর্বল হাদীসই চলবে যা সমর্থনকারী পাওয়া গেলে الحسن لغيره পর্যায়ে উন্নীত হয়। অর্থাৎ যার প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত কোনটার ব্যাপারেই ইয়াকিন অর্জন হয়নি। প্রবল ধারণাও অর্জন হয়নি। প্রমাণিত হওয়ারও সম্ভাবনা

আছে। অপ্রমাণিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

: হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। ইমাম যাহাবী রহ. তার ديوان الضعفاء কিতাবের শেষে বলেছেন,

وينبغي التثبت في الأحاديث الضعيفة فلا يُبالغ الشخص في ردها مطلقًا، ولا في استعمالها والأخذ بها مطلقًا، بخلاف الأحاديث الساقطة أو الموضوعة، فلا يجوز العمل بها بحال أصلا، ويتعذر الحد الفارق بين الحديث الضعيف الذي يعمل به ويحدث به وبين الحديث الواهي الساقط والموضوع

: কত স্পষ্ট কথা। কিন্তু কখন একটা রেওয়ায়াত তৃতীয় স্তরের হবে তা আরেকটু বিস্তারিত বললে উপকৃত হতাম।

: এই ব্যাপারে আমার একটা লেখা আছে। তোমাকে মাদরাসায় গেলে দিব। ঐখানে কিছুটা বিস্তারিত বলেছি।

: জ্বী ইনশাআল্লাহ। এখন জানার বিষয় হলো, কোন স্তরের জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম কোন পরিভাষা বা নাম ব্যবহার করেছেন?

: দেখ, হুকুমের সম্পর্ক وصف এর সাথে। পরিভাষা বা নামের সাথে না। হতে পারে দুই وصف এর জন্য একই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এখন উভয়ের নাম এক, তাই বলে উভয়ের হুকুম এক হয়ে যাবে বিষয়টি এমন নয়। একটা উদাহরণ দেই। একটু আগে দেখেছ, একটা ছেলে রিক্সাচালককে ডাকছে মামা বলে। আমরা আমাদের মায়ের আপন ভাইকেও মামা বলি। উভয়কে এক নামে ডাকা হয়। তাই বলে কি উভয়ের হুকুমও এক হয়ে যাবে! আরেকটা উদাহরণ শোন। আমরা বড় কোনো ব্যক্তির বড়ত্ব বুঝাতে বলি, তিনি একজন মাকবুল ব্যক্তি। তালিবে ইলমদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও হয় না, টেনেটুনে পাশ করে যায় তাদেরও মাকবুল বলি। এখন উভয়ের নাম এক বিধায় তাদের হুকুমও কি এক হবে?!

ইস্তিলাহ বুঝার গুরুত্বপূর্ণ উসূল। পাঁচ স্তরের কোনটার জন্য কোন ইস্তিলাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ মনে পড়ল। কুরআন হাদীসে ইলম ও আমলের বিশেষ কিছু গুণ অর্জন করলে তাকে আলেম বলা হয়েছে। আমরা দাওরা ফারেগ অনেক মাওলানাকে আলেম বলি। এখন নাম এক বলে কি আলেমের যে ফজিলত তা এই দাওরা ফারেগ মাওলানারও অর্জন হয়ে যাবে?! কখনো নয়। বরং সেই

ইলমী ও আমলী গুণগুলো অর্জন করলেই ফজিলতের অধিকারী হবে। সেটা ভিন্ন কথা যে, কুরআন হাদীসের ফজিলত অর্জনের উপযুক্ত আলেম হতে হলে আমাদের দেশে বর্তমানে দাওরা ফারেগ হওয়া ছাড়া খুব কঠিন।

: পরিভাষার এই বিষয়টা الوجيز في شيء من مصطلح الحديث কিতাব থেকে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। এই কিতাব পড়ে আরেকটা উসূলও খুব বুঝে এসেছে। তা হলো, পরিভাষা হলো ইমামগণের ইলমী ভাষা। তারা যেমন ইতিহাস হয়ে গেছেন তাদের পরিভাষাগুলোও ইতিহাস হয়ে গেছে। আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্বীকৃত উসূল হলো, তা যেভাবে ঘটেছে সেভাবে বর্ণনা করতে হবে। যেভাবে ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটেনি, তাকে ইতিহাস বলে বর্ণনা করা যায় না। এই জন্য ইমামগণ কোনো পরিভাষাকে যেই অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণিত হবে- তা এক হোক বা একাধিক হোক- তাদের পরিভাষার ব্যাখ্যার সময় সেই সবগুলো অর্থই বলতে হবে। কোনো রদবদল করা যাবে না। একাধিক অর্থের মাঝে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

: মাশাআল্লাহ, বলতে পেরেছ। আসলে الوجيز في شيء من مصطلحات الحديث الشريف হলো তাজদীদী একটি কিতাব। সার্বিকভাবে এই বিষয়ে এই কিতাবের কোনো নজির নেই। এই কিতাব শুধু উলূমুল হাদীসের পরিভাষা বুঝতেই সহায়ক না। বরং যে কোনো শাস্ত্রের যে কোনো বিষয়ের পরিভাষার উসূল বুঝতে এই কিতাবের কোনো জুড়ি নেই।

: পরিভাষার এই উসূল যেহেতু আমার জানা আছে তাই আশা করি আমি নাম দেখেই হুকুম দিয়ে বসব না। وصف বা গুণাগুণ দেখেই হুকুম দিব। তাই আমার সহজার্থে যদি প্রত্যেক স্তরের কিছু পরিভাষা বলে দিতেন তাহলে অনেক উপকার হতো।

: প্রথম (اليقين بالثبوت) ও দ্বিতীয়(الظن الغالب بالثبوت) স্তরের জন্য صحيح، حسن، جيد، ثابت، قوي، مقبول ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়।

তৃতীয় (تساوي الطرفين من الثبوت وعدمه) স্তরের জন্য ضعيف، ضعيف جدا، شديد الضعف، واه، لين، غير قوي، لا يصح، غير صحيح، غير ثابت، لا يثبت ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়। এই স্তরের জন্য কখনো কখনো مطروح، ساقط، منكر ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার হয়।

চতুর্থ (اليقين بعدم الثبوت) ও পঞ্চম (الظن الغالب بعدم الثبوت) স্তরের

জন্য لا أصل له، ضعيف جدا، موضوع، مختلق، مكذوب، باطل، ضعيف، مطروح، ساقط، منكر، شاذ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়। অনেক সময় ضعيف جدا، شديد الضعف، واه، لين، غير قوي، لا يصح، غير صحيح، لا يثبت، غير ثابت শব্দগুলোও ব্যবহার হয়।

কী বুঝলে?

:....?

: ضعيف শব্দ দেখলেই এই কথা মনে করবে না, তা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। হতে পারে তা চর্তুথ স্তরের রেওয়ায়াত বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। আবার ضعيف جدا দেখলেই এই কথা মনে করবে না, তা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে চলবে না। হতে পারে তা তৃতীয় স্তর বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে।

আরেকটা কথা, এই জাতীয় শব্দগুলো অনেক সময় কোনো হাদীসের নির্দিষ্ট কোনো সনদের জন্য ব্যবহার হয়। তখন এ শব্দগুলো সামগ্রিকভাবে ঐ হাদীসের স্তর বুঝাবে না। বরং নির্দিষ্ট ঐ সনদটির মান বুঝাবে। তাই নির্দিষ্ট কোনো সনদকে ضعيف বলা হয়েছে দেখে ভেবে নিও না যে, সনদের মতনটাও ضعيف। হতে পারে এই মতনের আরো সনদ আছে, যেগুলো সহীহ। তবে যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, এই মতনের আর কোনো সনদ নেই তাহলে সনদকে ضعيف বলার দ্বারা মতনটাও ضعيف হওয়া আবশ্যক হবে।

নির্দিষ্ট কোনো সনদ দুর্বল হলেই মতন দুর্বল হওয়া আবশ্যক নয়।

: আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অনেকে মনে করে, মুস্তালাহের কয়েকটা কিতাব পড়লে আর উলূমুল হাদীস পড়া লাগবে না। এই দাবিটা কেমন?

: তুমি তো ভালো করেই জানো, এ দাবি ঠিক নয়।

: দাবিটা যে ভুল তা সহজে কীভাবে বুঝানো যায়?

: প্রত্যেকটা শাস্ত্রের প্রয়োগিক একটা রূপ আছে। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আমরা ইস্তিলাহের কিতাবে صحيح ও ضعيف এর সংজ্ঞা পড়েছি। এখন কোনো রেওয়ায়াতের উপর এটার প্রয়োগ কীভাবে করব? প্রয়োগ করতে গেলেই হাদীসের পাঁচ শর্ত পাওয়া গেল কি না তা যাচাই করতে হবে। আর শুধু ইস্তিলাহের কয়েকটা কিতাব পড়লে কখনোই এটা যাচাই করা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় কয়েকটা ফিকহের কিতাব

ইস্তিলাহের কিছু কিতাব পড়লেই কি উলূমুল হাদীস পড়া হয়ে যায়?

পড়ে ফতোয়ার দায়িত্বে বসে যাওয়া। ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য যেমন প্রয়োজন একজন বিজ্ঞ ফকীহের সান্নিধ্যে থেকে দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের, তেমনি কোন রেওয়ায়াতটা صحيح আর কোনটা ضعيف তা নির্ণয়ের যোগ্যতা অর্জনের জন্যেও প্রয়োজন একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিসের সান্নিধ্যে থেকে দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের। যোগ্যতা অর্জন ছাড়া যেমন ফতোয়া দেওয়া গুনাহ তেমনি কোন রেওয়ায়াতটা صحيح আর কোনটা ضعيف তা নির্ণয়ের যোগ্যতা অর্জন ব্যাতীত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়াও গুনাহ।

প্রশ্ন আসবে, আমাদের নতুন করে নির্ণয় করার কী প্রয়োজন। এই কাজ তো পূর্ববর্তীরা করে গেছেন। এর জবাব হলো, ঠিক আছে। কিন্তু এ কারণে ইস্তিলাহের কয়েকটা কিতাব পড়ে উলূমুল হাদীস পড়ার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় না। কারণ, অনেক জায়গায় ইমামদের মাঝে মতভিন্নতা তৈরি হয়েছে। সেখানে সঠিক মত কোনটা তা কীভাবে নির্ধারণ করব? উলূমুল হাদীস পড়া ছাড়া তা নির্ধারণ করা কোনোভাবেই কিন্তু সম্ভব নয়।

ইমামদের ভাষা বুঝার জন্য আমরা ইস্তিলাহ পড়ি। কিন্তু সচরাচর ইস্তিলাহের কিতাবগুলোতে ইস্তিলাহের যে অর্থগুলো বলা হয়, দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমামগণ ঐ ইস্তিলাহগুলোকে আরো কিছু অর্থে ব্যবহার করেছেন। এখন শরহে নুখবার মত ইস্তিলাহের কিতাব পড়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললে ইমামদের কথা বোঝার ক্ষেত্রেও অনেক ভুল হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা حسن ইস্তিলাহ নিয়ে শরহে নুখবায় যা পড়েছি তার মানে হলো, এই ইস্তিলাহটি দ্বারা প্রমাণিত হাদীসের একটি নির্দিষ্ট প্রকারকে বুঝায়। কিন্তু ইমামগণ এই ইস্তিলাহটিকে সর্বদা এই প্রকার হাদীসের জন্য ব্যবহার করেননি। অনেক সময় غريب হাদীস বা সুন্দর অর্থবিশিষ্ট হাদীসের জন্যেও ব্যবহার করেছেন, যদিও হাদীসটি প্রমাণিত নয়। শায়খ খালিদ দিররিসের এই ইস্তিলাহের উপর আড়াই হাজার পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ গবেষণা ধর্মী কিতাব আছে। ঐটা পড়লে বুঝবে, “ইস্তিলাহের কিছু কিতাব পড়ে নিলে উলূমুল হাদীস আর পড়া লাগবে না” এই দাবিটা কতটা ভ্রান্ত ও অমূলক।

* * *

মাদ্রাসায় পোঁছেই রশীদ নাযেম সাহেব থেকে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা সংক্রান্ত লেখাটা চাইল। নাযেম সাহেব তার আগ্রহ দেখে খুশি হলেন। ডায়রিটা খুঁজে রশীদকে পড়তে দিলেন:

مقالة مختصرة جامعة حول الحديث الضعيف؛ متى يقبل في الفضائل؟ ولماذا يقبل؟ وما معنى قبوله؟

هناك مريض وميت، والميت معدم القوة والحركة لا يقوي أحدا ولا يتقوى بأحد.

والمريض قسمان:

الأول: مريض منهوك القوى محتضر مشرف على الموت الذي يحيط به من جميع جوانبه، فصار طريح الفراش لا يستطيع أن يعمل عملا إلا أن به بقية من الحياة لا تلحقه بالموتى، ولكنه في عدم استطاعة العمل كالموتى فلا يقوي أحدا ولا يتقوى بأحد.

الثاني: مريض لم يبلغ به المرض إلى أن يلزمه الفراش ويسلبه القوى، فله مع الحياة التامة بقية من القوة يستطيع بها أن يعمل عملا خفيفا، ولكنه عاجز عن القيام بالعمل الثقيل الشاق.

نفهم في ضوء ما ذكرنا أنواع الروايات ونذكر في ضمنها حكم الحديث الضعيف، فنقول:

الروايات على أنواع:

الأول: رواية حصل اليقين بعدم ثبوتها، فهذه الرواية يطلق عليها الموضوع والباطل ولا أصل له وأشباهها، وهي كالرجل الميت لا يعمل به في شيء ولا يلتفت إليه، بل الواجب قبرها حتى لا يراه الناس ولا يتأذى به المجتمع.

الثاني: رواية حصلت غلبة الظن - لا اليقين - بعدم ثبوتها، فهذه

الرواية يطلق عليها المنكر والمطروح والساقط والواهي والضعيف جدا وأشباهها، وهي كالرجل المريض المحتضر خائر القوى طريح الفراش لا يرجى له الشفاء ويتربص به الموت أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

فهذه الرواية مثل هذا الرجل المريض لا يتقوى بأحد وإن كثر المقوون، ولا يقوي أحدا وإن كثر عددهم، فلا يستحق أن يكون متابعة ولا شاهدة للتقوية، ولا يتقوى بالمتابعة والشواهد، فعلى هذه تكون هذه الرواية التي يطلق عليها المنكر وأخواته في حكم الموضوع في عدم الإفادة والاستفادة، ومن ثم أطلق كثير من الأئمة في بعض الأحيان على هذه الرواية الموضوع والباطل لاستوائهما في الحكم، فيتعقب عليهم من لم يعلم هذا الاصطلاح أو لم يستحضره.

الثالث: رواية لم يغلب الظن بثبوتها ولا لم يحصل اليقين ولا غلبة الظن بعدم ثبوتها، فهي متساوية الطرفين أخذت من هذا وذاك، ويقال لهذه الرواية الضعيف، اللين، غير القوي وأشباهها من الكلمات.

هذه الرواية كالرجل المريض الذي لم يصر به المرض أن يكون مقعدا منهوك القوى بل له قوة تزيد عن قوة المريض المحتضر وتنقص عن قوة الرجل الصحيح المعافى، فيستطيع أن يعمل عملا سهلا ويحمل شيئا خفيفا، ولكنه عاجز أن يعمل عملا جسيما شاقا ويحمل شيئا ثقيلا، ولكن إذا انضم إليه من له مثل قوته أو فوق قوته صاروا في حكم الرجل الصحيح في القيام بمشاق الأعمال وجسام الأمور.

لهذا لا يثبت بهذه الرواية الأحكام الخمسة؛ الفرض والحرام والمستحب والمكروه والمباح لما يحتاج ثبوتها إلى غلبة الظن بثبوت

الرواية المثبتة لها عن الشارع، وذلك مفقود في هذه الرواية، إلا أن كثيرا من الأئمة والمصنفين من الفقهاء وغيرهم ذكروا هذه الرواية في معرض استحباب شيء أو كراهته، وذلك إما لعدم علمهم بحال هذه الرواية أو لكونها عندهم مما غلب الظن بثبوتها عن الشارع أو للاستئناس بذكرها بيد أن العمدة في ثبوت استحباب ذلك الشيء وكراهته على الأدلة الأخرى من عموم آية أو حديث ثابت أو عموم القواعد الشرعية الملهمة من عشرات الآيات والأحاديث.

وهذا النوع من الروايات وإن لم يغلب الظن بثبوتها إلا أنها لم يتيقن أو يغلب الظن بعدم ثبوتها أيضا، ففيها بعض القوة وإن لم يكن فيها كل القوة التي حظي بها المتواتر، أو جل القوة التي أحرزها الأحاديث الصحيحة.

لهذا وإن لم يثبت بهذا النوع من الروايات الأحكام الخمسة إلا أنها تروى في الترغيب في بعض الأعمال الحسنة، ويرجى ثوابها المروي بهذه الرواية، وتروى في الترهيب في بعض الأعمال السيئة ويخاف عقابها المروي بهذه الرواية، وتروى في التزهيد في الدنيا وفي بيان نعم الجنة وأهوال القبور والقيامة والنار، لأن هذه الأمور هينة وثابتة أصلها، وليس من الأمور المهمة التي تقتضي كل القوة أو جل القوة، فتكتفى ببعض القوة التي يدخرها هذا النوع من الرواية، ويروى أيضا هذا النوع من الروايات فيما روي عن السلف من التفسير اللغوي الذي تحتمله الدلالة اللغوية للآية، وفي الأمور التاريخية الهينة البسيطة مثل العدد وتاريخ الأيام والشهور وسياق القصة التي لا يرفضها العقل ولا الروايات التاريخية الثابتة.

راجع لهضم ما قلت «محاضرات في علوم الحديث» للشيخ عبد المالك، «دراسة مقارنة حديثية بين نصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي» للشيخ محمد عوامة، و«حكم العمل بالحديث الضعيف» له، و«الجواب اللطيف على كتاب الشيخ محمد عوامة حكم العمل بالحديث الضعيف» لزكريا بن إسماعيل اليوسفي، ومقالة الشيخ الشريف حاتم العوني عن الروايات التاريخية في كتاب «إضاءات بحثية»، وأواخر «مقرر التخريج» له.

النوع الرابع من الروايات: رواية حصلت غلبة الظن بثبوتها، وهي الحديث الثابت الشامل بقسمي الصحيح والحسن.

النوع الخامس: رواية حصل اليقين بثبوتها، هي المتواتر أو خبر الآحاد المحتف بالقرائن.

خلاصة الكلام: الحديث الموضوع وما في حكمه من الأحاديث المنكرة والمطروحة والواهية لا يعمل بها أبدا لأن عدم ثبوته حصل باليقين أو بغالب الرأي.

وهو:

١. ما تفرد به الكذاب والمتهم ويكون متنه منكرا.

٢. أو ما تفرد به الكذاب أو المتهم، ولا يكون متنه منكرا.

٣. أو ما تفرد به المجهول أو راو ثابت العدالة كثير الخطأ أو غالب الخطأ، ويكون في متنه نكارة أو ما يوقع في النكارة.

٤. أو ما تفرد به المجهول أو ثابت العدالة كثير الخطأ أو غالب

الخطأ وتحقق أنه من الأفراد غير المحملة ونسب إلى النبي خطأ، وإن لم يكن في متنه نكارة أو ما يوهم النكارة.

٥. أو ما يكون متنه منكرا شديد النكارة وواضحها وإن كان إسناده متصلا برجال ثقات.

أما الضعيف الذي تفرد به مجهول أو راو ثابت العدالة ولكنه سيء الحفظ كثير الخطأ أو غالب الخطأ ولم يتحقق أنه من الأغلاط وليس متنه منكرا ولا ما يوقع في النكارة فلا يحصل اليقين ولا الظن الغالب بعدم ثبوته بل فيه احتمال للثبوت واحتمال لعدم الثبوت واحتمال الثبوت أقوى إذ لم يتحقق أنه من الأغلاط وليس في متنه نكارة، ولا يصل احتمال الثبوت إلى غلبة الظن بالثبوت

فهذا الضعيف يكون مقبولا ومعمولا إذا كان واردا في الترغيب والترهيب والآداب وفي الأمور التي لا تتوقف ثبوتها على هذا الحديث الضعيف، بل هو مندرج تحت أصل عام بأن يكون ثابتا بدلائل أخرى عامة أو خاصة.

فإن كان في هذا الضعيف قيود زائدة على الأصل العام ينظر، فإن ورد بتلك القيود حديث ثابت آخر يدل على استحبابها يكون ذلك العمل مع تلك القيود مستحبا، وإلا يعمل ذلك العمل مع تلك القيود رجاء الثواب الوارد في الحديث الضعيف، ويكون نفس العمل دون القيود مستحبا لدخوله تحت الأصل العام الذي يدل على استحبابه، ولا تكون القيود الزائدة مستحبة ولا تكون بدعة بل تكون مباحة، إذ ورد بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل اليقين بعدم ثبوته ولا غلبة الظن بعدم ثبوته، بل فيه احتمال للثبوت

واحتمال لعدم الثبوت واحتمال الثبوت أقوى.

هنا ننبه على أربعة أمور:

الأول: يجب أن يعلم جيدا أن المعتبر هنا يقين وغلبة ظن من أتقن علوم الحديث تأصيلا وتطبيقا، وأمعن في جمع الطرق وكثر اعتنائه بالرواة جرحا وتعديلا والأحاديث المعللة والمباحث المتعلقة بالعلل، وشهد له بذلك أهل العلم المتقنين النبهاء.

الثاني: لا يخفى أن حصول هذا اليقين والظن الغالب وعدم حصولهما مما يختلف فيه أنظار الأئمة والباحثين المعاصرين الذين لهم أهلية النظر بشهادة أهل النظر، فرواية حصل فيها لبعضهم غلبة الظن بثبوتها ولم يحصل ذلك للآخر، فيصحح الأول ويضعف الثاني، ورواية حصل فيها لبعضهم غلبة الظن بعدم ثبوتها فينكرها ويضعفها جدا، بيد أنها لم يحصل ذلك فيها للآخر فلا يضعفها جدا، بل يكتفي بالتضعيف اليسير.

فينبغي لمن له أهلية أمام هذه الأنظار المختلفة يرجح بالدلائل بين الأنظار بما يتبين به الراجح والمرجوح، فيأخذ بالراجح ويترك المرجوح، ولا يستهين بالرأي الآخر فضلا عن صاحبه.

الثالث: نظر المتقدمين بين الأنظار المختلفة يكون في غالب الأحوال أقوى وأدق وأشمل وأسلم، فإذا سلك أحد سبيل التقليد كان الأحرى له أن يقلد رأي المتقدم بشرط أن يفهم كلام المتقدم جيدا.

الرابع: نحن عيال على كتب حفاظ القرن الثامن وما بعده، وهنا قامت ثلاثة مدارس:

مدرسة ابن تيمية ومن تخرج فيها كابن عبد الهادي والذهبي وابن القيم، وميزة هذه المدرسة الاعتناء بعلم المتقدمين من المحدثين والعلل والتنبيه على الغرائب المنكرة، وقد يتشددون في التصحيح ويتسرعون إلى الحكم بالوضع.

مدرسة النووي وتقي الدين السبكي ومن تخرج فيها كتاج الدين السبكي وأبو الفضل العراقي وابن الملقن والهيثمي وأبو زرعة العراقي والبوصيري والعيني وابن الهمام والسخاوي والسيوطي والهيتمي وملا علي القاري، وميزة هذه المدرسة الاعتناء بالفقه وجمع الطرق وتقوية الحديث بالمتابعة والشواهد، وقد يتساهلون في الحكم على الحديث المنكر بالنكارة ويكتفون بالحكم بالضعف فقط، وهو الأمر الذي يجعل القارئ يعامل بالحديث المنكر معاملة الحديث الضعيف، وقد يقوون الرواية التي لا تتقوى وبما لا يقوي من المتابعات والشواهد.

ومدرسة بين هاتين المدرستين، وهو مدرسة ابن الصلاح وابن دقيق العيد والدمياطي وابن سيد الناس والمزي ومن تخرج فيها كالعلائي والزيلعي ومغلطائي وابن كثير وابن رجب وابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر.

فهذا الأمر الرابع قلت فيه من قبل نفسي ما قلت، فهو مجمل أغلبي يفيد القراء عند الاستفادة من تراثهم، فالله أعلم بالصواب.

হাদীস অনুসরণের আবশ্যকীয়তা
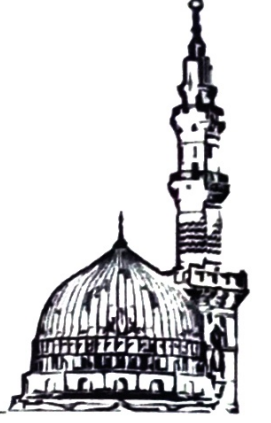
রশীদের সবচেয়ে ভালো লাগে যখন 'ওয়া বিহি কলা হাদ্দাসানা' বলে হাদীস পড়া শুরু হয়। অন্যান্য তালিবে ইলমরা সনদ পড়ার সময় তেমন খেয়াল করে না। কিন্তু রশীদ এর ব্যাতিক্রম। যখন সনদ পড়া হয় তখন সে খুব খেয়াল করে শোনে। অনেক নাম তার পরিচিত। বিশেষ করে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীদের নাম। তবে নাম জানা থাকলেও কে কার ছাত্র এটা তার জানা ছিল না। সনদ দেখে এখন সে জানতে পারছে কে কার উস্তাদ, কে কার শাগরিদ। কে আগের, আর কে পরের।

উলূমুল হাদীসের যোগ্যতা অর্জনে কুতুবে সিত্তাহ কীভাবে পড়া উচিত?

কুতুবে সিত্তাহ কীভাবে পড়লে উলূমুল হাদীসের যোগ্যতা অর্জন হবে তা নাযেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন নাযেম সাহেব নিজের লেখা একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল,

يجب علينا للاستفادة من الصناعة الحديثية الموجودة في الكتب الستة أن نهتم بأمور:

١- التعرف على الكتاب المدروس من نواح ؛ اسم الكتاب، محتويات الكتاب، منهج الكتاب، مصنف الكتاب، منزلة الكتاب، نسخ الكتاب، طبعات الكتاب، شروح وتعليقات ومختصرات الكتاب.

تعرف هذه الأمور من مقدمة الكتاب، وفهارس الكتاب، وكتب التراجم والتاريخ، والفهارس، والأثبات، والأختام، والدراسات

والبحوث المعاصرة.

٢- الغيرة على جميع ما في الكتاب من جمل، بل كلمات، بل حروف، واستيعابها علما وفهما وإدراكا لمراميها القريبة والبعيدة، سواء كان متنا أو إسنادا.

٣- ننظر هل خرج تحت الباب حديثا أو أكثر، فإن كان حديثا واحدا نفتش هل هناك في هذا الباب سوى هذا الحديث أحاديث أخرى أم فيه هذا الحديث فقط، فإن لم يكن إلا هذا الحديث فذاك، فإن كانت أحاديث أخرى نستخرج سبب اختيار المصنف هذا الحديث، وإن خرج أكثر من حديث ننظر: ما الاختلافات بين الحديثين ولم قدم هذا الحديث على ذاك.

٤- وإن ذكر لحديث طريقين أو أكثر، نعين من هو الشيخ المدار الفرعي والأصلي، ومن هم التلاميذ، وما هي الاختلافات بين الطريقين سندا ومتنا، ولم قدم هذا الطريق على ذاك.

٥- إن كان بين الحديث أو الطرق اختلافا فما قال تصريحا أو تلميحا حلّا لذلك الاختلاف، وما وجاهة حله، وإن لم يذكر حلا للاختلاف، فما يكون الحل نظرا إلى تراجم الشيخ المدار وتلامذته، وبمراجعة كتب العلل والتخاريج.

٦- ننظر بإمعان وترو جميع ما قال زيادة على سياق السند والمتن؛ من حكم على الراوي والمروي، وترجيح بعض الطرق على بعض سندا ومتنا، أو الجمع بين الطرق، أو الحكم بالاضطراب، ومن التنبيه على الانقطاع والتدليس والإدراج والتصحيف والقلب والتفرد

والغرابة والنكارة والشذوذ والمتابعة التامة والقاصرة، ومن تمييز لفظ بعض الرواة عن بعض، وإحالة المتن بذكر «نحوه» و«مثله»، ومن إزالة الإبهام والإهمال واسم الكنية وكنية الاسم واللقب والنسبة، ومن التنبيه على المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، وعدد أحاديث الراوي وتلامذته ورحلاته، والوحدان والأسماء المفردة، والوجادة ومراجعة النسخ والأصول، وعلو السند ونزوله، وغير ذلك، ومن استخدام اصطلاحات وتطبيق أصول وقرائن للفصل في هذه الأمور.

٧- تغيير المعتاد كتعليق السند واختصاره بدلا عن سوق كله، وتقديم المتن على السند كله أو بعضه.

٨- التقاط الكلمات الحديثية التي استخدمت لغير معانيها المشهورة.

٩- مراجعة شروح وتعليقات فسر فيها الحديث مع أسانيده.

١٠- مراجعة كتب الحديث الأخرى التي خرج فيها هذا الحديث، ومراجعة كتب التخريج والعلل والرجال الذي تكلم فيها على هذا الحديث.

যদিও দাওরায়ে হাদীসের বছর এত কাজ করা সম্ভব নয়, সারাদিনই দরস হয়। তা সত্ত্বেও সুনানে তিরমিযির «قال أبو عيسى», সুনানে আবু দাউদের «قال أبو داود» আর সুনানে নাসায়ীর «قال أبو عبد الرحمن» যখন আসে রশীদের তখন কান খাড়া হয়ে যায়। মস্তিষ্ক পুরো সজাগ হয়ে ওঠে। এই জায়গাগুলো ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করে। সময় সুযোগ করে এই হাদীসগুলোর রাবীদের জীবনী জরাহ তা'দীলের কিতাব থেকে দেখে নেয়। এই হাদীসগুলো তাখরীজ ও ইলালের কিতাব থেকেও পড়ার চেষ্টা করে। তখন তার কাছে মনে হয়, শুরুহাতে এই জায়গাগুলোর ব্যাখ্যা খুব কম এসেছে। সুনানে নাসায়ীর তো ভালো কোনো শরাহও নেই। শুধু

«قال أبو داود» গুলোর ব্যাখ্যা করে স্বতন্ত্র কিছু রিসালা লেখা হয়েছে, যা তালিবে ইলমদের থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই রিসালাগুলোর অধিকাংশ আলোচনা থেকে মনে হয়, তারা আবু দাউদ রহ. এর কথা যথাযথ বোঝেননি বা তার কথার উদ্দেশ্য ধরতে পারেননি। অবশ্য কিছু «قال أبو داود» এর ব্যাখ্যা নিয়ে আরবের কয়েকজন গবেষক লেখালেখি করেছেন। নাযেম সাহেব বলেছেন, তাদের আলোচনা তুলনামূলক ভালো।

দাওরা হাদীসের শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকনির্দেশনা।

নাযেম সাহেব বলেছেন, দাওরা হাদীসের বছরটি হাদীস পড়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। এত হাদীস এক সাথে হয়ত আর কখনোই পড়া হবে না। তাই সকল দরসে উপস্থিত তো থাকবেই। সাথে প্রত্যেকটা হাদীসের সনদ ও মতন খেয়াল করে শুনবে। সনদ ও উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা নোট করবে। নিজের ইলমী ও আমলী যিন্দেগীতে কাজে লাগবে এমন হাদীসগুলোও নোট করে নিবে।

তাই রশীদ সকল দরস মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করে। দরস না হলে فتح الباري আর عمدة القاري মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ে। নাযেম সাহেব فتح الملهم، تكملة فتح الملهم، معارف السنن، بذل المجهود এই শরাহগুলোও পড়ার কথা বলেছেন। موطأ محمد আর شرح معاني الآثار যেহেতু দরসে সম্পূর্ণ পড়া হবে না তাই অবসর সময়ে এই দুই কিতাবও নোট করে করে পড়ে নিতে বলেছেন। রশীদ শুধু সময় খোঁজে, কখন সে এই কিতাবগুলো নিয়ে বসবে।

হাদীসের প্রামাণিকতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কিতাব

বছরের শুরুতে যেহেতু حجية حديث তথা হাদীসের প্রামাণিকতা ও অনুসরণের আবশ্যকীয়তা এবং تدوين حديث তথা হাদীস সংকলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হয়, তাই নাযেম সাহেব তাকে এ সংক্রান্ত কিছু কিতাব পড়তে বলেছেন। যথা:

- حجیت حدیث از مفتي تقی العثماني
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السباعي
- دفاع عن السنة للشيخ محمد أبي شهبة
- مكانة الصحيحين لملا خاطر
- نصرة الحديث في الرد على منكري الحديث للشيخ حبيب الرحمن

الأعظمي

- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للشيخ مصطفى الأعظمي
- من النبي إلى البخاري للشيخ أحمد صنوبر
- الاتجاه العقلي وعلوم الحديث للشيخ خالد أبا الخيل

এছাড়াও মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব 'তালিবে ইলমের পথ ও পাথেয়' কিতাবে দাওরা হাদীসের ছাত্রদের জন্য যে সকল দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতে বলেছেন।

* * *

ঈদের দিন বিকেলে রাস্তা ঘাট খালি থাকে। তাই বাড়িতে যেতে বেগ পেতে হয় না। অনেক দীর্ঘ পথও ছোট মনে হয়। চারদিকে কুরবানীর পশুর রক্ত জমাট বেঁধে আছে। রশীদের নতুন জামায় যেন রক্ত না লাগে তাই খুব সর্তক হয়ে হাঁটতে লাগল। একটা রিকশা পেতেই তাতে চেপে বসল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেল। ঈদের দিন তাই নিজ থেকেই রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দ্বিগুন বাড়িয়ে দিলো। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না। খুব সহজেই বাস পেয়ে গেল। দ্বিতীয় লাইনের জানালার পাশের সিটটায় গিয়ে বসল। পাশের সিটটা খালি ছিল। রশীদ ভেবেছিল, সিটটা হয়ত খালিই থাকবে। একটু আরামেই যাওয়া যাবে। বাস চলা শুরু করলে دراسات في الحديث النبوي কিতাবটি খুলে বসল এবং অল্পতেই কিতাবের মধ্যে ডুবে গেল।

কিছুক্ষণ পর আধাপাকা চুলের একজন বয়স্ক লোক বাসে উঠল। আশেপাশে খালি সিট থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোক রশীদের পাশে এসে বসল। লোকটাকে দেখে মনে হয় শিক্ষিত। হয়ত অবসরপ্রাপ্ত কোনো সরকারী চাকুরীজীবী। লোকটি আড়চোখে কয়েকবার রশীদের দিকে তাকাল। হয়ত কিছু বলবেন। রশীদ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। অবশেষে লোকটা বলেই উঠল...

: হুজুর কি মাদরাসায় পড়েন?

: জ্বী।

: কী পড়েন?

: এ বছর দাওরা হাদীস পড়ছি।

: মানে বুখারী মুসলিম পড়েন?

: জ্বী সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিমসহ হাদীসের আরো কয়েকটি কিতাব পড়ছি।

: ও..। একটা কথা বলব?

: জ্বী বলুন।

: হাদীস পড়ার কী খুব দরকার? কুরআন পড়লেই তো চলে!

রশীদ ভ্রু কুঁচকিয়ে বলল:

: হাদীস মানতে হলে পড়তে হবে না?

: কুরআন থাকতে হাদীস কেন মানতে হবে?

রশীদ লোকটির কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। মুনকিরীনে হাদীসের কথা সে মাত্রই কয়েকটি কিতাবে পড়েছে। বাস্তবেই এমন একজনের সাথে তার এত তাড়াতাড়ি দেখা হয়ে যাবে, তা কখনো ভাবেনি। রশীদ একটু নড়েচড়ে বসে বলল:

: অনেক কারণেই মানতে হবে।

: কিছু কারণ বলুন।

: আমি বলব। তবে শর্ত হলো আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি কোনো কথা বলবেন না। আমার কথা শেষ হলে আপনার যা ইচ্ছা বলবেন। আমিও তখন কোনো কথা বলব না। হ্যাঁ, এক আলোচনা শেষ হওয়ার আগে আরেক আলোচনায় যাওয়া যাবে না।

এবার লোকটি একটু নড়েচড়ে বসল। গলায় একটা কৃত্রিম কাশি দিয়ে বলল,

: ঠিক আছে।

কুরআনই হাদীস অনুসরণ করতে বলেছে

: আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কুরআন থাকতে হাদীস মানব কেন? এর জবাব হলো: স্বয়ং কুরআনই বলেছে হাদীস মানতে। তাই হাদীস মানব।

: কোরআন কোথায় বলেছে?!

: অনেক জায়গায় বলেছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটা আয়াত পাঠ করি:

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
(سورة آل عمران: ٣٢)

> অর্থ: আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।

وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سورة آل عمران: ١٣٢)

> অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: ٥٩)

> অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর। এটাই উৎকৃষ্টতর এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা শুভ।

وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة المائدة: ٩٢)

> অর্থ: তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং(অবাধ্যতা) পরিহার করে চলো। তোমরা যদি(এ আদেশ থেকে) বিমুখ হও, তবে জেনে রেখো, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে(আল্লাহর হুকুম) প্রচার করা।

وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة الأنفال: ١)

> অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো যদি মুমিন হয়ে থাক।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

(سورة الأنفال: ٢٠)

> অর্থ: হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং এর থেকে(আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, যখন তোমরা(আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলী) শুনছ।

وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

(سورة الأنفال: ٤٦)

> অর্থ: এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া(প্রভাব) বিলুপ্ত হবে।

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سورة النور: ٥٤)

> অর্থ:(তাদেরকে) বলে দাও, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে রাসূলের দায় ততটুকুই, যতটুকুর দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। আর তোমাদের উপর যে ভার অর্পিত হয়েছে, তার দায় তোমাদেরই উপর। তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে হেদায়াত পেয়ে যাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পরিষ্কারভাবে পৌঁছে দেওয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

(سورة محمد: ٣٣)

> অর্থ: হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বরবাদ করো না।

أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(سورة المجادلة: ١٣)

> *অর্থ: তোমরা নিভৃতে কথা বলার আগে সদকা করতে কি ভয় পাচ্ছ? তোমরা যখন তা করতে পারনি এবং আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে যাও। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত।*

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ(سورة التغابن: ١٨)

> *অর্থ: তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো। তোমরা যদি(এ আদেশ থেকে) বিমুখ হও, তবে জেনে রেখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে(আল্লাহর হুকুম) প্রচার করা।*

এই আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও আরো কিছু আয়াতে আল্লাহ এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা অনুসরণ করে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পুরস্কারের ওয়াদা দেয়া হয়েছে।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(سورة النساء: ١٣)

> *অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। তারা সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটা মহা সাফল্য।*

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

(سورة النساء: ٦٩)

> অর্থ: যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই না উত্তম সঙ্গী তারা!

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(سورة التوبة: ٧١)

> অর্থ: মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ(سورة النور: ٥٢)

> অর্থ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই কৃতকার্য হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(سورة الأحزاب: ٧١)

> অর্থ: হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য অর্জন করল।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ

حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (سورة النور: ٦١)

> অর্থ:(যুদ্ধ না করাতে) অন্ধের জন্য কোনো গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোনো গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কোনো গুনাহ নেই। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবহমান থাকবে নহর। আর যে-কেউ মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিবেন।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(سورة الحجرات: ١٤)

> অর্থ: দেহাতীরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বল, তোমরা ঈমান আননি। তবে এই বল যে, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।” ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মের(সওয়াবের) ভেতর কিছুমাত্র কম করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(سورة التوبة: ١١٧)

> অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছিল, যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান, পরম দয়ালু।

* এবার আসুন এমন কিছু আয়াত শুনি যেখানে আল্লাহ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা অবাধ্য হয়, তাদের নিন্দা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শাস্তির ধমকি দেওয়া হয়েছে।

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(سورة النساء: ١٤)

> *অর্থ: পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর(স্থিরীকৃত) সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।*

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الأنفال: ١٣)

> *অর্থ: নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে, আল্লাহর আযাব তো সুকঠিন।*

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ(سورة التوبة: ٦٣)

> *অর্থ: তারা কি জানে না, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যাতে সে সর্বদা থাকবে? এটা তো চরম লাঞ্ছনা!*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا(سورة الأحزاب: ٣٦)

> *অর্থ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হলো।*

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (سورة الجن: ٢٣)

> *অর্থ: অবশ্য(আমাকে যে জিনিসের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা হলো)*

> *আল্লাহর পক্ষ হতে বার্তা পৌঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার করা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, যার ভেতর তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।*

* শুধু তাই নয়, বরং কিছু আয়াতে বলা হয়েছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার দ্বারাই আল্লাহ তাআলার অনুসরণ হবে।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(سورة آل عمران: ٣١)

> *অর্থ:(হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا(سورة النساء: ٨٠)

> *অর্থ: যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যারা(তাঁর আনুগত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি(হে নবী!) তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠাইনি(যে, তাদের কাজের দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে)।*

* আপনি যদি ভালোভাবে কুরআন অধ্যায়ন করে থাকেন তাহলে দেখবেন, কুরআনে যেখানেই আল্লাহকে অনুসরণের কথা বলা হয়েছে সেখানেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। কোথাও শুধু আল্লাহকে অনুসরণের কথা বলা হয়নি। কিন্তু কিছু আয়াত এমন আছে যেখানে শুধু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, নবীজীর অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার অনুসরণ বাস্তবায়ন হবে।

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(سورة الأعراف: ١٥٨)

অর্থ:(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যার আয়ত্তে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আন, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(سورة الحشر: ٧)

অর্থ: রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

(سورة النساء: ١١٥)

অর্থ: আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দিব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(سورة النور: ٦٣)

অর্থ:(হে মানুষ!) তোমরা নিজেদের মধ্যে রাসূলের ডাককে তোমাদের পারস্পরিক ডাকের মত(মামুলি) মনে করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অন্যের আড়াল নিয়ে চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে ভালো

> *করে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত - না জানি তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোনো শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে।*

যারা আল্লাহর অনুসরণ আর নবী রাসূলদের অনুসরণে পার্থক্য করে, তাদের শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(سورة النساء: ١٥٠)

> *অর্থ: যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে, আমরা কতক(রাসূল)-এর প্রতি তো ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি, আর(এভাবে) তারা(কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করতে চায়। এরূপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।*

রশীদ তার কথা শেষ করল। সব শুনে লোকটি বলল,

কুরআন ও হাদীস উভয়টা অনুসরণের মাধ্যমেই নবীজির অনুসরণ হবে।

: হুজুর! আমি আয়াতগুলো শুনলাম। কিন্তু এই আয়াতগুলোর কোথায় হাদীস অনুসরণের কথা বলা হয়েছে? এখানে তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। আর কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হবে।

এই অজ্ঞতাপূর্ণ কথা শুনে রশীদের রাগ উঠে যাচ্ছিল। নিজেকে সংবরণ করল সে। নিজেকে বুঝাতে লাগল, নাহ! রাগ করা যাবে না। উত্তেজিত হওয়া যাবে না মোটেও। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে...।

: হাদীস হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ। ব্যক্তি অনুসরণের অর্থই হলো ব্যক্তির কথা ও কাজের অনুসরণ করা। সুতরাং হাদীস

অনুসরণের অর্থ হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা। কুরআন অনুসরণ করলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা হবে নিশ্চই। কিন্তু তার নিজের কথা ও কাজ অনুসরণ করলে নবীজীর অনুসরণ হবে না একথা কি এই আয়াতগুলো তে আছে? বা অন্য কোনো আয়াতে?

:...!!

: তাহলে কীভাবে বললেন, কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই শুধু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হবে। কীভাবে আপনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের অনুসরণকে তার অনুসরণ থেকে বের করে দিলেন? কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হবে। হাদীসের অনুসরণের মাধ্যমেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ হবে।

লোকটা একটু রেগে গিয়ে বলল,

: তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে কুরআন অপূর্ণাঙ্গ। যার কারণে তার সাথে হাদীসকেও অনুসরণ করতে হবে! অথচ কুরআনে বলা হয়েছে

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ(سورة الأنعام: ٣٨)

> *অর্থ: আমি কুরআনে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি*

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(سورة النحل: ٨٩)

> *অর্থ: আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্য হয় হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।*

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ

(سورة الأعراف: ٥٢)

> *অর্থ: বস্তুত আমি তাদের কাছে এমন এক কিতাব উপস্থিত করেছি, যার ভেতর আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। যারা ঈমান আনে,*

> *তাদের পক্ষে এটা হিদায়াত ও রহমত।*

الٓرٰ كِتٰبٌ أُحْكِمَتْ أٰيٰتُه ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

(سورة هود: ١)

> *অর্থ: আলিফ-লাম-রা। এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহকে (দলীল-প্রমাণ দ্বারা) সুদৃঢ় করা হয়েছে। অতঃপর এমন এক সত্তার পক্ষ হতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।*

রশীদ জানত, লোকটি এই আয়াতগুলোর কথাই বলবে। পূর্বের হাদীস অস্বীকারকারীও এই আয়াতগুলো দিয়ে সংশয় তৈরি করত। নতুনরাও সেই পথেই হাঁটছে। আসলে নতুন ফেতনাগুলো আগের কথারই চর্বিতে চর্বণ করে। হায় তারা যদি কিছু পড়াশোনা করত, বিজ্ঞ আলেমদের সাথে তাদের খটকার জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করত, তাহলে কত ফিতনা অঙ্কুরেই নিঃশেষ হয়ে যেত...

রশীদ বলল, হ্যাঁ। কুরআনে কোনো ত্রুটি নেই। কুরআন পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত। আর এই জন্যই কুরআনে হাদীস অনুসরণের কথাও বলতে ছাড়েনি। হাদীস অনুসরণের কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে। যদি কুরআনে হাদীস অনুসরণের কথা না থাকত, তাহলে আপনি বলতে পারতেন: 'কুরআন পূর্ণাঙ্গ। তাতে সুস্পষ্টরূপে সবকিছু বর্ণনা করে দেওয়া আছে। অথচ হাদীস অনুসরণের কথা নেই। তাহলে আপনারা কেন এমন বিষয় অনুসরণ করতে বলছেন কুরআনে কারীম যার অনুসরণ করতে বলেনি? এমন কিছু অনুসরণের কথা বলা কি কুরআনকে ত্রুটিযুক্ত মনে করার নামান্তর নয়?'

কিন্তু কুরআন নিজেই হাদীস অনুসরণের কথা বলার পর ঐ প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ এখন আর আপনাদের হাতে নেই।

: আহা! আপনি বুঝতে পারছেন না। কুরআনে যদি সব কিছুই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেওয়া থাকে, তাহলে আর হাদীসের প্রয়োজন কেন?

: আপনি আসলে আয়াত দুটির মর্মই বুঝেননি। কুরআনে সব কিছু বলে দেওয়ার অর্থ কি এই যে, আমার আপনার আজকের কথাও কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে! এর অর্থ হলো কুরআনে দ্বীনের সব বিষয় বলে দেওয়া হয়েছে। কিছু সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর কিছু হাদীস, ইজমা ও কিয়াস অনুসরণ করার আদেশ দেওয়ার

মাধ্যমে বলা হয়েছে।

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআনের স্বীকৃত অনেক ব্যাখ্যাকার এই কথাটি সুস্পষ্ট বলেছেন। আমার কাছে কুরতুবী রহ. কথাটি লেখা আছে। তিনি কত সুন্দর বলেছেন,

قوله تعالى ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن؛ إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال الله تعالى ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ وقال ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ وقال ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا، وقال ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾.

: আমি কুরআনের ব্যাখ্যা মানি না। আমি সরাসরি কুরআন মানি।

: আপনি ব্যাখ্যা না মানলে আপনারও ব্যাখ্যা করার অধিকার নেই। অথচ আপনি ব্যাখ্যা করেই বলছেন হাদীস অনুসরণ করা যাবে না। কারণ হাদীস অনুসরণ না করার কথা কুরআনের কোথাও নেই। যদিও আপনার এটা ব্যাখ্যা নয়, অপব্যাখ্যা। কারণ তা কুরআনের অনেক আয়াতের বিপরীত।

আল্লাহ তাআলা আরেক জায়গায় বলেছেন:

أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

(سورة الأنعام: ١١٤)

এই আয়াত কি জানা আছে আপনার? বলুন, হাদীস মানা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে মানার নামান্তর নয়?

: উত্তেজিত হবেন না। হাদীস মানা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে

মানার নামান্তর নয়। কারণ হাদীস নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের পক্ষ থেকে নয়। হাদীস মূলত আল্লাহ তাআলারই আদেশ-নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى(سورة النجم: ١-٣)

> *অর্থ: কসম নক্ষত্রের, যখন তা পতিত হয়।(হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী পথ ভুলে যায়নি এবং বিপথগামীও হয়নি। সে তার নিজ খেয়াল-খুশী থেকে কিছু বলে না। এটা তো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।*

আরেকটি কথা, আপনার উল্লেখ করা আয়াতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে মানতে নিষেধ করা হতোই তাহলে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে কেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে মানতে বললেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে মানা আল্লাহ তাআলাকেই বিচারক হিসেবে মানার নামান্তর। উভয়টা একই বিষয়। যেমন: রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিচারককে বিচারক হিসেবে মানা প্রকারান্তে রাষ্ট্রপ্রধানকেই বিচারক হিসেবে মানা।

: কোন আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে মানতে বলেছেন?

: শুনুন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(سورة النساء: ٦٥)

> *অর্থ: না,(হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো রূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নিবে।*

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ (سورة النور: ٤٧-٥٢)

> *অর্থ: তারা(অর্থাৎ মুনাফিকগণ) বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা অনুগত হয়েছি। অতঃপর তাদের একটি দল এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয়।(প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন সহসা তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি তাদের হক উসুল করার থাকে, তবে অত্যন্ত বাধ্যগত হয়ে রাসূলের কাছে চলে আসে। তবে কি তাদের অন্তরে কোনো ব্যাধি আছে, নাকি তারা সন্দেহে নিপতিত, না তারা আশঙ্কাবোধ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? না, বরং তারা নিজেরাই জুলুমকারী। মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, তারা বলে আমরা(হুকুম) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম।*

: আচ্ছা এত কথা রাখেন। আপনি আমাকে এমন কোনো আয়াত দেখাতে পারবেন যেখানে কুরআন অনুসরণের সাথে সাথে হাদীসকেও অনুসরণ করতে বলা হয়েছে?

: পূর্বের সকল আয়াতেই কুরআন অনুসরণের সাথে হাদীসকেও অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আপনি না মেনে নিলে আমি আপনাকে মানতে বাধ্য করতে পারব না। তারপরও আরো কিছু আয়াত শুনুন:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(سورة البقرة: ٢٣٠)

> অর্থ: যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা তাদের ইদ্দতের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে(নিজ স্ত্রীত্বে) রেখে দিবে, নয়ত তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ছেড়ে দিবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে এজন্য আটকে রেখ না যে, তাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে স্বয়ং নিজ সত্তার প্রতিই জুলুম করবে। তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে তামাশারূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদেরকে উপদেশদানের লক্ষ্যে তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন তা স্মরণ রেখ। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ, আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(سورة آل عمران: ١٦٤)

> অর্থ: প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি(অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর নিশ্চয় এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল।

এই ধরনের আয়াত কুরআনে কারীমের আরো একাধিক জায়গায় আছে।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا

يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا(سورة النساء: ١٠٥)

> *অর্থ: এবং(হে নবী!) তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকলে তাদের একটি দল তো তোমাকে সরল পথ হতে বিচ্যুত করার ইচ্ছা করেই ফেলত(প্রকৃতপক্ষে) তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করছে না। তারা তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার প্রতি সর্বদাই আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।*

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (سورة الأحزاب: ٣٤)

> *অর্থ: এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হেকমতের কথা পাঠ করা হয়, তা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।*

খেয়াল করুন, এই আয়াতগুলোতে কুরআনের সাথে الحكمة। এর কথা বলা হচ্ছে। যদি الحكمة। স্বয়ং কুরআনই হতো তাহলে পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন হতো না এবং এতবার বলার প্রয়োজন হতো না। বোঝা গেল الحكمة। কুরআন থেকে ভিন্ন কিছু। এই الحكمة। এর অপর নামই হলো হাদীস।

: কুরআন কি হিকমা নয়?! আল্লাহ কত আয়াতে কুরআনকে হিকমা বলেছেন!!

: কুরআন অবশ্যই হিকমা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কিছু হিকমা নয়। এই আয়াতগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে, এখানে কুরআন বহির্ভূত ভিন্ন কোনো হিকমার কথা বলা হচ্ছে। আর সেটা নবীজির হাদীস। কারণ, নবীজির ঘরে কুরআনের সাথে শুধু নবীজির হাদীসেরই আলোচনা হতো।

লোকটি চুপ হয়ে রইল। রশীদ বলেই চলল...

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(سورة النحل: ٤٤)

> *অর্থ:(হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।*

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة النحل: ٦٤)

> *অর্থ: আমি তোমার উপর এ কিতাব এজন্যই নাযিল করেছি, যাতে তারা যে সব বিষয়ে বিভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে, তাদের সামনে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর এবং যাতে এটা ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের অবলম্বন হয়।*

এই যে কুরআনের البيان(ব্যাখ্যা) এর দায়িত্ব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এই البيان(ব্যাখ্যা) এর অপর নাম হলো হাদীস।

আরেকটি আয়াতে এসেছে,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ (سورة الأعراف: ١٥٦-١٥٧)

> *অর্থ: আর আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এ রহমত(পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে। যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট আছে, লিপিবদ্ধ পাবে, যে তাদেরকে সৎকাজের*

> *আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবে এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তার(অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।*

এই আয়াতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কোনো জিনিসকে হালাল কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে আসেনি এমন অনেক জিনিসকে হারাম ও অনেক জিনিসকে হালাল করেছেন। এই হারাম ও হালাল করণের অপর নাম হাদীস।

আল্লাহ তাআলা আরেক আয়াতে বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا(سورة الأحزاب: ٢١)

> *অর্থ: বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।*

দেখুন এখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকেই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ কুরআন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবন নয়। জীবনের বড় একটা অংশ। আর বাকি জীবনটাই হলো হাদীস। তাহলে বোঝা গেল কুরআন ও হাদীস উভয়টা মিলেই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

: এতসব কথার পরেও আপনার এই কথা মানতে হবে, আমরা আহলুল কুরআনরাই কুরআনে কারীমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।

: আপনারা আপনাদের বুঝ অনুযায়ী কুরআনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর আমরা -সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিমরা- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝ অনুযায়ী কুরআনকে গুরুত্ব দিচ্ছি। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝ যেহেতু প্রকারান্তে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই দেওয়া, তাই বলা যায়- আমরা

কুরআনকে ঐভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি যেভাবে আল্লাহ চান।

হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন

: আচ্ছা আপনি হাদীস অনুসরণের কথা বললেন। আমার প্রশ্ন হলো, অনুসরণ তো সম্ভব হবে তখন যখন তা সংরক্ষিত থাকবে। যেই বুখারীকে আপনারা সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকেন, তা লেখা হয়েছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দুইশত বছর পর। আপনিই বলুন একটা কথা যদি দুইশত বছর পর লেখা হয় তাহলে কি যথাযথভাবে লেখা হতে পারে? অবশ্যই তাতে অনেক গড়বড় হবে!

: আপনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। কথা চলছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মানা আবশ্যক কি না? যদি আবশ্যক মেনে নেওয়া হয়, তখন প্রশ্ন আসবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস যথাযথ সংরক্ষণ হয়েছে কি না। আপনি কি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মানা আবশ্যক তা মেনে নিয়েছেন?

: ধরুন মেনে নিয়েছি।

: খুব সহজেই মেনে নিলেন। আসলে পিছনে যে সকল দলিল উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে প্রতিটা বিবেকবান মানুষই মেনে নিবে যে, হাদীস অনুসরণ করা আবশ্যক। এছাড়াও হাদীস অনুসরণের আবশ্যকীয়তার আরো অনেক দলিল আছে।

: আচ্ছা আরেকটি বলুন।

: কোনটা রেখে কোনটা বলব। আচ্ছা একটা শুনুন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا(سورة الأنعام: ٢١، ٩٣، ١٤٤، سورة الأعراف: ٣٧، سورة يونس: ١٧، سورة هود: ١٨، سورة الكهف: ١٥، العنكبوت: ٦٨، الصف: ٧)

> *অর্থ: তার থেকে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে।*

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.(سورة الشورى: ٢٤)

> *অর্থ: তবে কি তারা বলে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে? অথচ আল্লাহ চাইলে তোমার অন্তরে মোহর করে দিতে পারেন। আল্লাহ তো মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন ও সত্যকে নিজ বাণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলীও জানেন।*

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.(سورة الحاقة: ٤٤)

> *অর্থ: আর যদি সে(অর্থাৎ রাসূল কথার কথা) কোন(মিথ্যা) বাণী রচনা করে আমার প্রতি আরোপ করত। তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর তার জীবন-ধমনি কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না।*

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, সবচেয়ে বড় জালেম হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। সুতরাং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নামে মিথ্যা বলবেন এটা হতেই পারে না। শেষ আয়াত থেকে তো একেবারে সুস্পষ্ট যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আল্লাহর নামে মিথ্যা বলেননি। তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নামে যা বলবেন, তা অবশ্যই আল্লাহর কথাই হবে। আর না হয় আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা হবে। এখন আপনিই বলুন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের নামে শুধু কুরআনের কথাই কি বলেছেন? না কুরআনের বাইরে দ্বীনের অন্যান্য কথাও (হাদীস) বলেছেন! শুধু কি বলেছেন! বরং তা অনুসরণ করতেও জোরদার তাগিদ দিয়েছেন।

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». رواه البخاري في صحيحه(٧٢٨٨) ومسلم في صحيحه(١٣٣٧)

হযরত আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের কিছু না বলি। কেননা, তোমাদের আগে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদেরকে অধিক

প্রশ্ন করা ও নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোনো ব্যাপারে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোনো বিষয়ে আদেশ করি, তাহলে সাধ্যানুসারে তা মেনে চলো।

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله». رواه البخاري(٧١٣٧) ومسلم(١٨٣٥)

হযরত আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার অনুসরণ করল সে যেন আল্লাহ তাআলারই অনুসরণ করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো সে যেন আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলো।

أخرج الإمام ابن ماجه في سننه(١٢) وأبو داود في سننه(٤٦٠٤) والترمذي في سننه(٢٦٦٤) وابن حبان في صحيحه(١٢) والحاكم في المستدرك(٣٧١) وغيرهم من طريقين عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه
(قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)

হযরত মিকদাম বিন মা'দী কারিব রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোনো পরিতৃপ্ত আয়েশী লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করো, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল এবং যা হারাম পাবে তা হারাম মান্য করো।

أخرج الإمام أحمد في مسنده(١٧١٤٢، ١٧١٤٤، ١٧١٤٥) والدارمي في سننه(٩٦) وابن ماجه في سننه(٤٢، ٤٣) وأبو داود في سننه(٤٦٠٧) والترمذي في سننه(٢٦٧٦) والحاكم في المستدرك(٣٢٩-٣٣٣) وغيرهم من طرق عن العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا

رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

(قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح ليس له علة. ولم يتعقبه الذهبي بشيء)

হযরত ইরবায বিন সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন কারো বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও (আমীরের) আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে(আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। সাবধান!(ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার থেকে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আত হলো ভ্রষ্টতা।

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى». رواه البخاري في صحيحه(٧٢٨٠)

হযরত আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। সাহাবারা বললেন, কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে-ই অস্বীকার করবে।

এই হাদীসগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীস অনুসরণ করাকে আবশ্যক করেছেন। এই সকল হাদীস এবং পিছনের যে আয়াতসমূহে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনাকারীকে সবচেয়ে বড় জালেম বলা হয়েছে, সেগুলো একত্র করলে খুব সহজেই আপনার বুঝে আসার কথা, কুরআনের মতো হাদীসও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং তার অনুসরণও আবশ্যক।

: আচ্ছা, আর লাগবে না। এখন আমাকে এটা বলুন, দুইশত বছর পর হাদীস সংরক্ষণ হলে হাদীস কীভাবে আপন অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে?

: আপনি যখন মেনে নিলেন আল্লাহ তাআলা আপনার উপর হাদীস অনুসরণ করাকে আবশ্যক করেছেন, তখন আল্লাহ হাদীস সংরক্ষণ করেছেন এটাও মানতে আপনি বাধ্য। অন্যথায় বলতে হবে, আল্লাহ আপনাকে এমন জিনিস মানতে বাধ্য করছেন, যা তিনি সংরক্ষণ করেননি। মানে সামর্থ্যের উর্ধ্বের কোনো বিষয়কে মানতে বলেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا। আল্লাহ তাআলা কারো উপর সাধ্যাতীত বিষয়কে চাপিয়ে দেন না।

: হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু তার পরও বুঝে আসে না, দুইশত বছর পর যা লেখা হয় তা কীভাবে সংরক্ষিত থাকে?

: আপনি আরবী ভাষা জানেন?

: না।

: যদি আপনি আরবী ভাষা জানতেন, ইসলামী ইতিহাস ও উলূম ফুনূনের ইতিহাস পড়তেন, তাহলে হাদীস দুইশত বছর পর লেখা হয়েছে তা কখনই বলতেন না। আমার হাতে যে কিতাবটি (دراسات في الحديث النبوي) দেখছেন এই কিতাবে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ও সাহাবাদের যুগেই অধিকাংশ হাদীস লেখা হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাবেয়ীনের যুগে বিভিন্ন আকারে হাদীস সংকলন তৈরি হয়েছে। তাবে তাবেয়ীনের যুগে হাদীস সংকলন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এই দুই যুগের কিছু সংকলন এখনও আছে। যেমন:

- نسخة همام عن أبي هريرة
- نسخة سهيل بن أبي سهيل عن أبي صالح

- كتاب الآثار لأبي حنيفة
- مغازي موسى بن عقبة
- جامع معمر بن راشد
- الموطأ للإمام مالك
- الزهد لابن المبارك
- الجهاد له
- المسند له
- السير لأبي إسحاق الفزاري
- الحجة على أهل المدينة

আর বুখারী মুসলিমের যুগ হলো হাদীস সংকলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরের যুগ। তাদের পূর্বেই হাদীসের বড় বড় সংকলনগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারা এসে মূলত সংক্ষেপিত সংকলনে মনোযোগী হয়েছেন।

তাছাড়া লেখা হলো সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি মাত্র। একমাত্র পদ্ধতি না। হাদীস নিজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমেও সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন অনেক হাদীস সংরক্ষণ করেছেন। ওয়াকি’ রহ. বলতেন, হাদীস মুখস্থ রাখতে চাইলে সে অনুযায়ী আমল কর। তাহলে মনে রাখতে পারবে।

আরেকটা মাধ্যম হলো, মুখস্থ রাখা। তারা মুখস্থ রাখার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষণ করেছেন।

: এত এত হাদীস কীভাবে মুখস্থ রাখল? এটা কি সম্ভব?

কীভাবে এত হাদীস মুখস্থ রাখলেন

: দেখুন তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এই কুরআন আর হাদীসই হলো তাদের নাজাতের একমাত্র উপায়। তাই তারা হাদীস মুখস্থ রাখার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর যে বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয় তা মুখস্থও রাখা অনেক সহজ হয়। এটা হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো, আপনি তাদের জীবনী খতিয়ে দেখলে বুঝবেন, তৎকালীন আরবদের মুখস্থ শক্তি ছিল অনেক প্রখর। তারা শত লাইনের একটি কবিতা একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলত।

তৃতীয় বিষয় হলো, হাদীস কিছু ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য। আর কিছু ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম। বক্তব্য মুখস্থ রাখা কঠিন হলেও কর্ম মুখস্থ রাখা কিন্তু কঠিন নয়।

চতুর্থ কথা হলো, হাদীসের যে বিশাল ভাণ্ডার তা তাদের একজনের মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়নি। তা তাদের সম্মিলিত মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। কোনো সাহাবী দশটা, কোনো সাহাবী একশটা, কোনো সাহাবী আরো বেশি। কোনো সাহাবী আরো কম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আপনি চিন্তা করুন, আপনি আপনার অতীতের কত কথা মনে রেখেছেন। তাহলে তারা কি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীসও মুখস্থ রাখতে পারবেন না!

: আচ্ছা! এইভাবে বিষয়টা আমার জানা ছিল না। কিন্তু হাদীসের নামে কত জালিয়াতি হয়েছে তা তো আপনার জানার কথা! আপনি কীভাবে বুঝবেন কোনটা জাল হাদীস আর কোনটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস?

: ইতিহাস অনেক বিকৃত হয়েছে। তাই বলে কি ইতিহাসকে ফেলে দেয়া হয়েছে? নাকি সঠিক ইতিহাসকে জাল ইতিহাস থেকে পৃথক করার চেষ্টা করা হয়েছে? দেখুন হাদীস জাল হয়েছে ঠিক। কিন্তু কোনটা প্রমাণিত হাদীস আর কোনটা জাল হাদীস তা আমাদের পূর্বসূরী মুহাদ্দিসগণ নির্ণয় করে দিয়েছেন। নির্ণয় করার যৌক্তিক ও শক্তিশালী অনেক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হাজার হাজার কিতাব রচনা করেছেন। শুধু জাল হাদীস সংকলন করে লেখা কিতাবের সংখ্যাও কম নয়।

> ***অন্যের কথা কখনো নবীজির কথা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তা চিহ্নিত হয়েছেই।***

আপনিই একটি হাদীস জাল করে দেখুন। এত সুন্দর ও সূক্ষ্ম নীতি তারা রেখে গেছেন যে, আপনার জালকৃত হাদীসটি ধরতে বেশি দেরি হবে না। কারণ, আপনাকে হাদীসের সনদ দেখাতে হবে। সেই সনদটা আবার পাওয়া যেতে হবে পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে। যেই কিতাবে পাওয়া যাবে সেই কিতাবের লেখক হতে হবে নির্ভরযোগ্য এবং তা সেই লেখকের কিতাব বলে প্রমাণিত হতে হবে।

তো এই যুগেই কেউ হাদীস জাল করে লুকিয়ে রাখতে পারছে না, তাহলে ঐ সময় কীভাবে পারবে! সুতরাং এমন কোনো সম্ভাবনা নেই যে, জাল কোনো হাদীস নবীজীর হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে আর কোনো মুহাদ্দিস তা নির্ণয় করে যাননি এবং এ যুগও তা নির্ণয় করা সম্ভব না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. কে বলা হলো, নবীজীর নামে কত জাল-মিথ্যা হাদীস ছড়িয়ে পড়েছে! এগুলো কীভাবে চিহ্নিত হবে? তিনি জবাবে বললেন, প্রত্যেক যুগেই এই হাদীসগুলো চিহ্নিত করার জন্য প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ থাকবেন।[১]

একবার হারুনুর রশীদ এক যিন্দিককে পাকড়াও করে হত্যার আদেশ দিলেন। তখন ঐ যিন্দিক বলল, আমাকে কেন হত্যার আদেশ দিলেন? তিনি বললেন, তোমার অনিষ্টতা থেকে মানুষকে বাঁচানোর করার জন্য। তখন সে বলল: আমি যে নবীর নামে হাজার হাজার জাল হাদীস ছড়িয়ে দিয়েছি সেগুলো থেকে মানুষকে কীভাবে বাঁচাবেন?! হারুনুর রশীদ বললেন, আল্লাহর দুশমন, তোমার কি আবু ইসহাক ফাযারী আর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কথা জানা নেই! তারা দুইজনে তোমার বানানো প্রত্যেকটা জাল হাদীস একটা একটা করে চিহ্নিত করবে।[২]

ইবনে মায়ীন রহ. মারা যাওয়ার পর তার মৃতদেহ নবীজির খাটিয়াতে বহন করা হয় এবং মানুষ বলতে থাকে, এই সেই মহান ব্যক্তি যে সারা জীবন নবীজির নামে বানানো সকল জাল ও মিথ্যা কথার অপনোদন করেছেন।[৩]

ইবনে খুযাইমা রহ. বলেছেন, আবু হামিদ শারকী যতদিন জীবিত আছে ততোদিন কারো পক্ষে নবীজির নামে মিথ্যা বলে পার পাওয়া সম্ভব হবে না।[৪]

ইরাকে যখন অনেক জাল হাদীস ছড়িয়ে পড়লো তখন দারাকুতনী রহ. বললেন, হে বাগদাদবাসী, আপনারা এই ধারণা করবেন না যে, আমি জীবিত থাকতে কেউ নবীজির মিথ্যা বলে ধরা পড়বে না।[৫]

খতীবে বাগদাদী রহ. মারা যাওয়ার পর তাকে দাফনের জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন একদল মানুষ চিৎকার করে বলছিলো: এই সেই ব্যক্তি যে নবীজির নামে বানানো জাল হাদীস চিহ্নিত করত। এই সেই ব্যক্তি যে নবীজির হাদীস সংরক্ষণ করত।[৬]

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, অন্যের কথা কখনো নবীজির কথা বলে প্রতিষ্ঠিত

---

[১] ইবন আদী, আল কামিল: ১/১০৩।

[২] তারীখে দিমাশক: ৭/১২৭।

[৩] ইবন হিব্বান, সিকাত: ৯/২৬৩

[৪] ইবনুল জাওযী, মাওযুআত: ১/৪৫ - ৪৬

[৫] ইবনুল জাওযী, মাওযুআত: ১/৪৫ - ৪৬

[৬] যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৮/২৮৬

হয়নি। তা চিহ্নিত হয়েছেই। নতুন করে কোনো কথা নবীজির কথা হিসেবে প্রসিদ্ধি পেলেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এ যুগের হাদীস বিশারদ তা চিহ্নিত করবেনই।

: তারাও তো মানুষ ছিলেন। তাদেরও তো ভুল হতে পারে?

: ডাক্তারদেরও তো ভুল হতে পারে। তারপরও তো আপনি-আমি ডাক্তার দেখাই। কারণ তাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। আর বাস্তব কথা হলো, তাদের মধ্যে যাদের কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে তা সতীর্থরা চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

: আচ্ছা আপনি আমাকে সংক্ষেপে একটু বলুন তো, কীভাবে তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হাদীসকে জাল হাদীস থেকে আলাদা করেছেন? আমার বোঝা দরকার, তাদের যাচাই নীতি আসলেই বিজ্ঞানসম্মত ছিল কি না?

রশীদ সংক্ষেপে গুছিয়ে হাদীস প্রমাণিত হওয়ার মৌলিক নীতিগুলো একে একে বলল। সনদ মুত্তাসিল হওয়া, রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া, নির্দিষ্ট রেওয়ায়াতটিতে তাদের কোনো ভুল নেই তা প্রমাণিত হওয়া। তারপর খুলে খুলে বলল, কীভাবে একজন রাবী সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হয়, সনদ কীভাবে মুত্তাসিল হয় এবং সত্যবাদী ও ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবীর নির্দিষ্ট কোনো রেওয়ায়াতে ভুল হলে তা কীভাবে নির্ধারণ করা হয়।

লোকটি এগুলো শুনে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন, বাস্তবেই তাদের যাচাই নীতি অনেক যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

রশীদ বলল, আমি তো আপনাকে একেবারে সংক্ষেপে বললাম। আপনি উনাদের যাচাই নীতি সম্পর্কে যত বিস্তারিত জানতে থাকবেন, ততই আপনার কাছে মনে হতে থাকবে, অতীতের কোনো বিষয় যাচাইয়ের জন্য এর থেকে উত্তম আর কোনো নীতি হতে পারে না। এবং এই নীতি অনুসারে যে হাদীসটিকে তারা প্রমাণিত বলেছেন তা যদি প্রমাণিত হিসেবে মেনে না নেই, তাহলে অতীতের কোন বিষয় মেনে নেওয়ার অধিকার আমাদের থাকে না। যারা মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাই নীতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তারা হয়ত, মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাই নীতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত না, অথবা তারা গোঁড়ামির শিকার।

: আলহামদুলিল্লাহ, আমার অনেক বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু দুটি বিষয় আমি এখনও নির্দ্বিধায় বলব!

: কী?

নবীজির হাদীস শুধু নবীর যুগের জন্য প্রযোজ্য?

: এক. কিছু হাদীস ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজ যুগের জন্য বলেছেন। সেগুলো এই যুগে মানা জরুরী না।

: আপনার দ্বিতীয় কথাটি একটু পরে শুনি। আমি প্রথম কথার ব্যাপারে কিছু বলি।

: বলুন।

: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আখেরী নবী। তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীস কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য আবশ্যক। হ্যাঁ, কিছু হাদীস আছে যা নবী যুগেই রহিত হয়ে গেছে। কিছু হাদীস আছে যা ঐ যুগের লোকদের জন্য বা ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট। কিছু আছে যা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের সাথে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে আমলযোগ্য নয়। এই কথাগুলো ঠিক আছে।

কিন্তু এর মানে এই না যে, আমি আপনি যে কোনো হাদীসের ব্যাপারে এমনটা বলে দিব। যে হাদীসগুলো এই পর্যায়ের তার কিছুতো এমন, স্বয়ং হাদীস থেকেই তা এই পর্যায়ের হওয়া বুঝে আসে। আর যেগুলো স্বয়ং হাদীস থেকে বুঝে আসে না সেগুলো এই পর্যায়ের কি না তা বোঝার একমাত্র অধিকার হলো সাহাবায়ে কেরামের। কারণ তারাই ছিলেন সরাসরি শ্রোতা ও দর্শক। এই ধরনের হাদীসগুলো সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের ছাত্র তাবেয়ীনরা নির্ধারণ করে গেছেন। আপনার ও আমার জন্য ছেড়ে যাননি।

: হ্যাঁ, কথা যৌক্তিক।

: এবার আপনার দ্বিতীয় বিষয়টি বলুন।

কুরআন বিরুদ্ধ ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হাদীস

: শুনেছি, মুহাদ্দিসীনে কেরাম শুধু সনদ যাচাই করেছেন। হাদীসের টেক্সট যাচাই করেননি। তাই তারা যদি এমন কোনো হাদীসকে প্রমাণিত বলেন যা কুরআন বিরুদ্ধ বা বিবেক ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ তা আমি গ্রহণ করব না।

: প্রথম কথা হলো, আপনার শোনা কথাটি ভুল। মুহাদ্দিসীনে কেরাম শুধু সনদ

যাচাই করেছেন, হাদীসের টেক্সট তথা মতন যাচাই করেননি- এই কথাটা তাদের উপর সম্পূর্ণ অপবাদ। এই জন্যেই বলা হয়, কারো ব্যাপারে মন্তব্য করতে হলে তার ব্যাপারে আগে ভালোভাবে জানা দরকার। আপনারা প্রাচ্যবিদ ও তাদের অন্ধ অনুসারী কথিত গবেষকদের কথা ওহির মতো বিশ্বাস করে নেন। তারাই সর্বপ্রথম এই কথাটি বলেছে। আর আপনারাও বিশ্বাস করে নিয়েছেন।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম সনদ সহীহ হওয়ার পরও অনেক হাদীস বা হাদীসের অংশকে অপ্রমাণিত বলেছেন শুধু মতনের সমস্যার কারণে। কোনো হাদীস বা হাদীসের অংশ যদি কুরআন, প্রমাণিত একাধিক হাদীস, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রমাণিত ঘটনা-প্রবাহ, ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা, বা সুস্থ বিবেকবিরোধী হয়, আর তার মাঝে সামঞ্জস্য না করা যায়, তখন তারা ঐ হাদীস বা হাদীসের ঐ অংশকে অপ্রমাণিত বলেছেন। চৌদ্দশ বছরের লাখ লাখ হাদীস বিশারদ এই কাজগুলো করে দিয়েছেন। এর জন্য অনেক কিতাব লিখেছেন। আমার আপনার উপর ছেড়ে দেননি। তাই তারা যে হাদীসটিকে প্রমাণিত বলেন এর অর্থ হলো, হাদীসটি কুরআন বিরোধী নয়। সুস্থ বিবেক ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নয়।

মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মতিক্রমে যে হাদীসটিকে প্রমাণিত বলা হয়েছে তা আমার আপনার কাছে কুরআন বিরোধী মনে হলেই অপ্রমাণিত হয়ে যাবে না। নিশ্চই কুরআনের আয়াতটি বা হাদীসটি বুঝতে আমাদের ভুল হয়েছে। ফলে একটাকে আরেকটার বিরোধী মনে হচ্ছে।

আর বিবেক বিরোধী মনে হলে নিশ্চই হাদীসটি বুঝতে ভুল হয়েছে অথবা বিবেকের বিরোধী মনে করতে গিয়ে আমার নিজের বিবেকেরই ভুল হয়েছে।

আপনি বললেন, বিজ্ঞানবিরোধী হলে আপনি হাদীস মানবেন না। কথা ঠিক, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন স্বীকৃত বিজ্ঞানবিরোধী কথা বলেননি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের কাছে বিজ্ঞান নামে যা পৌঁছে তা কি সুপ্রতিষ্ঠিত সর্বজন স্বীকৃত বিজ্ঞান? এই বিজ্ঞান আজকে এক কথা বলে তো আগামীকাল আরেক কথা বলবে! এই বিজ্ঞান এক সময় ইসলামের অনেক বিষয়কে বিজ্ঞান বিরোধী বলেছিল, পরে প্রমাণের চাপে নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের বিজ্ঞান বিরোধী বলাটা ভুল ছিল!! এই বিজ্ঞান তো পুঁজিবাদ আর বস্তুবাদের সহযোগীতায় ব্যয় হয়, পুঁজিবাদ আর বস্তুবাদ বিরোধী বস্তুনিষ্ঠ গবেষণাগুলোর টুটি চেপে ধরে!! এজন্য সাবধান! বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দিতে

গিয়ে যেন বিজ্ঞানের পূজা না করে বসি। মনে রাখতে হবে, আমার ধর্ম ইসলাম। বিজ্ঞান নয়।

উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ থাকল। ভদ্রলোক বলল, হুজুর আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি আপনার কথাগুলো আরো ভেবে দেখব।

কথা বলতে বলতে কীভাবে যে চার ঘণ্টার পথ ফুরিয়ে গেল টেরই পাওয়া গেল না।

হাদীস অনুসরণের সঠিক পন্থা

মাগরিব নামায পড়ে রশীদ মসজিদ থেকে বের হয়ে হাঁটছিল। পাশের বাড়ির শফিক পিছন থেকে ডাক দিলো। শফিক ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে। দ্বীনী বিষয়ে জানতে আগ্রহী হলেও মানার ক্ষেত্রে ততটা আগ্রহী না। রশীদ বাড়িতে আসার পর শফিকের ভাইয়ের কাছে জানতে পেরেছে, শফিক এখন আমীন জোরে বলে। তার আমীনের স্বরে মসজিদ কেঁপে উঠার উপক্রম হয়। কেরাত শুদ্ধ নয়। এ নিয়ে তেমন একটা চিন্তাও নেই। নামাযের শুরুতে হাতটা ভালো করে না উঠালেও রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার পর গুরুত্বের সাথেই হাত উঠায়। এবার ছুটিতে বাড়িতে এসে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছে। করো নামাযই নাকি হয় না! রশীদের ইচ্ছা ছিল শফিকের সাথে কথা বলবে।

: রশীদ, বাড়িতে কবে আসলে?

: এই তো তিন দিন হলো।

: এই বছর কী পড়?

: হাদীস পড়ি।

: কোন কিতাব থেকে?

: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ আরো কয়েকটা প্রসিদ্ধ কিতাব থেকে।

: শুধু পড়লেই হবে! আমলও করতে হবে।

: জ্বী ভাই। আমল করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আরো চেষ্টা করার তাওফিক দান করুন।

: নামাযটা আগে হাদীস অনুযায়ী কর। বাকিগুলো আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

: আলহামদুলিল্লাহ, হাদীসে যেভাবে এসেছে সে অনুযায়ীই নামায পড়ছি।

হাদীস অনুসরণ করতে গিয়ে যেভাবে ভুল হয়

: তাহলে আমীন জোরে বলো না কেন? রফয়ে' ইদাইন করো না কেন?

: কারণ কিছু হাদীসে আমীন আস্তে বলার কথা আছে এবং শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠানোর কথা আছে।

: আরে এগুলো সব 'দয়ীফ দয়ীফ'।

: যয়ীফ কাকে বলে শফিক ভাই?

: যেই হাদীস নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত না।

: কখন একটা হাদীস নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয় আর কখন অপ্রমাণিত হয় তা কি আপনি জানেন?

: ..... রাবী দুর্বল হলে।

: আরো অনেক কারণে হাদীস অপ্রমাণিত হয়। কিন্তু এই হাদীসগুলোর রাবী যে দুর্বল তা জানলেন কীভাবে। আপনি নিজে তো আরবী জানেন না। রাবীদের জীবনী নিয়ে লিখিত সকল কিতাব তো আরবী। তাছাড়া আরবী জানলেই তো হবে না। أصول الجرح والتعديل ও জানতে হবে। আপনি তো এগুলোর কিছুই জানেন না।

: আমি একটা বইয়ে পেয়েছিলাম। সেখানে মনে হয় কয়েকজন হাদীস বিশারদের রেফারেন্স আছে।

: একটা বইয়ে পেয়ে গেলেন আর বিশ্বাস করে নিলেন?! আপনারা কিছু রেফারেন্স পেলেই মনে করেন সব কথা শেষ। রেফারেন্সগুলো ঠিক কি না, আরো কোনো কথা আছে কি না- এগুলো জানার চেষ্টাই করেন না। আপনি যখন ঐ বইটা পড়েছেন তখনই আপনার উচিত ছিল, ভালো কোনো আলেমের শরণাপন্ন হয়ে বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাই করে নেওয়া। আব্দুল মতিন সাহেবের 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' বইটাও যদি পড়তেন তাহলে দেখতেন আমীন আস্তে বলা আর শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠানোর ব্যাপারে কত দলিল আছে।

এক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুন্নাহ থাকলে করণীয়

: আচ্ছা পড়ব। কিন্তু এটা তো স্বীকার করবে, আমীন জোরে বলা এবং রফয়ে' য়াদাইনের কথা অনেক হাদীসে আছে।

: আমীন আস্তে ও জোরে এবং রফয়ে' য়াদাইন করা ও না করা উভয় আমলই হাদীসে এসেছে। এধরনের আমলকে تعدد وتنوع السنة তথা

সুন্নাহর বৈচিত্র্য বলে। এক্ষেত্রে উভয় আমলই সঠিক।

: তাহলে এক্ষেত্রে আমীন জোরে বল না কেন? রফয়ে' য়াদাইন কর না কেন?

: যেহেতু উভয় আমলই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাই যে কোনো একটা করলেই হলো।

: উভয়টার মধ্যে আমীন আস্তে বলা ও রফয়ে' য়াদাইন না করার আমলকে কেন অগ্রাধিকার দিলে?

: কারণ, এই দেশে এই আমলটাই প্রচলিত। আর যে দেশে যে আমল প্রচলিত সে দেশের লোক ঐ আমলটাই করবে। এমনটাই বলে গেছেন পূর্ববর্তী আলেমগণ।

একবার হুমাইদ আত তবীল ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. কে বললেন, যদি আপনি সবাইকে এক মতের উপর নিয়ে আসতেন! এর জবাবে ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. বললেন, তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে না এটা আমার জন্য আনন্দদায়ক নয়। এরপর তিনি সকল অঞ্চলে লিখিত ফরমান জারি করলেন, প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের ফুকাহায়ে কেরামের অনুসরণ করবে।[১]

ইমাম মালেক মুওয়াত্তা লেখার পর খলীফা মানসুর বলেছিল, আপনি চাইলে আমি সবাইকে এই কিতাবের অনুসরণ করতে বাধ্য করব। তখন মালেক রহ. বলেছিলেন, আপনি এমনটি করবেন না। প্রত্যেক দেশের জনগণ কে তাদের নিজ অঞ্চলের ইলম ও সুন্নাহর উপর থাকতে দিন।[২]

ইমাম ইবনে আব্দুল বার এক ভিন্ন প্রসঙ্গে মুওয়াত্তা মালেকের শরাহ আত তামহীদে (১:১০) এই মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যে প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের কর্তব্য হল, তারা ঐ অঞ্চলের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করবে। ভালো কাজের যেই পন্থা পূর্ববর্তীগণ অবলম্বন করেছিলেন, তারা তাই অনুসরণ করবে যদিও অন্য কোন মুবাহ পন্থা অধিক পছন্দনীয় মনে হয়।

একবার এক তালিবে ইলম হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু ইয়া'লা রহ. এর কাছে এসে হাম্বলী মাযহাব পড়তে চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের এলাকার সকলে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী আমল করে। তাই তোমার উচিত শাফেয়ী মাযহাব শিখা। অন্যথায় সম্ভাবনা আছে তোমার দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[৩]

---

[১] সুনানে দারেমী: ৬২৫, তারীখে আবু যুরআ', ১/২০২

[২] আল জারুহ ওয়াত তা'দীল: ১/২৯, আসারুল হাদীসিশ শরীফ, পৃ: ৪০-৪৫, মাআ'লিমু ইরশাদিয়্যাহ, পৃ: ৩৬৬-৩৭৩

[৩] মুসাওয়াদা আলে ইবনে তাইমিয়া, পৃ: ৫৪১

এমনকি প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম সালেহ আল উসাইমিনও বলেছেন, জনসাধারণের মাযহাব হবে সেটা যেটা তাদের উলামায়ে কেরামের মাযহাব।[১]

আরেক প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম আব্দুর রহমান বিন সা'দী বলেছেন, জনসাধারণের জন্য নিজ দেশের আলেমদের বিপরীতে অন্য দেশের আলেমের অনুসরণ করা উচিত নয়।[২]

আহলে হাদীসদের খন্ডন কেন করা হয়?

: যদি উভয় আমলই সঠিক হয় তাহলে তোমরা মাদরাসার হুজুররা আহলে হাদীসদের উপর এত খ্যাপা কেন?

: কারণ হলো, তারা 'কোন দেশে যখন দুই পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতি ব্যাপক প্রচলিত হয়ে যায় তখন তাকেই আমল হিসেব গ্রহণ করা দরকার' সালাফ ও পূর্ববর্তী আলেমগণের এই স্বীকৃত নীতি থেকে সরে গেছে। আসলে এটাও মূল কারণ নয়। মূল কারণ হলো, তারা উভয় পদ্ধতিকে সঠিক মনে করে এক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে এমনটা না। বরং তারা একটা পদ্ধতি গ্রহণ করে আর অন্য পদ্ধতিকে ভুল মনে করে। ফলে তারা অন্য পদ্ধতিতে আমলকারীদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে। যেমন আপনি মনে করেন আমাদের নামায হয়নি। যেহেতু তারা একটা সুন্নাহকে অস্বীকার করছে, ভুল বলছে, তাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলি।

আর আপনি খ্যাপা শব্দটা ব্যবহার করেছেন। যে মাসআলায় সালাফ থেকে মতানৈক্য চলে আসছে এমন মাসআলায় অপর পক্ষের ব্যাপারে কখনোই আমরা অশালীন শব্দ ব্যবহারকে ঠিক মনে করি না। কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের জুলুম আর অবিচার দেখে আমাদের কিছু ভাইয়ের মুখ থেকে মাঝে মাঝে কিছু কঠিন শব্দ বের হয়ে যায়।

মাযহাব আর হাদীস কি ভিন্ন?

: যাই বল, তোমরা তো মাযহাব মানো। হাদীস মানো না!

: বলতেই হয়, আপনি মাযহাব জিনিসটা বুঝেননি। মাযহাব হাদীস থেকে আলাদা কিছু না। হাদীস মানারই উত্তম একটা পথ।

: মানে?

: আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম হাদীস সামনে রেখে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই নির্ধারণকৃত 'করণীয় আর বর্জনীয়' এর নামই

[১] ফাতাওয়া আল নুরিদ দারাব: ২/৯৭, লিকাউল বাবিল মাফতূহ: ২০/৩০

[২] লিকাউল বাবিল মাফতূহ: ২০/৩০

হলো ফিকহ বা মাযহাব। ফিকহ মানে বুঝ। কিসের বুঝ? কুরআন ও হাদীসের বুঝ। মাযহাব মানে পথ। কিসের পথ? কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের পথ। তাই ফিকহ বা মাযহাব কুরআন হাদীসের বাইরের কিছু না। কুরআন ও হাদীস সহজ ও সঠিকভাবে অনুসরণের পথ ও পন্থা মাত্র। সুতরাং মাযহাব অনুসরণ করা যেন কুরআন-হাদীসকেই অনুসরণ করা।

: আমরা কুরআন-হাদীস মানতে অন্যের অনুসরণ করব কেন?

মাযহাবের প্রয়োজন কেন?

: যে কাউকে তো অনুসরণের কথা বলা হচ্ছে না। যারা কুরআন হাদীসে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন তাদের মতামতের ভিত্তিতেই মাযহাব তৈরি হয়েছে। তাদের মাযহাবকেই মূলত অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। কেন? যাতে কুরআন হাদীসের যথাযথ অনুসরণ করতে পারি।

ডাক্তাররা আমাদের যে ঔষধ লিখে দেয় আমরা সেই ঔষধ সেবন করি। ডাক্তারদের কথা অনুসরণ করি। নিজেরা চিকিৎসা শাস্ত্রের বই পড়ে নিজেদের চিকিৎসা করি না। কেন? কারণ আমরা জানি, তারা দীর্ঘ একটা সময় অন্য ডাক্তারদের কাছে পড়ালেখা করে ডাক্তার হয়েছে। তাই তাদের চিকিৎসা সঠিক হবে। আমরা নিজেরা পড়ে চিকিৎসা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

হানাফী মাযহাব কেন মানি?

: বুঝলাম, কিন্তু তোমরা শুধু হানাফী মাযহাব মানো কেন?

: কারণ ইমাম আবু হানিফা রহ. তাবেয়ীন ও তাবে' তাবেয়ীনের কাছে দীর্ঘ সময় লাগিয়ে কুরআন হাদীস শিখেছেন। এরপর কুরআন হাদীস সামনে রেখে মানুষের সহজার্থে করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একেই বলা হয় হানাফী মাযহাব বা ফিকহে হানাফী। সুতরাং হানাফী মাযহাব কুরআন হাদীসের বাইরের কিছু না। কুরআন হাদীস অনুসরণের সহজ একটা পন্থা। তাই হানাফী মাযহাব অনুসরণ করায় কোনো সমস্যা নেই।

: এমন আলেম কি একমাত্র আবু হানিফাই ছিল? আর কেউ ছিল না? তোমরা শুধু তার অনুসরণ করো কেন?

: ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পর প্রতি যুগে লক্ষ লক্ষ আলেম এসেছেন। তারা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কুরআন ও হাদীসের গবেষণালব্ধ মতামতগুলো যাচাই বাছাই করেছেন। তারপর সাক্ষ্য দিয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর

মতামতগুলো কুরআন ও হাদীসের সুন্দর ও সঠিক ব্যাখ্যা হয়েছে। তাই আমরা শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অনুসরণ করি বিষয়টা এমন না। বরং আরো হাজারো লক্ষ আলেমদের গবেষণাকেও অনুসরণ করি। এটা হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আগে ও পরে অনুসরণ করা যায় এমন অনেক আলেম এসেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কি হেকমত! সকলের গবেষণা ও মতামতগুলো হেফাজত হয়নি।

তৃতীয় কথা হলো, যদিও একাধিক অনুসরণীয় ব্যক্তির মতামত হেফাজত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষভাবে আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর গবেষণা ও ব্যাখ্যা অনুসরণ করি। কারণ, সকল ডাক্তার সমান না। পড়ালেখা, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতায় একজন আরেকজন থেকে এগিয়ে থাকে। ডাক্তারদের মধ্যে যেমন আমরা সবচেয়ে ভালো ও বিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর গবেষণা ও ব্যাখ্যাকেও ঠিক এই কারণেই আমরা অনুসরণ করি।

হাদীস অনুসরণের জন্য মুজতাহিদ ইমামদের দ্বারস্থ কেন হতে হয়?

: আচ্ছা রশীদ! আমাকে বলো তো, আল্লাহ আমাকে হাদীস অনুসরণের কথা বলেছেন না? তাহলে হাদীস অনুসরণ এত কঠিন কেন হবে যে, এর জন্য আমাদের অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে?!

: শফিক ভাই, হাদীস অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। মূল উদ্দেশ্য হলো অনুসরণ করা। এখন যারা বড় বড় ইমামগণের বাতানো পথ অনুযায়ী চলছে, তারা হাদীসেরই অনুসরণ করছে। হাদীস অনুসরণের দায়িত্ব আদায়ে তাদের কোনো ত্রুটি হবে না।

আপনি চাচ্ছেন সরাসরি হাদীস অনুসরণ করতে। তো ভাই, এই আবেগ থাকা মন্দ না। তবে এর জন্য অনেক প্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতি ছাড়া কেউ চিকিৎসা শুরু করলে যেমন জীবননাশের আশংকা থাকে, তেমনি প্রস্তুতি ছাড়া সরাসরি হাদীস অনুসরণ করতে গেলেও ঈমান আমলের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

: সরাসরি হাদীস অনুসরণ করতে কী প্রস্তুতি নিতে হবে?

: অনেক... সরাসরি হাদীসের অনুসরণ করতে গেলে অনেক বিষয়ের গভীর ও বিস্তৃত ইলম থাকতে হবে।

: যেমন?

: কয়েকটা বলি:

১. আরবী ভাষার গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে।

২. কোন হাদীসটি প্রমাণিত আর কোনটি অপ্রমাণিত তা যাচাই করার যোগ্যতা তৈরি করতে হবে।

৩. আলোচিত হাদীসটি যে বিষয়ের সে বিষয়ের কুরআনের সকল আয়াত, অন্যান্য হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের আমল একত্র করতে হবে।

৪. উসূলে ফিকহের আলোকে প্রত্যেকটা হাদীসের স্বাভাবিক মর্ম নির্ধারণ করতে হবে।

৫. বাহ্যত বিরোধী হাদীস সামনে আসলে কোনটা মানসূখ আর কোনটা নাসেখ তা নির্ধারণ করতে হবে।

৬. সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হলে সামঞ্জস্য করতে হবে।

৭. সামঞ্জস্য সম্ভব না হলে একটাকে আরেকটার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। প্রাধান্য দেওয়ার কারণ অনেক। কখনো এক হাদীসের পক্ষে প্রাধান্য দেওয়ার কিছু কারণ বিদ্যমান থাকে। আরেক হাদীসের পক্ষে অন্য কিছু কারণ বিদ্যমান থাকে। তখন প্রাধান্যদানকারী কারণ সমূহের মধ্যে কোনটা শক্তিশালী সেটা নির্ধারণ করতে হবে।

৮. কোন হাদীসটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, আর কোনটা সমগ্র উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য তা নির্ধারণ করতে হবে।

৯. কোনটা সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য, আর কোনটা বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য তা নির্ধারণ করতে হবে।

১০. কোনো একটা আমলের ব্যাপারে যখন প্রমাণ হবে তা করণীয় তখন দেখতে হবে, তা কোন স্তরের করণীয়? ফরজ, না ওয়াজিব, না সুন্নাত, না মুস্তাহাব তা নির্ধারণ করতে হবে। এমনিভাবে কোনো একটা আমল যখন পরিত্যাজ্য প্রমাণ হবে তখন তা কোন স্তরের পরিত্যাজ্য? হারাম, না মাকরুহে তাহরীমী, না মাকরুহে তানযীহী তা নির্ধারণ করতে হবে।

আমি মাত্র দশটা বিষয় বললাম। শব্দ আর বাক্য হিসেবে কথাগুলো কম হলেও

এগুলো প্রত্যেকটাই অনেক মেহনতের দাবী রাখে। আমরা যারা সবকিছু ছেড়ে একনাগাড়ে কুরআন হাদীস নিয়ে দশ পনেরো বছর যাবৎ মাদরাসায় পড়াশোনা করি, আমাদের পক্ষেই সবগুলো কাজ আঞ্জাম দেয়ার যথাযথ যোগ্যতা তৈরী সম্ভব হয় না।

: তাহলে তো মনে হচ্ছে নিজে আমল করাটা অনেক কঠিন। উলামায়ে কেরামের অনুসরণ ছাড়া উপায় নেই।

: জ্বী ভাই। তবে আমাদের যুগে এমন যোগ্য উলামায়ে কেরাম নেই বললেই চলে। তাছাড়া কেউ যদি থেকেও থাকে তাহলে তার থেকে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামকে অনুসরণ করা অধিক নিরাপদ হবে। কারণ পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মতামত অনেক চর্চা হয়েছে। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে যাচাই করেছেন। কিছু ভুলচুক থাকলে তা নির্ধারণ হয়ে গেছে। কিন্তু সমসাময়িক বা নিকট অতীতের উলামায়ে কেরামের মতামত চর্চা ও তার ভুল শুদ্ধ যাচাইয়ের কাজ তেমন একটা হয় না। সেজন্য আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম নিজেরা সরাসরি গবেষণা না করে সবচেয়ে প্রবীণ মাযহাব হানাফী মাযহাবের মতামত অনুযায়ী দ্বীনী বিষয়ের সমাধান দেন।

: হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তোমাকে অনেক শুকরিয়া। আসলে আমাদের দ্বীনী বিষয়ে নতুন কিছু করার আগে অবশ্যই উলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। জাযাকাল্লাহ

: ওয়া ইয়্যাকুম।

রশীদ বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো আর মনে মনে বলল, আসলে এক গ্রুপ আহলে কুরআন নাম নিয়ে হাদীসকে অস্বীকার করছে। আরেক গ্রুপ আহলে হাদীস নাম নিয়ে ফিকহকে অস্বীকার করছে।

উলূমুল হাদীস শেখার বিভিন্ন উপকারিতা

ইখতিসাস ও তাখাসসুস

'এক হলো কোনো শাস্ত্রে ইখতেসাস করা তথা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা। আরেক হলো কোনো শাস্ত্রে তাখাসসুস তথা কিছু সময় নিবিড়ভাবে অধ্যয়নের জন্য ফারেগ হওয়া। দুটো এক নয়। তাখাসসুস মূলত ইখতেসাসের জন্য ওসিলা বা মাধ্যম। তাখাসসুস করলেই ইখতেসাস অর্জন হয়ে যাবে বিষয়টা এমন নয়। তাখাসসুসের সময় দুই বছর বা তিন বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু ইখতেসাসের পথ বড় দীর্ঘ। ইখতেসাস সাধারণত এক বিষয়ে, উর্ধ্বে দুই বিষয়ে হতে পারে। কিন্তু তাখসসুস একাধিক বিষয়ে হতে পারে। সময় ও পরিস্থিতির বিবেচনায় তাখাসসুসের বিষয় নির্ধারণ হবে। তবে নিজের ইখতেসাসের বিষয় ছাড়া তাখাসসুস করলে ঐ বিষয়েই করা উচিত যা তার ইখতেসাসের জন্য সহায়ক হয়।

তুমি কোন বিষয়ে ইখতেসাস করবে এটা তোমাকেই নির্ধারণ করতে হবে। তুমি সকল বিষয়ের নির্বাচিত কিছু কিতাব পড়বে। সকল শাস্ত্রের ইতিহাস ও উৎস গ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা নিবে। তারপর চিন্তা করে বের করবে, কোন শাস্ত্রটা তোমার কাছে সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে আগ্রহপূর্ণ ও সবচেয়ে জরুরী মনে হয়। তারপর তোমার চিন্তাটা নিজের তা'লীমী মুরুব্বীর কাছে পেশ করবে। তিনি যাচাই করবেন, বাস্তবেই এই শাস্ত্রটা তোমার কাছে সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে আগ্রহপূর্ণ ও সবচেয়ে জরুরী মনে হচ্ছে কি না? তিনি যদি বলেন, তোমার নির্বাচন ঠিক আছে তাহলে ধরে নিতে পার এই বিষয়ে ইখতেসাস অর্জন করলে তুমি সফল হতে পারবে। এভাবে ইখতেসাসের বিষয় নির্ধারণ করা কারো জন্য তো জালালাইন, মিশকাত বা দাওরার বছরই সম্ভব হয়। আর কারো জন্য সম্ভব হয় আরো পরে।'

পাশের এলাকার নাফিস, যে ঢাকার স্বনামধন্য এক মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস পড়ছে। শৈশবে রশীদ তার সাথে অনেক খেলাধুলা করেছে। কুরবানীর বিরতিতে রশীদের সাথে দেখা হলে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি আগামী বছর কোন

বিষয়ে তাখাসসুস করবে? তখন রশীদ জবাবে নাযেম সাহেবের উপরের কথাগুলো শুনিয়ে বলল, আমি ইনশাআল্লাহ উলূমুল হাদীস বিষয়ে ইখতেসাস অর্জন করব এবং তাখাসসুসও করব শুধু উলূমুল হাদীস বিষয়ে।

: হ্যাঁ, গায়রে মুকাল্লিদদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। উলূমুল হাদীসের তাই অনেক দরকার আছে।

উলূমুল হাদীস পড়ার মূল লক্ষ্য

: উলূমুল হাদীস পড়লে অবশ্যই গায়রে মুকাল্লিদদের খণ্ডন ভালোভাবে করা যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা উলূমুল হাদীস পড়ার মূল লক্ষ্য হতে পারে না।

: মূল লক্ষ্যটা কী?

: দ্বীন হলো কুরআন, হাদীস এবং ফাহমুস সালাফ তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে' তাবেয়ীনের কুরআন-হাদীসের বুঝের সমষ্টি। কুরআন আমাদের কাছে এত মজবুত সূত্রে পৌঁছেছে যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এই কুরআন সেই কুরআন যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হাদীস ও আসারুস সালাফের যে ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা এতটা মজবুত সূত্রে পৌঁছেনি। ফলে যাচাই করতে হয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের থেকে **যা বর্ণিত হয়েছে তা আদৌও তাদের থেকে প্রমাণিত কি না? উলূমুল হাদীস শিখতে হয় মূলত এই যাচাই পদ্ধতি শেখার জন্য।**

উলূমুল হাদীসে কেন ইখতিসাস করতে হবে?

: যাচাইয়ের কাজ তো পূর্বের মুহাদ্দিসীনে কেরাম করেই দিয়েছেন। নতুন করে যাচাইয়ের কী প্রয়োজন?

: জ্বী, তারা যাচাই করে যা ফলাফল পেশ করেছেন তা জানতেই উলূমুল হাদীস পড়তে হয়। যাচাইয়ের কাজে তারা অনেক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যা না বুঝলে আমরা তাদের যাচাইকার্য থেকে যথাযথ উপকৃত হতে পারব না। এই পরিভাষাগুলো জানতে আমাদের উলূমুল হাদীস পড়তে হবে। তাছাড়া যাচাইয়ের কাজে তাদের মাঝে বিভিন্ন সময় মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোন মতটা অধিক শক্তিশালী তা বুঝতে তাদের যাচাই-নীতি জানতে হবে। অনেক রেওয়ায়াতের ব্যাপারে প্রমাণিত কি অপ্রমাণিত এই ব্যাপারে তাদের কোনো মন্তব্য নাও পেতে পারি। তখন তাদের যাচাই নীতির আলোকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, রেওয়ায়াতটি কি প্রমাণিত না

অপ্রমাণিত। মোটকথা তাদের যাচাই নীতি জানতে হবে। এই যাচাই নীতি জানার জন্যেও আমাকে উলূমুল হাদীস পড়তে হবে।

দেখুন, আমরা কিন্তু ইফতা পড়ি। কেন পড়ি? নিজে মাসআলা ইস্তেমবাত করার জন্য? না। ইফতা পড়ি মুজতাহিদগণ ইস্তেমবাত করে যে মাসআলা বলে দিয়েছেন সেগুলো জানার জন্য। সমসাময়িক বিষয়ে তাদের নীতির আলোকে মাসআলা কী হতে পারে তা বোঝার জন্য। ঠিক উলূমুল হাদীস পড়া হয়, মুহাদ্দিসীনে কেরাম কোন হাদীসকে প্রমাণিত বলেছেন আর কোনটাকে অপ্রমাণিত বলেছেন তা জানার জন্য। যেখানে তাদের মতামত পাওয়া যায় না, সেখানে তাদের নীতির আলোকে প্রমাণিত না অপ্রমাণিত তা নির্ধারণ করার জন্য।

উলূমুল হাদীসে ইখতিসাস করার বিশটি ফায়দা

: বুঝতে পেরেছি। উলূমুল হাদীস পড়ায় আর কী কী ফায়দা আছে?

: অনেক...!

: কয়েকটা বলেন।

: ঠিক আছে:

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফের কথা বার বার পড়ার কারণে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত তৈরি হবে।

২. বেশি বেশি দুরূদ পড়ার সৌভাগ্য হবে। আর সহীহ হাদীসে এসেছে, যে সবচেয়ে বেশি দুরূদ পড়বে কেয়ামতের দিন সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি থাকবে।

৩. সুন্নাতের প্রতি মুহাব্বত ও বিদআতরে প্রতি ঘৃণা জন্মাবে।

৪. ব্যক্তি-জীবনে সতর্কতা অর্জন হবে। মানুষ চেনা ও যাচাই করার যোগ্যতা তৈরি হবে।

৫. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সালাফ থেকে প্রমাণিত কুরআনের তাফসীর জানতে পারবে। তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত অপ্রমাণিত তাফসীরগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। তাফসীরের কিতাবসমূহে উল্লেখিত ইসরায়েলী রেওয়ায়াতের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি তৈরি হবে।

৬. ফিকহে ইসলামীর প্রতি আস্থা অর্জন হবে। মুজতাহিদ ইমামগণের মূল্য বুঝে

আসবে। তারা কত পরিশ্রম করে রেওয়ায়াতের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে আমলযোগ্য হাদীস ও আসারগুলো নির্ণয় করেছেন। তারপর কত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর সার-নির্যাস তৈরি করছেনে- তা দেখে অন্তর থেকে তাদের জন্য দোয়া আসতে থাকবে।

৭. শায ও বিচ্ছিন্ন মতামতের উপর কঠোরতা তৈরি হবে। ইজতেহাদী মাসআলায় ভিন্ন মতাবলম্বীদের ব্যাপারে নমনীয়তা জন্ম নিবে।

৮. সালাফ ও প্রতি যুগের আকাবিরের বিরাট একটা অংশের ইলমী, আমলী ও ফিকরী যিন্দেগীর অবগতি লাভের সুযোগ হবে৷

৯. ব্যক্তি ও র্কমের যথাযথ মূল্যায়নের রুচি তৈরি হবে । যাল্লাতের ব্যাপারে কঠোরতা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে আহলুল ইলম ও আহলুল কুলূবের ইহতেরাম বজায় রাখার ভারসাম্যতা তৈরি হবে।

১০. সালাফ থেকে প্রমাণিত আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে জানা যাবে। ইলমুল আকীদার বড় একটা অংশ হলো সালাফের আকীদা বর্ণনা। আর সালাফের আকীদা আমাদের কাছে সনদের মাধ্যমেই পৌঁছেছে। আর সনদ যাচাই করতে হলে ইলমুল হাদীসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

১১. ইতিহাস যাচাইয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠব।

১২. ইলমুল ইলাল হলো উলূমুল হাদীসের সবচেয়ে গুরুত্বর্পূণ অংশ। এই ইলমের পারর্দশিতা অন্যান্য শাস্ত্রের 'মাদাখিলুল খত্বা ওয়াল খলাল' অর্থাৎ ভুল ও বিকৃতির প্রবেশের দ্বার সর্ম্পকে সচেতনতা তৈরিতে সহযোগিতা করবে৷

১৩. ইলমুল লোগাহ, ইলমুন নাহু ওয়াস সরফ, ও ইলমুল বালাগার মূল ভিত্তি হলো নুসূসে কুরআন, রেওয়ায়াত বিল মা'না হয়নি এমন হাদীস এবং নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের বিশুদ্ধ আরবদের গদ্য ও পদ্য৷

হাদীস প্রমাণিত হওয়া ও রেওয়ায়াত বিল মা'না মুক্ত হওয়া এই বিষয়টির যাচাই তো উলূমুল হাদীসের পারদর্শিতা ছাড়া সম্ভবই না। নির্দিষ্ট সময় ও জায়গার বিশুদ্ধ আরবদের গদ্য ও পদ্য যাচাই করতেও উলূমুল হাদীস সহযোগিতা করবে।

১৪. তাহকীকুত তুরাস একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র৷ এর খোলাসা কথা হলো, অমুক লেখক অমুক কিতাব লিখেছে এটা আমরা জানি৷ কিন্ত আমাদের কাছে ঐ

কিতাবের যে নুসখা আছে সেটা কি আসলেই ঐ কিতাবের নুসখা? লেখক যেভাবে লিখেছিলেন আমাদের এই নুসখায় কি সেভাবেই আছে? আমাদের নুসখায় কোনো বিকৃতি প্রবেশ করেনি তো? কিতাবের পাণ্ডুলিপি প্রণেতা বা অন্য কারো থেকে কোনো হস্তক্ষেপ ঘটেনি তো? এই বিষয়গুলোর যথাযথ তাহকীক করা হয় ইলমু তাহকীকিত তুরাস ও ইলমু তাহকীকিন নুসূস এর মাধ্যমে। এই শাস্ত্রটির মৌলিক সম্পর্ক উলূমুল হাদীসের সাথে। তাই উলূমুল হাদীসের কিতাবসমূহের বড় একটা অংশ দখল করে আছে এই শাস্ত্রটির আলোচনা।

১৫. উলূমুল হাদীসের পারদর্শিতা দ্বীনের বিকৃতি সাধনকারীদের খণ্ডন করা ও তাদের বিকৃতি প্রতিহত করার পথ সহজ করে দেয়। তারা যখন তাদের ভ্রান্ত মতের সমর্থনে কোনো রেওয়ায়াত বা ব্যক্তির কথা দিয়ে দলিল দিবে, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হবে প্রমাণিত কি না। উলূমুল হাদীসের মাধ্যমেই তাদের অপ্রমাণিত দলিলগুলো চিহ্নিত করা যাবে।

১৬. উলূমুল হাদীসের তালিবে ইলম প্রায় দেখে, কখনো অনেক বড় ব্যক্তিদেরও কোনো মন্তব্য বা কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল হয় যায়। এই বিষয়টা তার মধ্যে কোনো মন্তব্য করা ও শোনা কথা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা তৈরি করবে।

১৭. অন্য শাস্ত্রের দক্ষ ব্যক্তি হাদীসের সাথে যথাযথ সম্পর্ক না রাখায় যখন হাদীস বিষয়ে কথা বলে তখন তারও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। কিছু ভুল তো অনেক মারাত্মক পর্যায়ের হয়। এগুলো দেখে উলূমুল হাদীসের তালিবে ইলমদের এই শিক্ষা হয়ে যায়, যেই শাস্ত্রে পারদর্শিতা নেই, সেই শাস্ত্রে কথা না বলা উচিত। প্রত্যেক শাস্ত্রকে তার বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

১৮. ফযলু ইলমিস সালাফ আলা ইলমিল খালাফ অর্থাৎ উত্তরসূরীদের উপর পূর্বসুরীদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান—এই বিষয়টি অনুধাবন করা তালিবে ইলমের জন্য অনেক জরুরী। হাদীসের তালিবে ইলমরা যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিসীনের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারে তখন উক্ত বিষয়টি তাদের তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে।

১৯. শায়খ থেকে রেওয়ায়াত করতে গিয়ে যখন দুই ছাত্রের মাঝে ইখতেলাফ হয়, তখন যে ছাত্র উক্ত শায়খের সোহবত তুলনামূলক বেশি লাভ করেছে তার রেওয়ায়াত সাধারণত প্রাধান্য পায়। এই বিষয়টি তালিবে ইলম যতই দেখে, তার মধ্যে সোহবাতুশ শুয়ূখ তথা উস্তাদ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যের গুরুত্ব ততই

বাড়তে থাকে। উস্তাদ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিবিড় সান্নিধ্য তালিবে ইলমের ইলমী ও আমলী যিন্দেগীর উন্নতির জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য।

২০. হাদীসের তালিবে ইলম যখন দেখে, উলূমুল হাদীসের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং প্রত্যেকটা শাখাই অনেক বিশাল ও বিস্তৃত তখন তার কাছে সামগ্রিক ইলমের বিস্তৃতিও প্রকাশ পেতে থাকে। তার অর্জিত ইলমের নগণ্যতা ফুটে উঠতে থাকে, যা একজন তালিবে ইলমের জন্য অনেক জরুরী।

রশীদ একসাথে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে উঠল। নাফিস বলল, উলূমুল হাদীস শেখার ফায়দা তো দেখছি অনেক। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যথাযথভাবে উলূমুল হাদীস শেখার তাওফিক দান করুন।

: আমীন।

...রক্তিম সূর্যটা কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম আকাশে ডুবে গেছে। রহিম চাচা কাঁচি হাতে গামছা গায়ে মাঠ থেকে উঠে আসছে। ধুলোমলিন চেহারা নিয়ে ছেলেগুলো খেলার মাঠ থেকে ফিরছে। হাঁসগুলো পুকুর থেকে উঠে দল বেঁধে বাড়ির পথ ধরেছে। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আপন ঠিকানা পানে উড়ে চলছে। গ্রাম জুড়ে আগত রজনীর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সবকিছু আবছা হয়ে উঠেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে আযানের সুর, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার....

: এই নাফিস, চলো মাগরিবের নামায পড়ে আসি।

যে পথের শেষ নেই

বর্তমান সময়ের উলূমুল হাদীস বিষয়ের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং শত কিতাবের লেখক শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল কাদির বিন আওয়াদার কাছ থেকে নাযেম সাহেব বরাবর একটি চিঠি এসেছে। তাতে লেখা হয়েছে,

> "...আপনার বরকতময় বিভিন্ন কর্ম-তৎপরতার সংবাদ আমাকে আনন্দ দেয়। সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি এটা জেনে যে, আপনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সূত্রে বর্ণিত সকল রেওয়ায়াতের তাহকীকের কাজ শুরু করেছেন। যেখানে আপনি প্রথমে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে প্রমাণিত রেওয়ায়াতগুলো চিহ্নিত করবেন। তারপর কোন রেওয়ায়াতগুলোতে ইমাম আবু হানিফা রহ. তাফাররুদ করেছেন, কোনগুলোতে তার মুতাবাআত আছে আর কোনগুলোতে তার মুখালাফাত আছে তা নির্ধারণ করবেন। যেগুলোতে তাফাররুদ করেছেন সেগুলোর কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা অগ্রহণযোগ্য; যেগুলোতে মুখালাফাত হয়েছে সেক্ষেত্রে কোনগুলোতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর রেওয়ায়াত ঠিক আর কোনটাতে তার মুখালিফের রেওয়ায়াত ঠিক আর কোনটাতে উভয়ের রেওয়ায়াত ঠিক; যেগুলোতে মুখালিফের রেওয়ায়াত ঠিক তার কোনটাতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ভুল, কোনটাতে তার ছাত্রের ভুল আর কোনটাতে তার শায়খের ভুল- এসকল বিষয় ঘাম ঝরানো মেহনত ও গভীর পর্যবেক্ষণ করে নির্ণয় করবেন। তারপর ইমাম আবু হানিফা রহ. যত রেওয়ায়াত করেছেন তাতে ঠিক ও ভুলের শতকরা হার উদ্ঘাটন করবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দান করুন। যতদিন পর্যন্ত এ কাজ না হবে ততদিন পর্যন্ত ইমাম আ'যামের ব্যাপারে হাদীসে দুর্বল হওয়ার অপবাদ

দমন করার কাজ পরিপূর্ণ হবে না এবং হাদীসে তার মজবুত স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার বিষয়ে দিলে ইতমিনান আসবে না।

তবে আপনার কাছে আমার আবদার থাকবে, আপনি আপনার পিছনের কাজগুলোও সমাপ্ত করবেন। বিশেষ করে 'লিসানুল মিযান'-এর যে তাকমীল, তাযয়ীল ও তাকরীব তৈরি করছিলেন সেটা যদি পূর্ণ হয় তাহলে আহলে ইলমের শোকর ও দোয়ায় আপনি হাবুডুবু খেতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে তার অনুগ্রহের চাদরে আচ্ছাদিত রাখুন এবং আপনার জন্য সকল কল্যাণের দরজাকে উন্মুক্ত করে দিন।

এবার এই দুর্বল বান্দার আরজিটা শুনুন! আপনি জানেন, আমি এখন জীবনের শেষ সময়গুলো অতিক্রম করছি। নিজের শত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অলসতা আর অবহেলা সত্ত্বেও রব্বে কারীম তার অশেষ দয়ায় যা কিছু লেখার তাওফিক দিয়েছিলেন এখন দিল থেকে জোর তাগাদা পাচ্ছি, পিছনের সকল লেখায় একবার নজর দেওয়ার এবং পুনরায় সম্পাদনা করার। এতে আমার ফায়দা তো আছেই, হয়ত অন্যদেরও ফায়দা হবে। কিন্তু মন চাইলেই তো হবে না, শরীরেরও যে সঙ্গ দিতে হবে। সেটাই যে আমার নেই। বার্ধক্য আমাকে এতটাই পরাস্ত করেছে যে, প্রায় সবকিছুতে পরনির্ভর হয়ে পড়েছি। তাক থেকে ছোট একটি কিতাব নামাতেও অনেক সময় অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। একটা সময় ছিল যখন কিতাব পড়ে পড়ে রাতকে রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়েছি। অথচ এখন কিছুক্ষণ পড়লেই হাঁপিয়ে উঠি। চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। মাথা চিন চিন করে ওঠে। বুঝতেই পারছেন নতুন সম্পাদনার জন্য যে পরিমাণ ঘাঁটাঘাঁটি করার প্রয়োজন তা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনার কাছে যদি কোনো সৎ, সভ্য, মেধাবী, উদ্যমী, চৌকষ ও পরিশ্রমী কোনো তালিবে ইলম থাকে তাহলে মুনাসিব মনে করলে তাকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন, যে আমার কাজে সহযোগিতা করবে এবং আমি তার ইলমের পথ নির্দেশনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিব..."

নাযেম সাহেব চিঠিটি পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, বর্তমান সময়ের যে কয়জন ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও আস্থার সবটুকু জায়গা দখল করে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়খ আব্দুল কাদির বিন আওয়াদাহ। হাদীস শাস্ত্রে যাদের

অবদানের ঋণে নত হয়ে আছে বর্তমান সময়ের হাদীসের সকল তালিবে ইলম, তাদের সর্বাগ্রে আছেন শায়খ আব্দুল কাদির। শায়খের নতুন কোনো কিতাব পাওয়ার আশায় এক সময় কতটা ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতাম তা কখনো ভুলা সম্ভব না। এতটা বার্ধক্যে উপনীত হয়েও যে দৃঢ় মনোবল ও আকাশচুম্বী উচ্চাভিলাসের পরিচয় তিনি দিচ্ছেন তা সত্যিই মুগ্ধকর।

দূরে থেকেও বিভিন্ন সময় শায়খের অল্পস্বল্প সহযোগিতা করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এই সহযোগিতাটা করতে পারলে নিজেকে অনেক ধন্য মনে হবে। তাছাড়া কত বড় সৌভাগ্য যে, আমাদের কোনো শাগরিদ শায়খের মত ব্যক্তির নিবিড় সোহবত লাভ করবে। কিন্তু শায়খ যেই গুণের ব্যক্তি চেয়েছেন তা কি সহজে পাওয়া যাবে! হ্যাঁ, একজনই আছে। গুণগুলো পড়ার সময় তার চেহারাই ভেসে উঠছিল। ইচ্ছে তো ছিল, তাকে নিজের কাছেই রেখে দিব। কিন্তু নিজের স্বার্থে এত বড় সৌভাগ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে? এতে কি কোনো সন্দেহ আছে যে, শায়খের সোহবতে থাকলে তার উপকার বেশি হবে এবং তার ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হবে?

নাযেম সাহেব একজনকে পাঠালেন রশীদকে ডাকতে। পাশে রাখা কলমটি তুলে নিলেন শায়খ আব্দুল কাদের বিন আওয়াদার চিঠির জবাব দিতে।

* * *

এয়ারপোর্টে রশীদকে বিদায় জানাতে এসেছেন রশীদের বাবা, মামা, মোহতামিম সাহেব ও নাযেম সাহেব। রশীদ আজ ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। তার ছলছল চোখই বলে দিচ্ছিল তার মনের সব কথা। একে একে সকলের সাথে বিদায়ী মোসাফাহা করে যখন নাযেম সাহেবের কাছে আসল সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। চোখে অশ্রুর বান ডাকল। কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। নাযেম সাহেবের চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি অন্যদিকে ফিরে চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিলেন। রশীদের কাঁধে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। শেষে তার হাতে একটি কাগজ গুঁজে দিয়ে বললেন, বিমানে উঠার পর পড়বে।

* * *

বিমান যখন উড়া শুরু করল, ধীরে ধীরে মানুষ, ঘর বাড়ি, পাহাড় পর্বত ও নদী-নালা ছোট থেকে ছোট হয়ে আসল, তখন রশীদ নাযেম সাহেবের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল। কত পরিচিত, কত সুন্দর এক মমতাময় হস্তাক্ষরে লেখা—

"জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছ। এই যাত্রার শুরু আছে, শেষ নেই। মন চাচ্ছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সকল কথা তোমাকে আজ বলে দেই। কিন্তু তা যেমন সম্ভব নয় তেমন উপকারীও হবে না। তবে কয়েকটা কথা না বললেই নয়। কথাগুলো অন্তরের গভীরে লিখে রেখো এবং সর্বদা মনে রাখার চেষ্টা করো।

তুমি যদি দশ মাইল হাঁটার ইচ্ছা করো তাহলে আট মাইল হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর যদি আট মাইল হাঁটার ইচ্ছে করো তাহলে ছয় মাইল হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাই ইচ্ছেটা বড় করো। আল্লাহর কুদরত ও রহমত এই যুগেও তৈরি করতে পারেন আরেকজন যাহাবী। বানাতে পারেন আরেকজন ইবনে হাজার।

তুমি তোমার মেহনতের সমান বড়। তোমার আজকের মেহনতই বলে দিবে, ভবিষ্যতে তুমি কী হবে। টুকরো টুকরো বর্তমান জোড়া দিয়েই ভবিষ্যৎ নির্মাণ হয়। তাই খুব মেহনত করো। মেহনত করতে থেকো। স্মরণ রেখো, العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

কত সৌভাগ্য যে, তুমি শায়খের মত ব্যক্তির সোহবত পেতে যাচ্ছ। শুনে রাখো, সোহবত ছাড়া দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে সফল হওয়া গেলেও দ্বীনী কোনো বিষয়ে সোহবত ছাড়া সফল হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা দ্বীনী সকল বিষয়ের সফলতা গচ্ছিত রেখেছেন সোহবতের কোঁড়ে। সোহবতই হলো সকল ভান্ডারের চাবি। তাই সোহবতকে গুরুত্ব দিও। সজাগ থেকে সোহবত গ্রহণ করো। প্রতিটি আচরণ উচ্চারণ থেকে শেখার চেষ্টা করো।

সর্বশেষে বলবো, নিজেকে রবের কাছে উজাড় করে দিও। মন খুলে তার কাছে চেয়ে নিও। চাইতে কৃপণতা করো না। তিনি অকাতরে দান করেন। নিজেকে তার একনিষ্ঠ গোলাম বানাতে চেষ্টা করো। সকল দুঃখে তার কাছেই হাত পেতো। সকল সুখে তারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। অপরাধ হয়ে গেলে তার কাছে ধরা দিও। ক্ষমা চেয়ে নিও। তিনি বড় দয়ালু। তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা।"

...রশীদ সালাম দিয়ে উঠে গেল। উলূমুল হাদীস বিষয়টা তার জন্য একেবারে নতুন। আজকে যা শুনেছে তার সবই তার অজানা ছিল। সবকিছু পরিপূর্ণ না বুঝলেও উলূমুল হাদীসের মূল চিন্তাটা বুঝতে পেরেছে। অন্তরের ভিতরে উলূমুল হাদীস শেখার অদম্য আগ্রহ জেগে উঠেছে। আফফান সাহেব আদৌ বয়ানে এই এই কথা বলেছেন কি না তা যাচাইয়ের জন্য সে ঐ পন্থাই অবলম্বন করেছিল যা তার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে। আজ জানতে পরলো, মুহাদ্দিসীনে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত কথা ও কর্মগুলো তাদের থেকে প্রমাণিত কি না তা যাচাইয়ের জন্যও এই একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। বলতেই হয়, মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাইয়ের নীতি অনেক সুন্দর ও যৌক্তিক। নায়েম সাহেব ঠিকই বলেছেন, উলূমুল হাদীস বা মুহাদ্দিসীনে কেরামের যাচাই নীতি হলো ফিতরী তথা স্বভাবজাত।

এত সুন্দর ও যৌক্তিক বিষয় রশীদ শিখবে না, তা হতেই পারে না। নায়েম সাহেব তো আছেন। তার পরামর্শেই রশীদ উলূমুল হাদীসের কিতাবাদি পড়া শুরু করবে। যা বুঝবে না তা হুজুর থেকে বুঝে নিবে। যা বুঝেছে তা ঠিক কি না তা যাচাই করে নিবে...

প্রকাশক

লাজনাতুন নাশর
ওয়াত তা'লীফ ওয়াত তারজামা

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল আসলাফ
দোকান নং ঃ ৪০, প্রথম তলা
ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার
০১৭৪৭-৩৩০৭৭৯

Cover: Abul Fatah | 01914783567